বীরাচারবিধি

প্রথম অধ্যায়।

(বীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন।)

বীরেন্দ্র। ভাই রবি, আছ কেমন?

রবীন্দ্র। ভাল না। শরীরের অবস্থাও ভাল না, মনের অবস্থাও ভাল না।

বী। তা কেমন ক'রে ভাল হবে। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বীরাচার পালন করিতে,—পঞ্চ ম-কার সাধন করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তুমি ত তা করিবে না; সুতরাং ভাল থাকিবে কেমন করিয়া? ভাই মদ খাও, মদ খাও, মদ খাও। মদ্যই সুখদ, মদ্যই দেবগণের সুধা। সুধাপান কর, সকল দুঃখই দূর হইবে।

র। ভাই, মদ্যপান করা আমার পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য। অদ্যাপি বাবা জীবিত আছেন, বড় দাদাও জীবিত আছেন, তাঁহারা মদ্য স্পর্শ করেন না। আমাকেও দশজনে চেনে ও ভাল লোক বলিয়াই জানে; কিন্তু আমি মদ খাইলেই সকলে আমাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিবে। বিশেষতঃ সম্প্রতি আমি মাদক-নিবারিণী সভার খাতায় নাম লেখাইয়া মেম্বর হইয়াছি; সুতরাং আমার পক্ষে মদ খাওয়া অতীব দুঃসাধ্য।

বী। তবে কি ভাই, তুমি আমাকে 'মাতাল' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাক?

র। না—না—না; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, মদের প্রতি আমার কোন প্রকার প্রেজুডিস্ নাই; কুসংস্কারাপন্ন মূর্খেরাই মদ্য-পায়ীকে ঘৃণা করে। তোমার ন্যায় আরও অনেক বড়লোক আমার হৃদয়-বন্ধু আছে। আমি কি তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারি। তবে কি জান ভাই, সমাজে মূর্খের সংখ্যাই অধিক; আর তাহাদের মুখ চাহিয়া অনেক সময়ই অনেক কাজ করিতে হয়। সুখ্যাতি-অখ্যাতির ভার মূর্খদিগের হাতেই রহিয়াছে; যেহেতু তাহাদের সংখ্যা অধিক। অধুনা সংখ্যার জোরই বড় জোর। দেখ না কেন, যে অধিক-সংখ্যক গর্দ্দভের ভোট সংগ্রহ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর হয়, সেই ব্যক্তিই কাউন্সিলের মেম্বর হয়, সেই ব্যক্তিই সভাতে জয়ী হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তির হস্তেই দেশের শাসনদণ্ড নির্ভর করে বলিলেও হয়; ফলতঃ সেই ব্যক্তিই দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। অতএব গাধার দলের মুখ চাহিয়া কাজ না করিলে সমাজে নামখ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিবার উপায় নাই।

বী। তা বটে; কিন্তু ভাই, তুমি যখন একটু নাম খ্যাতি লাভ করিয়াছ, তখন তোমার দেশের প্রকৃত উপকার করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি দেশে গাধার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? মদ্যপান-নিবারিণী সভা করিয়া—মদ্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া ঘোরতর কপটাচার ও মিথ্যা প্রচার করিতেছ কেন? কি শারীরতত্ত্ববিৎ, কি মনস্তত্ত্ববিৎ অসংখ্য মনস্বী মহাত্মারা যে মদ্যের শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ কীর্ত্তন করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই, যে মদ্য দেবগণের সুধা, যাহা আনন্দময় সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ, সেই মদ্যের নিন্দা করিলে কি মহা-

পাতক হয় না? যাহা মনুষ্যমাত্রেরই মহোপকারী, তাহাকে অনিষ্টকারী বলিয়া গলাবাজি করা বা বক্তৃতা করা কি ঘোর মিথ্যাবাদীর কার্য্য নহে? কপটাচার মিথ্যাবাদী অপেক্ষা এ সংসারে ঘৃণার্হ আর কে আছে?

র। ভাই, ক্ষমা কর; আর না। তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিও না। মিথ্যাবাদী বলা অপেক্ষা বাপান্ত করা বরং ভাল। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের লোকেরা সমস্ত গালাগালির অপেক্ষা "মিথ্যাবাদী" এই গালাগালিকে অতিশয় কটু মনে করিয়া থাকেন। ফলতঃ পাশ্চাত্য-সমাজে "Liar" বলিলেই "Duel" উপস্থিত হয়, এবং সাংঘাতিক বিবাদ ঘটিয়া থাকে, যাহা হউক তোমার মত প্রাণের বন্ধুর সহিত আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করি না; কেননা তদ্রূপ করা এদেশের রীতি-বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ তুমি হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ বীর, আর আমি ক্ষীণতনু ও দুর্ব্বল; সুতরাং তোমার হস্তে মরিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ভাই, তোমার কথার একটু প্রতিবাদ না করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ, মদ্যের শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ; আমি অবশ্য তোমার মত মদ্যের তত গুণ না জানিলেও, তোমার কথায় স্বীকার করিতেছি; কিন্তু ভাই, সংসারে সকল পদার্থই দোষগুণ-মিশ্রিত; অতএব মদ্যেরও কতকগুলি দোষ আছে; সুতরাং সেই দোষগুলির উল্লেখ করিলেই মিথ্যা কথা বলা হয় না।

বী। সংসারে সকল বস্তুই দোষগুণমিশ্রিত, সে কথা যথার্থ বটে; কিন্তু বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়াই, তাহাকে কপটাচার ও মিথ্যাবাদী বলা হইয়া থাকে। তুমি যদি মদ্যপান-নিবারণী সভায় মদ্যের গুণ ও দোষ উভয়েরই উল্লেখ করিয়া নিরপেক্ষভাবে বক্তৃতা কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী বলিতে পারি

অবশ্যই মদের উপকার জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু যে নরাধম সেই উপকার বিস্মৃত হইয়া মদের নিন্দা করে, সে কৃতঘ্ন; তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি ত জীবনে কখনও মদ্যের নিন্দা করিতে পারিব না। মদ্য অমৃত-স্বরূপ; মদ্য সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ। এই মদ্যরূপ সুধার জন্যই দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল; এই মদ্যরূপ সঞ্জীবনী সুধা দ্বারাই শুক্রাচার্য্য যুদ্ধে মৃত অসুরদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে, মদ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে আর কিছুই নাই।

র। ভাল, তুমি মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়া কি কি উপকার পাইয়াছ?

বী। অসংখ্য! অসংখ্য! আমি একমুখে সেই সমস্ত উপকার বর্ণনা করিতে পারি না। তুমি অবশ্যই জান, আমি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় দুই বার এবং এল্ এ পরীক্ষায় তিন বার ফেল হইয়াছিলাম; কিন্তু মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস পড়িয়াই গত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এই আশ্চর্য্য ফলের জন্য আমি মদ্যের নিকট চির-ঋণী। তুমি অবশ্যই জান, পূর্ব্বে আমার শরীর কিরূপ ছিল; আমি তোমারই মত কৃশ ও দুর্ব্বল ছিলাম; এবং তোমারই মত আমারও শরীরে শত সহস্র ব্যাধি বাস করিত। আমি আজন্মকাল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছি; পরে যৌবনকালের পূর্ব্ব হইতেই

উপদংশ, প্রমেহ, শ্বাসকাস, বাত প্রভৃতি কঠিন কঠিন পীড়ায় ক্রমাগত ভুগিয়াছি ; কিন্তু যে দিন হইতে মদ্য-পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন হইতে সমস্ত রোগ আমার দেহমন্দির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি-য়াছে। এখন তুমি আমার শরীর দেখিতেছ ; আমি এখন একজন সে-লার বা সোল্‌জারের তুল্য শক্তি ধারণ করি-তেছি। ফলতঃ এখন আমাকে কোন সাহেবও নিগার বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে না ; পরন্তু এখন্ অনেকেই আমাকে জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান্ বলিয়া আমার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করে। আমি পূর্ব্বে তোমারই মত নিতান্ত ভীরু ও লজ্জাশীল কাপুরুষ ছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে মানুষের মত মানুষ হইয়াছি। এখন আমি সচ্ছন্দে সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়াও উইলসনের হোটেলে খানা খাইয়া আসি। ফলতঃ মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়া আমি নরক হইতে স্বর্গে আসিয়াছি ; আমার এতই উপকার ও উন্নতি হইয়াছে। মদ্যের মহিমায় আমার এখন সাহসের সীমা-পরিসীমা নাই। আমি কাহাকেও ভয় করি না ; কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। আমার যা ইচ্ছা হয়, তাই করি। ফলতঃ আমি এখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ বা "মুক্তপুরুষ" হইয়াছি।

র। বীরেন্, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ? তুমি ত নিষ্ঠ হিন্দুর ছেলে ; কিন্তু পূর্ব্বে তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন্ন করিয়া একজন ব্রাহ্মরত্নরূপে পরিগণিত হইতে শুনিয়াছিলাম। আমি

না। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া সভাতে কেবল মদ্যের দোষেরই উল্লেখ করিবে, ইহাতে তোমার উদ্দেশ্য কি বুঝিব? বুঝিব, লোককে প্রতারিত করাই তোমার উদ্দেশ্য। অতএব তোমার বঞ্চনামূলক বাক্যগুলিকে মিথ্যা বলিব না কেন? সংসারে সকল বস্তুরই দোষ আছে, গুণও আছে; কিন্তু বুঝিতে হইবে, কিসে দোষের ভাগ অধিক, আর কিসে গুণের ভাগ অধিক। যাহাতে দোষের ভাগ অধিক, তাহাই নিন্দনীয়; কিন্তু যাহাতে গুণের ভাগ অধিক, তাহাই প্রশংসার্হ। অগ্নি দ্বারা কখন কখন শরীর দগ্ধ হয়, গৃহ-দাহ হয়, সর্ব্বনাশও হয়; কিন্তু তাই বলিয়া কি অগ্নি-প্রজ্বালন-নিবারণী সভা করিয়া অগ্নির দোষকীর্ত্তনপূর্ব্বক বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য? "হে সভ্যগণ! অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া আমার একটী শিশুসন্তান মারা পড়িয়াছে; অগ্নি দ্বারা গৃহদগ্ধ হওয়াতে পেশোয়ারে অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; অতএব তোমরা অদ্যাবধি প্রতিজ্ঞা কর, কেহই অগ্নি স্পর্শ করিবে না; বাড়ীতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে না; এবং বন্ধুবান্ধব কাহাকেও অগ্নি জ্বালাইতে অনুমোদন করিবে না।" যে এইরূপ বক্তৃতা করে, তাহাকে কি বলিব? মূর্খ বলিব, না মিথ্যাবাদী বলিব? বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া অনেক সময় অনেকের অনেক অনিষ্ট করে; তাই বলিয়া কি বায়ুতে কেহ নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিবে না? জলপ্লাবনে অনেকের সর্ব্বনাশ হয় বলিয়া কি কেহ জল

ব্যবহার করিবে না? তদ্রূপ কেহ অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করিয়া মত্ত হইয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া কি আর কেহই মদ্যপান করিবে না? যেমন বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই অশেষ উপকারক, তদ্রূপ মদ্যও সকল মনুষ্যেরই অনন্ত উপকারক। অতএব যেমন জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির দোষের উল্লেখ করিয়া সেই সকল পদার্থ ব্যবহার করিতে নিষেধ করা ঘোর মূর্খতা বা প্রবঞ্চনা, তদ্রূপ মদ্যের দোষের উল্লেখ করিয়া মদ্যপান করিতে নিষেধ করাও ঘোর মূর্খতা ও ভীষণ প্রবঞ্চনা।

র। বীরেন্, তুমিও ত পূর্ব্বে মদ্যপান করিতে না; সম্প্রতি মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছ। বোধকরি তোমার মদ্যপানের অভ্যাস এখনও একবৎসরও পূর্ণ হয় নাই; ইহার মধ্যেই তুমি মদের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছ? অথবা অল্পদিন মদ্যপান করিলে এইরূপই মদ্য-পক্ষপাতিতা জন্মিবার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু ভাই, বড় বড় নামজাদা পাকা মাতালের সঙ্গেও আমার বিশেষ আত্মীয়তা ও আলাপ-পরিচয়াদি আছে; তাহারা ত তোমার মত মদের এতদূর গোঁড়া নহে; প্রত্যুত তাহারা সময় সময় মদ্যপানাভ্যাসের জন্য অত্যন্ত অনুতাপ করে, কখন কখন মদ্যপান ত্যাগের জন্য উৎকট শপথ করিয়াও থাকে এবং মদ্যের নিন্দাও করিয়া থাকে।

বী। যে মদ্যের নিন্দা করে, সে ভীষণ পাপাত্মা অথবা সে ঘোর মূর্খ! যে মদ খাইয়া মদের নিন্দা করে, সে ভীষণ পাপাত্মা; আর যে মদ না খাইয়া মদের নিন্দা করে, সে ঘোর মূর্খ। যে একবারও মদ খাইয়াছে, সে

অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি একজন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রত্নস্বরূপ," বহুলোকে তোমার প্রশংসা করিত। কিন্তু তুমি ত এখন ব্রাহ্ম সংস্রব ত্যাগ করিয়াছ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এখন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ?

বী। এইবার তুমি আমাকে বড়ই মুস্কিলে ফেলিলে ; আমি যে এখন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা তোমাকে এক-কথায় বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন ; কেননা আমি এখন যে ধর্ম্মাবলম্বী, সে ধর্ম্মের অদ্যাপি নামকরণ হয় নাই। একদিন আমার কোন ছাত্র বা শিষ্য আমাকে বলিল, "গুরুদেব ! আমি একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠনের ইচ্ছা করিয়াছি ; আমি আপনার মতানুযায়ী একটী অভিনব ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে অভিলাষ করিতেছি ; অতএব ধর্ম্মের কি নাম রাখিব ?" সেদিনও আমি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শিষ্যকে একটা যাহা কিছু বলিতেই হইবে, সুতরাং জিহ্বাগ্রে যাহা আসিল তাহাই বলিলাম। আমি বলিলাম, বাবা, "নব-হুল্লোড়" নামে ধর্ম্ম সংস্থাপন কর। তখন শিষ্য পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "গুরুদেব, নব-হুল্লোড় শব্দের অর্থ কি ?" আমি তখন আবার এক বিষম মুস্কিলে পড়িলাম ; কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিবলে বলিলাম, উহার অর্থ অতি নিগূঢ় ; তুমি শ্রীমান্ সত্যব্রত সামশ্রমী বাবাজীর নিকট গিয়া উহার অর্থ জানিয়া আইস। শিষ্য আমার কথাক্রমে উক্ত সামশ্রমীর নিকট গিয়া অতি সুন্দর অর্থ করিয়া

আনিল এবং মহা আনন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিল; আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম এবং সিদ্ধপুরুষের বাক্যই যে "বেদ" ইহাও আমার পরীক্ষিত হইল। বেদবিৎ পণ্ডিত বেদ হইতেই "নবহুল্লোড়" শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

র। হাঁ, বটে বটে, দিনকতক বীডনগার্ডেনে "নব-হুল্লোড়ের" খুব ধূমধাম দেখিয়াছিলাম বটে; এখন সে ধর্ম্মসম্প্রদায়টী কোথায়? তুমি কি তবে নব-হুল্লোড়ধর্ম্মী?

বী। আমি নবহুল্লোড়ধর্ম্মী কেন হইব? তুমি তবে শুনিলে কি? আমার একজন শিষ্য ঐ ধর্ম্মের স্থাপয়িতা। মেম্বরেরা নিয়মিতরূপে চাঁদা না দেওয়াতে উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ছোড়ভঙ্গ হইয়া বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রত্যেক মেম্বর স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মসাধন করিতেছে। তাহারা সকলেই আমারই শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্য। ফলতঃ এই কলিকাতা সহরেই আমার দশ হাজার শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্য আছে। তাহারা সকলেই স্বাধীন বা স্বেচ্ছাবিহারী—সকলেই সিদ্ধপুরুষ বা "মুক্তপুরুষ"।

যাহা হউক্, অদ্য আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; আর এক দিন আসিয়া আমার ধর্ম্মরহস্য তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব, অদ্য বিদায় লই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(বীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।)

র। এস এস, ভাই বীরেন্দ্র, আমি তোমার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি। তোমার ধর্ম্মমত শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; আজ তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

বী। মাই ডিয়ার রবিন্! অদ্য আমিও প্রস্তুত হইয়া আছি। স্বীয় ধর্ম্মমত যার তার নিকট ব্যক্ত করা উচিত নহে। তবে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া তোমার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিব।

(১) ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য মোক্ষ বা মুক্তি।

(২) ধর্ম্মের মূল সূত্র যুক্তি।

যে ধর্ম্ম যুক্তি-সঙ্গত, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মোক্ষ বা মুক্তির সোপান, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্য মপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

অর্থাৎ বালকও যদি যুক্তিযুক্ত কথা বলে, তাহাও গ্রাহ্য; আর যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও অগ্রাহ্য। ইহাই ধর্ম্মের—

র। প্রিয় বীরেন্, তোমার কথাগুলি অমৃতবৎ মিষ্ট লাগিতেছে, বল, তার পর কি বল।

বী। যুক্তিযুক্ত বাক্যই ধর্ম্মের মূলভিত্তি। যাহা

মনের মনোমত, যাহা হৃদয়ের হৃদ্য, যাহা বুদ্ধির বোধগম্য, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম জানিতে হইলেই যুক্তিই অবলম্বনীয়। যুক্তি ব্যতীত ধর্ম্ম নাই এবং ধর্ম্ম ব্যতীত মুক্তি নাই; ফলতঃ যুক্তিই মুক্তির সোপান বলিতে হয়। এখন দেখা যাউক্, মুক্তি কি? সকল লোকেই যাহা একান্ত প্রার্থনা করে, সকল লোকেই যাহা পাইবার জন্য একান্ত লালায়িত, যাহা পাইবার জন্য জগৎসংসার দিশেহারা হইয়া—বিভ্রান্ত হইয়া—কবন্ধের ন্যায় বা অন্ধের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে, অথচ যাহা কেহই লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহারই নাম মুক্তি। এ বড় রহস্যের কথা, লোকে যাহা চায়, লোকে যাহা পায় না, তাহারই নাম মুক্তি। এখন রবিন্! বল দেখি, মুক্তি কি?

র। ভাই, আমি ত ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তুমিই বুঝাইয়া দাও, আমাকে আর প্রশ্ন করিও না।

বী। তবে শুন, বেশ্ মনোযোগ দিয়া শুন; বিবেচনা করিয়া দেখ, লোকে চায় কি? এবং লোকে পায় না কি? লোকে চায় 'সুখ' কিন্তু লোকে পায় না "সুখ"। অতএব সুখেরই নাম মুক্তি। যদি বল লোকে যাহা চায়, তাহা পায় না কেন? লোকে সুপথে চলে না বলিয়া সুখ পায় না; লোক ভ্রান্ত, মূর্খ ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া সুখ পায় না; ফলতঃ "সর্ব্বেব মূর্খ-মণ্ডলম্" একথা যথার্থ। এ জগতের প্রায় সকল লোকই মূর্খ। যাহারা

ধর্ম্মশাস্ত্রকার, তাঁহাদেরও অধিকাংশ মূর্খ; সুতরাং তাহাদের অনুবর্ত্তী লোকদের কথা আর কি বলিব? অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রকারই সুখকে স্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছে; কিন্তু তাহারা বলে "সে স্বর্গ ইহলোকে নাই!! পরলোকে—মৃত্যুর পরে আছে!!" ইহা অপেক্ষা উপহাসাস্পদ কথা আর কিছু আছে কি? তুমি বেদের কাছে যাও, স্মৃতির কাছে যাও, পুরাণের কাছে যাও, কোরাণের কাছে যাও, বাইবেলের কাছে যাও, গিয়া জিজ্ঞাসা কর, "আমি সুখ চাই, সে সুখ কোথায় পাওয়া যায়?" সকলেই তোমাকে একবাক্যে বলিবে "এ সংসারে সুখ নাই। এখানে এই এই কাজ কর, করিলে মরণান্তে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিতে পারিবে।" যদি তুমি সেই বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলের নিকট আবার জিজ্ঞাসা কর "স্বর্গে কিরূপ সুখ আছে?" তবে তাহারা একবাক্যে বলিবে "স্বর্গে সুধা আছে, স্বর্গে অপ্সরা কিন্নরী বিদ্যাধরী আছে; মৃত্যুর পরে তুমি স্বর্গে গিয়া সেই সুধা সেবন করিতে পাইবে, সেই অপ্সরা কিন্নরী বিদ্যাধরীগণের সহবাসসুখে চিরকাল অতিবাহিত করিতে পারিবে।" যদি আবার জিজ্ঞাসা কর, "এই পৃথিবীতে কি সুধা নাই? এখানে কি অপ্সরা কিন্নরী বিদ্যাধরী নাই?" অমনি বেদ-বাইবেল-কোরাণ-পুরাণ সকলেই নীরব হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে!! কাহারও কাছে কোনও জবাব পাইবে না।

বেদ, বাইবেল, পুরাণ-কোরাণের বিদ্যার দৌড়—

র। ভাই বীরেন্, তবে কি তুমি বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-কোরাণ বাইবেল কিছুই গ্রাহ্য কর না?

বী। মাই ডিয়ার রবিন্! তুমি অধীর হইও না। শিহরিয়া উঠিও না। আমার সমস্ত কথা আগে বেশ ধীর-ভাবে শুন। চির-জাত কুসংস্কার দূর কর; স্মরণ কর, আমি প্রথমেই বলিয়াছি,—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

যদি বালকেও যুক্তিযুক্ত কথা বলে, তবে তাহাও গ্রাহ্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মাও অযুক্ত কথা বলেন, তাহাও অগ্রাহ্য। অতএব বেদই বল, আর বাইবেলই বল, কিংবা কোরাণই বল আর পুরাণই বল, যদি তাহাতে যুক্তি-সঙ্গত কথা না থাকে, তবে তাহা গ্রাহ্য করিব কেন? বেদ-বাইবেল-পুরাণ-কোরাণের কাছে তুমি কি উপকার পাইয়াছ? "তুমি মরিয়া স্বর্গভোগ করিবে" এই আশায় ইহ জন্মে কি কেবল "কলাপোড়া খাইবে?"

র। তবে কি তুমি পরকাল মান না?

বী। আমি কি মানি বা না মানি, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যুক্তি-যুক্ত কি না, তাহাই বুঝিয়া যাও।

র। হাঁ, তোমার কথাগুলি বেশ যুক্তিযুক্ত বটে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহ জীবনে—এই দুঃখময় নারকীয় সংসারে কি সুখের বা মুক্তির প্রত্যাশা আছে? তুমি কোথায় কোন্

শাস্ত্রে তদ্রূপ আশ্বাসের কথা পাইয়াছ ? আর সেই শাস্ত্রই যে অভ্রান্ত তাহারই বা প্রমাণ কি ? ভাই, উচিত কথা বলিলে তুমি অবশ্য রাগ করিবে না, তজ্জন্যই বলিতেছি, আমি কেবল তোমার যুক্তিতেই বেদ-বাইবেল-পুরাণ-কোরাণ সমস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারি না এবং পরকাল উড়াইয়া দিতেও পারি না ; তুমি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের যুক্তিযুক্ত কথা বল, তাহা হইলেই মস্তক নত করিয়া তাহা গ্রহণ করিব।

বা। বেশ, বেশ ! মিস্টার রবিন্, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। এরূপ স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক না করিলে বদ্ধমূল কুসংস্কার-সমস্ত উৎপাটন করা যায় না। আমার কথাগুলি যে যুক্তিযুক্ত, তাহা তুমি স্বীকার করিয়াছ। কিন্তু তথাপি কোন প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ না করিলে তুমি আমার যুক্তিযুক্ত কথাও গ্রাহ্য করিতে পার না। কেননা তুমি আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধিধারী জানিলেও আমাকে "শাস্ত্রী" বলিয়া তোমার জানা নাই। কিন্তু বি এ বা শাস্ত্রী, বা ন্যায়বাগীশ কিংবা বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি উপাধির মূল্য কিছুই নাই। রামমোহন রায় বি এ এম্ এ পাস করেন নাই, কোন সংস্কৃত টোলের উপাধিও পান নাই, তথাপি শত শত লোক তাঁহার যুক্তি শুনিয়া তদীয় মতাবলম্বী হইয়াছিল। তুমি আমাকে রামমোহন রায় অপেক্ষা অনভিজ্ঞ মনে করিও না। আমিও বেদ-পুরাণ-কোরাণ-বাইবেল সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াই নিজের ধর্ম্মমত গঠন বা সংগ্রহ করিয়াছি। আমি অবশ্য জননী-জঠর হইতেই পীর-পয়গম্বর,

কৃষ্ণ বা খৃষ্ট হই নাই। পড়াশুনা করিয়াই মতের গঠন করিয়াছি; কাচ হইতে কাঞ্চন নির্ব্বাচন করিয়াছি।

তুমি শুনিয়া অবশ্য বিস্মিত হইবে যে, রাম মোহন রায় যে পুস্তকের গোটা পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া একটা প্রকাণ্ড "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" স্থাপন করিয়াছিলেন, আমিও সেই পুস্তক সমগ্র পাঠ করিয়া নিজের ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছি। তবে শুন, ইহ জীবনে—এই নারকায় সংসারে—যথার্থ স্বর্গসুখ আছে কি না, শুন; আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমার নিজের কথা নহে, তাহা অভ্রান্ত শিববাক্য।

"অভ্রান্তঃ কেবলঃ শিবঃ।"

এই বাক্য জগৎসংসারে চিরপ্রসিদ্ধ আছে; সেই অভ্রান্ত শিব বলিয়াছেন,—

"নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥
অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্ম নিষেবণাৎ।
ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা॥"

অর্থাৎ হে দেবি! ভোজন এবং মৈথুন, স্বভাবতঃ সমস্ত মনুষ্যেরই প্রিয়; অর্থাৎ সকল মনুষ্যই ভোজন-সুখ ও রমণ-সুখ চায়; আমি শৈবধর্ম্মে সেই ভোজন-মৈথুন-সুখের পথ নির্দ্দেশ করিলাম; অতএব আমার এই শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই লাভ করিতে পারিবে। ভোগ-

সুখই প্রার্থনীয়, তজ্জন্য ইহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হয়। প্রিয় রবিন্! "আমি উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিব, এবং বরাঙ্গনা সম্ভোগ করিব" এই সংসারে কোন্ পুরুষ ইহা প্রার্থনা না করে? সকলেই প্রার্থনা করে; এই জন্যই ভোজন-মৈথুন জনিত সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলা যায়।

আরও শুন ;—

"সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগ-মোক্ষাণাং নাশিনী বিপদা রুজাং॥
দাহিনী পাপসজ্ঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যা-বিবর্দ্ধিনী॥
মুক্তৈ র্মুমু ক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ।
সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈ রাদ্যে স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
সম্যগ্বিধি-বিধানেন সুসমাহিত-চেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ॥
প্রত্যেক তত্ত্ব স্বীকারা দ্বিধিনা স্বাচ্ছিবো নরঃ।
ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ॥"[১]

অর্থাৎ পরম জ্ঞানবান্ মহাত্মা শিব স্বীয় প্রকৃতিকে বলিতেছেন, হে প্রিয়ে, দ্রবময়ী সুরা জীবনিস্তার পক্ষে তারাস্বরূপ। অর্থাৎ একমাত্র সুরাই জীবদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। ইহা ভোগ-মোক্ষের জননী; অর্থাৎ একমাত্র সুরা সেবনেই মানবের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় এবং সকল সুখ লব্ধ হয়। ইহা রোগ ও বিপদ্ সমূহ

নাশ করে, এবং সমস্ত পাপ-তাপ দগ্ধ করে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। হে আদ্যে! অন্যান্য মানবের কথা আর কি বলিব, যাঁহারা মুক্ত পুরুষ অর্থাৎ যাঁহাদের মুক্তিলাভ বা পুরুষার্থ-লাভ হইয়াছে, যাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাঁহারা অণিমা-লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা সেই সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই সুরা সেবন করিয়া থাকেন; অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নৃপতিগণ এবং স্বর্গীয় দেবতারাও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সুরা সেবন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সুসমাহিত হইয়া যথাবিধি মদিরা পান করেন, তাঁহারা ভূতলবাসী মর্ত্ত্য হইলেও স্বর্গবাসী দেবতা। হে শিবে! মানবগণ বিধি-পূর্ব্বক এই একমাত্র তত্ত্বসেবনেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; যাঁহারা পঞ্চতত্ত্বের সেবা করেন, তাঁহাদের মহিমার কথা আমি পঞ্চমুখেও বর্ণনা করিতে সমর্থ নহি।

মাই ডিয়ার রবিন্! শুনিলে? পৃথিবীতে সুধা বা অমৃত আছে কি না, তাহা কি বুঝিতে পারিলে? এখন বল, বেদ-পুরাণ-কোরাণ-বাইবেলের ধর্ম্ম অপেক্ষা এই অভ্রান্ত শিববাক্য—এই পরম পুরুষার্থ সাধক শৈবধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় কি না? মানুষ যাহা চায়, ইহাতে তাহাই পাইতে পারে। এই শাস্ত্রই প্রকৃত উচ্চতম ধর্ম্ম-

শাস্ত্র এবং ইহাই নিখিল মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। পঞ্চ ম-কার সাধনেই জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কথাই গ্রাহ্য ও শিরোধার্য্য। যাহারা পঞ্চতত্ত্বের মহিমা জানে না, তাহারা মূর্খ; যাহারা পঞ্চতত্ত্বের সেবা করে না, তাহারা পশু। তাহারা মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র।

প্রিয় রবিন্! সঙ্ক্ষেপে সার কথা বলি শুন ;—

স্বর্গসুখ-ভোগ করিবার জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই; ইহজীবনেই স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। সুরাই স্বর্গীয় সুধা। আর এই ভারতে নানাস্থানে—প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে ঊর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমার অভাব নাই। আমি জানি, স্বর্গের অপ্সরা-কিন্নরী-বিদ্যাধরীদিগের অপেক্ষাও শ্রীমতী ও গুণবতী অসংখ্য রমণী এই কলিকাতা সহরের প্রত্যেক রাস্তায়—প্রত্যেক গলি-ঘুঁজির মধ্যেও পাওয়া যায়।

র। ভাই বীরেন্দ্র, তোমার রমণীয় কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতেছে; তোমার কথায় যেন বৈদ্যুতিক শক্তি মিশান রহিয়াছে; আমি তোমার কথা শুনিয়া উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইতেছি। এমন সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও কাহারও নিকট শুনি নাই। নীতিশাস্ত্রকারেরাও বলিয়া গিয়াছেন,—

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যাজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি॥"

অর্থাৎ যাহারা নিশ্চিত লাভ পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশা করে, তাহাদের সকলই নষ্ট হয়। তদ্রূপ যাহারা ইহকালের

সুখ পরিত্যাগ করিয়া পরকালের সুখের প্রত্যাশা করে, তাহাদের ইহ-কাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়।

বী। হাঁ, বেশ বুঝেছ ভাই, তোমার মত বুদ্ধিমান্ শ্রোতা না হইলে কথা বলিয়া সুখ হয় না। মন খুলিয়া প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতেও ইচ্ছা হয় না। তুমি যথার্থই বলিয়াছ, যাহারা ইহলোক নষ্ট করে, তাহাদের ইহ-লোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়; অথবা যেমন "অধ্রুবং নষ্টমেব হি" তদ্রূপ "পরলোকো নষ্ট এব হি।" পরলোক অনিশ্চিত; তাহা নষ্টই আছে, তাহার আর নষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। নিমতলার ঘাটেই পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে। ভাই. পঞ্চে পঞ্চ মিশাইলে আবার পরলোক থাকিল কোথায়? পঞ্চতত্ত্ব সাধনের নামই পরলোক সাধন। যাহারা পঞ্চতত্ত্বে বঞ্চিত, তাহাদের মত মূর্খ ও হতভাগ্য কেহই নাই।

র। ভাই বীর! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে?

বী। আ ক্‌পাল! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে তাও কি জান না? পঞ্চ ম-কার আর পঞ্চতত্ত্ব একই কথা। মদ্য, মৈথুন, মুদ্রা, মাংস ও মৎস্য, স্বর্গসাধন এই পাঁচটী শব্দের আদ্যাক্ষর 'ম' তজ্জন্যই ইহাদের নাম পঞ্চ ম-কার। আর তত্ত্ব শব্দের অর্থ 'সত্য' বা 'ব্রহ্ম'। মৈথুন, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দময়, তজ্জন্য ইহারা তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জন্যই পঞ্চ-ম-কারের নামই পঞ্চতত্ত্ব।

শ্ব। ভাই, আমার অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞতা আছে; ভাগ্যক্রমে আমি তোমার মত প্রবীণ অভিজ্ঞ বন্ধু পাইয়াছি। আমি তোমার নিকট অনেক তত্ত্বই শিখিতে পারিব। যাহা হউক, তুমি যে বলিলে "রামমোহন রায় যে গ্রন্থের পাঁচছয় পৃষ্ঠামাত্র পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, আমিও সেই গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিয়া আমার ধর্ম্মমত সংগঠন করিয়াছি।" এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই গ্রন্থের নাম কি? তুমি যে গ্রন্থ হইতে "সুরা দ্রবময়ী তারা" ইত্যাদি প্রামাণ্য বচন উদ্ধার করিয়া আমার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলে, আমি সেই গ্রন্থের নাম জানিতে একান্ত অভিলাষ করিতেছি; অতএব নিতান্ত গোপনীয় হইলেও আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তুমি সেই গ্রন্থের নামোল্লেখ কর। আর রাজা রামমোহন যে সেই গ্রন্থ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সপ্রমাণ কর।

খা। রবি, সেই গ্রন্থের নাম "মহানির্ব্বাণ তন্ত্র"। আমি কুটিলবুদ্ধি রাজদূত নহি; আমি সরল প্রাণের সরল কথা সরলভাবেই বলিয়া থাকি। সুতরাং আমি যে গ্রন্থ হইতে আমার ধর্ম্মমত প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই তন্ত্রের নাম গোপন করিব কেন? রাজা রামমোহন চতুর ও কুটিল রাজদূত ছিলেন; তিনি অবশ্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের নাম মাত্রেরও উল্লেখ করেন নাই; অথচ তাঁহার যাহা কিছু "নূতন আবিষ্কার" তৎসমস্তই মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতেই গৃহীত। তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সমস্তও অধ্যয়ন করেন নাই। উক্ত তন্ত্রে ১৪টি উল্লাস আছে; তন্মধ্যে ৩টী মাত্র উল্লাস হইতেই "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসূত্র-সকল বা সর্ব্বস্ব গৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলভিত্তি বা মূলমন্ত্র কি, তাহা বলিতেছি শুন;—

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এবং "ওঁ তৎ সৎ"

এই দুই মন্ত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্রেরই মন্ত্র। ব্রাহ্মেরা উপাসনা কালে যে স্তব পাঠ করেন, যথা,—

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥"

এই স্তব মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাস হইতেই গৃহীত।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

ইহাও মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে গৃহীত। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের সারসর্ব্বস্ব মহানির্ব্বাণতন্ত্রেরই গুটিকত শ্লোক হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু চতুরচূড়ামণি রামমোহন আপনাকে বেদ-বেদান্তের একখান বড় জাহাজ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্রের নামোল্লেখও না করিয়া বেদ-বেদান্ত মন্থন করিয়াই "ব্রাহ্মধর্ম্ম" স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া ভাণ করিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি উপনিষৎ প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদে তাঁহার যত বিদ্যা ছিল, তাহা তদীয় অনুবাদ পড়িলেই লোকে বুঝিতে পারে। উপনিষদের শ্লোকগুলি বরং সহজ, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ তদপেক্ষা কঠিন। বাস্তবিক তাহা অনুবাদ নহে, তাঁহার মনগড়া কতকগুলা "হিঁয়ালি।" যে যাহা নিজে বুঝিতে না পারে, সে তাহা অন্যকে বুঝাইবে কিরূপে ?

যাহাহউক, রামমোহনের বিদ্যা যতই থাক্, আমার তাহা

সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সার ত্যাগ করিয়া আঁটি এবং খোসা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার আক্ষেপের বিষয়।

র। ভাই, আজি আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার একটী গুহ্য রহস্য জানা হইল। যাহা হউক্, রামমোহন রায়ের নিন্দা করা তোমার উচিত নহে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্যই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের আঁটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁটি না হইলে বৃক্ষ হয় না। তুমিও ত সেই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের ছায়াতলে কিছুদিন বিশ্রামলাভ করিয়াছিলে জানি, তবে এখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিন্দা করিতেছ কেন ?

বী। না, আমি রামমোহনরায়েরও নিন্দা করিতেছি না, ব্রাহ্মধর্ম্মেরও নিন্দা করিতেছি না। ফলতঃ আমি নিন্দুক নহি। পরের গ্লানি করা আমার কাজ নহে। তবে আমি অবশ্য সরলপ্রাণে সকলেরই ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকি। ত্রুটি প্রদর্শন না করিলে কোন বিষয়েই উন্নতি হয় না। আমি হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ লক্ষ ত্রুটির জন্যই তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও শত শত ত্রুটি রহিয়াছে। যখন সেই সকল ত্রুটি দেখিলাম, তখনই তাহা পরিত্যাগ করিয়া মিশনরিগণের সঙ্গে মিশিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বনের চেষ্টা করিলাম; কিন্তু শেষে দেখিলাম, খৃষ্টানদিগের মধ্যেও বিস্তর ত্রুটি রহিয়াছে, তখন অগত্যা "স্বধর্ম্মই" অবলম্বন করিলাম। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" মনে করিয়া নিজের ধর্ম্ম নিজেই গঠন করিয়া লইলাম। অন্যের অনুবর্ত্তন করা আমার চিরবিদ্বিষ্ট। আমি—

র। ভাই, রও রও, তুমি খৃষ্টানধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছিলে? ইহা ত এ পর্য্যন্ত জানিতাম না। কোন্ সময় কবে তুমি খৃষ্টান হইয়াছিলে?

বী। আমি জোর্ডানের জলে অভিষিক্ত হই নাই। আমি তেমন বোকা ছেলে নই; যদি আমার কাজ হাসিল হইত, তাহা হইলে অবশ্য আমি খৃষ্টান হইতাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, মিশনরিগণের প্রলোভন কেবল মুখের কথামাত্র, তখনই আমি সতর্ক হইলাম। যাহা হউক্, সে অনেক কথার কথা। পরে সমস্ত পরিচয় দিব। এখন তোমার নিকট আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের ও পরিত্যাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি শুন;—

আমি মুক্তির জন্যই হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া—পিতামাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। 'মুক্তি' ইহার বিপরীত কথা 'বন্ধন', হিন্দুসমাজে বন্ধনের সীমা নাই! সংখ্যা নাই! ফলতঃ হিন্দু-সমাজ শতলক্ষ কোটি বন্ধনে বদ্ধ। মুক্তি-প্রার্থী মানবের পক্ষে ইহা ঘোরতর নরক-তুল্য। যেখানে বন্ধন, সেইখানেই নরক; নতুবা নরক বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন স্থান নাই। হিন্দুসমাজই সাক্ষাৎ নরক। এই সমাজের আশে পাশে অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন। বন্ধনে সুখের প্রত্যাশা কোথায়? মুক্তির নামই সুখ বা স্বর্গ; এবং বন্ধনের নামই দুঃখ বা নরক। বন্ধন কি? অধীনতা—দাসত্ব—গোলামী। হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলেই চিরজীবন অধীন হইয়া—দাস হইয়া—গোলাম

হইয়া থাকিতে হয়! আমৃত্যু এই দাসত্বের বিচ্ছেদ নাই। হিন্দু-সমাজে স্বাধীনতা নাই। হিন্দু গোলামের জাতি, একথা যথার্থ। হিন্দু সমাজে কাহারও নিজের মাথা নাই। সকলেরই মাথা বিকাইয়া গিয়াছে। এই সমাজের মত অদ্ভুত—বিস্ময়জনক—আমোদজনক অথচ হৃদয়বিদারক সমাজ আর জগতে নাই। হিন্দুসমাজে দেখ, লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক উদরান্নের জন্য ধনীর দ্বারে চীৎকার করিতেছে, ধনীদের ভৃত্যানুভৃত্যগণের পদে লুণ্ঠিত হইতেছে, আবার দেখ লক্ষ লক্ষ রাজা একজন অন্নহীন—বস্ত্রহীন—উলঙ্গ ভিক্ষুকের চরণে মুকুট-শোভিত মস্তক লুণ্ঠিত করিতেছে!! এমন অদ্ভুত দৃশ্য জগতের আর কোন্ দেশে—কোন্ সভ্য সমাজে আছে? কোথাও নাই; কোথাও নাই। তাই বলিতেছি, হিন্দু সমাজে কাহারও মাথা নাই;—সকলেরই মাথা যেন বিকাইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুকেরও মাথা নাই, রাজারও মাথা নাই!!

ফলতঃ হিন্দু সমাজে জন্মিয়াই আগে মাথাটা বিনা-মূল্যেই বেচিতে হয়। ইনি বাবা! ইঁহাকে প্রণাম কর। ইনি মা! ইহাঁকে প্রণাম কর। ইনি গুরুঠাকুর, ইনি পুরোহিত ঠাকুর, ইনি নারায়ণ ঠাকুর, ইনি মা মনসা দেবী, ইনি শীতলা, ইনি চণ্ডী, ইনি ষষ্ঠী, ইঁহাদের সকলের নিকট মাথা নত কর! ইনি শিক্ষক, ইনি ব্রাহ্মণ—

র। ভাই বীরেন্, আহা! তুমি কি অমৃতময় কথাগুলিই বলিতেছ, শুনিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইতেছে; অথচ দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছে! হিন্দু সমাজের যে বন্ধনের কথা বলিতেছ, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই, যথার্থই বটে; আর হিন্দুসমাজে কাহারও যে নিজস্ব মাথাও নাই, তাহাও যথার্থ; আমি ইহার যথেষ্ট—প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি। আমি জানি, অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ চিরপ্রচলিত সুদৃঢ় নিয়ম আছে যে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই গৃহের প্রত্যেক মেম্বরকেই গুরুতর সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকেরই পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে হয়। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি বাড়ীর প্রত্যেক ব্যক্তির চরণেই প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে হয়!! যিনি সম্পর্কে বড়, তাঁহার নিকট কোনরূপ বেয়াদবি করিবার যো নাই! অধিক কি, গুরুজনের সমক্ষে উচ্চঃস্বরে কথাটী বলিবার যো নাই, পা ছড়াইয়া বসিবার যো নাই, গুরুজনের কথার প্রতিবাদ করিবার যো নাই, সে কথা যতই অযুক্তি-সঙ্গত বোধ হউক না কেন, তাহা ঘাড় পাতিয়া শুনিতে হইবে এবং তদনুসারে চলিতে হইবে; এক পাও এদিক্ ওদিক্ যাইবার যো নাই। ফলতঃ বাঁধা গোরুগুলাও সময়ে সময়ে একটু স্বাধীনতার পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু হিন্দু সমাজের কোনও গৃহস্থের কোনও মেম্বরই তদ্রূপ স্বাধীনতা প্রদর্শন করিতে পারে না। পিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষীর অপেক্ষাও হিন্দুসমাজের প্রত্যেক মেম্বরেরই দুর্দ্দশা অধিক।

বী। ভাই, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক; তুমি ঠিক্ অনুভব করিতে পারিয়াছ। হিন্দুসমাজে "গুরুজন" যে কি এক বিষম ভীষণ পদার্থ, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে!! গুরুজনের নিকটে হাস্য-পরিহাস করা ত দূরে থাক্, একটু যে আমোদ-আহ্লাদ করিব, একটু যে

আরাম-বিরাম করিব, তাহারও যো নাই। দুইটা গান করিয়া যে প্রাণের উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিব, একপাত্র সুধা-পান করিয়া যে পরমানন্দ অনুভব করিব, এক ছিলিম তামাক খাইয়া যে আরাম লাভ করিব, তাহার যো নাই! ধিক্, এমন সমাজকে শত ধিক্! এই নারকীয় সমাজের সকল দিকেই অধীনতা, সকল দিকেই ভয়। ভাই, আজন্ম দুঃখের কথা স্মরণ কর, প্রথমে শৈশবের কথা স্মরণ কর; যখন ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়াছিলাম, তখন কুসংস্কারাপন্না জননী আমাকে কাণ-কাটা ও জুজুর ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইতেন; আমি ঘুমাইয়াও কাণ-কাটা ও জুজুর স্বপ্ন দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতাম। কিন্তু দেখ, সভ্য সমাজের শিশু-সন্তান মাতাকে জিজ্ঞাসা করে "মা! ভয় কারে বলে?" সভ্য সমাজে মাতা স্বয়ং শিশুর মুখে সুধামিশ্রিত দুগ্ধ প্রদান করেন, তাহাতে তাহার মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তি হয়; বুদ্ধি, বল, সাহস সকলই বৃদ্ধি পায়; আর এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য সমাজে সুধাপান করা যেন ভীষণ পাপ বলিয়া গণ্য। বাল্যকাল হইতেই যাহারা সুরাপান করে, তাহারাই প্রকৃত বীরত্ব লাভ করিয়া থাকে; তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখ, এক-মাত্র "স্বর্গীয় বীর" ক্লাইবের বীরত্বে আজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসী ইংরাজ জাতির পদানত হইয়াছে! হায়! যদি আমরা শৈশব ও বাল্যজীবনে সুরাপান করিতে পাইতাম, তাহা হইলে কি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া

জীর্ণশীর্ণ হইতাম? তাহা হইলে কি আমাদের এই অধীনতা ঘটিত? আমরাও ইংরাজ জাতির ন্যায় স্বাধীন, সভ্য ও উন্নত হইতাম।

র। ভাই, শৈশবে সুরা পাওয়া দূরে যাক্, যদি আমরা একটু সামান্য স্বাধীনতাও পাইতাম, তাহা হইলেও কি আমাদের শারীরিক ও মানসিক এত দুর্গতি হইত? শৈশবে মাতা-পিতা প্রভৃতির তাড়নার কথা স্মরণ কর। মাতা-পিতা প্রভৃতির কথা দূরে থাক্, তাঁহারা তবু মমতার অধীন হইয়া তাড়না করিতেন, কিন্তু কাঁচ্ড়াপাড়ার চাষা গুরু-মহাশয় বেটাদের বেত্রাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। স্কুলের পণ্ডিত-মাষ্টার বেটাদেরও দৌরাত্ম্য মনে করিয়া দেখ।

বী। ভাই, সকলই মনে আছে, ক্রমে বলিতেছি শুন;—

বাল্যকালে যখন বয়স্যগণের সহিত আনন্দে খেলা করিতাম, তখন বাবা তাহা দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন! বাবা তখন বিকট চীৎকার করিয়া বলিতেন, "ও-রে-বী-রে! বলি পাঠশালায় যাবি কখোন্?" বাবার সেই বিকট চীৎকার শুনিয়া এবং "গুরুমশার" উৎকট দংশন স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। ফলতঃ খেলার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যখনই আমাকে বাড়ী যাইতে হইত, তখনই আমার মাথায় যেন শত বজ্রাঘাত হইত।

র। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্, বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অধিক। আমার স্মরণ আছে, আমরা যখন পাঁচজনে মিলিয়া নিধুর টপ্পা গান করিতাম, তখনই—

বী। প্রিয় রবি, তোমার পরিচয় এখন রাখ, আমার কথা বলি শুন, হিন্দুর গৃহে জন্মিয়া—অভিশপ্ত ভারতে জন্মিয়া কি শৈশব কালে, কি বাল্যকালে, কেবল অধীনতা—কেবল দাসত্ব—কেবল পীড়ন ও মনঃপীড়াই ভোগ করিয়াছি। সেই জন্যই যৌবনে—একটু চোক্‌কাণ ফুটিলেই বুঝিতে পারিলাম, ইচ্ছা করিলেই এই অধীনতা, এই পীড়ন, এই যন্ত্রণা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি। ইংরাজী পড়িয়া সভ্য সমাজের রীতিনীতি যখন জানিতে পারিলাম, তখন বুঝিলাম, 'বাপ-মায়ের অধীন হইয়া চিরকাল জীবন যাপন করিবার প্রয়োজন নাই। সভ্য সমাজে যৌবন কালে পদার্পণ করিলেই সকলে পিতামাতার অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করে। অতএব আমি কেন চেষ্টা করিলে সেই মুক্তি লাভ করিতে পারিব না? "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যেমন ভাবনা করিতেছি, অমনি সঞ্জীবনীর শিরোদেশে তিনটী স্বর্গীয় পরী দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা "সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা" এই তিনটী পতাকা ধারণ করিয়া যেন পতিত জগৎকে উদ্ধার করিতেছেন। সেই বিচিত্র মনোহর চিত্র দেখিয়াই আমি সংকল্প করিলাম, শীঘ্রই আমি পিতামাতা প্রভৃতির অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া "সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা" অবলম্বন করিব।—আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুক্তি লাভ করিব।

শুভ ১১ই মাঘে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। দীক্ষিত হইবার প্রথমেই শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে যে মধুময় কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না; শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবার জন্য বলিলেন, তুমি বল, "আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিব না।"

আহা! আমার নিকট ইহা ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া নহে; ইহারই নাম মুক্তি। আমি ইহাই চাই। আর কাহারও নিকট মাথা অবনত করিব না, ইহাই আমার অন্তরের অভিলাষ; যেহেতু আজন্ম প্রণাম করিতে করিতেই আমার কপাল ফুলিয়া উচু হইয়া গিয়াছে। প্রণামের যন্ত্রণা যে কত যন্ত্রণা তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় গদ্‌গদস্বরে বলিলাম, "আমি অদ্যাবধি একমেবাদ্বিতীয়ম্ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিব না—আমার মাথায় শত বজ্রাঘাত হইলেও আমি মাথা নোওয়াইব না; দেবতার কাছেও না, মানুষের কাছেও না।" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, প্রতিজ্ঞাতে অতিরিক্ত কথা বলিলে কেন? আমি যতটুকু বলিলাম, ততটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত। আমি বলিলাম, আমি যদি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া থাকি, তাহা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের জন্যই বলিয়াছি। যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞা বাক্যের তাৎপর্য্যের বাহিরে

যাই নাই, কখনও যাইব না। তখন শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রই আমার আয়ত্ত হইল। আমি কিছুদিনের মধ্যেই একজন "ব্রাহ্মরত্ন" বলিয়া বিখ্যাত হইলাম। এবং বক্তৃতা করিয়া অমিয়ময় "ভাই" উপাধিও লাভ করিলাম।

র। ভাল, তবে তুমি ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিলে কেন? তুমি ত ব্রাহ্মরূপে দীক্ষিত হইয়া তোমার অভিলষিত মুক্তি লাভ করিলে,—তোমার ত অধীনতা দূর হইল, তবে কেন ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিলে? এই সমাজে ত কাহারও চরণে প্রণাম করিতে হয় না, কাহারও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হয় না, এখানে তুমি ত স্বাধীনভাবে—তোমার যাহা ইচ্ছা তাই ত করিতে পার, তবে তুমি ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিলে কেন? ব্রাহ্ম সমাজে—বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ত "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তবে তুমি কেন এমন অভিলষিত স্বর্গ পরিত্যাগ করিলে?

বী। ডিয়ার রবিন্! আমাদের দৃষ্টি বড়ই ডিফেক্টিভ্ অথবা বড়ই ডিসীট্ফুল! আমরা সংসারে পিপাসার্ত্ত হইয়া সর্ব্বত্রই প্রায় মায়ামরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া থাকি। দূর হইতে অনেক বস্তু সুন্দর দেখায়; কিন্তু নিকটে আসিলেই তাহাদের সৌন্দর্য্য দূরীভূত হয়। ভাই, ব্রাহ্মসমাজে যদি আমি পূর্ণ মুক্তি বা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতাম, তবে কি আমি তাহা কখনও ত্যাগ করিতাম? কখনই না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, হিন্দুসমাজের শতলক্ষ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

আমি ব্রাহ্মসমাজে কিয়ৎকাল পরমসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই বুঝিতে পারিলাম, এই সমাজেও বিলক্ষণ অধীনতা আছে ; এখানেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই—যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার যো নাই ! এখানেও "সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা" কেবল ধ্বজাতেই শোভা পাইতেছে ! ! ! ফলতঃ এখানে প্রকৃত-প্রস্তাবে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" নাই। এখানেও দেখিলাম, হয় সম্পূর্ণ অধীন হও—দাসখত্ লিখিয়া দাও, নতুবা বিষম শত্রুতা অনুভব কর ! ফলতঃ এখানেও সাম্যের স্থানে বিষমতা, মৈত্রীর স্থানে শত্রুতা, এবং স্বাধীনতার স্থানে অধীনতা প্রতিনিধিত্ব করিতেছে !

র। তা ভাই, একেবারেই কি কোন সমাজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতে পারে? তুমি কেন সমাজের মধ্যে থাকিয়াই সমাজের দোষ সংশোধন করিলে না ? তুমি যখন সুশিক্ষিত, সুবক্তা, বিদ্বান্ ও বিবেচক, তোমার সমস্ত কথাই যখন যুক্তিমূলক, তখন সমাজের কেহই বোধ করি তোমার সংশোধনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিত না। ফলতঃ আমি বিবেচনা করি. সমাজের ভিতরে থাকিয়াই সমাজের শোধন করা কর্ত্তব্য ; বিরক্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

বী। তাহা হইলে তোমার যুক্তি ত হিন্দুসমাজের পক্ষেও খাটিতে পারে ? তাহা হইলে বল না কেন, আমি হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া—বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করি নাই।

র। না—না, তা বলিতে পারি না ; কেননা হিন্দু সমাজের অঙ্গে-পৃষ্ঠে-ললাটে সর্ব্বাঙ্গেই ক্ষত, সর্ব্বাঙ্গেই দোষ ; সুতরাং সে দোষ

সংশোধনের উপায় নাই; যেহেতু তুমিও ত জান, হিন্দু সমাজের কাহারও কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার যো নাই; কাহারও "মাথা আছে" বলিয়া পরিচয় দিবার যো নাই; সকলেরই মাথা সকলেরই নিকট বিক্রীত! যাহা হউক্, হিন্দু সমাজ সংশোধিত হইয়াই ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।

বী। কিন্তু জিজ্ঞাস্য করি, ব্রাহ্মসমাজ-কর্ত্তারা কি হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা কি হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই? ভাই রবিন্! বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি? তুমি জানিয়া রাখ যে, সমাজের বহুদোষের সংশোধনের চেষ্টা করিতে গেলেই সে সমাজে তিষ্ঠান দুষ্কর হয়। আমারও পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। আমিও যখন ব্রাহ্ম-সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিবার চেষ্টায় বিব্রত হইলাম, তখনই "পালের গোদারা" আমাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিল।

র। তবে কি তুমি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ কর নাই? তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে? আহা! ইহা তাহাদের পক্ষে বড়ই অন্যায় কাজ হইয়াছে।

বী। ভাই, অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাইবে। আমি সাধে কি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি?

র। যাহা হউক্, বীরেন্, তুমি ব্রাহ্ম সমাজের কি কি দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহা জানিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

বী। আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া "প্রণামের" হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলাম বটে, কিন্তু "নমস্কারের"

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। এ এক বিষম বিপদ্! সমাজের প্রত্যেক মেম্বরকে দেখিলেই প্রত্যেককেই নমস্কার করিতে হইবে। এ এক নূতন বালাই!! আমিই প্রথমে প্রস্তাব করিলাম, এই সমাজ হইতে "নমস্কারের" প্রথা দূরীভূত হউক্। কিন্তু "পালের গোদারা" আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। আমি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিলাম, এই সমাজ হইতে উচ্চ বেদীস্থান ভগ্ন করিয়া সমতল করা হউক্; এ সমাজে কেহই অন্য অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসিতে পারিবে না, কেননা "সাম্যই" এই সমাজের মূলতন্ত্র। কিন্তু পালের গোদারা আমার এই সযৌক্তিক প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পূর্ব্বে এই সমাজে একটা ঘোরতর দুর্নীতি প্রচলিত ছিল, মহামতি মিষ্টার গাঙ্গুলির প্রস্তাবে সেই দুর্নীতি দূরীভূত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি সেই দুর্নীতি সম্যক্ দূরীভূত হয় নাই।

র। সে দুর্নীতিটী কি, স্পষ্ট করিয়া বল, আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বী। শুন, শুন, আমি ক্রমশঃ সব কথাই বলিতেছি, কিছুই গোপন রাখিব না। পূর্ব্বে সমাজের প্রার্থনা-মন্দিরে আচার্য্য মহাশয়ের বা বেদীর বামপার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পর্দ্দা-আঁটা স্বতন্ত্র স্থান ছিল; সে স্থানে কেবল আচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি চলিত। কিন্তু অন্য কেহই দেখিতে পাইত না। গাঙ্গুলি মহাশয়

আমারই পরামর্শ অনুসারে প্রস্তাব করিলেন, "এ বড় বিসদৃশ দৃশ্য। মন্দিরের ভিতর আবার সদর-মহল অন্দর-মহল ইহা বড়ই দুর্নীতি-মূলক। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুদের মন্দিরেও এরূপ বিষম দৃশ্য নাই। অধিক কি বলিব, দুর্গাপূজার দালানেও এমন কুৎসিত ছবি নাই। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, মন্দিরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমভাবে একত্র বসিয়া উপাসনা করিবেন। অতঃপর অবগুণ্ঠনের ন্যায় পাপ পর্দ্দা দূর হউক্।" তাঁহার এই প্রস্তাব অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আংশিক-রূপে গ্রাহ্য হইল, সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইল না। অর্থাৎ উপাসনা মন্দিরে স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র স্থানই নির্দ্দিষ্ট থাকিল, কেবল পর্দ্দা উঠিয়া গেলমাত্র। আমি তৃতীয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, "যখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাই এই সমাজের মূলভিত্তি, তখন যুবতী মহিলারা কেন স্বাধীনভাবে যুবকগণের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইয়া একাসনেই বসিতে পারিবেন না? এ বৈষম্য কেন দূর হইবে না? কেন এই অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করা হইবে না? যে যুবতী যে যুবকের অনুরাগিণী, সেই যুবতী যদি সেই যুবকের সহিত একাসনে বসিয়া উপাসনা করেন, তবেই ত যথার্থ প্রেমের উদয় হইতে পারে এবং তবেই ত প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে। কিন্তু সেই যুবক-যুবতীগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া এরূপে পৃথক্ স্থানে রাখা কি উচিত? অত-

এবং আমি প্রস্তাব করিতেছি, যুবক-যুবতীর যুগল-মিলনে মন্দির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করুক্।” কিন্তু দুঃখের কথা—হৃদয়বিদারক ক্ষোভের কথা আর কি বলিব, আমার যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব পালের গোদারা গ্রাহ্য করিলেন না!! ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমস্ত যুবক-যুবতীই আমার প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সমাজে “ভোটের” প্রথা নাই। নতুবা আমার প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত। এই সমাজেও দুই চারিটী পালের গোদারই কর্ত্তৃত্ব অপ্রতিহত! ফলতঃ কি মনুষ্য সমাজে, কি পশু-সমাজে * সর্ব্বত্রই পালের গোদাদেরই কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

র। না ভাই, বীরেন্, তোমার তৃতীয় প্রস্তাবটী আমার তত ভাল বলিয়া বোধ হইল না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে পবিত্র মন্দির-মধ্যেই অতি অপবিত্র কেলেঙ্কারি কাণ্ড উপস্থিত হইত। তুমি বিবেচক ব্যক্তি, অতএব বুঝিয়া দেখ যে, অগ্নির সহিত ঘৃতকুম্ভের সংস্পর্শ হইলেই কিরূপ বীভৎস কাণ্ড—

বী। ডিয়ার রবিন্! আমি যে এতক্ষণ এত করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম, তৎসমস্তই কি আমার পণ্ডশ্রম হইল? তুমি কাহাকে অপবিত্র বলিতেছ? কাহাকে বীভৎস কাণ্ড বলিতেছ? মৈথুনতত্ত্ব কি অপবিত্র? না বীভৎস কাণ্ড?! প্রেম কি অপবিত্র জিনিষ? যুবক-

* “পশূনাং সমজঃ”।

যুবতীর সম্মিলন কি অপবিত্র ? প্রকৃতি-পুরুষের পবিত্র সম্মিলনেই ত এই বিশ্বসংসার বিনির্ম্মিত হইয়াছে; ইহা কি তুমি জান না ? প্রেম ব্যতীত কি উপাসনা হয়! প্রেম ব্যতীত নীরস উপাসনার ফল কি ?

র। যুবক-যুবতীর পরস্পরের যে প্রেম, তাহা ঈশ্বর-প্রেম হইতে স্বতন্ত্র। যুবক-যুবতীর প্রেম লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা হয় না।

বী। রবি, তোমার ঘোরতর কুসংস্কার তোমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন সত্য একই জিনিষ, যেমন জ্ঞান একই জিনিষ, যেমন "একমেবাদ্বিতীম্" একই জিনিষ, তেমনই প্রেমও সর্ব্বত্র একই জিনিষ। যুবক-যুবতীর প্রেমও যা, ঈশ্বরের প্রেমও তা। মিলন ব্যতীত যুবতীর প্রেম-পিয়াস মিটিতে পারে না; কেন, তুমি কি "ভারতী" পত্রিকার কোন এক প্রসিদ্ধ রমণী লেখিকার আক্ষেপোক্তি পাঠ কর নাই ? "হায় কবে মিলন হবে" বলিয়া প্রেমোচ্ছ্বাস কি দেখ নাই ?! যুবক-যুবতীর প্রাণ সর্ব্বদাই মিলনের জন্য উন্মুখ। সেই প্রাণের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া রাখা কি উচিত ?

র। যাহা হউক্, তোমার চতুর্থ প্রস্তাব কি ছিল, বল। সকলে সকল বিষয় ভাল বুঝিতে পারে না। বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ সংস্কার সকল মনে দৃঢ়মূল হইয়া পড়ে, তখন সেই সকল সংস্কারের মূলোৎপাটন করা বড়ই দুরূহ হয়। আমি এখনও বুঝিতে পারিলাম না, প্রেম বিষয়ে আমার কুসংস্কার জন্মিয়াছে, কিংবা তোমারই কুসংস্কার জন্মিয়াছে।

বী। দেখ, রবি, কুসংস্কার বলিলেই হৃদয়ের

সঙ্কীর্ণতাও বুঝায় ; তুমি বুঝিয়া দেখ, তোমার মতটী সঙ্কীর্ণ কি আমার মতটী সঙ্কীর্ণ। তুমি বিয়োগ-মতাবলম্বী, আমি সংযোগ-মতাবলম্বী ; তুমি ইচ্ছা কর, যুবক-যুবতী পৃথক্ থাকিয়া উপাসনা করুক্, আমি ইচ্ছা করি, একত্র বসিয়া প্রগাঢ় প্রেমে মত্ত হইয়া উপাসনা করুক্। অতএব তোমার মতটা সঙ্কীর্ণ না আমার মতটা সঙ্কীর্ণ ? উদারতা কাহাকে বলে তাহা তুমি জাননা ; যাহা হউক্, আমি ক্রমশঃ তোমার কুসংস্কার ও ভ্রম দূর করিব, এক্ষণে আমার চতুর্থ প্রস্তাব শুন ;—

আমি প্রস্তাব করিলাম, "ব্রাহ্মসমাজে কেবল পুরুষের সঙ্গীত হয় কেন ? বরং সঙ্গীতের সমস্ত ভারই রমণীগণের প্রতি অর্পণ করা উচিত। কর্কশ পুরুষকণ্ঠের সঙ্গীত অপেক্ষা রমণীর কমনীয় কণ্ঠের সঙ্গীত যে সহস্রগুণে আনন্দবর্দ্ধক, তাহা কে না স্বীকার করিবে ? এই উপাসনা মন্দিরে যখন সচ্চিদানন্দের উপাসনার জন্যই সকলে আসিয়াছেন, তখন যাহাতে আনন্দের বৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব এই উপাসনা মন্দিরে মহিলাগণই গান করুন্ ; আর কেবল গানই বা কেন ? সভ্যসমাজে নৃত্যও সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ ; অতএব নিতম্বিনী সুমধ্যমা সুন্দরী যুবতীরা এই মন্দিরে নৃত্যসহকারে গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন ও আনন্দবর্দ্ধন করুন্, তাহা হইলে এই সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। অতএব আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হউক্।"

আমার পঞ্চম প্রস্তাব ছিল যে, "যেমন কেশবচন্দ্র নাট্যাভিনয় দ্বারা নববিধানের উন্নতিবিধান করিতেছেন, তেমনই সাধারণ ব্রাহ্মমন্দিরেও নাট্যাভিনয় হউক্। কিন্তু কেশবের দলে যেমন পুরুষেরা স্ত্রী সাজিয়া—প্রকৃতির বিকৃতি সাধন করিয়া ইতর লোকদের যাত্রার দলের মত জঘন্য উপহাসাস্পদ দৃশ্য প্রদর্শন করেন, এ সমাজে তদ্রূপ দৃশ্যাভিনয় করা কর্ত্তব্য নহে; এখানে প্রকৃত রমণীরাই রমণীর অংশ অভিনয় করিবেন।" কিন্তু আমার এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।

র। তোমার উক্ত প্রস্তাব দুইটী আমিও অতি উত্তম মনে করি। বাস্তবিক অভিনয় দ্বারাই সমাজের উন্নতি হয়। সাহেবদের যে "বল" নৃত্য, তাহাও আমার মতে উত্তম।

বী। হাঁ ঠিক্ কথা বলেছ, "বল" নাচে যুবক-যুবতী পরস্পরের কোমর ধরাধরি করিয়া যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। হতভাগা হিন্দুসমাজের কথা দূর্ হউক্, কিন্তু হতভাগা ব্রাহ্মেরাও কি এই "বল" নাচের উৎকর্ষ বুঝিবে না? ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি সেই "বল" নাচের প্রস্তাবও করিয়াছিলাম, তাহাতে রমণীগণমধ্য হইতে আমি সহস্র ধন্যবাদ পাইলাম, কিন্তু "পালের গোদারা" আমার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল, কেবল আমার নহে, পরন্তু অনেক রমণীর মনোভঙ্গ করিয়াছিল।

র। ভাই বীরেন্, ভাসুর—ভাতার—ভাদ্দর-বউ লইয়াই ভারত জড়-ভরত হইয়া আছেন!

বী। বেশ, বেশ, রবি, তুমি যে এমন রসিক তা আমি আগে জানিতাম না। যাহাহউক্, আমার কপাল ভাল যে, তোমার মত সুরসিকের সঙ্গেই আত্মকাহিনী বলিতেছি—মনের কথা বলিতে পারিতেছি। নতুবা "অরসিকে রসস্য নিবেদনম্" বড়ই কষ্টদায়ক। আদি সমাজের কল্যাণে এই বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঠাকুর-বাড়ীতে পুরুষ-রমণীগণের মধ্যে এইরূপ "ভাসুর-ভাতার-ভাদ্দর-বউ" বলিয়া বিভীষিকা নাই!! সেই জন্যই সেখানে অভিনয়, "বল" নাচ প্রভৃতিরও চরমোৎকর্ষ হইয়াছে।

র। যা হউক্, সে কথা ছেড়ে দেও; এখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে তুমি আর কি কি প্রস্তাব করিয়াছিলে বল।

বী। আমি সপ্তম প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর উপরি কেবল শ্মশ্রুধারী আচার্য্যকেই দেখি, কিন্তু বেণীধারিণী যুবতী রমণীকে দেখিতে পাই না কেন? এখানে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা নাই কেন? অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি, রমণীদিগকেও আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করা হউক্।" আমার প্রস্তাবে মহিলা-মহল হইতে অবিরত করতালিধ্বনি হইতে লাগিল, কিন্তু গোঁড়া আচার্য্য মহাশয় আমার উপর চটিয়া লাল হইলেন!

র। তুমি ত তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রমণীগণের বড়ই প্রিয়-পাত্র ছিলে?

বী। হাঁ; সেই জন্যই ত আমি সমাজের অধীন হইয়াছিলাম। রমণীর প্রেমই আমার একমাত্র সাধনার ধন। মাই ডিয়ার রবিন্! তোমাকে হৃদয়ের কথা তবে খুলিয়া বলি; যেখানে আমি রমণীর প্রেম পাইতে পারি, সে থানে দাসত্ব করিতেও আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য কি সামান্য পরিশ্রম করিয়াছি? আমি পল্লীতে পল্লীতে কেবল সুন্দরী কুল-ললনা, কুলীন-কুমারী ও বিধবা মহিলার অন্বেষণে নিয়ত আদা-জল খাইয়া ভ্রমণ করিয়াছি; বহুস্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আবার কত স্থানে কত ঝাঁটা-লাথিও খাইয়াছি। যুবতীর উদ্ধারসাধনের ভার আমরাই কয়েকজন গ্রহণ করিয়াছিলাম। পল্লীগ্রামে লোকের আনাচ-কানাচ আঁচ্‌তাকুড়, ঘাট, মাঠ, মন্দির, তীর্থস্থান প্রভৃতি রমণী-গণের গতায়াত স্থানে আমি ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া কত যে সুন্দর সুন্দর নলিনী সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভাই, দুঃখের কথা বলিব কি, যেমন ভ্রমরগণকে ফাঁকি দিয়া দুষ্টেরা মধু লুটিয়া খায়, তদ্রূপ আমারও সঞ্চিত মধু আমাকে বঞ্চিত করিয়া অনেকে কেবল আপনারাই উপভোগ করিতে প্রয়াস পাইত। অধিক আর কি বলিব, শেষে আমাকে ব্রাহ্ম জেনানার মধ্যেও যাইতে

দিত না! এখানেও সেই নারকীয় অবরোধ! যে অবরোধ হইতে আমরা কুলকামিনীদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলাম, শেষে দেখি তাহারা ব্রাহ্ম-কারাগৃহে বদ্ধ!!! তবে আর আমি কোন্ আশ্বাসে—কোন্ প্রাণে সে সমাজে থাকিব বল?

র। বীরেন্, আমি বোধ করি তুমি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিতে থাকিতেই পঞ্চতত্ত্বের উপাসক হইয়াছিলে।

বী। প্রিয় রবিন্! তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে বলিহারি যাই! তুমি যে আমার একটী অপ্রকাশ্য গুহ্য রহস্যও সহজে অনুভব করিয়া লইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তুমি কেমন করিয়া এ রহস্য বুঝিলে বল দেখি!

র। কেন, ইহা ত আমি সহজেই বুঝিয়াছি; তুমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল যুবতীর প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছ। যুবতীর প্রেম, যুবতীর গান, যুবতীর নৃত্য, যুবতীর উদ্ধার ইত্যাদি কথাতেই ত বুঝিয়াছি, তুমি ধ্যানে-জ্ঞানে-শয়নে-স্বপনে কেবল যুবতীর সাধনাই করিয়াছ; ঈশ্বরের সাধনা করিতে তুমি সমাজে প্রবিষ্ট হও নাই।

বী। মাই ডিয়ার রেড্ব্রেষ্ট, মাই বুজম্ ফ্রেণ্ড, তোমার অনুমানের জন্য আমি তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমি তোমার নিকট ব্রেষ্ট্ ক্লিয়ার করিয়া বলিতেছি শুন;—

প্রকৃত-প্রস্তাবেই আমি পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রধানতম তত্ত্বের অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের সাধনার জন্যই প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে চোরের মত লজ্জাশীল ও ভয়শীল হইয়া

নিতান্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কারণ তখন আমি এই তত্ত্বকে শুধু প্রকৃতির প্রবর্ত্তনা বলিয়াই জানিতাম; চিরসঞ্চিত কুসংস্কার-বশে ইহাকে লজ্জাকর পাপ বলিয়াই জানিতাম; ইহা যে একটী পরম ধর্ম্মতত্ত্ব তদ্বিষয়ে আমার তখন জ্ঞান ছিল না। ফলতঃ আমি এই তত্ত্বকে তখন জীবনের একমাত্র বা অদ্বিতীয় সুখসাধন জানিলেও চিরবদ্ধমূল কুসংস্কারবশতঃ নিতান্ত লজ্জাশীল হইয়া অতি সংগোপনে এই তত্ত্বসাধনে নিরত ছিলাম। অনন্তর যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করা আবশ্যক হইল, তখনই আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মধ্যেই সেই মূল দেখিতে পাইলাম। মহানির্ব্বাণতন্ত্র দেখিয়াই জানিতে পারিলাম, আমরা যাহাকে অতি লজ্জাকর দূষিত ও ঘৃণিত পাপ বলিয়া বাহিরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াই অথচ যাহা আমাদের মনের একান্ত অভিলষিত, অনন্ত সুখের একমাত্র প্রস্রবণ, তাহা লজ্জাকর পাপ নহে, প্রত্যুত তাহা পরম ধর্ম্মসাধন। ইহা জানিতে পারিয়াই আমি লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিলাম এবং অসীম উৎসাহে নব্য ব্রাহ্মদিগকে প্রকৃত উচ্চ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলাম। বলিব কি, এক মাসের মধ্যেই আমি নব্য দলের শত সহস্র যুবাকে আমার মতাবলম্বী করিলাম। "পালের গোদা" মহাশয়েরা সর্ব্বদাই আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন; আমাদিগকে শাসন করি-

তেন, এবং বৃত্তি বন্ধ করিবার ভয় দেখাইতেন, সেই জন্যই অগত্যা আমরা অতি সংগোপনেই পঞ্চতত্ত্বসাধনে নিযুক্ত ছিলাম। সমাজ ত্যাগ করিয়া—বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া—বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া—ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছি, এক্ষণে বৃত্তি পাইতেছি, সচ্ছন্দে এক-রূপ ভোজন-মৈথুন-ব্যাপার চলিতেছে সুতরাং কর্ত্তামহা-শয়দের শাসন সহ্য করিয়াই আমরা সাধনা করিতে লাগিলাম!

র। তুমি কি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছিলে?

বী। না; ব্রাহ্মসমাজে গিয়া আমি অনেক যুবতীর সহিত কোর্টশিপ্ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কাহাকেও বিবাহ করি নাই। আমার পিতা বাল্যকালেই আমার বিবাহ দিয়া ছিলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে সে কথা গোপন রাখিয়াই অনেকের সঙ্গে মনের সাধ মিটাইয়া কোর্টশিপ করিয়া ছিলাম; আহা! কোর্টশিপ্ কি সুখের! নিত্য নবমল্লিকার আঘ্রাণে প্রাণ পুলকিত করা কতই সুখের! আমি নানা কারণেই বিবাহ করি নাই। বিবাহ করাটাও উচিত নহে। কেননা যাহারা বিবাহ করে, তাহারা একরূপ বন্ধনে বদ্ধ হয়, কিন্তু মুক্তির অভিলাষী পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিয়া বদ্ধ হওয়া অকর্ত্তব্য। প্রধানতঃ এই জন্যই বিবাহ করি নাই, আরও অনেক গুহ্য কারণ আছে, তাহা আর এখন প্রকাশ করিব না।

র। তবে ব্রাহ্মসমাজে তোমার পঞ্চতত্ত্ব সাধন অর্থাৎ ভোজন-মৈথুন ব্যাপার কিরূপে চলিত?

বী। রবি, তুমি এবার নিতান্ত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করিলে। যাহা হউক্, তোমার এ প্রশ্নেরও কিঞ্চিৎ উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সভ্য সমাজের এটিকেটের বিরুদ্ধ এবং আইনেরও বিরুদ্ধ। আমি বিবাহ করি নাই, তবে মৈথুনতত্ত্ব সাধন কিরূপে করিয়াছিলাম, ইহাই জানিতে তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। তবে অগ্রে মৈথুনতত্ত্ব কি, তাহা বলিতেছি শুন;—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

কেবল ক্রিয়া-নিষ্পত্তিকেই মৈথুন বলিয়া অনেকের ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে। ফলতঃ মৈথুন অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট; রমণীকে দর্শন করিয়া দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত করিলেও মৈথুন-সাধন হয়, রমণীর কমনীয় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেও মৈথুন-সাধন হয়, রমণীর রূপগুণ কীর্ত্তন করিলেও মৈথুন-সাধন হয়, রমণীর সহিত ক্রীড়া করিলে বা গোপনে কথাবার্ত্তা কহিলেও মৈথুন-সাধন হয়, অন্তরে রমণীরত্ন চিন্তা করিয়া তদ্গতভাবে ধ্যান বা সঙ্কল্প করিলেও মৈথুন-সাধন হয়। অতএব যে ব্রাহ্মসমাজে ইডেন-গার্ডেনে প্রস্ফুটিত বিবিধ মনোহর পুষ্পের ন্যায় অবগুণ্ঠন-

যুক্ত অসংখ্য স্বাধীন রমণীপুষ্প বিরাজিত, সেখানে মৈথুন-তত্ত্ব সাধনের ব্যাঘাত কি ? পোড়া হিন্দুসমাজেই এই তত্ত্বসাধনে সম্যক্ ব্যাঘাত আছে ; সেখানে অবগুণ্ঠনের দৌরাত্ম্যে কুলবধূগণের মুখকমল নিরীক্ষণ করাই অসম্ভব; সুতরাং প্রেক্ষণ, গুহ্যভাসন, কেলি প্রভৃতির সম্ভাবনাই নাই। এই জন্যই ত আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, হতভাগা নির্ব্বোধ রামমোহন তন্ত্ররাজোক্ত পঞ্চতত্ত্বসাধন পরিত্যাগ করিয়া নীরস কর্কশ দুর্ব্বোধ এক কিম্ভূতকিমাকার ধোবার কুকুরকে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন !

র। সে কি বীরেন্! ধোবার কুকুর কিরূপ ?

বী। তা জান না ? ধোবার কুকুর ঘরেরও উপকারে আসে না, ঘাটেরও উপকারে আসে না ; সেই জন্যই সকলে বলে,—

"ধোবীকা কুত্তা না ঘর্কা না ঘাট্কা।"

ফলতঃ ব্রাহ্মমন্দিরে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া নিরাকারের ধ্যান যে কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, তাহা সক-লেরই বুদ্ধিবিদ্যার অতীত। কোথায় বেদীতে "মহিলা রত্নের রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া এবং কুলললনার কল-কণ্ঠের মধুর গীত শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করিব, তাহা না করিয়া শ্মশ্রুধারী পোড়ার মুখো বানরের কিচি-মিচি শুনিতে শুনিতেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। ইহা কি

সামান্য পরিতাপের বিষয় ! যাহা হউক্, সমাজে সকলেই যার ধ্যান করে, আমি তা বেশ জানি, কেহই সম্পূর্ণরূপে চক্ষু মুদ্রিত করে না, সকলেই একাগ্রতার জন্য এবং এক চক্ষুর শক্তি দ্বিগুণ করিবার জন্যই অন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নবযুবতীর মুখকমলই নিরীক্ষণ করিয়া তদ্গত-চিত্তে তাহারই ধ্যান করিয়া থাকে।

র। কি বিপদ্ ! তোমার যে "নবযুবতী" "মহিলারত্ন" এবং "রমণীরত্ন" ছাড়া কথা নাই ! তুমি কি মৈথুন-তত্ত্বেই বিভোর হইয়া আছ না কি ?

বী। রবি, তুমি "যোগসাধন" কাহাকে বলে, তাহা জান না বলিয়াই এরূপ অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ। সাধনা করিতে হইলেই যোগী হওয়া চাই ; সাধনার ধনকে অনুক্ষণ ধ্যান করাই যোগসাধন। তুলসীদাস বলিয়াছেন ;—

"তুলসী এয়্সা ধেয়ান্ ধর্,
জ্যায়্সা বিয়ান্ কা গাই।
মুমে তৃণ-চানা চুটে,
ঔর্ চেৎ রাখ্য়ে বাছাই।"

যেমন নব-প্রসূতা গাভী বৎসের প্রতি নিয়ত মন রাখিয়া তৃণাদি খায়, তেমনই সাধনার বস্তুর প্রতি অনুক্ষণ চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখাই যোগীর কর্ত্তব্য।

প্রিয় রবিন্ ! আমি যে একজন মহাযোগী, তাহা কি তুমি জান না ? মৈথুনতত্ত্বই আমার সাধনার ধন ; সুতরাং

মহিলারত্নই আমার একমাত্র ধ্যেয়, তাহাতে আবার বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ কেন? দেখ রবি, তুমি আমার কাছে ভণ্ডামি করিও না; তুমি ত পঞ্চতত্ত্বসাধনে—বীরাচার-সাধনে দীক্ষিত নও, তথাপি নিজের প্রাণের অভ্যন্তরে—হৃদয়ের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া বল দেখি, কোন্ তত্ত্ব তোমার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে? দেখ, আমার নিকট কাহারও ভণ্ডামি করিবার যো নাই; আমি অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ শিবতুল্য সাধক। আমি সকলেরই অন্তরের কথা জানি। তোমাকে যদি এখনই মেছোবাজারে বা সোনাগাছীতে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তুমি উত্তার-নয়নে কেবল "মহিলার" রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে; গাড়ী-চাপা পড়িয়া মরিবার ভয়ও তখন তোমার অন্তর হইতে অন্তরিত হইবে; তুমি তখন আমারই মত যোগী হইয়া বসিবে। কিন্তু এখন এখানে বসিয়া ভণ্ডামি করিতেছ, হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া কথা কহিতেছ, ইহা কি বুজম্ ফ্রেণ্ডের সমুচিত ব্যবহার?

র। ভাই বীর, ক্ষমা কর, আমার ঘাট হইয়াছে। তুমি যথার্থই বলিয়াছ; পুরুষের মন অনুক্ষণই রমণীচিন্তায় রত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। সামান্য পুরুষের কথা দূরে থাক্, যিনি পরম পুরুষ বলিয়া জগতে বিখ্যাত, সেই ভগবানও প্রকৃতির আলিঙ্গনে চিরবদ্ধ; সেই আলিঙ্গনের বিচ্ছেদ নাই, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ রাধা-প্রেমে উন্মত্ত; এই জন্যই শিব গৌরীপ্রেমে পাগল। পরম বৈষ্ণব—গৌরাঙ্গ-শিষ্যও

গৌরাঙ্গী ব্যতীত—"মাগুর মাছের ঝোল ও নবযুবতীর কোল" ব্যতীত সাধনা করিতে পারেন না ; ফলতঃ মৈথুনতত্ত্ব পরিত্যাগ করিলে কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনই হইতে পারে না। যাহা হউক্, তুমি এক্ষণে এই তত্ত্বের সম্যক্ মহিমা প্রকাশ করিয়া বল ; আমরা এ সম্বন্ধে প্রকৃতই অনভিজ্ঞ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা কখনও আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখি না, হৃদয়ের ভিতর অন্বেষণ করি না ; মন খুলিয়া বন্ধুদের সহিতও কথা বলি না ; কেবল কপটতাচরণ করিয়াই স্ব স্ব সাধুতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। রাত্রিতে ভূত-প্রেত-পিশাচের মত আচরণ করি, কিন্তু দিবাভাগে বাহ্যবেশে সকলকে মুগ্ধ করি ; সমাজ-সংশোধক ও ধর্ম্মসাধক বলিয়া ভাণ করিয়া বক্তৃতা করি।

এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রধানতত্ত্ব কি ? মৈথুনতত্ত্বই কি প্রধান ? তুমি কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তিসহকারে আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান কর।

বী। হাঁ, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে মৈথুনতত্ত্বই প্রধান ; অন্যান্য তত্ত্ব ইহারই আনুষঙ্গিক বা উপকারকমাত্র ! ফলতঃ এই একমাত্র মৈথুনতত্ত্বই সাধনার বস্তু। এই সাধনার জন্যই অন্যান্য তত্ত্বের প্রয়োজন। মৈথুনতত্ত্ব সাধনার জন্যই মদ্যের প্রয়োজন, এবং মদ্যের জন্যই মুদ্রা, মাংস ও মৎস্যের প্রয়োজন।

মদ্য ব্যতীত মৈথুনতত্ত্বের সম্যক্ সাধনা হয় না, এবং মৎস্য-মাংস-মুদ্রা ব্যতীত মদ্যপান করিলেও হিতে বিপরীত ফল ফলে। অতএব একমাত্র আদিতত্ত্বের জন্যই অন্যান্য তত্ত্ব আবশ্যক। এই মৈথুনতত্ত্ব সৃষ্টির আদিতেও বর্ত্তমান ছিল, এই জন্যই ইহা আদিতত্ত্ব ; এই জন্যই আদিরস বলিলে এই মৈথুনতত্ত্বই বুঝায়। যে এই

আদিরসের রসিক নহে, সে কখনও কবি হইতে পারে না ; সেই জন্য মহাকবিগণ আদিরসে বিভোর এবং পঞ্চ-তত্ত্বের সেবক। ইহা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। অতএব ইহাই আদি, ইহাই প্রথম, ইহাই প্রধান। "প্রধান" এই শব্দটী দ্বারাই এই আদি তত্ত্বই বুঝায় ; ইহা দর্শনশাস্ত্রকারেরা জানেন। অতএব এই তত্ত্বের প্রাধান্যের বিষয়ে আর বিশেষ কি পরিচয় দিব। ইহার উপাদেয়তা সম্বন্ধেই বা আর কি বলিব ; ইহারই জন্য কীট-পতঙ্গাদি হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লালায়িত —উন্মত্ত ! স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহার জন্য পাগল হইয়া—মত্ত হইয়া স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে তদ্রূপ বেয়াদবি করিলে ব্রহ্মারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসন-দণ্ড হইত। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও আদিরসে মত্ত হইয়া গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন।

র। ভাই, পৌরাণিক উপাখ্যান গুলির উদাহরণ পরিত্যাগ কর ; আমি পুরাণ গুলিকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। পুরাণকে যখন আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করি না, তখন তাহার কোনও কথাই গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

বী। এ কথা ঠিক্ বলেছ ; পুরাণগুলার কথা ত দূরে থাক্, আমি বেদ-স্মৃতি-কোরাণ-পুরাণ-বাইবেল সকলগুলিই ঘৃণিত মনে করি। সমস্তই নির্ব্বোধ গণ্ড-মূর্খদিগেরই কল্পনা মনে করি। কিন্তু স্বমত সমর্থনের জন্য ঐ গুলা হইতেও কোন কোন কথা উদ্ধার করা

আবশ্যক। যেমন কুস্থান হইতে রত্ন গ্রহণ করিলে দোষ হয় না, যেমন হাড়ি-মুচী-বাগ্‌দীর ঘরেরও "মহিলা" ঘৃণার্হ নহে, যথা,—"যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।" তদ্রূপ পুরাণ হইতেও—

র। না ভাই, তোমার পায়ে ধরি, তুমি পৌরাণিক উদাহরণ ত্যাগ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান কর; আমি তোমার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি; তুমি কোন্ পথ হইতে কোন্ পথে আসিয়াছ, কিরূপে জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছ, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিতে চাই।

বী। বেশ বেশ, আমি তোমার নিকট আমার সমস্ত জীবনবৃত্ত প্রকাশ করিয়া বলিব, কিন্তু ভাই, অদ্য অনেক স্থানে অনেক এন্‌গেজমেণ্ট আছে, অতএব এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

র। এস ভাই, বীরেন্, তোমার অবশ্য স্মরণ আছে, অতএব আমার বলাই বাহুল্য। তুমি তোমার পঞ্চতত্ত্ব-সাধনার ইতিহাস বল।

বী। হাঁ, বলিতেছি শুন;—আমাদের গ্রামের নরেন্দ্রনাথকে বোধ করি তুমি জান। কারণ নরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই নরেন্দ্রনাথ আমাদের গ্রামের একটী রত্ন। ইনিই প্রথমে উদ্যোগী হইয়া আমাদের গ্রামে একটী পাব্লিক্ লাইব্রারি এবং ডিবেটিং ক্লব্ স্থাপন করেন, সেই ডিবেটিং ক্লবেই আমি সমস্ত যুক্তিতর্ক শিক্ষা করি এবং সুবক্তা হই। লাইব্রারিতে বাংলা ও ইংরাজী সমস্ত নাটক নভেল প্রভৃতি রসগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কি আধুনিক, কি প্রাচীন, যাবতীয় রসগ্রন্থই আমি এই লাইব্রারিতে পাঠ করিয়াছিলাম। কামিনীকুমার, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালি হইতে আরম্ভ করিয়া ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা পর্য্যন্ত বটতলা হইতে প্রকাশিত যাবতীয় রসগ্রন্থ এবং নব্য নভেলিষ্টদিগের সমস্ত নভেল ও অভিনয়কর্ত্তাদের সমস্ত নাটক আমি আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াছিলাম। মিষ্ট্রীজ্ অব্ লণ্ডন এবং মিষ্ট্রীজ্ অব্ দি কোর্ট অব লণ্ডন প্রভৃতি ইংরাজি রসগ্রন্থগুলিও আমি পড়িতে বাকি রাখি নাই। ফলতঃ আমি নরেন্দ্রনাথের কৃপায় দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই নায়ক-নায়িকার রসভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিয়াছিলাম। নরেন্দ্র নাথই আমাকে "স্বর্গসুখের" বিষয় পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন ; সেই দিন হইতেই আমার শুক্রপাতের সূত্রপাত হয়। তদবধি আমি আদিরসে কখনও চিন্তাশীল, কখনও জর্জ্জরিত, কখনও বিহ্বল, কখনও বিষাদিত, কখনও উন্মত্ত, কখনও বা হতাশ ও অবসন্ন হইতাম।

সংক্ষেপে বলি, কেন না সব পরিচয় দেওয়া যাইতেই পারে না। ক্রমে আমার মেহরোগ হইল ; শরীর ক্ষীণ, এবং মন সর্ব্বদাই যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি নরেন্দ্রনাথের নিকট পরামর্শ চাহিলেই নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ভাই, বেশ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ কর এবং মদ্যপান করিতে শিক্ষা কর, সব সারিয়া যাইবে।" কিন্তু বেশ্যালয়ে যাইতে হইলে টাকা চাই। মদ্যপান করিতে হইলেও টাকা চাই। কিন্তু বাবা আমাকে কখনও টাকা দিতেন না। সুতরাং আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া দুষ্কর হইত।

র। ভাল, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যালয়ে যাইবা পূর্ব্বেই তোমার মেহরোগ হইল, ইহার কারণ কি ? আমার ত সংস্কার আছে, বেশ্যালয়ে গেলেই মেহরোগ হয়। তুমি যে বিপরীত কথা বলিতেছ!

বী। তোমার সংস্কার সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে। ঠিক্ নিয়মিতরূপে প্রত্যহ বেশ্যালয়ে গেলে, অথবা ২৪ ঘণ্টাই বেশ্যালয়ে থাকিতে পারিলে মেহরোগ হয় না। যৌবন-সম্ভূত এবং নাটক নভেল-সম্ভূত রসভারে সমাক্রান্ত হইয়া

ঘরে বসিয়া ক্রমাগত চিন্তাপরায়ণ হইলেই দিবারাত্র শুক্রক্ষয় হয়, এই ক্ষয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া অবৈধ ; কিন্তু বেশ্যালয়ে গিয়া শুক্র-ক্ষয় করা প্রকৃতির অনুমোদিত ও বৈধ। ইহা ডাক্তারদেরও অনুমোদিত এবং তন্ত্রশাস্ত্র-কারদিগেরও অনুমোদিত। ফলতঃ মনোবেগ ধারণ করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা নিতান্তই গর্হিত। ভদ্র পল্লীর মধ্যে রমণীগণের মুখাবলোকন করাও দুর্ঘট, কেননা অবগুণ্ঠনরূপ কুপ্রথা সমাজে প্রচলিত। নীচ শ্রেণীর মধ্যে এই অবগুণ্ঠনের প্রথা কিছু শিথিল ; সেই জন্য আমি হাড়িপাড়া—ডোমপাড়া—তিওরপাড়া—ও বাগ্দিপাড়ায় সুলভ প্রকৃতির অন্বেষণে ঘুরিতাম। যেহেতু আমার হাতে জলখাবার সামান্য পয়সাই সঞ্চিত থাকিত। সুতরাং সকল দিন আমার বাসনা চরিতার্থ হইত না ; কাজেই প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণেই রাত্রিতে প্রকৃতির স্বপ্ন দেখিতাম এবং তাহাতে অনর্থক শুক্রক্ষয় হইত। এইরূপেই মেহরোগ জন্মিয়াছিল।

ব। তোমার ত বিবাহ হইয়াছিল ; তবে তুমি কেন হাড়িপাড়া—ডোমপাড়ায় ঘুরিতে ?

বী। স্ত্রীর বয়স তখন অল্প ছিল, সুতরাং সে তাহার বাপের বাড়ীতেই থাকিত ; আমাদের বাড়ীতে সে আসিতে চাহিত না। বিশেষতঃ সে আমাকে যমের মত ভয় করিত। তাহাকে আমি কখনও ভাল বাসি নাই। রোগে রোগে তাহার শরীরও শীর্ণ ছিল এবং তাহার

কোন গুণও ছিল না; সেইজন্যই সে আমার চক্ষুশূল হইয়াছিল।

র। তার পর কি করিলে বল।

বী। নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, তুমি ত ফাঁকতালে সুখের জীবন যাপন করিতেছ, বাংলা মুলুকের সকল গ্রন্থকর্ত্তার নিকট হইতে বিনামূল্যে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাব্লিক লাইব্রারি খুলিয়া পাড়া হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বেশ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ; তোমার পয়সার অভাব নাই; কিন্তু আমি কি উপায়ে টাকা পাই বল দেখি। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা।" আমি বলিলাম সে কি? নরেন্দ্র বলিলেন, অর্থসংগ্রহ করিতে হইলেই চুরি বা জুয়াচুরি অবলম্বন করা আবশ্যক। ইহাই অর্থসংগ্রহের প্রশস্ত উপায়। আমি বলিলাম, কোথায় কিরূপে চুরি বা জুয়াচুরি আরম্ভ করিব? নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "Charity begins at home" চুরি এবং জুয়াচুরি প্রথমে নিজের ঘরেই আরম্ভ করিতে হয়। এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন। আমি তখন মায়ের নিকট, মাসীর নিকট, দিদির নিকট, ফাঁকি দিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে লাগিলাম; আর সুযোগ পাইলেই টাকাটা-পয়সাটা-ঘটিটা-বাটিটা-গহনাখানা, চুরি করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার আদিতত্ত্ব সাধনের সম্যক্ সুবিধা হইল; কিন্তু অধিক দিন আমার এ

সুখের অবস্থা ভোগ করা হয় নাই। আমি পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ ফেল হওয়াতে এবং আমার চুরি ও জুয়াচুরি ক্রমশঃ প্রকাশ পাওয়াতে আমি পিতা-মাতা প্রভৃতি বাড়ীর সকলেরই ঘৃণার পাত্র হইলাম। সুতরাং বাড়ী ত্যাগ করা আমার নিতান্তই আবশ্যক হইল। তখন আমার একমাত্র প্রিয় সুহৃদ্—আমার হৃদয়ের বন্ধু নরেন্দ্র আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন। বলিলেন, "বীরেন্! গৃহত্যাগের ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধা আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ আদিতত্ত্ব সাধনের এরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগও আর নাই। ব্রাহ্মসমাজে তুমি অসংখ্য প্রফুল্ল কমল অনাবৃত দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিবে এবং আরও অনেক সুযোগ ও সুবিধা পাইবে। আমি সেই নরেনের পরামর্শেই গৃহত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। এই আমার আদিরসের গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিলাম। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই আমার সাধনার আরম্ভ, এখন ত আমি সিদ্ধ পুরুষ বা শিব।

র। তুমি যে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান পাদরীদের কাছে যাতায়াত করিতে, তাহার উদ্দেশ্য কি?

বী। উদ্দেশ্য আর কি বুঝিতে পার নাই? উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য প্রকৃতিসাধন—সহজ কথায় বিবি-সহবাস।

র। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইয়াছিল কি?

বী। আংশিকরূপে সিদ্ধ হইলেও সম্যক্ তৃপ্তি-

জনক হয় নাই। কিন্তু তুমি ক্ষান্ত হও, তদ্বিষয়ে আমি এখন অধিক পরিচয় দিতে পারিব না; পরে বলিব। আর যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি।

র। যাহাহউক, তোমার বিবি-বিলাসের কথা আমি এখন শুনিতে চাই না; কিন্তু তোমার পরামর্শদাতা নরেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছিলেন, "চুরি এবং জুয়াচুরিই অর্থসংগ্রহের প্রশস্ত পন্থা" এই নীতি কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত? "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা," ইহা কি মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উক্তি?

বী। না, হে না; "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা।" ইহা একটা উদ্ভট কবিতার অংশ। তবে শুন;—

একদা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কালিদাসকে পরাস্ত করিবার জন্য বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ?" সভাস্থ পণ্ডিতেরা এই সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না। কালিদাস সভাতে উপস্থিত না হইয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করতঃ এক মাংসবিক্রেতার নিকট মাংসভিক্ষা করিতে ছিলেন। দিগ্বিজয়ী ভিক্ষুককে বলিলেন,

"ভিক্ষো! মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে?"

অর্থাৎ হে ভিক্ষুক! তুমি মাংস ভক্ষণ করিয়া থাক? ছদ্মবেশী কালিদাস বলিলেন, "কিং তত্র মদ্যং বিনা?" মদ্য না হইলে মাংসের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ মদ্যপান করি বলিয়াই আমার মাংসের প্রয়োজন।

দিগ্বিজয়ী বলিলেন, "মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং"? মদ্যও তোমার প্রিয়? কালিদাস কহিলেন, "প্রিয়মহো

বারাঙ্গনাভিঃ সহ।” অহো! মদ্য প্রিয় বটে, কিন্তু যদি বারাঙ্গনার সহিত হয়। দিগ্বিজয়ী বলিলেন, “বেশ্যা-পার্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং?” বেশ্যারা অর্থলোলুপ, কিন্তু তোমার অর্থ কোথায়? কালিদাস বলিলেন “দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা।” অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াদি জুয়াচুরি বা চুরি দ্বারাই অর্থ লাভ করিব। দিগ্বিজয়ী বলিলেন; “চৌর্য্য-দ্যূত-পরিগ্রহোঽস্তি ভবতঃ?” চুরি ও জুয়াচুরিও কি তোমার বৃত্তি? কালিদাস বলিলেন “নষ্টস্য কান্যা গতিঃ?” নষ্টের আর অন্য গতি কি আছে? তখন দিগ্বিজয়ী কালিদাসের চরণে প্রণিপাত করিয়া পলায়ন করিলেন। দেখ রবি, মহামতি কালিদাসও মদ্যপান, মাংসভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করিতেন। ফলতঃ মদ্যপান, মাংসভক্ষণ ও বেশ্যাগমন না করিলে কি কালিদাস অত বড় একটা কবি হইতে পারিত? আমাদের আধুনিক “স্বর্গীয়” মহাকবিরাও পঞ্চতত্ত্বের সেবা করিয়াই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্বের সেবা না করিলে কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারে না। যত বড় বড় নভেলিস্ট, যত বড় বড় কবি, যত বড় বড় ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি আছে বা ছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চ-তত্ত্বের সেবক। জজ-মাজিষ্ট্রেট-উকীল-ব্যারিষ্টার-ডাক্তার প্রভৃতি ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা দূরে থাক্, নবদ্বীপ-ভাটপাড়ার অনেক মহামহোপধ্যায় মহা-ত্মারাও পঞ্চতত্ত্বের সেবক! তাঁহাদেরও অর্থাগমের উপায়

"দূত্যেন চৌর্য্যেণ বা ।" চুরি বা জুয়াচুরী। জুগি-জোলা, কেওট্, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণেরা যাহাদিগকে ঘুষ দিয়া আপনাদের দ্বিজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহারা জুয়াচোর নয় ত কি? কিন্তু এই জুয়াচুরি না করিলে পঞ্চতত্ত্বের সাধন হইবে কিরূপে? মহামহোপধ্যায় স্মার্ত্তশিরোমণির নাপ্তিনী-প্রেম-হোমের দক্ষিণা জুটিবে কিরূপে? ভাই রবি, সকল কথা ভেঙে বলিলে "লাইবেলের" উৎপাতে পড়িতে হইবে; নতুবা আমি পঞ্চতত্ত্বের প্রধানতম প্রেমতত্ত্বের মাহাত্ম্য ভালরূপেই প্রদর্শন করিতে পারিতাম। অথবা তুমি যখন সহরবাসী, তখন তোমার অনেক রহস্যই জানা আছে। ফলতঃ—

ইন্দ্র—চন্দ্র—বায়ু—বরুণ—কুবের,—

র। আবার ভাই, পুরাণ কথা, ইন্দ্র-চন্দ্রের কথা পাড়িলে কেন? আমি যে তোমাকে পায়ে ধরিয়া পুরাণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?

বী। ওহে রবি, পুরাণের ভিতরেই পঞ্চতত্ত্বের রহস্য কিছু অতিরিক্তমাত্রায় আছে। পুরাণ একেবারে ত্যাগ করিলে চলে না;—পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বুঝান যায় না। পুরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া আমি তোমাকে—

র। ভাই, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবার কার কাছে শিখিলে? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কারে বলে?

বী। "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" এই কথাটী প্রথমে আমি শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—বনাম কৃষ্ণানন্দ

স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম। "যুক্তিসঙ্গত নিগূঢ় মর্ম্ম-ব্যাখ্যার" নামই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তবে শুন, পুরাণের যে দেবরাজ ইন্দ্রের কথা আছে, যে স্বর্গপুরী বা বৈজয়ন্তধাম ও নন্দনকানন প্রভৃতির কথা আছে, তৎসমস্তই রূপক বর্ণনা বলিয়া জানিবে। পৃথিবীই স্বর্গ; এই পৃথিবীর মহারাজ—রাজা—রাজাবাহাদুর—রায়-বাহাদুর—জমীদার প্রভৃতিই ইন্দ্র শব্দের বাচ্য। ইন্দ্র শব্দে প্রভু এবং ধনী বুঝায়। ফলতঃ ধনবান্ প্রভু মাত্রেই এক একটী ইন্দ্র; অথবা ইন্দ্রেরও ইন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ। পুরাকালে ইন্দ্রেরই প্রভূত প্রভুত্ব ছিল, অধুনা তদপেক্ষাও প্রভুত্বসম্পন্ন ইন্দ্রনাথগণের আবির্ভাব হইয়াছে; সেই জন্যই এখন ইন্দ্র শব্দের সহিত নাথ শব্দ প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় মিথুনভাবে মিলিত। যথা; —বীরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, মঙ্গলেন্দ্রনাথ, বুধেন্দ্রনাথ, বৃহস্পতীন্দ্রনাথ, শুক্রেন্দ্রনাথ, শনীন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, মুনীন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলতঃ এখন সংসারে যাবতীয় শব্দ আছে, তদুত্তর 'ইন্দ্রনাথ' যোগ করিয়া নামকরণ হই-তেছে। ইহা দ্বারা ইন্দ্রের মাহাত্ম্যই বিজ্ঞাপিত হই-তেছে। ইন্দ্রশব্দের আর একটী নিগূঢ় অর্থ ইন্দ্রিয়-সেবক বা পঞ্চতত্ত্বসাধক। যাবতীয় মহারাজ, রাজা, জমীদার প্রভৃতি প্রভুরাই গুরুপত্নীহরণ করেন; যাব-

তীয় প্রভুরাই নন্দন-কাননের অর্থাৎ রমণীয় বাগান-বাড়ীর অধিস্বামী। যাবতীয় প্রভুরাই সহস্রাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে উপদংশক্ষত-চিহ্নযুক্ত বা পারার ঘায়ের দাগে দাগা ষাঁড়

র। তোমার অন্যান্য সমস্ত কথাই বেশ যুক্তিসঙ্গত বটে; অথবা প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই বটে; কিন্তু প্রত্যেক প্রভুই গুরুপত্নীহরণ করেন, একথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে?

বী। গুরুপত্নী শব্দে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী বুঝাইত; যেহেতু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এই কথা প্রচার করিয়াছিল। আবার দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু প্রভৃতি যাবতীয় গুরুজনদিগের পত্নীও গুরুপত্নী শব্দের বাচ্য, সুতরাং এখন বুঝিয়া দেখ, সকল প্রভুই গুরুপত্নীগামী কি না? ব্রাহ্মণগণ চিরকালই গরীব; সুতরাং সুন্দরী ব্রাহ্মণীকে সহজেই সর্ব্বকালে ইন্দ্রেরা বা প্রভুরা হরণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণদের চিরকালই কেবল "বচনের" জোর। কিন্তু বচনের জোরে তাঁহারা কোনও কালেই ব্রাহ্মণীদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। "গুরুপত্নীগমনে মহাপাতক হয়" বলিয়া তাঁহারা ভূরি ভূরি ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু প্রভুরা কোনকালেই "মহাপাতক" গ্রাহ্য করেন না। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইন্দ্রগণের বুদ্ধিচাতুরী-সহকারে গুরুপত্নীহরণের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে বুঝিয়া দেখ। বঙ্গদেশের প্রভু বল্লাল সেন কিজন্য কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব জান কি? শুন; বল্লাল নিয়ম করিলেন;—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ।"

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি অর্থাৎ বেদপাঠ, তপস্যা ও দান, এই নয়টী গুণ থাকিবে, তাহারাই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারাই সহস্র সুন্দরী ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। তাহারাই রাজ-সম্মানের অধিকারী হইয়া যথেষ্ট ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। মর্ম্মার্থ এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণের পক্ষে স্ত্রীসম্ভোগের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ যাহারা তপস্যা-বেদপাঠ-তীর্থদর্শন প্রভৃতির জন্যই স্ত্রীসহবাস ত্যাগে বাধ্য হইবে, তাহাদের অনাঘ্রাত কুসুমগুলির মধুপান করিবার জন্যই চতুর বল্লালরূপ ভৃঙ্গরাজ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুলীন ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে না পারিয়া এবং রাজদত্ত বৃত্তি প্রভৃতি না পাইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলা-য়ন করিয়াছিল, এবং কিশোরী ও যুবতীগণ কুলীনে উৎসর্গীকৃত হইয়াই রাজান্তঃপুরে— প্রকাশ্যভাবে বা অভি-সারিকারূপে গমন করিত। ইন্দ্রেরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই কৌলীন্য প্রথার উপাদেয় ফলভোগ করিয়া আসি-তেছেন! ইহারই নাম "চতুরে—চতুরে" ; ব্রাহ্মণেরা চতুরতা করিয়া মহাপাতকের ব্যবস্থা করিয়াছে, বল্লালও ততোঽধিক চতুরতা করিয়া কৌলীন্যের ব্যবস্থা করি-য়াছেন। ব্রাহ্মণগণের চাতুরী—কি বল্লালী চাতুরীর

নিকট দাঁড়াইতে পারে ? ফলতঃ ব্রাহ্মণগণের "মহা-পাতক ব্যবস্থার" ফল অর্থাৎ ঘোর নরক ব্রাহ্মণদিগকেই চিরকাল ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে ; আর ইন্দ্রগণ চিরকালই স্বর্গভোগ করিতেছে ! প্রভুরা চির-কালই গুরুপত্নী হরণ করিয়া থাকেন। আবার সকল সময়ই যে ইন্দ্রেরা গুরুপত্নীহরণ করিয়া থাকেন, তাহাও না ; অনেক গুরুপত্নীও ইন্দ্রহরণ করিয়া থাকেন। যেমন কুলীন-কামিনীরা, বিশেষতঃ কুলীন বিধবা মহিলারা ইন্দ্রান্বেষণে এবং ইন্দ্রহরণেই লালায়িত ! এ সকলই প্রকৃতির প্রবর্ত্তনা। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। সুতরাং ইন্দ্রমাহাত্ম্য বা পঞ্চতত্ত্বমাহাত্ম্য অথবা আদিতত্ত্ব-মাহাত্ম্য আদিকাল হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান থাকিবে। তবে এই তত্ত্বের গোপনীয়ত্ব দূর হওয়াই আবশ্যক এবং প্রার্থনীয়। এই তত্ত্বের লজ্জাজনকতা নিবারিত হওয়াই আবশ্যক এবং প্রার্থনীয়। কর, সকলে পঞ্চতত্ত্বের সেবা কর ; কিন্তু নির্ভীকভাবে বীরের ন্যায় বা বীরেন্দ্রের ন্যায় কর—লজ্জাভয় পরিহার কর। জগতে পুনঃ সত্যযুগের অবতারণা কর। যে প্রবৃত্তির জন্য আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত—কীটাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত—উন্মত্ত—পাগল—লালায়িত—বিব্রত ! কেন তাহা দূষিত মনে কর ? সকলে পুরাকালের কথা—সত্যযুগের কথা স্মরণ কর। তখন সকলেই উলঙ্গ ছিল, সকলেই স্বেচ্ছাবিহারী ছিল, সকলেই সকল রমণীর অধরসুধা

পানে পরিতৃপ্তি লাভ করিত, সকলেই উলঙ্গ রমণীর আলিঙ্গনে—

র। ভাই বীরেন্, তুমি কি ইচ্ছা কর, সেই উলঙ্গ সত্যযুগ পুনরায় আগমন করুক্? সেই অসভ্য কাল আসিলে কি আর সমাজের শৃঙ্খলা থাকিবে?

বী। "সত্যযুগ পুনরায় আসুক্," এ ইচ্ছা কে না করে? আমি সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। ব্রাহ্ম ভায়ারা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াই মনে করেন আমরা সত্যের অবতারণা করিলাম। কিন্তু সত্যের অবতারণা করিতে হইলে বস্ত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "ভ্রাতা-ভগ্নী" সকলের পক্ষে পাপ লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া একত্র অবস্থান করা কর্ত্তব্য। যদি সত্য শিক্ষা করিতে চাও তবে উলঙ্গ বালকের নিকট যাও। ফলতঃ সত্য উলঙ্গ; সত্য বস্ত্রাবৃত নহে। এই সহজ কথা বেদ-বাইবেলেও আছে। যে দিন হইতে মানুষ বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহারা মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে। যাহা হউক্, তোমার সমাজ-শৃঙ্খলা চুলোয় যাক্, তাতে ক্ষতি কি? সত্যযুগই "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীতার" যথার্থ আদর্শ। তোমার আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে কি সেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আছে? সত্যযুগের কথা দূরে থাক্, সে দিন যে দ্বাপরযুগ গত হইল, তখনও কেমন মনোহর মৈত্রী ছিল দেখ,—কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট গিয়া দেখিলেন,—অন্তঃপুরের

একটী ঘরে কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উভয়ে মধুপানে মত্ত হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন! কৃষ্ণ দুইখানি চরণ অর্জ্জুনের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন, আর অর্জ্জুনের একখানি চরণ দ্রৌপদীর অঙ্কে এবং অন্য একখানি চরণ সত্যভামার ক্রোড়ে স্থাপিত রহিয়াছে! সত্যভামা কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তাহা তুমি অবশ্য জান; সেই সত্য-ভামা কৃষ্ণের সাক্ষাতেই অর্জ্জুনের পদসেবা করিতেছেন! দেখ দেখি, মৈত্রী কাহাকে বলে? কিন্তু বল দেখি, কোন ব্রাহ্মপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে আমার পদসেবা করিতে পারেন কি না? অথচ ব্রাহ্মসমাজের সকলেই "ভাই" এবং সকলেই "ভগ্নী"!

র। ভাই, তুমি যে ব্রাহ্মদের উপর বড়ই বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

বী। আবার এখনও সে কারণ বলিতে হইবে? যে সমাজের ধ্বজায় লেখা আছে "মৈত্রী" অথচ যেখানে জেলাসি ভিন্ন কথাটী নাই, সে সমাজের কপটতাচরণ কি ঘৃণার্হ নহে? আমি কিছুদিন কিশোরীগণের সহিত কোর্টশিপ্ করিয়াছিলাম; কিন্তু অনেক ভায়াই তজ্জন্য আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন; আমি মহিলান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই ভায়ারা সতর্ক হইয়া পাহারায় নিযুক্ত হইতেন! এই কি মৈত্রী?

র। ভাই আর বলিতে হইবে না; বুঝেছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিরূপ সমাজ চাও?

বী। আমি এরূপ সমাজ চাই, যেখানে যথার্থ

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। যেখানে ইচ্ছার প্রতিরোধ নাই, যেখানে হতাশা নাই, মনোভঙ্গ নাই, আমি সেই সমাজ চাই। যারে ইচ্ছা করিব, তারে হৃদয়ে লইয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করিব, কেহই তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে না, কেহই তজ্জন্য ঈর্ষ্যাপূর্ণ-নেত্রে বিষ বর্ষণ করিবে না, ইহাই চাই। মধুপানে মত্ত হইয়া উলঙ্গ রমণীর সহিত—

র। বীরেন্, তোমার কল্পিত সমাজ কি কখনও কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে মনে কর? যে ইউরোপ ও আমেরিকা স্বাধীনতার খনি, যেখানে রমণী মাথার মণি বা চিন্তামণি, যেখানে মদ্য জলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, সেখানেও তোমার মনোমত সমাজ নাই। তবে তুমি কেমন করিয়া তোমার মনোমত সমাজ স্থাপন করিবে?

বী। আমি তদ্রূপ সমাজ স্থাপন করিব, সেই জন্যই প্রাণপণ যত্নে বীরাচারবিধি প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ইউরোপে এবং আমেরিকায় আমার মনোমত সমাজ না থাকিবারই সম্ভাবনা; কিন্তু ভারতে যখন মহাতন্ত্র বিরাজিত, তখন বীর সমাজ অবশ্যই সংস্থাপিত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। আমার বীরাচারবিধি প্রচারিত হইলেই ভারতের নিখিল নরনারী স্ব স্ব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিষ্ঠিত বীর সমাজে আসিয়া মিলিত হইবে; এবং তখন যুবতী মহিলারা মধুপানে মত্ত হইয়া বিবস্ত্র হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবে এবং যুবকেরাও মধুমত্তচিত্তে সেই তাণ্ডব নৃত্যে যোগদান করিবে। আহা! সেই তাণ্ডব নর্ত্তন নেত্র-

নেড়ী বৈষ্ণবগণের নৃত্য অপেক্ষা কতই মনোহর হইবে! ফলতঃ ঈশামূষা-মহম্মদ অথবা কৃষ্ণকেশবচৈতন্য যে সকল সমাজ গঠন করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাদের অপেক্ষাও সহস্রগুণে উচ্চ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিব, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। আমি স্বর্গমর্ত্ত এক করিব। আমি সপ্ত পাতাল ঊর্দ্ধে স্থাপন করিব এবং সপ্তস্বর্গ নিম্নে অবতারিত করিব। যদি আমি অন্যের অসাধ্য এই সাধন না করিতে পারি, তবে আমার বীরেন্দ্র নামই বৃথা। আমি মর্ত্তে সুধা-নদী প্রবাহিত করিব, সুধা-সমুদ্রে গিয়া সেই সমস্ত নদী সম্মিলিত হইবে। সমুদ্র হইতেই সুধার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি, আবার চন্দ্রই সুধাকর, আমি এই সকল কথার সার্থকতা সম্পাদন করিব। চারু-হাসিনী যুবতী রমণীর বদনচন্দ্র স্বভাবতই সুধাময়, তাহাতে আবার সুধা ঢালিয়া দিয়া সুধার—সুধার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিব। সেই উচ্ছ্বাসে গা ঢালিয়া দিয়া সুধাসমুদ্রে নীত হইব। সমুদ্রোদ্ভবা একমাত্র লক্ষ্মী যেমন অনন্তশায়ী নারায়ণের পদসেবা করিয়াছিলেন, অনন্ত যুবতী রমণী তেমনি আমার পদসেবা করিবেন!

র। ভাই বীরেন্, আজ যেন তোমার কিছু অতিরিক্ত নেশা হইয়াছে বোধ করিতেছি।

বী। হাঁ ভাই, তুমি ঠিক্ অনুমান করিয়াছ। আমার মাথা কেমন করিতেছে; তবে অদ্য এই স্থানেই বেদ-ব্যাসের বিশ্রাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

র। এস এস ভাই বীরেন্, তোমার সন্দর্শনলাভের জন্যই আমি অপেক্ষা করিতেছি; অদ্য আমার অনেক স্থানে অনেক এন্‌গেজমেণ্ট ছিল, কিন্তু তোমার জন্য সে সমস্তই ক্যান্‌সেল করিয়া দিয়াছি। ভাই, অদ্য তুমি বোধ করি বেশ ধীরভাবেই তোমার যুক্তিমূলক উপদেশ প্রদান করিবে। সে দিন তুমি যেন একটু ব্যালান্স্ হারাইয়াছিলে; ফলতঃ সুরাপানের এই একটুমাত্র দোষ দেখিতেছি যে, যদি কোনদিন মাত্রা কিছু বেশী হয়, তাহা হইলেই ব্যালান্স হারাইতে হয়;—এক্‌সেন্‌ট্রিক্ হইতে হয়।

বী। ছি ছি রবি, তুমি কি অদ্য মদ্যপান করিয়াছ? —"অনভ্যাসের ফোঁটা কপালচচ্চড় করে"—তোমাকেই অদ্য একটু এক্‌সেন্‌ট্রিক্ বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমিই গ্র্যাভিটী হারাইয়া প্রলাপ বকিতেছ। আমি সিদ্ধপুরুষ, আমি যে পরিমাণেই কেন সুরাপান করি না, আমার মাথা ঠিক্ থাকিবেই থাকিবে; আমি কখনই যুক্তি পরিত্যাগ করিব না। আমার মুখ হইতে কখনই অযৌক্তিক কথা বাহির হইবে না। তবে কি জান, সমুদ্রে যেমন বাণ ও মরাকটাল হয়, তেমনই হৃদয়-সমুদ্রেও কখনও বাণ কখনও বা মরা-কোটাল হয়। যেমন পূর্ণসুধাকর চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের পূর্ণ উচ্ছ্বাস হয়, তেমনই পূর্ণমাত্রায় সুধাপানে হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে; যে দিন সুধার একটু ন্যূনতা ঘটে, সেই দিনই হৃদয়-সমুদ্রেও

মরাকটাল ঘটে। যাহারা মূর্খ—পশু তাহারাই পূর্ণোচ্ছ্বাসকে মত্ততা বা নেশা বলে। কিন্তু যখন হৃদয় পূর্ণানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, তখনই যথার্থ শিবত্ব প্রাপ্তি হয়।

র। যাহা হউক্ বীরেন্, আদিতত্ত্বের মহিমা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি; এই তত্ত্বসম্বন্ধে আমার আর অধিক কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। বুঝিয়াছি, এই তত্ত্বের সাধন প্রকৃতই ব্রহ্মসাধন বা শিবসাধন বটে; কেননা আদিরসে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরও বিহ্বল। আদিরসে ত্রিজগৎ বিহ্বল। কিন্তু আমি দ্বিতীয়তত্ত্বের অর্থাৎ মদ্যপানের মাহাত্ম্য এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। এই তত্ত্বকে আমার নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতএব তুমি যুক্তিসহকারে আমাকে এই সুরাসেবনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দাও। প্রকৃতির প্রবর্ত্তনাবশতঃ সকলেরই আদিতত্ত্বসেবন আবশ্যক বটে, কিন্তু সুধাসেবনের আবশ্যকতা কি? আরও একটী কথা বলিয়া রাখি, আদিতত্ত্বসাধনের জন্যও স্বকীয় প্রকৃতিরই সেবা কর্ত্তব্য; পরকীয় প্রকৃতির প্রতি লোভ করা অকর্ত্তব্য। যে কোন রমণীয় রমণী নিরীক্ষণ করিব, তাহাকেই যে উপভোগ করিতে হইবে, ইহা সমাজবিরুদ্ধ—নীতিবিরুদ্ধ—ধর্ম্মবিরুদ্ধ—

বী। ওহে বিজ্ঞবর, থামো থামো! আর বক্তৃতার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া দিও না। আমি এখন তোমাকে কি বুঝাইব? আদিতত্ত্বেরই যখন তত্ত্ব অতি সামান্যই বুঝিয়াছ, তখন তোমাকে দ্বিতীয় তত্ত্ব কিরূপে বুঝাইব? তুমি আগে আদিতত্ত্বেরই রহস্য আমার নিকট সম্যক্ অবগত হও, এতৎসম্বন্ধে তোমার কুসংস্কার অগ্রে দূর কর, তার পর দ্বিতীয় তত্ত্বের কথা শুনিও।

তুমি বুঝিয়াছ যে, প্রকৃতির প্রবর্ত্তনার জন্যই আদিতত্ত্বসাধনের বা প্রকৃতিসেবার প্রয়োজন—সকলেরই

প্রয়োজন। কিন্তু তুমি একমাত্র স্বকীয় প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকাই আবশ্যক মনে করিতেছ। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি বদ্ধ, সে কি মুক্ত? যে ব্যক্তি নির্দ্ধন, সেই কি ধনবান্? তোমার এ যুক্তি কোন্ দেশের যুক্তি? তুমি ভণ্ডামি ত্যাগ করিয়া বল দেখি, তোমার স্বকীয় প্রকৃতি ব্যতীত যদি তুমি অন্য কোন সুন্দরী প্রকৃতি দেখিতে পাও, তাহা হইলে কি তাহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা কর না?—

র। ভাই, ইচ্ছা করিলে কি হয়, ইচ্ছা সাধন করিতে গেলে যে ঘোর সমাজবিপ্লব, নীতিবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব—

বী। আরে থামো থামো, রাখ তোমার সমাজ; তোমার নীতি চুলোয় যাক্, তোমার ধর্ম্ম জাহান্নমে যাক্! আবশ্যকতা বা প্রয়োজন প্রবৃত্তিরই অনুসারী হয়, অথবা প্রবৃত্তির নামই প্রয়োজন; যদি পরকীয় রমণীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তবে সেই প্রবৃত্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে, সেই রমণী তোমার আবশ্যক। সুতরাং তদনুসারেই সমাজ-গঠনেরও প্রয়োজন। যে সমাজে স্বকীয়-পরকীয় ভেদাভেদ থাকিবে না, সেইরূপ উদার সমাজেরই প্রয়োজন। পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় কি রমণীরাও স্বকীয় ও পরকীয় সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইবে? পুরুষ ও প্রকৃতি কি তুল্য স্বত্ব লইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই?

র। "সে আমার—আমি তার" এইরূপ সমসূত্রেই ত নরনারী উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়,—

বী। আরে রাখো তোমার উদ্বাহ-বন্ধন; বিবাহ-বন্ধনকে উদ্বাহ-বন্ধন না বলিয়া উদ্বন্ধন বলাই সমুচিত। হাতে সূতা বাঁধিয়া গোটাকত সাপের মন্ত্র পড়িলেই উদ্বাহ-বন্ধন সম্পন্ন হইল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ব্যাটা-বেটি এই উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ থাকতে ইচ্ছা করে বল দেখি? এই বাংলা মুল্লুকে যে তেত্রিশ লক্ষ বেশ্যা আছে, তাহারা কোন্ উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ আছে?

র। ভাই বেশ্যাদের কথা ছেড়ে দেও, তাহারা ত সমাজের বাহিরে—'

বী। কি! বেশ্যারা সমাজের বাহিরে? তাহারা কি অরাজক দেশে বাস করিতেছে? তাহারা কি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেয় না? তুমি যে এতদূর অনভিজ্ঞ তাহা ত আমি এতদিন জানিতে পারি নাই! যে বেশ্যা ব্যতীত স্বর্গপুরীর অস্তিত্ব থাকে না, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব থাকে না, রাজার রাজত্ব থাকে না, তুমি সেই বেশ্যাকে সমাজ-বহিভূর্ত বলিতেছ? আচ্ছা বেশ, তোমারই কথা স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই তেত্রিশ লক্ষ বেশ্যার ভরণ-পোষণ করে কাহারা? তাহারাও কি সমাজ-বহিভূর্ত? তুমি কি বেশ্যার চরণে কখনও কিছু প্রণামী দিয়া আস নাই? শপথ করিয়া কি একথার প্রত্যুত্তর দিতে পার?

র। না ভাই, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি ত জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও বেশ্যালয়ে যাই নাই; আর আমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ

পুরুষের মধ্যেও কেহ কখনও বেশ্যালয়ে যান নাই এবং আমার অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যেও কেহ কখনও বেশ্যালয়ে যাইবে না, ইহাও আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

বী। ছি ছি ছি রবি, তুমি যে এমন মিথ্যাবাদী তাহা ত আমি জানিতাম না! তুমি শপথ করিয়া—

র। ভাই, ক্ষমা কর, আমাকে এরূপে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; তুমি যখন সুসভ্য, তখন পার্সোন্যাল প্রশ্ন করা—প্রাইভেট ক্যারাক্টার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা তোমার অনুচিত। দেখ, অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই স্বীয় গুপ্ত-চরিত্র ব্যক্ত করে না, কেননা গুপ্ত-চরিত্র ব্যক্ত করিলে এক দণ্ডও সমাজে তিষ্ঠান দায়, গৃহে তিষ্ঠান দায়, রাজ্যে তিষ্ঠান দায়,—

বী। হাঁ ভাই, তোমার মর্ম্মকথা এবার বুঝিয়াছি, আর তোমাকে তদ্রূপ প্রশ্ন করিব না। সকলেই সহস্র বার শপথ করিয়া সহস্র মিথ্যা কথা বলিতে পারে, কিন্তু নিজের গুপ্ত চরিত্র ব্যক্ত করিতে পারে না, একথা যথার্থ; সমাজের ভয় এবং গৃহের ভয় ত আছেই, তাহা ছাড়া প্রবল রাজ-ভয় আছে। গুপ্ত চরিত্র ব্যক্ত করিলে প্রত্যহ এই ভারতের দশ কোটি লোককে আন্দামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা আবশ্যক হয়; সুতরাং তিন দিনেই ভারতবর্ষ জনশূন্য হইতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক অস্বাভাবিক অভিগমন বা বলাৎকারের জন্যই দ্বীপান্তরনির্ব্বাসনের দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অথচ ভারতে এমন পুরুষ-বাচ্চা পুরুষ কেহই নাই, যে জীবনে কখনও অস্বাভাবিক অভিগমন বা বলাৎকার করে নাই বা

করিতেছে না। অষ্টমবর্ষীয় বালক হইতে নবতিবর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত—অজ্ঞান ইতর-সাধারণ হইতে পরমজ্ঞানী সাধু পরমহংস পর্য্যন্ত—সকলেই বলাৎকার বা অস্বাভাবিক অভিগমনের জন্য দোষী; তবে কোটি কোটি লোকের মধ্যে দুই এক জন—যার কপাল পুড়িয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাকে-চক্রে ধরা পড়িয়া জেলে যায় বা দ্বীপান্তরিত হয়।

র। ঠিক্ ঠিক্, তোমার একথা আমি শতবার শিরোধার্য্য করি। আহা! বেচারি কৃষ্ণপ্রসন্ন বিধির বিপাকে পাক-চক্রে পড়িয়াই ধরা পড়িয়াছিলেন। আহা! এখন তাঁহার দুর্গতির কথা স্মরণ—

বী। হাঁ লোকটা এতদিন বেশ চতুরতার সহিত—গোপনে পঞ্চতত্ত্বসাধন করিয়াছিল। কিন্তু শেষে বারাণসীধামের পঞ্চতত্ত্বসাধক তান্ত্রিকদিগের বিরুদ্ধে বা তন্ত্রশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাতেই স্বয়ং শিব কুপিত হইয়া তাহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন। ভাই, তাই ত বলি, ভণ্ডামি ত্যাগ করিয়া বীরাচার প্রচার কর, ভারতের মঙ্গল সাধন কর, মিথ্যাপথ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-পথে চল। বিবাহ না করা আমিও ভাল বলি। "কুমার" উপাধি গ্রহণ করাও আমার মতে অতি উত্তম, যেহেতু তাহাতে শিবের পুত্রত্ব স্বীকার করাই হয়। কিন্তু বেটা হয়ে বাপের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা কি উচিত? যখন বুঝিতেছ, প্রত্যেক পুরুষের পক্ষেই নিত্য পঞ্চতত্ত্ব সেবন আবশ্যক, তখন ভণ্ডামি করিয়া—শিবকে ফাঁকি দিবার

জন্য নিজে ডুব দিয়া জল খাইয়া—কেন অশিবমত স্থাপনের চেষ্টা কর বাপু? যখন বুঝিতেছ, প্রত্যহ দুবেলা দুটী কিশোরী ব্যতীত নিজের চলে না, তখন অন্যের মর্ম্ম-কথা বুঝ না কেন? বলাৎকারেরই বা প্রয়োজন কি? তোমার যখন টাকার অভাব নাই, ভারতের নানা দিগ্দেশ হইতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে এবং সুনীতিসঞ্চারিণী সভাসমূহ হইতে যখন তোমার ভাণ্ডারে জলের ন্যায় ধনস্রোত বহিতেছে, তখন ত অনায়াসেই তুমি শতসহস্র সুন্দরী কিশোরীকে প্রতিপালন করিতে পারিতে, নবাব ওয়াজিদ্ আলির মত সচ্ছন্দে রাসলীলায় যোগেশ্বরীর মন্দির পবিত্র করিতে পারিতে, তবে তোমার এ কুবুদ্ধ কেন বাপু? যাহা হউক্, এখন ঠেকিয়া শিখিলে, জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চতন্ত্রের মহিমা প্রচার করিও, বাপের উপযুক্ত বেটা হইও, কুমার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিও।

র.। থাক্ ভাই, তুমি এখন উচ্ছ্বাসের স্রোতে ভাসিও না; মূল-প্রস্তাবের অনুসরণ কর। পরচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। পঞ্চতন্ত্রের মহিমা তুমি স্বয়ংই ব্যক্ত কর; তুমি যখন স্বয়ং শিব, তখন তোমার বেটা সেটার সাহায্যের প্রয়োজন কি? এখন বল শুনি, বিবাহ করা উচিত নহে কেন?

বী। আচ্ছা, বেশ বেশ, তবে শুন:—বিবাহ করিলে কতকগুলি মিথ্যা শপথ করিয়া বৃথাবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি

অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখ, বিবাহবন্ধন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; যেহেতু যুবতীমাত্রেই প্রত্যহ শত পুরুষের সহিত রমণের ইচ্ছা করে, আর প্রত্যেক যুবা পুরুষই প্রত্যহ অন্ততঃ দিবাভাগে একবার এবং রাত্রিতে একবার রমণেচ্ছা করে। সুতরাং পুরুষের পক্ষে একজনের দ্বারাই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও রমণীর পক্ষে তাহা হইতে পারে না ; আবার পুরুষের পক্ষেও যে প্রতিনিয়ত একজনের দ্বারাই প্রয়োজনসিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও পারে না ; কেননা স্ত্রী রজস্বলা হইলে অন্ততঃ তিন দিন, স্ত্রী গর্ভবতী হইলে কিছুকাল, এবং স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ হইলেও অনেক দিন পুরুষের পক্ষে অন্য রমণীর শরণাপন্ন না হইলে চলে না। কেননা,—

র। সে কি বীরেন্, প্রত্যেক যুবা পুরুষেরই কি প্রত্যহ দিনে একবার এবং রাত্রিতে একবার শুক্রক্ষয় করা নিতান্তই আবশ্যক নাকি ?

বী। তুমি আমার সব কথা না শুনিয়াই এমন প্রশ্ন কর কেন ? তোমার এ প্রশ্ন করিবারই প্রয়োজন ছিল না ; যেহেতু আমি যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কখনও কোন কথা বলি না। প্রত্যহ যেমন দুই বার আহার করা আবশ্যক, প্রত্যহ যেমন দুইবার বাহ্যে যাওয়া আবশ্যক, প্রত্যহ যেমন অন্ততঃ দুইবার প্রস্রাব করা আবশ্যক, প্রত্যহ তেমনই অন্ততঃ দুই বার শুক্রক্ষয়ও আবশ্যক। ইহা অতি সহজ কথা ; প্রত্যহ দুই বার আহার করা যায় বলিয়াই দুই বার পায়খানায় যাইতে হয়, কারণ

খাদ্যের জীর্ণাবশিষ্ট মলভাগ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। তদ্রূপ খাদ্যজনিত শরীরে সঞ্চিত শুক্রও প্রত্যহ ত্যাগ করা আবশ্যক। যেমন প্রত্যহ মলত্যাগ না করিলে ক্ষুধা হয় না, এবং নানাবিধ রোগ জন্মে, তদ্রূপ প্রত্যহ শুক্র-ত্যাগ না করিলেও ক্ষুধা হয় না, এবং বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা, চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা। এ কথা খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নহে।

র। কিন্তু আমি বোধ করি প্রত্যহ দুই বার শুক্রক্ষয় করিলে অতি সত্বরই ধ্বজভঙ্গ বা শ্বাসকাস ও যক্ষ্মারোগে—

বা। আরে পাগলের মত কি বলিতে আরম্ভ করিলে? সহজ যুক্তিসঙ্গত কথার—যে কথা সামান্য চাষারাও বুঝিতে পারে, সে কথার আবার প্রতিবাদ করিতেছ কেন? প্রতিদিন দুইবার আহার করিলে তাহা হইতে যে শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার এক রতিমাত্রও কেহ শরীরে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না; রাখিলেই শরীরের অনিষ্ট হয়। যেমন প্রত্যেক শরীরের বায়ুপিত্তকফের সমতা বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুরক্ষিত থাকিলেই শরীর সুস্থ থাকে, আর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ন্যূনাধিক্য ঘটিলেই শরীর অসুস্থ হয়, তেমনই শুক্র-ধাতুর সম্বন্ধেও জানিবে, ইহারও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্ষা করিলেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, নতুবা শুক্রধাতুর ন্যূনাধিক্য হইলে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

র। বেশ কথা, কিন্তু প্রত্যহ দুই বার শুক্রক্ষয় করিলে শুক্রের ন্যূনতা ঘটিয়া যমালয়ের পথে—

বী। ওহে শুন শুন, যেমন আয় তেমনই ব্যয় করিলেই সাংসারিক কোন ক্লেশেরই সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যহ অন্ততঃ দুই বার শুক্রব্যয় করা ত সাধারণ নিয়ম; সামান্য মুটে-মজুর-দীন-দুঃখী-দরিদ্র ভিক্ষুক ও নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া যারা, তারাও অন্ততঃ দুই বার শুক্র-ব্যয় করিতে পারে; প্রত্যহ দুই বেলা দুই বার সামান্য শাকপাতা খাইয়াও লোকের যথেষ্ট শুক্র সঞ্চিত হয়; কিন্তু যাহারা বীরাচারবিধি পালন করে—পঞ্চতত্ত্বের সাধন করে, তাহাদের পক্ষে প্রত্যহ শত রমণী আবশ্যক। প্রতিদিন তাহারা শতবার শুক্রব্যয় করিয়াও সচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে। ফলতঃ রমণীরা যেমন অবলীলা-ক্রমে শত পুরুষের সহবাসেও ক্লান্ত, শ্রান্ত বা পীড়িত হয় না, ইহা স্বভাবের নিয়ম, তদ্রূপ বীরগণও শত রম-ণীর সহবাসেও ক্লান্ত, শ্রান্ত বা পীড়িত হয় না। ভগবান্ শিব প্রকৃতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াই, পুরুষও যাহাতে প্রকৃতির সমকক্ষ বা সমশক্তি হইতে পারে, তাহারই জন্য পঞ্চতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। ফলতঃ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারাই তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তোমার নিকট এই গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিলাম। আয়ু-র্ব্বেদোক্ত বাজীকরণ ও রসায়ন এক একটা ঔষধ সেবন করিলে সামান্য পশুরাও—অর্থাৎ যাহারা পঞ্চতত্ত্বসাধক

বীর নহে, তাহারাও—প্রত্যহ শত রমণীর সহবাস করিতে পারে; আয়ুর্ব্বেদে এমন শত সহস্র লক্ষ ঔষধও আছে; অতএব তুমি যমালয়ের পথ—

র। তুমি কি আয়ুর্ব্বেদের কথা বিশ্বাস কর?

বী। হাঁ, আয়ুর্ব্বেদ শিবেরই প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করি। অন্য বেদে বিশ্বাস না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদে আমার বিশ্বাস আছে; যেহেতু আয়ুর্ব্বেদ প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ শাস্ত্র—শিবেরই আবিষ্কৃত শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রেরই অন্তর্গত; কিন্তু জানিও, যাহারা তন্ত্ররাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—মূল বৃক্ষের প্রকাণ্ড কাণ্ড অবলম্বন করিয়া—পঞ্চতত্ত্বের সাধন করে, তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় লইতে অর্থাৎ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয় না। পঞ্চতত্ত্বসাধক বীরগণের কখনও কোনও রোগ হয় না। তাঁহারা বাজীকরণ ও রসায়ন ঔষধের অপেক্ষা করেন না, কেননা একমাত্র মদ্যই শতলক্ষ বাজীকরণ ঔষধের তুল্য শক্তি ধারণ করে। দেখ, আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,

"পিপ্‌পলী লবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্‌॥"

অর্থাৎ ছাগলের অণ্ডকোষদ্বয় পিপূলচূর্ণ ও লবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে শত প্রমত্তা কামিনীতে সঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। যদি একমাত্র ছাগাণ্ডের

এত গুণ হয়, তবে মৎস্যমাংসমুদ্রামদ্য একত্র সেবিত হইলে কত গুণ ধারণ করে বুঝিয়া দেখ দেখি !

"ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানি চ
গীতং শ্রোত্রাভিরামশ্চ বাচঃ স্পর্শসুখাস্তথা।
কামিনী সান্দ্রতিলকা কামিনী নবযৌবনা
গীতং শ্রোত্রমনোজ্ঞঞ্চ তাম্বূলং মদিরা স্রজঃ।
গন্ধা মনোজ্ঞা রূপাণি চিত্রাণ্যুপবনানি চ
মনসশ্চাপ্রতীঘাতো বাজীকুর্ব্বন্তি মানবম্॥"

অর্থাৎ রসনার তৃপ্তিজনক অথচ বলকারক বিবিধ খাদ্যপানীয় সেবন, শ্রুতিসুখকর রমণীয় রমণীর বাক্য-শ্রবণ, কামিনীস্পর্শসুখ, তিলকধারিণী রমণীর সহবাস, মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ, তাম্বূলসেবন, মদ্যপান, মনোজ্ঞ গন্ধদ্রব্য ও মাল্যধারণ, বিচিত্র চিত্রদর্শন, উদ্যানকেলি এবং অপ্রতিহতভাবে মনের প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন অর্থাৎ স্বেচ্ছা-বিহার প্রভৃতি বিষয় সকলই উৎকৃষ্ট বাজীকরণ-সাধন। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের অঙ্গস্বরূপ এই গুলিই মানুষকে অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি-সম্পন্ন করে।

প্রিয় রবিন্, তুমি প্রত্যহ দুই বার শুক্রক্ষয়ের কথা শুনিয়াই চকিত হইয়াছ, কিন্তু শুন, মৃতসঞ্জীবনী সুরা-সেবনের ফল আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি শুন,—

"এতন্মদ্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতু বয়ঃক্রমম্।
আরোগ্য জননং দেহ-দার্ঢ্যকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্॥
মেধাগ্নিস্মৃতিকৃদ্ বীর্য্য-শুক্রকৃদ্ বাতনাশনম্।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব কামসন্দীপনং পরম্॥

দশস্ত্রিয়ো রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে।
রণে তেজোময়ঃ সদ্যো যথা ভীমপরাক্রমঃ ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ রণোৎসাহপ্রদং মহৎ।
দেবাসুরৈর্যুদ্ধকালে শুক্রেণ পরিনির্ম্মিতম্ ॥”

এই সুরা নিত্য সেবন করিলে প্রত্যহ দশটী স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া আনন্দ লাভ করা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাই ডিয়ার রেড্‌ব্রেষ্ট্‌, তোমার কুসংস্কার দূরীকরণজন্য বাজীকরণোক্ত আরও গুটিকত ঔষধের গুণ সংক্ষেপে বলিতেছি শুন ;—

যথা নারসিংহ চূর্ণের গুণ,—

“স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোঽতিরেকং প্রকৃষ্টপুষ্টশ্চ যথা বিহঙ্গঃ।”

বৃহচ্ছতাবরীমোদকের গুণ,—

“প্রমদাশতঞ্চ ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।”

রতিবল্লভমোদকের গুণ,—

“ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
যস্য গেহে সদা বহ্ব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ ॥

কামাগ্নিসন্দীপন মোদকের গুণ ;—

“এনং নিষেব্য মনুজঃ প্রমদাসহস্রম্
গচ্ছন্নলিঙ্গশিথিলত্বমাপ্নুয়াশ্চ।”

শ্রীমন্মথরসের গুণ,—

“গৃহে যস্য শতং স্ত্রীণাং বিদ্যন্তেঽতিব্যবায়িনঃ
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ।
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং জাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ
কামরূপী ভবেদ্দিব্যো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥”

মহেশ্বর রসের গুণ,—

"সহস্রং যাতি নারীণামুৎসাহো জায়তেঽধিকঃ।"

অর্থাৎ হাজার রমণীর সহবাস করিবার পরেও আবার সহবাসের জন্য উৎসাহ জন্মে। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

র। না—না—না; আর বলিতে হইবে না। এখন বুঝিলাম, দ্রব্যগুণের শক্তিতে পুরুষ প্রত্যহ সহস্র কামিনী সম্ভোগ করিতেও পারে। ইহা যখন শিববাক্য, তখন ইহার উপর আর তর্ক বা সন্দেহ চলে না। এখন জিজ্ঞাসা করি, নিত্য শতসহস্র রমণী সম্ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? প্রত্যহ শতসহস্র বেশ্যালয়ে গমন করা সুলভ নহে। কেননা তাহাতে প্রত্যহ শতসহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব—

বী। হাঁ, এইবার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার কাছে আমার নিয়ত আসিবার হেতুই ঐই। আমার একটী উচ্চদরের মতলব আছে; সেই মতলব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই শতসহস্র যুবতী রমণী অতি সহজেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষময় অথবা পৃথিবীময় নানাবিধ বিজ্ঞাপন জারি করা আবশ্যক। বিজ্ঞাপনসমূহের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম যথা;—

১ম। বিজ্ঞাপন—"অনাথ বিধবাশ্রম" আমরা এই আশ্রমে তুর্কিস্থলতান কর্ত্তৃক নিহত আর্ম্মেনিয়ান্‌গণের যুবতী বিধবাপত্নীদিগকে (অর্থাৎ বিধবা যুবতী আর্ম্মাণী বিবিদিগকে) ভরণপোষণ করিব; অতএব বিধবা আর্ম্মাণী বিবিরা শীঘ্র আমাদের নিকট আবেদনপত্রসহ আগমন করুন্। আমরা বিধবা কুলীন ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে

এবং অন্যান্য ভারতীয় যুবতী বিধবাদিগকে ভরণপোষণ করিব এবং উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিব। কিন্তু বিধবামাত্রেরই সুন্দরী ও যুবতী হওয়া আবশ্যক, নতুবা আমরা আশ্রয় দিব না।

২য়। বিজ্ঞাপন—"উদ্ধারাশ্রম" পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন যুবতী রমণী স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক কোনরূপে পীড়িত বা গঞ্জনাগ্রস্ত হইতেছেন, তাঁহারা সত্বর আমাদের "উদ্ধারাশ্রমে" আগমন করুন; আমরা তাঁহাদিগকে পরমযত্নে প্রতিপালন করিব। তাঁহারা আমাদের আশ্রমে যথাসুখে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবেন।

এইরূপ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা শতসহস্র লক্ষ রমণী সংগ্রহ করিতে হইবে। পরে—

র। বেশ, রমণী যেন সংগ্রহ করিলে, কিন্তু তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা পাবে কোথায়?

বী। আমরা যখন নিঃস্বার্থপরতার ভাণ করিয়া—বিড়ালতপস্বীর ন্যায় বিজ্ঞাপন প্রচার করিব, তখন পৃথিবীর সহস্র সহস্র স্থান হইতে চাঁদা আদায় করিতে পারিব। আর এক ফন্দী আছে। আমরা "রমণী-মণি-প্রদর্শিনী" বা "চাঁদের হাটবাজার" "এম্‌টি হাউস্‌" "বিহার ভবন" "কেলি-কানন" "নির্জন নিকুঞ্জ" "নব-বৃন্দাবন" "কদম্ব-যমুনা" "দাসী আশ্রম" "সেবাগৃহ" "অতিথি-ভবন" "বিশ্রাম ভবন" "ভারতাশ্রম" প্রভৃতি

খুলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে লক্ষ লক্ষ যুবক দর্শনার্থী, বিশ্রামার্থী, বা বিহারার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহাতে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকা সংগৃহীত হইতে পারিবে। কেমন মতলবটা কেমন ?

র। গ্র্যাণ্ড! গ্র্যাণ্ড!! এক্‌সেলেণ্ট! এক্‌সেলেণ্ট!! এমন মতলব লইয়া শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা কর্ত্তব্য।

বী। তুমি বিজ্ঞাপনে নাম স্বাক্ষর করিবে ত ?

র। তা—তা—তা—

বী। আবার তা—তা—তা কি ? তোমাকেই প্রেসিডেণ্ট হইতে হইবে, তোমাকেই সেক্রেটরী ও কেশিয়ার হইতে হইবে।

র। (মস্তক কণ্ডুয়ন পূর্ব্বক) তা—তা—তা—

বী। তা হবে না—তা হবে না।

র। ভাই, আজ আমি হঠাৎ তোমাকে এসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেছি না ; বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিব। তোমার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইলে কেবল আমার একার স্বাক্ষরে চলিবে না ; অনেক ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবেরের স্বাক্ষর আবশ্যক হইবে ; সুতরাং আমি আগে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কন্‌সাল্ট্‌ করিয়া দেখি, তার পর তোমাকে—

বী। তবে ভাই, অদ্য আর এখানে অবস্থিতির প্রয়োজন নাই, এখন বিদায় লই, আর একদিন আসিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

বী। কি ভাই, মাই ডিয়ার রেড্‌ব্রেষ্ট্‌, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের প্রভৃতি তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কন্‌সাল্ট করিয়া আমার প্রস্তাব-সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ বল। আমি আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না, শীঘ্রই বিজ্ঞাপন প্রচার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

র। ভাই বীরেন্‌, আমি আমার বড় বড় নামজাদা বন্ধুবর্গের সহিত তোমার প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের বিষয় বলাতে সকলেরই মুখকমল প্রফুল্ল হইল, সকলেই বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বিজ্ঞাপনে নাম স্বাক্ষর করিতে কেহ রাজি নহেন। তোমার কল্পিত "নববৃন্দাবন" "ভারতাশ্রম" "বিশ্রামাগার" "অতিথিভবন" "কেলি-কানন" প্রভৃতির কথা শুনিয়া সকলেই হর্ষে পুলকিত হইলেন, তোমার প্রস্তাবে সকলেরই যথেষ্ট সহানুভূতি আছে; ফলতঃ তোমার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রত্যহ ক্যাশবাক্সে সঞ্চিত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ভাই, বড় দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, তোমার বিজ্ঞাপনে কেহই নাম দিতে সাহসী হইতেছেন না।

বী। তা বুঝেছি, সমস্তই কাপুরুষ—ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের সকলেই ভীরু কাপুরুষ। এই "পাষাণের দেশে"—এই জড়ভরতগণের দেশে—যে দেশে এইরূপ কাপুরুষগণই গণ্য-মান্য-ধন্য বলিয়া বিখ্যাত—

র। ভাই বীরেন্‌, তুমি আক্ষেপ করিও না; বিজ্ঞাপনে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য তুমি যে বড় বড় লোকের নাম একেবারেই পাবে

না, তা নহে ; তুমি নিরাশ হইও না। আমি তোমাকে এ বিষয়ে যে পরামর্শ দিতেছি, তাহা শুন ;—তুমি বরাহনগর-নিবাসী জগদ্বিখ্যাত সুপরিচিত শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাও; এবং স্বাধীনতার ধ্বজাধারিণী শ্রীমতী সঞ্জীবনীর সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের নিকটও গমন কর, তাহা হইলেই তোমার বিজ্ঞাপন প্রচারের সুবিধা হইবে ; তুমি তাঁহাদের নিকট কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক সদুপদেশ পাইতে পারিবে। সুতরাং অতি সহজেই তোমার কল্পিত আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বী। আমাকে আবার সদুপদেশ ও পরামর্শ দিবে এরূপ লোক কি এই বঙ্গদেশে আছে না কি ? বঙ্গদেশ দূরে থাক্, এ পৃথিবীতে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি আছে না কি ? আমি অন্যের পরামর্শ লইয়া কাজ করিব ? ডিয়ার রবিন্, আমার কল্পনা—আমার মতলব কি সম্পূর্ণ অভিনব—সম্পূর্ণ অরিজিন্যাল নহে ?

র। না ভাই বীরেন্, তুমি রাগ করিও না, তোমার কল্পনা বা মতলব সম্পূর্ণ অভিনব বা অরিজিন্যাল নহে ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পনা ও মতলব ঠিক্ না হউক্, অনেকাংশে তোমারই কল্পনা ও মতলবের অনুযায়ী ছিল। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুরও বিজ্ঞাপন অংশতঃ তোমারই বিজ্ঞাপনের অনুরূপ। অতএব তোমার মতলব, তোমার কল্পনা এবং তোমার বিজ্ঞাপন আমি সম্পূর্ণরূপে অরিজিন্যাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য তোমার যুবতী আর্ম্মাণী বিবি সংগ্রহের কল্পনায় সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে বটে এবং "বিহার-কানন" "নির্জ্জন নিকুঞ্জ" প্রভৃতি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনাও সম্পূর্ণ অরিজিন্যাল বটে, কিন্তু—

বী। আবার কিন্তু কি ? আমার কল্পনা বা মতলবের সঙ্গে অন্য কাহারও মিল থাকা সম্ভাবিত নহে ;

সব ভীরু কাপুরুষের দল। যুবতী সংগ্রহের বিজ্ঞাপন আবার কে কোথায় কবে প্রচার করিয়াছে?

র। তুমি গত সপ্তাহের—১৯শে শ্রাবণের, সঞ্জীবনীখানা পড় নাই? তাহার "বিধবা বিবাহ আন্দোলন" শীর্ষক এডিটোরিয়াল কলমের ভিতরেই নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে যথা;—

"বরাহনগরের শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, তিনি নিরাশ্রয়া বিধবাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি লিখিয়াছেন, "গত ৮ই, শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে যশোহর নিবাসী বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের একখানি পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বিধবা-বিবাহের উদ্যোগকর্ত্তাদিগের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং বিধবা বিবাহে সাধ্যমত সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। অনেক দিন আমি অল্প-বয়স্কা বিধবাদিগের বিবাহ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং কয়েকটা বিধবার বিবাহও দিয়াছি, এবিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য গত বৎসরে আমি সংবাদপত্রে পত্র, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছি। গত বৎসর ১৬ই শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে আমি সমাজ-সংস্কারেচ্ছা নাম দিয়া বিধবা-বিবাহের একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলাম; কিন্তু এ পাষাণের দেশে একার চেষ্টায় কি হইতে পারে? তথাপি আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমি এক বৎসরের মধ্যে দুইটী বিধবার বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছি এবং এখনও ভদ্র গৃহের দুইটী অল্পবয়স্কা বিধবা পাইলে, তাহাদের শিক্ষা ও বিবাহের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহারা বিধবা বিবাহের জন্য অল্পবয়স্কা বালিকা আমার নিকটে প্রেরণ করিতে চান, তাঁহারা আমাকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

বীরেন্ ভাই, শুনিলে? তাই বলিতেছি, তুমি শশিপদ বাবুর সহিত দেখা কর এবং সঞ্জীবনী-সম্পাদকের সঙ্গেও দেখা কর; যেহেতু বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইলেই কাগজের সম্পাদকদিগের সহানুভূতি নিতান্ত

আবশ্যক জানিবে। বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইলে প্রথমেই পয়সা চাই, কিন্তু তোমার তত পয়সা কোথায়?

বী। সে কথা ঠিক্ বটে, বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন বটে; সেই জন্যই ত আমি তোমাদের নাম চাহিতেছি। যাহা হউক, শশিপদের সঙ্গে আমার দেখা করিবার কোন প্রয়োজনই দেখি না; সঞ্জীবনী-সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক বটে; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সঞ্জীবনীর একজন অংশীদার ও সম্পাদক এবং আমার এক জন সিন্‌-সিয়ার ফ্রেণ্ড মিষ্টার গাঙ্গুলির সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমান সম্পাদকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই; শুনিয়াছি লোকটা বড় বদ্‌খৎ রকমের। পঞ্চতন্ত্রের নাম শুনিলেই হয়ত কাণে আঙুল দিবে, কোন কথাই শুনিতে চাহিবে না। সুতরাং গ্রাটিস্ বিজ্ঞাপনের জন্য —সামান্য পয়সার জন্য, আমি যার তার খোসামোদ করিতে যাইতে ইচ্ছা করি না। আমি পয়সা খরচ করিয়াই বিজ্ঞাপন প্রচার করিব।

র। বাহিরের বিজ্ঞাপনে আর ভিতরের বিজ্ঞাপনে অনেক প্রভেদ। তুমি পয়সা দিয়া বিজ্ঞাপন দিলে সে বিজ্ঞাপন কাগজের বাহিরে থাকিবে, এডিটোরিয়াল কলমের যে প্রভাব, তুমি তাহার ফলভোগ করিতে পারিবে না। কাগজের পিঠের বিজ্ঞাপন অনেকে পড়েই না। বিশেষতঃ অস্পষ্ট বর্জ্জাইস্ অক্ষরের বিজ্ঞাপন সকলে দেখিতেও পায় না। তাই বলিতেছি—

বী। ওহে, কিছু বেশী পয়সা দিলেই ভিতরেও

স্থানলাভ করা যায়। যেমন কামিনী-কুন্তলের জন্য কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন কাগজের ভিতরে সর্ব্ব প্রথমেই— সম্পাদকীয় স্তম্ভেরও মাথার উপরি স্থান পাইয়াছে। ফলতঃ পয়সা দিলে অনেকেরই মাথা কেনা যাইতে পারে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

র। হাঁ, তা বটে, কিন্তু উক্ত সম্পাদক বড়ই সুরুচিসম্পন্ন; তিনি তোমার বিজ্ঞাপনে "যুবতী" শব্দ আছে দেখিলেই হয় ত শিহরিয়া উঠিবেন। হয় ত পুলিশ কমিশনরের কাছে "অশ্লীল" বলিয়া তোমার বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে হয় ত তোমার বিজ্ঞাপন প্রচার একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

বী। তবে ত বড়ই বিপদের কথা বটে; তাহা হইলে তুমি সঞ্জীবনী সম্পাদকের নিকট আমাকে যাইতে বলিতেছ কেন?

র। তুমি বিজ্ঞাপনদাতা হইয়া গেলে বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু তুমি "ব্রাহ্মস্বরূপে" "সমাজ সংস্কারক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গেলে কোনও বিপদের সম্ভাবনাই নাই; তাহা হইলে "সুরুচি-কুরুচি" এবং "অশ্লীল-শ্লীল" কোনও কথাই উঠিবে না। তবে তিনি তোমার বিজ্ঞাপনের দুই একটী শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া পত্রস্থ করিতে পারেন, তোমার বিজ্ঞাপনে যেখানে "সুন্দরী যুবতী রমণী" আছে, সেখানে তিনি হয়ত "অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা" করিবেন, তাহাতে তোমার বিশেষ কোন হানি হইবে না। অল্পবয়স্কা বিধবা বলিলেই লোকে যুবতী বিধবাই বুঝিবে। "রমণী" শব্দের পরিবর্ত্তে মহিলা শব্দ ব্যবহার করিলেও কোন হানি নাই। ফলতঃ অগ্রে যেমন তেমন বিজ্ঞাপন দিয়াও শেষে সুন্দরী পছন্দ করিয়া লইলেই হইবে। অতএব তুমি অগ্রে সঞ্জীবনী সম্পাদকের নিকট যাও।

বী। না মাই ডিয়ার রেড্ ব্রেষ্ট্, আমি সেখানে

যাইতে ইচ্ছা করি না। আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে তুমি আর যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিও না। আমি ইচ্ছার প্রতিকূলতা ভালবাসি না। তন্ত্ররাজে শিব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"সাধকেচ্ছা বিধিঃ শিবে।

বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধাঃ প্রভবোঽপি ন।

স্বেচ্ছাচারেণেষ্টসিদ্ধি স্তদ্বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥"

অর্থাৎ হে শিবে! সাধকের ইচ্ছাই বিধিরূপে পরিগণিত হয়। পঞ্চতত্ত্বসাধকের নিকট অন্যান্য শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কিঙ্করের তুল্য। ফলতঃ স্বেচ্ছাচার দ্বারাই সাধকের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; অন্য কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। ডিয়ার রবিন্, উইল্‌ফোর্স দ্বারাই আমি সব কাজ করিতে পারি। সুতরাং—

র। তবে তুমি নিজের নামেই কেন বিজ্ঞাপন প্রচার কর না? আমাদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছ কেন? দেখ, আমাদের অনেক দিকে চাহিয়া কাজ করিতে হয়। আমরা অদ্যাপি তোমার মত সমাজত্যাগী — গৃহত্যাগী—মাবাপত্যাগী—আত্মত্যাগী — সর্ব্বত্যাগী—সিদ্ধপুরুষ হইতে পারি নাই; সুতরাং আমরা বাধ্য-বাধকতা--লোকলজ্জা—চক্ষুলজ্জা প্রভৃতি নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছি; তোমার মত মুক্ত পুরুষের পক্ষে স্বেচ্ছাচারই বিধি বটে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব তুমি নিজের নামেই বিজ্ঞাপন প্রচার কর।

বী। ভাই, আমি নিজের নামটীও ত্যাগ করিয়াছি, তাহাও তুমি জান; আমি যে নামে দেশবিখ্যাত বা পৃথিবী-বিখ্যাত ছিলাম, এখন আমার আর সে নামটীও নাই। আমার আধুনিক বীরেন্দ্র নাম অদ্যাপি প্রচারিত

ও প্রসিদ্ধ হয় নাই। সেই জন্যই নিজের নামে বিজ্ঞাপন প্রচারে আমার উৎসাহ হইতেছে না।

র। তুমি সাবেক নাম—তোমার দেশবিখ্যাত বা পৃথিবীখ্যাত নামটী ত্যাগ করিলে কেন?

বী। আমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে পোষ্ট অফিসে চাকুরী করিয়াছিলাম। কিন্তু পোষ্ট অফিসের চাকুরীতে খাটুনি খুবই আছে, অথচ ঘুষঘাস লওয়ার সুবিধা নাই,—একটী পয়সাও উপরি-উপার্জ্জনের সুযোগ নাই। গবর্ণমেণ্টের পুলিস্-লাইন, পাব্লিক্-ওয়ার্ক-লাইন প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ঘুষ লওয়ার বা উপরি-উপার্জ্জনের বেশ সুযোগ আছে; রেলওয়েলাইন, সওদাগরি অফিস্ প্রভৃতি প্রাইভেট পোষ্টেও বেশ দশটাকা উপরি লাভের সুবিধা আছে; কিন্তু পোষ্ট অফিসের হতভাগা কর্ম্মচারীদের একপয়সাও উপরি লাভের সুযোগ নাই। আমি সেই পোড়া পোষ্ট অফিসে ঢুকিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। আমার পঞ্চতত্ত্বসাধনের জন্য প্রচুর-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু পোড়া অফিসে নির্দ্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত একটী পয়সাও পাইবার যো ছিল না। সুতরাং গরজে পড়িয়াই আমাকে গবর্ণমেণ্টের তহবিল-তছরূপ করিতে হইয়াছিল; তবে বড় বড় নামজাদা বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে, বিশেষতঃ আমার প্রিয়শিষ্যা মিস্ কাট্‌কাটীর সাহায্যে সে যাত্রা কোনরূপে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পরিত্রাণ পাই-

য়াছিলাম। তদবধি আমার নামটী শুনিলেই সকলে ঘৃণা প্রদর্শন করিত; সুতরাং সেই জন্য এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে আমার নামটী ত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

র। যাহাহউক্, "গতস্য শোচনা নাস্তি," পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত বা সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই; মহাপুরুষমাত্রেই এমন শত শত দুষ্কার্য্য করিয়াও শেষে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি পূর্ব্বাচরিত বিস্মৃত হইয়া এক্ষণে বীরেন্দ্র নামেই বিখ্যাত হইতে চেষ্টা কর।

বী। হাঁ, তা ত হবই। আমার বীরাচারবিধি প্রচারিত হইলেই আমি আবার পৃথিবীবিখ্যাত হইব। তখন প্রত্যেক গৃহেই আমার নাম প্রতিক্ষণ সকলে উচ্চারণ করিবে। আমি কখনও দুষ্কর্ম্ম করি নাই—অবৈধ কার্য্য আমাদ্বারা হইবারই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমি আমার কৃত কোনও কার্য্যের জন্যই কখনও অনুতপ্ত বা সঙ্কুচিত হইব না। আমি পঞ্চতত্ত্বসাধক—বীর, সুতরাং স্বেচ্ছাই আমার বিধি। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই আমি পোষ্ট-অফিসের তহবিল ভাঙ্গিয়াছিলাম; ইহাতে আমার পক্ষে কোনও দোষই হয় নাই—কোনও অবৈধ আচরণই হয় নাই—কেননা "সাধকেচ্ছা বিধিঃ শিবে" সাধকের ইচ্ছাই বিধি।

র। মিত্র বীরেন্! তোমার বীরাচারবিধি কি লিখিত হইয়াছে?

বী। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়াই আমার বীরাচারবিধি প্রচার করিব।

র। আমার সহিত তোমার যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, তুমি কি তাহাই বীরাচারবিধি বলিয়া প্রচার করিবে না কি?

বী। হাঁ, তা না ত আর কি করিব? তোমার কাছেই ত আমি প্রাণ খুলিয়া বীরাচারবিধির সমস্ত রহস্যই ব্যক্ত করিতেছি। ইহা ছাড়া আর বীরাচারবিধি বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই।

র। তুমি কি তাহাতে আমার নাম প্রকাশ করিবে না কি?

বী। তা না করিলে চলিবে কেন? তোমার সঙ্গে যে সকল কথোপকথন হইতেছে, তাহাই কথোপকথন-চ্ছলে বীরাচারবিধি নামে প্রচারিত হইবে।

র। তবে ত বড়ই সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ! তোমার সহিত আমার এরূপ ইণ্টিমেসি আছে, ইহা সমাজে প্রচারিত হইলে সকলেই আমাকে পঞ্চতত্ত্বসাধক বলিয়া স্বতঃই অনুমান করিয়া লইবে, তাহা হইলে আমার বিপদের পরিসীমা—

বী। "মাভৈর্মাভৈঃ" মাই ডিয়ার রেড্ব্রেষ্ট্, তোমার ভয় নাই ভয় নাই। পঞ্চতত্ত্বসাধকের নিন্দা করিবে কোন্ বেটা? কোন্ পুরুষবাচ্চা পঞ্চতত্ত্বের নামে ঘৃণা করিবে? নন্দী-ভৃঙ্গী-ভূত-প্রেত-পিশাচ-পেঁচোপাঁচী প্রভৃতি শিবানুচরগণ তাহার ঘাড় ভাঙিয়া রক্তপান করিবে। দেখ, পরমহংস কৃষ্ণানন্দ পঞ্চতত্ত্বের নিন্দা প্রচার করাতেই জেলে পচিতেছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি চৈতন্য পঞ্চতত্ত্বের নিন্দা প্রচার করাতেই শিবদূত কর্ত্তৃক জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন! আর কতজনের নাম করিব? ফলতঃ পঞ্চতত্ত্বসাধককে কেহই—

র। ভাই, তুমি থামো; আমার বুকে হাত দিয়া দেখ, বুঝিবা এখনই প্রাণ ফাটিয়া বাহির হয়, আর তোমার যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না।

বী। হাঁ! তাই ত বটে! মাই ডিয়ার রেড্‌ব্রেষ্ট, তোমার কি চেষ্ট্-ডিজীজ্ আছে? যদি তাই থাকে, তবে মদ্যপান করিতে আরম্ভ কর, সব ভাল হইয়া যাইবে।

র। না ভাই, আমার হৃদ্‌রোগ নাই; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বীরাচারবিধিতে আমার নামটী প্রকাশ করিও না।

বী। হাঁ, বুঝিয়াছি, তোমার হৃৎকম্পের কারণ বুঝিয়াছি; ভীরুতা আর লজ্জাশীলতা একই কথা। ডিয়ার রবিন্! কাপুরুষতাজনিত বা ভীরুতাজনিত বা লজ্জাশীলতাজনিত যে হৃৎকম্প তাহারও একমাত্র মহৌষধ মদ্য। মদ্যপান করিলে লজ্জা বা ভীরুতা বা কাপুরুষতা সমস্তই দূরীভূত হইবে এবং তজ্জনিত হৃৎকম্প থামিয়া যাইবে; অতএব বল, এখনই তোমার জন্য শেরি বা শ্যাম্পেন বা ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি বা রম্ বা জিন্ যে কোনও প্রকার মদ্য আনয়ন করি, তুমি তাহা পান করিলেই সুস্থ হইতে পারিবে।

র। না—না—না, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার নাম প্রকাশ করিও না। ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করিও।

বী। বেশ, ফ্রেণ্ড রবিন্, আমি অবশ্যই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। আমার নামটী যেমন বেনাম করিয়াছি, তোমার নামটীও আমি তদ্রূপ বেমালুম বেনাম করিয়া আমার বীরাচারবিধি প্রচার করিব।

কিন্তু তুমিও ভাই, আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর, আমার পকেটেই মদ্যের বোতল রহিয়াছে, এই দেখ, ইহা হইতে তুমি একপাত্র পা—

র। ভাই, রাখ রাখ, ও বোতল তোমার পকেটে রাখ, অথবা দাও, আমি রাখিয়া দিই। আমি এখন তোমার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। তুমি যে বীরাচার-বিধিতে আমার নামোল্লেখ করিবে না, তোমার এই প্রতিশ্রুতির জন্য আমি তোমার নিকট চিরঋণে বদ্ধ রহিলাম। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সত্যবাদী বলিয়া জানি, কারণ তোমার মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তোমার কাহারও নিকট কিছু গোপন রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা কোন সমাজে বদ্ধ থাকে, তাহাদিগকে অনেক সময়ই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়; মিথ্যা কথা না বলিলেও অন্ততঃ অনেক সময়ই সত্য গোপন রাখিতে হয়; কিন্তু তুমি মুক্ত পুরুষ, সুতরাং তোমার মিথ্যা কথা বলিবার বা সত্য গোপন করিবার কোনও প্রয়োজনই নাই; সেই জন্যই আমি তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং সেই জন্যই আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

বী। হাঁ ভাই, ঠিক্ কথাই বলেছ; আমি সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি। আমি মিথ্যাবাদী নহি, তাহা তুমি বেশ জান; সুতরাং আমার মিথ্যা কথা বলা বা সত্যগোপন করা কখনও আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধটী—

র। দেখ বীরেন্, তুমি এক কাজ কর, তুমি শশিপদ বাবুর সহিত একত্রযোগে বিধবাদিগের উদ্ধারসাধনে—

বী। ডিয়ার রবিন্, তুমি বড়ই চালাক; বুঝিয়াছি, কিন্তু আমি ভুলিবার পাত্র নহি। তোমাকে অবশ্যই

আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। যাহা হউক্, তুমি আবার শশিপদ বাবুর কথা তুলিলে কেন? "ভদ্র পরিবারের হিন্দুর ঘরের দুই একটী বিধবার উদ্ধার-সাধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে; বিধবার বিবাহ দেওয়াও আমার অভিপ্রেত নহে। যদিও বিবাহ দেই, তাহাও শৈবতন্ত্রের মতানুসারে একরাত্রির জন্য বা এক আধ ঘণ্টার জন্য দিব। এইরূপ বিবাহই শৈববিবাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বিবাহ কোরাণ-সঙ্গতও বটে; ফলতঃ ব্রাহ্মবিবাহ আমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ কেবল "ভদ্র হিন্দুপরিবারের" দুই একটী বিধবার উদ্ধার সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য নহে; আমি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-য়িহুদি-বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম সকল ঘরের কি বিধবা কি সধবা সকল যুবতীকেই অবরোধ হইতে বাহির করিয়া আনিব। আমি বিজ্ঞাপনে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ ঘোষণা করিব।

র। ভদ্র হিন্দুদিগের মধ্যেই কেবল অবরোধ প্রথা প্রচলিত, সুতরাং যুবতীদিগকে অবরোধ-মুক্ত করিতে হইলে কেবল ভদ্র হিন্দুদের অবরোধ হইতেই তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা কর্ত্তব্য।

বী। ওহে নাহে না; অবরোধ প্রথা সর্ব্ব সমাজেই প্রচলিত। যেখানে মেয়ে-মানুষ সেইখানেই অবরোধ। যেখানে যুবতী, সেইখানেই অবরোধ। তুমি ইচ্ছা করিলেই কি একজন ব্রাহ্মিকার সঙ্গে যখন তখন সাক্ষাৎ করিতে পার? তুমি ইচ্ছা করিলেই কি বেথুন বিদ্যালয়ের বোর্ড়িংএর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবতীদের সঙ্গে

কথোপকথন করিতে পার ? কিংবা শিক্ষিতা যুবতীরা ইচ্ছা করিলেই কি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন ? আমি যেমন ইচ্ছা করিলেই যখন তখন তোমার কাছে আসিতে পারি, কোনও সম্প্রদায়ের বা কোনও সমাজের লেড়ি বা মহিলা কি তদ্রূপ ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারেন ? কখনই না ! তবে তুমি কেন মিছে শশিপদ ফশিপদের উল্লেখ করিতেছ ? আমার মত সঙ্কীর্ণ নহে ; আমি উদারচেতা ; আমার মনে সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। কেবল "ভদ্র হিন্দুর বিধবা" বাহির করিতে হইবে কেন ? কত হাড়ি-মুচি-বাগ্‌দি ডোমের ঘরেও প্রফুল্ল কমলিনী শোভা পাইতেছে, অথচ তাহাদের অনেকেই হয়ত এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্বামীর প্রহার, শ্বাশুড়ির গঞ্জনা, ননদের তিরস্কার সহ্য করিয়া সারা দিন খাটিয়া খাটিয়া শুষ্ক শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাদের উদ্ধারসাধন করিবে কে ? তাহাদের ঘরের সধবাদেরই যখন অশেষ দুর্গতি, তখন বিধবাদের যে কত দুর্গতি তাহা বর্ণনাতীত। অতএব সেই হাড়ি-মুচি-বাগ্‌দি-তিওর-কাওরা-জোলা-জুগির ঘরের সুন্দরী যুবতী বিধবাদের উদ্ধার সাধন করিবে কে ? যুবতীর উদ্ধারসাধনে আবার জাতিবিচার কেন ? সুতরাং আমার সহিত কোনও বাবুর মতের মিল হইবে না ; তুমি এখন একপাত্র—

র। ভাই বীরেন্, তোমার বিশ্বব্যাপী ঔদার্য্যের জন্য আমি

তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। তোমার যুক্তিসঙ্গত মত শিরোধার্য্য বটে; ফলতঃ যুবতী বিধবার উদ্ধার সাধন করিতে হইলে অগ্রে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরেই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অন্নবস্ত্রের জন্য অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে, তাহাদিগকেই অগ্রে উদ্ধার করা উচিত। প্রত্যুত ব্রাহ্মদিগের পক্ষেও ইহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাহা হউক্, তুমি মনে করিও না যে, ভদ্র বলিলে কেবল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যই বুঝায়; 'ভদ্র' শব্দের অর্থ 'ভাল' ইহার ভিতর অনেক গূঢ়ভাব লুক্কায়িত আছে। যাহা হউক্, ওকথায় কাজ নাই, এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত অনেক দিন চাকুরি-বাকুরি ত্যাগ করিয়াছ; অথচ তোমার পঞ্চতত্ত্বসাধনের এ পর্য্যন্ত কোন ব্যাঘাতই হয় নাই; বরং বোধ করি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিতে পাই। অতএব তুমি এখন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ?

বী। তুমি আমার সকল তত্ত্বই জানিতে চাও?

র। পঞ্চতত্ত্বসাধকের পক্ষে তাহাতে আপত্তি কি?

বী। না, আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু আজ আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; নানা স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব আর এক দিন আসিয়া সমস্ত পরিচয় দিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

র। ওয়েল্‌কাম্‌ ওয়েল্‌কাম্‌ বীরেন্‌, অদ্য সুপ্রভাত সুপ্রভাত।

বী। কেবল কথায় ভদ্রতা দেখাইলে চলিবে না। ভদ্রসমাজের কর্ত্তব্য পালন করিলেই ভদ্রতা রক্ষা করা হয়; নতুবা মুখে ভদ্রতা প্রকাশ করিলে মুর্খতাই প্রকাশ করা হয়। যদি আমায় দেখিয়া যথার্থই তোমার আনন্দ-লাভ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার হেলথ্‌ পান কর।

র। হেল্‌থ্‌ পান করা আমাদের দেশের রীতিবিরুদ্ধ।

বী। যখন সাহেবদের নিমন্ত্রণে ডিনারপার্টিতে যাও, তখন কি কর? যখন বাড়ীতে সাহেব নিমন্ত্রণ করিয়া থাক, তখন কি কর?

র। জলের গ্লাস মুখে ধরিয়াই হেল্‌থ্‌ পান করি। ভাই, এই-মাত্র মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন মহাশয় আসিয়াছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্‌।"

বী। ভাই, কতক্ষণের কথা বলিতেছ? স্মৃতিরত্ন কি চলিয়া গিয়াছে? আহা! আমার সাক্ষাতে ঐ কথা বলিলে বড়ই রগড় দেখিতে পাইতে।

র। সে কি রকম রগড়?

বী। শান্তিরামের বেটা কালিসিং যে রগড় করিয়া মহা আমোদ উপভোগ করিত, আজ তুমি সেই আমোদ উপভোগ করিতে পারিতে—সে আমোদ—

র। টিকি-কাটা?

বী। হাঁ, ঠিক্।

র। স্মৃতিরত্নের টিকির মূল্য যে অনেক টাকা? অত টাকা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

বী। টিকির জন্য একটী পয়সাও দিতে হইত না। আমি তাহার সমস্ত চেষ্টাচরিত্র—সমস্ত গুপ্ত রহস্যই জানি; কেবল বলিতাম "চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তার মাসোহারার টাকা দাও।" এই বলিয়াই পকেটকেস হইতে কাঁচি বাহির করিয়াই কচ্ করিয়া টিকিটি কর্ত্তন করিলেই—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইত। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তির শক্তি থাকিত না।

র। ভাই, ব্রাহ্মধর্ম্মেরও এইরূপ শাসন,—"মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্।" যাহা হউক্, তুমি যদি দ্বিতীয়তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। অতএব যুক্তিসহকারে মদ্য-মাহাত্ম্য প্রকাশ কর।

বা। তবে শুন, অগ্রে মদ্য শব্দেরই মহিমা ব্যক্ত করি শুন;—

অস্মদ্ শব্দের উত্তর স্বার্থে বা সম্বন্ধার্থে য প্রত্যয় করিয়াই মদ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ মৎসম্বন্ধীয় অর্থাৎ 'আমার' বা 'আমি'। সংসারে অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে "আমি" বা "আমার" অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ আর কি আছে? "আমার পুত্র, আমার মিত্র, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ" ইত্যাদি বাক্য হইতে যদি 'আমার' কথাটী বিচ্ছিন্ন কর, তবে কি আর জগৎ-সংসার ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে? তাহা হইলে সংসার শ্মশানরূপে

পরিণত হয়। অতএব সংসারে যাহা কিছু 'আমার' বলিয়া অনুরাগ প্রকাশ করি, তাহাই মদ্যপদবাচ্য। যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি, যাহা কিছু স্পর্শ করি, যাহা কিছু আঘ্রাণ করি, সমস্তই মদ্য।

র। বাহবা কি বাহবা! মদ্যের এমন সুন্দর ব্যুৎপত্তি ত কখনও শুনি নাই, আমরা মদ্য শব্দের অন্যরূপ অর্থই জানিতাম। ভাই বীরেন্, তোমার এই ব্যুৎপত্তি কোথা হইতে লব্ধ? কোন্ ব্যাকরণের সূত্র অবলম্বন করিয়া তুমি মদ্যের এরূপ অপূর্ব্ব অর্থ প্রকাশ করিলে? আমার বোধ হয়, ভারতে কোনও পণ্ডিতই মদ্যের এমন সুন্দর অর্থ অবগত নহে।

বী। হাঁ, সে কথা ঠিক্; কোনও পণ্ডিতই এই গুহ্য অর্থ অবগত নহে। ইহা মাহেশ ব্যাকরণের সূত্র অবলম্বন করিয়াই উপপন্ন করা হইয়াছে। এই মাহেশ ব্যাকরণের সামান্য ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনি ব্যাকরণের সৃষ্টি—সমুদ্র ইহতে যেমন গোষ্পদের সৃষ্টি—আবার পাণিনি ভাঙিয়া আধুনিক নগণ্য-জঘন্য ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। মাহেশ ব্যাকরণ ভারতবর্ষের আর কোথাও এক কাপিও নাই। কেবল আমারই কাছে আছে।

র। তোমার মাহেশ ব্যাকরণখানি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

বী। দেখিয়া কি করিবে? তুমি তার বুঝিবে কি? বিশেষতঃ সেখানি ওজনে ১০৫ মণ; সাতখান গোরুর গাড়ীর বোঝা! কে এখন তোমার কাছে তাহা আনিয়া দেখাইবে? তবে যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও—

র। না ভাই, রক্ষা কর, আমার মাহেশ দেখিবার প্রয়োজন নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রেই মদ্য, তবে ত পৃথিবীর সকলেই মাতাল?

বী। হাঁ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

র। তবে ত সকলেই শিব?

বী। না; যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকলের সারগ্রাহী, তাঁহারাই সুধাপায়ী শিব, তাঁহারাই মুক্তপুরুষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ যেমন মদ্যশব্দবাচ্য, তেমনই বিষয়শব্দবাচ্য; বিষয় শব্দ সি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সি ধাতু বন্ধনার্থক; অতএব যাহারা বিষয় বা মদ্য দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহারাই পশু বা জীবশব্দবাচ্য। আর যাঁহারা মদ্যসার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মুক্তপুরুষ বা শিব।

র। মদ্যসার কাহাকে বলে?

বী। ইহার প্রাচ্য বা সংস্কৃত নাম "কোহল" এবং পাশ্চাত্য বা যাবনিক নাম "আল্‌কোহল্‌"।

র। সমুদ্রমন্থনে মদ্যের বা সুরার উৎপত্তি হয়, আবার সেই মদ্য মন্থন করিয়াই কি কোহল বা আল্‌কোহল উৎপন্ন হইয়াছিল? আর এই কোহলই কি হলাহল? যাহা পান করিয়া শিব নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন?

বী। হাঁ, ঠিক্ বুঝিয়াছ; তুমি বুদ্ধিমান্ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে সুরাপান করিলে তোমার বুদ্ধির আরও প্রাখর্য্য হইত। ব্রেণের ডেভেলাপ্‌মেণ্ট হইত।

র। যদি আল্‌কোহল বা হলাহল পান করিলেই শিবত্ব লাভ করা যায়, তবে সামান্য মদ্য বা সুরাপানের প্রয়োজন কি?

বী। একদিনেই কি শিবত্ব লাভ করিতে চাও নাকি?

ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়, নতুবা একদিনেই মদ্যসার বা কোহল পান করিতে আরম্ভ করিলে পঞ্চতত্ত্বসাধন বা শিবত্ব-প্রাপ্তি না হইয়া সদ্যই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

র। কিন্তু আল্‌কোহল পান না করিলেও ত পশুত্ব ঘুচিবে না?

বী। তা ত বটেই; কিন্তু যে ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে আল্‌কোহল বা মদ্যসার উদরস্থ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তৎপরিমাণে শিবত্বের সন্নিহিত হয়। দুধ-ভাত-রুটি-ডাল-তরকারি-ফল-মূল সমস্তই মদ্য, কিন্তু তাহাতে সার অর্থাৎ মদ্য-সার অতি অল্পপরিমাণে আছে; সেই জন্যই যাহারা কেবল ডাল-ভাত-ফল-মূল খায়, তাহারা তৃণপত্রভোজী গর্দ্দভ-বানর অপেক্ষা অধিক উন্নত জীব নহে। কিন্তু যাহারা ব্রাণ্ডি-রম্-হুইস্কি-জিন্ প্রভৃতি পান করে, তাহারা অধিক পরিমাণে মদ্যসার গ্রহণ করে বলিয়াই তাহারা উন্নত মনুষ্য, সুতরাং তাহারাই ক্রমশঃ শিব-সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

র। তবে ত ইউরোপীয় মাজিমাল্লামুচীরাও আমাদের ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষাও উন্নত বা শিবসন্নিহিত?

বী। হাঁ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইউরোপীয় মাজি-মাল্লামুচীরা যে ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষা শত সহস্রগুণে উন্নত, তদ্বিষয়ে আবার প্রশ্ন করিতেছ? কেন, তুমি কি জান না, প্রাচ্য জগৎ অপেক্ষা পাশ্চাত্য জগৎ শত সহস্রগুণে উন্নত ও সভ্য? তোমার কি জানা নাই যে, ত্রিংশ কোটি ভারতবাসী ইউরোপীয় মাজিমাল্লামুচী-

দেরই পদানত দাস ! ব্যাস-বাল্মীকির কথা দূরে থাক্, তাহারা যে রামকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছে, সেই রামকৃষ্ণই ইউরোপীয় মাজীমাল্লামুচীদের অপেক্ষাও শতগুণে নীচ বা নিকৃষ্ট। ফলতঃ তেত্রিশ কোটি দেবতারাও তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শুন ;—পূর্ব্বকালে বৈদিক সময়ে দেবতারা সোমরস পান করিত ; সোমলতা উদূখলে কুট্টিত করিয়া তাহার রস বাহির করিত এবং সেই রস পচাইয়া পান করিত ; কিন্তু তাহাতে কোহলের অংশ অতি অল্পমাত্রায় থাকিত ; শতাংশের একাংশমাত্রও থাকিত কি না সন্দেহ। সেই সোমরস যজ্ঞের প্রধান হব্য ছিল এবং ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের প্রভৃতি দেবগণের তাহাই মদ্য ছিল। ত্রেতাযুগেও রামসীতা সেই মদ্যই পান করিয়াছিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে দ্বাপরযুগে মৌ ফুল হইতে মাধ্বিকনামে মদ্য বা মধু প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি সেই মাধ্বিক সুরা বা মধুই পান করিতেন ; কিন্তু তাহাতে কোহলের অংশ অল্পমাত্রায় অর্থাৎ শতাংশের তিন চারি অংশমাত্র থাকিত। ফলতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের অতি নীচ ব্যক্তিরাও যে রম্, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, জিন্ প্রভৃতি পান করে, তাহা প্রাচীন ভারতীয় দেবগণের সুধা অপেক্ষাও শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পূর্ব্বতন ভারতীয় দেবগণ অপেক্ষাও আধুনিক নীচব্যক্তিরাও যে শতসহস্রগুণে উন্নত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

র। পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা তবে ত শিবের অপেক্ষাও উন্নত?

বী। এইবার তুমি বড়ই মূর্খতার পরিচয় দিলে। পাশ্চাত্য জগতের উৎকৃষ্ট মদ্যের মধ্যেও কোহলের পরিমাণ অর্দ্ধাংশের অধিক নহে। পাশ্চাত্য জগতের সভ্যেরাও খাঁটি কোহল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহারা দেবদেব মহাদেবের অপেক্ষাও উন্নত হইবে কিরূপে?

র। ভাই বীরেন্, তোমার অভিজ্ঞতার ত ইয়ত্তা নাই, অতএব বিদেশীয় কোন্ মদ্যে কোহলের অংশ কি পরিমাণে আছে, তাহা আমাকে সঠিক বল, তাহা হইলে আমি পঞ্চতত্ত্ব সাধনের জন্য অগ্রে কি আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিব।

বী। বেশ, ষ্টিভেন্সনের হাইড্রোমিটার যন্ত্র দ্বারা যে যে মদ্যের মধ্যে কোহলের অংশ শতকরা যে পরিমাণে আছে, তাহা বলিতেছি শুন ;—

মল্ট্লিকার ২, টেবেল্ এল ৩, সামান্য পোর্টার ৪, ষ্ট্রং পোর্টার ৫, ষ্ট্রং মল্ট্লিকার ৬-১০, ক্লারেট-বার্গাণ্ডী—শ্যাম্পেন্—হ্রাইন—মোজেল্—হঙ্গেরিয়ান্ ইত্যাদি সামান্য ওয়াইন্ ১০-১১, পোর্ট—শেরি—মেডিরা—মার্শেল প্রভৃতি ষ্ট্রং ওয়াইন্ ১৭, জিন্ ৩৭, হুইস্কি ৪৩, রম্—ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্পিরিট ৪৫-৫০।

র। যাহা হউক্, তুমি মাহেশ ব্যাকরণ অনুসারে মদ্যপদের যে ব্যাখ্যা করিলে, যাবতীয় পদার্থকেই যে মদ্যপদবাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে আমি তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। দুধ-ভাত-ডাল-রুটি-ফল-মূল যে মদ্য, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত; তুমি আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দাও।

ধী। ভাল, তুমি মদ্যপদের কিরূপ অর্থ জান ?

স্থ। মদ ধাতুর অর্থ মত্ততা; অতএব যদ্দ্বারা মত্ততা জন্মে, তাহাকেই মদ্য বলে। মদিরা বা সুরাকেই মদ্য বলে।

ধী। মদ ধাতুর আর কোন অর্থ নাই কি ? মত্ততা কাহাকে বলে ? মত্ততা কেন হয় ?

স্থ। মদ ধাতুর অর্থ আনন্দ বা হর্ষ বা তৃপ্তিও হয়। মত্ততা কেন হয়, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। সামান্য কথায় যাহাকে নেশা বলে, তাহাকেই মত্ততা বলে।

ধী। যাহাকে আনন্দ বলে, যাহাকে হর্ষ বলে, যাহাকে তৃপ্তি বলে, তাহাকেই মত্ততা বলে। নেশাকে মত্ততা বলে, তাহাও ঠিক্ বটে। কিন্তু মত্ততা জন্মে কেন, তাহা জান না। কোহলই মত্ততার বা আনন্দের বা হর্ষের কারণ। দুধ-ভাত-ডাল-তরকারি-ফল-মূল যাবতীয় পদার্থেই কোহল আছে, তাই উক্ত পদার্থ-সকল সেবন করিলে মদ অর্থাৎ হর্ষ বা তৃপ্তি জন্মে এবং নেশাও হইয়া থাকে। তবে উক্ত পদার্থ-সকলে কোহলের অংশ অতি অল্প-পরিমাণে আছে বলিয়াই সেগুলিকে মদ্য বলিয়া তোমাদের জানা নাই; সাধারণতঃ যে যে তরল পদার্থে কোহলের অংশ অধিক আছে, সেই গুলিকেই তোমরা মদ্য বলিয়া জান। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, দুধ-ভাত-ফল-মূল প্রভৃতি প্রত্যেক সাধারণ বস্তু হইতেই মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। অরিষ্ট, আসব, কাঁজি, শুক্ত, প্রভৃতিও মদ্য। এখন বুঝিতে পারিলে কি ?

র। তোমার মতে আমিও মদ্য, তুমিও মদ্য, তিনিও মদ্য, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে ?

বী। আমাদের শরীর খাদ্য বস্তুর সারভাগ দ্বারাই গঠিত, তাহা অবশ্য জান। খাদ্য বস্তু উদরস্থ হইলেই পাক বা উৎসেক ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; সেই জন্যই ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয়ে পরিপাচিত হইয়া প্রথমেই অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়; মদ্যও উৎসেক দ্বারা অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়; অতএব ভুক্তদ্রব্য যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহা মদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই রস হইতেই রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই শুক্রশোণিতের সংযোগেই আবার নূতন দেহের উৎপত্তি হয়; অতএব এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, "আমি তুমি তিনি" সকলেই মদ্য কি না ?

র। হাঁ এইবার বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বীরেন্, তোমার কি কোন শাস্ত্র পড়িতেই বাকি নাই ?

বী। যাঁহারা পঞ্চতত্ত্বের সাধক, তাঁহারা শাস্ত্রপাঠ না করিলেও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন।

র। যাহা হউক, এখন বুঝিলাম, মদ সকলেই খান। যিনি নিরামিষাশী আতপান্নভোজী ভাটপাড়ার ঠাকুর, তিনিও মদ খান, আবার—

বী। হাঁ, মদ সকলেই খায় বটে, কিন্তু যাহারা ডাল-ভাত-ফল-মূল প্রভৃতি Weak মদ খায়, তাহারা পশু-তুল্য, আর যাহারা রম্-ব্রাণ্ডি-জিন খায়, তাহারা শিবস্বরূপ।

র। এইবার বেশ বুঝিয়াছি; এখন বল, প্রামাণ্য শাস্ত্রকারগণের

মধ্যে কে কোথায় কিরূপে মদ্যের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুনিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করি। অনেক বেটা ভণ্ড মদ্যের অনেক দোষের কথাই বলে, কিন্তু মদ্যের গুণের কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাই না। এ সংসারে গুণে দোষারোপকারী অসূয়াপর ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। তোমার মত সরলচিত্ত প্রবীণ বন্ধু আর দেখি না।

বা। ভাই রবি, তুমি মদ্যের গুণের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমি কি মদ্যের গুণের কথা বলিতে বাকি রাখিয়াছি? সাক্ষাৎ শিব তন্ত্ররাজে বলিয়াছেন,—

"সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদারুজাং। ইত্যাদি ইত্যাদি।" ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। ইহা অপেক্ষা বিশ্বসংসারে অধিকতর প্রামাণ্য বচন আর কিছুই নাই। যাহা হউক, তথাপি এখনও যখন তুমি মদ্যের গুণ শুনিতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে অন্যান্য প্রামাণ্য বচনও বলা আবশ্যক। মদ্যের গুণ যাহাতে বর্ণিত হয় নাই, তাহা শাস্ত্রই নহে; ফলতঃ বেদ-পুরাণ-কোরাণ বাইবেল-স্মৃতি-তন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই মদ্যের গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বল, তুমি কিসের প্রমাণ চাও?

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রধান; সেই ঋগ্বেদে মদ্যের প্রাধান্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"প্রজাপতিঃ সোমং রাজানং অসৃজত
তমনু ত্রয়ো বেদা অসৃজ্যন্ত।"

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে সুরার সৃষ্টি করিয়া

পরে তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই যে, প্রজাপতি অগ্রে সুরা প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করতঃ বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ফলতঃ সুরাপান না করিলে ব্রহ্মারও মস্তিষ্কে বেদের স্ফূর্ত্তি হইত না। ইহা অপেক্ষা—এই বেদপ্রমাণ অপেক্ষা তুমি আর অধিক কি প্রমাণ চাও?

বাইবেলের মধ্যে প্রাচীন বাইবেলই অধিক প্রামাণ্য, সেই প্রামাণ্য প্রাচীন বাইবেলে আছে,—

Noah planted a vineyard and he drank of the wine and was drunken; Genesi IX.

খৃষ্টানদিগের প্রজাপতি নোওয়া (ব্রহ্মা) প্রথমে দ্রাক্ষা রোপণ করিয়া তদুৎপন্ন মদ্যপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এই নোওয়াই খৃষ্টানদিগের মতে জলপ্লাবন হইতে জীব ও উদ্ভিদ্‌গণের বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই নোওয়ার উপাখ্যান মৎস্যপুরাণের উপাখ্যান হইতে অভিন্ন বলিলেও হয়। দেখ, বাইবেলেও মদ্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণ প্রামাণ্য বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক স্বীকার করে, সেই ভাগবতে আছে,—

"লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ১১।৫।১১"

অর্থাৎ মৈথুন-মাংস-মদ্যসেবা এই সংসারের আদিকাল হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে; ইহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দেখ, পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব প্রভুদেরও প্রামাণ্য গ্রন্থে কেমন বর্ণিত হইয়াছে!

মাই ডিয়ার রবিন্, আর কিসের প্রমাণ শুনিতে চাও ?

র। স্মৃতিশাস্ত্রে কি মদ্যের গুণব্যাখ্যা আছে ? তাহাতেও কি মদ্যপানের বিধি আছে ?

বী। হাঁ, সমগ্র স্মৃতি বা সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতাই শ্রেষ্ঠ ; সেই মনুসংহিতায় আছে,

"ন মাংসভোজনে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।"

অর্থাৎ মাংস-ভোজনে দোষ নাই, মদ্যপানে দোষ নাই, মৈথুনে দোষ নাই। তবেই দেখ, পঞ্চতত্ত্বের সাধনই মনুর অভিপ্রেত।

র। তাই ত, তোমার প্রমাণের উপর কাহারও কথা কহিবার যো নাই ; মনুসংহিতাতেও যে পঞ্চতত্ত্বের বিধান আছে, ইহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক্, মনুতে যাহা আছে, তদ্বিষয়ে অন্য স্মৃতি-সংহিতাকারের কোনও মত জানিবারও প্রয়োজন নাই ; কেননা শুনিয়াছি, স্মৃতিকারদিগের মধ্যে মনুই প্রথম এবং প্রধান। যাহা হউক, তুমি প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমার সংশয় অপনোদন কর। বিজ্ঞানই প্রমাণের পক্ষে চূড়ান্ত।

বী। হাঁ, বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ? বিজ্ঞানের মধ্যে আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে পঞ্চতত্ত্বের মহিমা—বিশেষতঃ মদ্যের মহিমা উত্তমরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান শিবের কৃত। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল শৈব চিকিৎসাবিজ্ঞান। তবে শুন,—

"যা দেবানমৃতং ভূত্বা স্বধা ভূত্বা পিতৄংশ্চ যা,
সোমো ভূত্বা দ্বিজাতীন্ যা যুঙ্‌ক্তে শ্রেয়োভিরুত্তমৈঃ ॥

আশ্বিনং যা মহৎতেজো বীর্য্যং সারস্বতঞ্চ যা।
বলমৈন্দ্রঞ্চ যা সোমঃ সৌত্রামণ্যাঞ্চ যা মতা॥
শোকারতিভয়োদ্বেগনাশনীয়া মহাবলা।
যা প্রীতি র্যা রতি র্যা বাগ্ যা পুষ্টি র্যা চ নির্ব্বৃতিঃ॥
যা সুরা সুরগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসমানুষৈঃ।
রতিঃ সুরেত্যভিহিতা তাং সুরাং বিধিনা পিবেৎ॥” '১২। ২

অর্থাৎ যে সুরা অমৃতরূপে দেবতাদিগের, স্বধারূপে পিতৃগণের এবং সোমরূপে ব্রাহ্মণদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ সাধন করে, যে সুরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহৎ তেজঃস্বরূপ, সারস্বত মুনির বীর্য্যস্বরূপ, ইন্দ্রের বলস্বরূপ এবং যজ্ঞে সোমস্বরূপ, যে সুরা শোক, অরতি, ভয় ও উদ্বেগ নাশ করে, যাহা অত্যন্ত বলজনক, যে সুরা সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপ, রতিস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ, পুষ্টিস্বরূপ ও সুখস্বরূপ, যে সুরা দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষরাক্ষস ও মনুষ্য কর্ত্তৃক রতি নামে অভিহিত হয়, সেই সুরা বিধিপূর্ব্বক পান করা কর্ত্তব্য।

মাই ডিয়ার রবিন্, ইহা অপেক্ষা মদ্যের আর অধিক কি গুণ শুনিতে চাও? তবে, আরও কিছু শুন, বলিতেছি ;—

“রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ॥
বধবন্ধপরিক্লেশদুঃখানাঞ্চাবমোহনম্।
মদোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব প্রসাধকম্॥

রতিবিষয়সংযোগপ্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্।
অতিপ্রবয়সাং মদ্যমুৎসবামোদকারকম্॥
পঞ্চস্বর্থেষু কান্তেষু যা রতিঃ প্রথমে মদে।
যূনাং বা স্থবিরাণাং বা তস্য নাস্ত্যুপমা ভুবি॥
বহুদুঃখকৃতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥ ১২।২৮-৩০।

অর্থাৎ মদ্য রোচন, দীপন, হৃদ্য, স্বরবর্ণ-প্রসাদন, প্রীণন, বৃংহণ, বল্য, ভয়শোকশ্রমনাশক, বিনিদ্রগণের নিদ্রাকারক, মূকদিগের বাক্‌প্রবর্ত্তক, অতিনিদ্রদিগের বোধন, বিবদ্ধ মলমূত্রাদির বিবন্ধনাশক, এবং আঘাত বন্ধন ক্লেশ ও দুঃখসমূহের অবমোহন। মদসম্ভূত রোগেরও মদ্যই শোধক। মদ্য রতিবিষয়সংযোজক, প্রীতিসংযোজক ও প্রীতিবর্দ্ধক এবং অতিবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও উৎসবানন্দকারক। প্রথম মদ্যে যুবা বা বৃদ্ধদিগেরও রূপরসাদি পঞ্চবিষয়ে যে রতি জন্মে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। মদ্য যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিলে দুঃখশোকার্ত্ত প্রাণীদিগের বিশ্রামস্বরূপ হয়।

মাই ডিয়ার রেড্‌ব্রেষ্ট্‌, মদ্যের কত গুণ শুনিলে? এই সকল গুণের সম্যক্ ব্যাখ্যা করিলে এক দিনে কি হয়? এক মাসেও কি শেষ করা যায়? এমন অশেষ গুণের মদ্যকেও যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের কি পাপের সীমা আছে?

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা আর কি বলিব, তাহাতে এমন কোনও রোগের কোনও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন

নাই, যাহাতে মদ্যের নামোল্লেখ নাই। অতএব বুঝিয়া দেখ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে একমাত্র মদ্যই সর্ব্বরোগের ঔষধ। যে ইংলণ্ড আজ সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার জন্য জগতের শীর্ষস্থানীয়, অর্দ্ধ পৃথিবী যে ইংলণ্ডের অধীন, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতুল বীর্য্যসম্পন্ন ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর একশত পঞ্চাশ কোটি টাকার মদ্য বিক্রীত হয়! সেই ইংলণ্ডে (আয়র্লণ্ড, স্কট্লণ্ড, ওয়েল্স্ বাদে) দুই লক্ষ মদের দোকান আছে! সেই দোকানগুলি সারিবন্দি করিয়া সাজাইলে চারি শত ক্রোশ লম্বা হইবে!! প্রিয় রবিন্, ইহা অপেক্ষা মদ্যের মাহাত্ম্য—মদ্যের গৌরব, আর অধিক কি শুনিতে চাও বল? ব্রিটিশ জাতি রুটি, মাখন, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি সমস্ত খাদ্যে যত ব্যয় করে, একমাত্র মদ্যে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া থাকে। সেই জন্যই ত ব্রিটিশ জাতির এত শক্তি, এত তেজ, এত বুদ্ধি, এত বিক্রম, এত মাহাত্ম্য!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তৃতীয়াংশ আয় আবগারি মহল হইতে আদায় হয়। এই আয় ত্যাগ করিলে এক বৎসরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়। অতএব যাহারা মাদকনিবারিণী সভা করিয়া মদ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহাদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে টাঙাইয়া বধ করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাহাদিগের অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের শত্রু—ঘোরতর রাজবিদ্রোহী আর কেহই নাই।

র। সেই বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্যই ত গবর্ণমেণ্ট দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করিয়া নূতন ব্যাখ্যা করিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়াছেন। আর কেহই মদ গাঁজা-আফিমের নিন্দা করিতে পারিবে না। আগে যেমন হুজুগে কাগজ-ওয়ালারা "সৈন্যাবাসে বেশ্যাপোষণ" "চৌদ্দআইন" প্রভৃতির বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরক্তি বা অসন্তোষ উৎপাদন করিত, এখন তদ্রূপ অসন্তোষ উৎপাদন করিলেই চৌদ্দবৎসরের জন্য শ্রীঘরে গিয়া ঘানি টানিতে হইবে।

বী। তা পঞ্চতত্ত্বের বিরুদ্ধে যে বেটারা একটীও কথা বলে, তাহাদিগকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ানই রাজার কর্ত্তব্য। তবে ব্রিটিশরাজ পরম দয়ালু বলিয়াই তদ্রূপ করেন না।

র। যাহা হউক্, ভাই বীরেন্, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'মুদ্রা' কাহাকে বলে?

বী। মদ্যপান করিতে হইলে আনুষঙ্গিক যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তৎসমস্তকেই মুদ্রা বলা যায়; তন্মধ্যে প্রধানতঃ অবদংশ অর্থাৎ মদের চাট্ বা চাট্নি মুদ্রা বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক মৎস্য, মাংস ও মেয়েমানুষও মদের চাট্নি বটে, কিন্তু ছোলা-চাল-ভাজা, চাল-কলাই ভাজা, পিঁয়াজ-ভাজা, পিঁয়াজ-পুঁই-চচ্চড়ি, গরম কচুড়ি-ভাজা, প্রভৃতিই মদের চাট্নি বা মুদ্রা বলিয়া বিখ্যাত। ফলতঃ মদ্যপান করিলে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা চরকাচার্য্য বলিয়াছেন যথা;—

"স্ত্রীভির্যৌবনমত্তাভিঃ শিক্ষিতাভির্যথর্ত্তুকৈঃ।
বস্ত্রাভরণমাল্যৈশ্চ ভূষিতাভির্বিভূষিতঃ॥

শৌচানুরাগযুক্তাভিঃ প্রমদাভিরিতস্ততঃ।
সংবাহ্যমান ইষ্টাভিঃ পিবেন্মদ্যমনুত্তমম্॥
পিবেন্মদ্যানুকূলৈর্বা ফলৈর্হরীতকৈঃ শুভৈঃ।
লবণৈর্গন্ধপিশুনৈরবদংশৈর্যথর্ত্তুকৈঃ॥
ভৃষ্টৈ র্মাংসৈর্বহুবিধৈ র্ভূজলাম্বরচারিণাম্।
পৌরগবজবিহিতৈ র্ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধাত্মকৈঃ॥"

অর্থাৎ যৌবনমত্তা, সুশিক্ষিতা, ঋতুর অনুরূপ বস্ত্রাভরণ-মাল্য-ভূষিতা, শৌচানুরক্তা, মনোরমা প্রমদারা গাত্র মর্দ্দন করিবে, তখন সুবর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে উত্তম মদ্য পান করিবে। অনন্তর বিবিধ ফলমূল এবং অবদংশ অর্থাৎ চাট্‌নী ভক্ষণ করিতে থাকিবে। এবং লুণ-মসলা-যোগে পাক করা নানাবিধ ভূচর, জলচর ও খেচর জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিবে।

র। মদ্য ও মৈথুন পরস্পর আনুষঙ্গিক বা উপকারী কেন? মাংসাদিরই বা প্রয়োজন কি?

বী। মৈথুনের জন্যই মদ্যপান আবশ্যক; যেহেতু মদ্যপানে কামোদ্রেক হয় এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। মৈথুনজ সুখই স্বর্গসুখ; সেই সুখের জন্যই মদ্যপান আবশ্যক। মদ্যপান করিলেই মৎস্য-মাংস-মুদ্রা ভক্ষণ করা আবশ্যক। মৎস্য-মাংস অপেক্ষা পুষ্টিকর ও সুখদ খাদ্য আর জগতে নাই। যথা চরকাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"শরীরবৃংহণে নান্যৎ খাদ্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে"

অর্থাৎ শরীরের পুষ্টিকর যত প্রকার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে মাংসই সর্ব্বপ্রধান।

র। কোন্ কোন্ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা বিহিত?

বী। ভূচর, জলচর, খেচর, সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মাংসই বিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিত্যাজ্য কোনও মাংসই নাই। তন্মধ্যে নরমাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে ছাগমাংস, অনন্তর গোমাংস-কুক্কুটমাংস-ময়ূরমাংস প্রভৃতি হিতকর।

র। নরমাংসভক্ষণের ব্যবস্থা কিসে আছে?

বী। কেন, চরকাচার্য্যই বলিয়াছেন;—

"ন্যাতিশীতগুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষণম্।
শরীরধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্॥"

অর্থাৎ ছাগমাংস নাতিশীতল, নাতিগুরু, নাতিস্নিগ্ধ, এইজন্য দোষোত্তেজক নহে। বিশেষতঃ মানুষের শরীর-ধাতুর সহিত ইহার তুল্যতা আছে বলিয়া ইহা অনভিষ্যন্দি ও বৃংহণ। এতদ্দ্বারা নরমাংস ও ছাগমাংসের তুল্যতা প্রদর্শিত হওয়াতে উভয়ই ভক্ষ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে, নরমাংসের পুষ্টিসাধন জন্য নরমাংসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

র। পঞ্চতত্ত্বসাধকেরা কি নরমাংসও ভক্ষণ করেন?

বী। হাঁ, করেন বই কি; পশুরা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে শোকে অভিভূত হইয়া শ্মশানে গিয়া শবদেহ ভস্মীভূত করে এবং সেইরূপে ভস্মীভূত করাকেই শবের "সৎকার" বলিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চতত্ত্বসাধক

বীরগণ শ্মশানে গিয়া মদ্যপান করতঃ মহানন্দে শবদেহ অৰ্দ্ধদগ্ধ করিয়া শবমাংস উপাদেয় অবদংশরূপে ভক্ষণ করেন। বীরগণ এইরূপেই শবের যথার্থ সৎকার করিয়া থাকেন।

র। মড়া-পোড়া খেতে কেমন লাগে?

বী। ভাই, যদি একবার মড়া-পোড়া খেয়ে দেখ, তবে আর মুরগির ঠ্যাং-পোড়া খাবার জন্য কখনও লালায়িত হইবে না। অতি উপাদেয়! অতি উপাদেয়!!

র। তোমার কথা যথার্থ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নিম্‌তলাঘাটে গিয়া মড়া-পোড়ার গন্ধ অসহ্য মনে করি; কিন্তু মড়া-পোড়া খেতে আরম্ভ করিলে সে গন্ধ অবশ্য উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইবে; কারণ, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া যে পিঁয়াজ-মুরগির গন্ধে অস্থির হন, আমরা তাহা উপাদেয় মনে করি।

বী। হাঁ, ঠিক্ কথাই বলেছ ভাই; যারা যে জিনিষ না খায়, তারা সে জিনিষের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। ভাই মদ খেতে আরম্ভ কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, মড়া-পোড়া কি উপাদেয়!

র। তা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। দেখ বীরেন্, এক ভণ্ড-তপস্বী প্রত্যহ মৎস্যমাংসের শ্রাদ্ধ করেন, অথচ "মৎস্যমাংসাহার অনুচিত" "নিরামিষ ভোজন করাই উচিত" এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরি করিতেন; আমার সহিত তাঁহার ঘোরতর তর্কবিতর্ক হয়, তর্কে জয়ী হইয়া আমি উক্ত মহাপুরুষের দুইটী কাণ মলিয়া দিয়াছিলাম; এখন তিনি নূতন বালকপাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ছাগাদি পশু তৃণাদি ভক্ষণ করে; 'সুতরাং ছাগাদির মাংস ভক্ষণ করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে

র। কোন্ কোন্ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা বিহিত?

বী। ভূচর, জলচর, খেচর, সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মাংসই বিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিত্যাজ্য কোনও মাংসই নাই। তন্মধ্যে নরমাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে ছাগমাংস, অনন্তর গোমাংস-কুক্কুটমাংস-ময়ূরমাংস প্রভৃতি হিতকর।

র। নরমাংসভক্ষণের ব্যবস্থা কিসে আছে?

বী। কেন, চরকাচার্য্যই বলিয়াছেন;—

"নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষণম্।
শরীরধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্॥"

অর্থাৎ ছাগমাংস নাতিশীতল, নাতিগুরু, নাতিস্নিগ্ধ, এইজন্য দোষোত্তেজক নহে। বিশেষতঃ মানুষের শরীর-ধাতুর সহিত ইহার তুল্যতা আছে বলিয়া ইহা অনভিষ্যন্দি ও বৃংহণ। এতদ্দ্বারা নরমাংস ও ছাগমাংসের তুল্যতা প্রদর্শিত হওয়াতে উভয়ই ভক্ষ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে, নরমাংসের পুষ্টিসাধন জন্য নরমাংসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

র। পঞ্চতত্ত্বসাধকেরা কি নরমাংসও ভক্ষণ করেন?

বী। হাঁ, করেন বই কি; পশুরা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে শোকে অভিভূত হইয়া শ্মশানে গিয়া শব-দেহ ভস্মীভূত করে এবং সেইরূপে ভস্মীভূত করাকেই শবের "সৎকার" বলিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চতত্ত্বসাধক

বীরগণ শ্মশানে গিয়া মদ্যপান করতঃ মহানন্দে শবদেহ অৰ্দ্ধদগ্ধ করিয়া শবমাংস উপাদেয় অবদংশরূপে ভক্ষণ করেন। বীরগণ এইরূপেই শবের যথার্থ সৎকার করিয়া থাকেন।

র। মড়া-পোড়া খেতে কেমন লাগে ?

বী। ভাই, যদি একবার মড়া-পোড়া খেয়ে দেখ, তবে আর মুরগির ঠ্যাং-পোড়া খাবার জন্য কখনও লালায়িত হইবে না। অতি উপাদেয় ! অতি উপাদেয় !!

র। তোমার কথা যথার্থ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নিম্‌তলাঘাটে গিয়া মড়া-পোড়ার গন্ধ অসহ্য মনে করি ; কিন্তু মড়া-পোড়া খেতে আরম্ভ করিলে সে গন্ধ অবশ্য উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইবে; কারণ, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া যে পিঁয়াজ-মুরগির গন্ধে অস্থির হন, আমরা তাহা উপাদেয় মনে করি।

বী। হাঁ, ঠিক্ কথাই বলেছ ভাই ; যারা যে জিনিষ না খায়, তারা সে জিনিষের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। ভাই মদ খেতে আরম্ভ কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, মড়া-পোড়া কি উপাদেয় !

র। তা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। দেখ বীরেন্, এক ভণ্ড-তপস্বী প্রত্যহ মৎস্যমাংসের শ্রাদ্ধ করেন, অথচ "মৎস্যমাংসাহার অনুচিত" "নিরামিষ ভোজন করাই উচিত'' এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরি করিতেন ; আমার সহিত তাঁহার ঘোরতর তর্কবিতর্ক হয়, তর্কে জয়ী হইয়া আমি উক্ত মহাপুরুষের দুইটী কাণ মলিয়া দিয়াছিলাম ; এখন তিনি নূতন বালকপাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ছাগাদি পশু তৃণাদি ভক্ষণ করে; 'সুতরাং ছাগাদির মাংস ভক্ষণ করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে

তৃণাদি নিরামিষ ভোজনই করা হয়।” এমন মেড়া ভেড়া সংসারে দেখেছ কি ?

বী। কেন ভাই রবি, তুমি তাহাকে গালাগালি দিতেছ ? সে ত বেশ যুক্তির কথাই লিখেছে ; সে ত আমার একজন প্রিয় ছাত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা আমার শিষ্য ব্যতীত এমন যুক্তি কোথায় পাইবে ? দুগ্ধ যে রক্তেরই পরিণাম, ইহাও অনেক পণ্ডিতে বুঝিতে পারে না ; সেই জন্য গোদুগ্ধ বলিলে অনেকের মুখ দিয়া লাল পড়ে, কিন্তু গোরক্ত বলিলেই তাহারা কাণে আঙুল দেয় ! অনেকে, গোমাংস খাইলেই জাতিনাশ—ধর্ম্মনাশ—সর্ব্বনাশ হইল মনে করে ! আবার গোরুর গু খাইলেই জাতিরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা—সর্ব্বরক্ষা হইল বোধ করে ! !

র। ভাই, লোকের কুসংস্কারের কথা আর বলিতেছ কেন ? উহা বলিয়া কি শেষ করা যায় ? এখন জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চতত্ত্ব বলিলে যে মদ্যমাংসমৎস্যমুদ্রামৈথুন বুঝায়, তাহার কি কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে ?

বী। মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুন শব্দের আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি হইবে ? মদকে মদ্য বলে, মাছকে মৎস্য বলে, ইহার আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি ?

র। আমি কাহারাও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, মৎস বলিলে মাছ বুঝায় না ; কোন নিগূঢ় যোগতত্ত্ব বুঝায়। সেই নিগূঢ় অর্থই তন্ত্রের তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য।

বী। কোন্ শালা সে ব্যাখ্যা করে ? আমি সেই

শালার কাছে জানিতে চাই "উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শাল-পাঠীনরোহিতাঃ" ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি ?

র। ভাই, রাগ কর কেন ? শ-কার ব-কার পরিত্যাগ করাই ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য।

বী। তা বটে, কিন্তু ভাই, শ-কার ব-কারেরও যথাযোগ্য প্রয়োগস্থল স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অনেক শালা অনেক রকম জ্যাঠামি করে, অথচ শালাদের ক-অক্ষর গোমাংস।

র। দেখ ভাই বীরেন্, আজকাল অনেক "ভায়াও" মৎস্যমাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইয়াছেন !

বী। হাঁ, তা জানি ! আমি বহু বকোধার্ম্মিক বিড়াল-তপস্বীকেই চিনি ;—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাম্বধশঙ্কয়া
পশ্য লক্ষ্মণ সম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ !"

র। ঠিক্ ঠিক্, যথার্থই বলিয়াছ। নিরামিষ-ভোজনে যে কি ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তাহা ত আমাদের বুদ্ধির অগোচর। হাতী-ঘোড়া-গাধা-গোরু-ছাগল-ভেড়া-বাদুড়-বানর সকলেই ত নিরামিষাশী পরমধার্ম্মিক ; পাপী কেবল মাছ-রাঙা পাখী !

বী। আহা ! ভাই রবি, তুমি আমারই উপযুক্ত ভাই বটে, তোমার যুক্তিতর্ক প্রায় আমারই মত পরিমার্জ্জিত বটে, তবে দুঃখের বিষয় তুমি আজিও মদের আস্বাদ পেলে না ; "চাষা না জানে মদের স্বাদ" তোমার পক্ষে এই গালাগালি যেন আমারও অসহ্য হয়েছে ; তাই বলি, ভাই মদ্যপান করিয়া তুমি আমার দোসর হও।

র। ভাই হবো হবো; "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" তোমার সঙ্গে কিছুদিন থাকিলেই আমি তোমার দোসর হইতে পারিব। ভাল কথা মনে হয়েছে! ভাই বীরেন্, তোমার ত এখন চাকুরি-বাকুরি নাই, তবে কিরূপে তোমার জীবিকানির্ব্বাহ বা পঞ্চতত্ত্বসাধন হইতেছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

বী। যে স্বাধীন মুক্তপুরুষ, তাহার পক্ষে চাকুরি-বাকুরি করা সম্ভাবিত নহে, উচিতও নহে। যাহার বিদ্যা থাকে, তাহার জীবিকার অভাব কি? তাহার চাকুরি-বাকুরি বা গুখুরি করিবারই বা প্রয়োজন কি?

র। কিন্তু এখন চাকুরি বা গুখুরি করিবার জন্যই ত সকলে বিদ্যা শিখিতেছে; বি এ এম এ পাস করিতেছে, সিভিলসার্ব্বিস্ (ভদ্র-গুখুরি) করিবার জন্যই ত সকলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাতে যাইতেছে; ফলতঃ এখন একমাত্র চাকুরিই ত পরম পুরুষার্থ হইয়াছে। চাকুরি না করিলে আজ-কাল ত চলিবারই উপায় নাই। তোমার ত জমিদারীও নাই, পৈতৃক বিষয়সম্পত্তিও নাই, কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যও নাই, তবে তুমি কোন্ বিদ্যার জোরে কিরূপে পঞ্চতত্ত্ব সাধন করিতেছ?

বী। তুমি আমাকে কিজন্য আদর-অভ্যর্থনা কর বল দেখি? আমি বি এ পাস করিয়াছি বলিয়া কি?

র। না; তুমি বি এ পাস করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার আদর-অভ্যর্থনা করি না। বি এ পাসওয়ালা ত আজ-কাল ঘৃণার পাত্র; চাকুরির জন্য লালায়িত হইয়া অনেক বি এ আমার দরোয়ানের পদধূলি মস্তকে লইয়া তাহার খোসামোদ করে; সুতরাং তাহারা আদর-অভ্যর্থনার পাত্র হইবে কিরূপে? তুমি সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ বলিয়াই আমি তোমার আদর-অভ্যর্থনা করি। তোমার সঙ্গীত বিদ্যার জন্য তোমাকে বিস্তর লোকই সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাকে

নিমন্ত্রণ করিলেও তুমি আমার বাড়ীতে আহার কর না; তোমাকে খোষামোদ করিয়া কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিলেও তুমি সে সাহায্য গ্রহণ কর না। ফলতঃ তোমার সেই নিঃস্বার্থ-ভাবেই আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসি। যে গ্রাহক, কিছু পাইবার জন্য লালায়িত, তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তোমার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া আমি তোমার কাছে বাধ্য আছি। অথচ আমি কখনও তোমার কোনও উপকার করিতে পারি নাই বলিয়া বরং লজ্জিত আছি। তুমি রাজাধিরাজের ন্যায় নিস্পৃহ, সেই জন্য আমি তোমাকে তদ্রূপ সম্মানার্হ মনে করিয়া থাকি। তোমাকে ভাই বলি বটে, কিন্তু অন্তরে তোমাকে গুরুতুল্য ভক্তি করি। অথবা আজকাল গুরুর সহিত তুলনা করিলেও তোমার অপমান করা হয়, যেহেতু গুরুমহাশয়দের মত অর্থগৃধ্নু লোলুপ আর দেখি না। ফলতঃ চাকুরির জন্য উমেদার যাহারা, তাহারা যত ঘৃণার পাত্র, গুরুবেটারা তদপেক্ষাও অধিক ঘৃণার পাত্র। যাহা হউক্, তোমার কেমন করিয়া চলে, তাই আমি জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

বী। মাই ডিয়ার রবিন্, তোমার কাছে আমি প্রফুল্লচিত্তে আত্মজীবিকার পরিচয় দিতেছি শুন,—আমি সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ বলিয়া এই বঙ্গদেশের যাবতীয় মহারাজ, রাজা, জমীদার প্রভৃতির সমাদরভাজন এবং আমি নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলিয়া সকলেরই ভক্তিভাজন। কিন্তু যাহারা পঞ্চতত্ত্বসাধক নহে, আমি কখনও তাহাদের নিকট কিছু গ্রহণ করি না। ফলতঃ আমি যে রাজাধিরাজ তদ্বিষয়ে তোমার অনুমান যথার্থ বটে; আমার সম্পত্তির অভাব নাই; টাকার অভাব নাই; পঞ্চতত্ত্ব সাধনেরও কোনও বাধাবিঘ্ন নাই।

এই বঙ্গদেশে তোমার মত পশুর সংখ্যা অতি অল্প; বীরের সংখ্যাই অধিক। তুমি আমাকে মৌখিক সমাদর কর; অথচ বলিয়া থাক "আমি তোমাকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করি," আমি তোমার এ কপটাচার বেশ বুঝিতে সমর্থ। আমি পশুর অন্ন গ্রহণ করি না, কেননা সে অন্নে পশুরই তৃপ্তির সম্ভাবনা, বীরের তাহাতে তৃপ্তি হয় না। আমি তোমাকে করুণার্হ মনে করিয়াই— তোমার উদ্ধার সাধনের জন্য তোমার কাছে আসিয়া থাকি; কিছু গ্রহণের জন্য আসি না। এই বঙ্গ দেশে বীর মহারাজ, রাজা, জমীদার, রাজপুত্র, জমিদার-পুত্র প্রভৃতির অভাব নাই। সুতরাং তাহাদের এক এক জনের বাড়ীতে এক এক দিন মাত্র ভোজনাদি করিলে প্রত্যেকের বাড়ীতে দুই তিন বৎসর অন্তর আমার পদধূলি পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাজা-রাজড়ার বাড়ীতে "কুলীন জামাই" অপেক্ষাও সাদরে ষোড়শোপচারে আমার নিত্য পূজা হইয়া থাকে! আমার দর্শনলাভের জন্য কত রাজা ও কত রাজপুত্র আমার পায়ে ধরিয়া অবিরত রোদন করিয়া থাকে। তাহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা আমি নিয়ত তাহাদের নিকট অবস্থিতি করি। আমি ত তাহাদের নিকট দুর্লভ, আমার শিষ্যসেবকদিগকেও তাহারা পাইবার জন্য লালায়িত। সে দিন আমার এক গোঁসাই শিষ্য বলিল, "অমুক রাজা আমাকে দার্জিলিং লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুনয়-

বিনয় করিতেছে ; সেখানে রাজা মাসিক তিন হাজার টাকায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়াছে, কলিকাতা হইতে প্রচুর-পরিমাণে পঞ্চতত্ত্ব লইয়া যাইতেছে ; এখন আপনার কি অনুমতি হয় ?" এইরূপ আবেদন-নিবেদনের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতেই আমার অধিকাংশ সময় অতীত হয়। আমি তোমার নিকট আসিয়া আমার মূল্যবান্ সময়—

র। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে ; আমার মত দুই চারিটী পশু ছাড়া বঙ্গদেশে সমস্তই বীরের দলভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলেই যে পঞ্চতত্ত্বসাধক, তাহাও আমি বিলক্ষণ জানি। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, তুমি রাজাধিরাজ অপেক্ষাও সুখসচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্যার জন্যই তোমার এত আদর। হায় ! দেশে বি এ, এম্ এ, পাস করিবার জন্য স্কুল-কলেজের ছড়াছড়ি, কিন্তু সঙ্গীত-বিদ্যালয় ত একটীও দেখি না ! যে সঙ্গীত বিদ্যার প্রভাবে শত শত রাজামহারাজকে পদানত করা যায়, যাহার প্রভাবে সচ্ছন্দে সকলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে কাহারও আর চাকুরী বা গুখুরি করিতে হয় না, ঘৃণার্হ হইয়া সংসারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হয় না, সেই বিদ্যা শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ; কিন্তু হতভাগ্য দেশে সঙ্গীত-বিদ্যালয় মোটেই নাই। আমি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া—প্রাণপণ যত্ন করিয়া দেশের এই বিষম অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিব। আমি কল্যই একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব। ভাই বীরেন্দ্র, তোমার নিকট সঙ্গীত বিদ্যার মহিমার এই ইঙ্গিত পাইয়া আমি পরম বাধিত হইলাম ; আমা দ্বারাও দেশের কিছু উপকার হইবে, এখন আমার মনে এমন আশার উদয় হইতেছে। আমি—

বী। মাই গুড্ রবিন্ ! তুমি নিতান্তই সরল-বুদ্ধি,

ফলতঃ সামান্য চাষাদের অপেক্ষা তোমার অধিক কিছু বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি-শুদ্ধি কোথা হইতেই বা তুমি প্রাপ্ত হইবে? মস্তিষ্কই বুদ্ধির স্থান; মদ্যপান ব্যতীত যখন সেই মস্তিষ্কের ডেভেলাপ্‌মেণ্ট হয় না, তখন তোমার বুদ্ধি যে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি? তোমার চোকে আঙুল দিয়া আর কতই বা বুঝাইব। তুমি হিতে বিপরীত বুঝিয়া থাক। ভাই, সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে দেশের উদ্ধারসাধন হইবে না। বীরাচারবিধি শিক্ষা দিবার জন্যই স্কুল-কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক। সঙ্গীতবিদ্যালয় না থাকিলেও সঙ্গীত শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না; আমরা কোনও বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিখি নাই। বেশ্যালয়ই সঙ্গীত শিখিবার প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। এই বঙ্গদেশে তেত্রিশ লক্ষ বেশ্যা আছে, সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অভাব নাই। পঞ্চতত্ত্বসাধক হইলেই সঙ্গীত-বিদ্যায় স্বতঃই নৈপুণ্য জন্মে। অতএব যদি দেশের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে চাও, তবে পঞ্চতত্ত্বমহিমা শিক্ষা দিবার জন্যই বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কর।

র। আমি সরলভাবেই—অকপটে বলিতেছি, আমি ত ভাই তোমাকে পঞ্চতত্ত্বসাধক বলিয়া সমাদর করিতে আরম্ভ করি নাই, তুমি সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াই তোমাকে আদর করিতে আরম্ভ করি।

বী। হাঁ, তা বটে, পশুরা প্রথমে সঙ্গীত দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ পঞ্চতত্ত্বের মহিমা জানিয়া

পশুত্বমুক্ত হইয়া থাকে। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" পশুকে মানুষ করা অল্পদিনের চেষ্টায় হয় না; বহুচেষ্টায় একটা পশুকে বীর করা যায়; তোমার মত বিস্তর পশুকে আমি প্রথমে সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়াই শেষে পঞ্চতত্ত্বে দীক্ষিত করিয়াছি। এইরূপেই আমার শিষ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এখন শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যের সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছে। ফলতঃ পশুকে প্রথমেই সঙ্গীতবিদ্যায় মুগ্ধ করা কর্ত্তব্য বটে; অতএব তুমি "প্রাইমারি সঙ্গীতবিদ্যালয়"

র। ভাই বীরেন্, এইবার আবার তোমার নিকট এক অভিনব হিণ্ট্ পাইলাম। পশুরা প্রথমে সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শেষে যে পঞ্চতত্ত্বে দীক্ষিত হয়, ইহা যথার্থ বটে; যেমন ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াই হরিণশিশুরা শেষে পঞ্চত্ব পায়।

বী। তোমার ত গিমিলি-জ্ঞান খুব দেখিতেছি! আ মূর্খ! হায়! পিটি! পিটি!!

র। ভাই, ও সিমিলিটা স্লিপ্ অব্ দি টাং। অতএব তুমি কিছু দূষ্য ভাব মনে করিও না।

বী। তুমি অত্যন্ত ধূর্ত্ত কপট জম্বুক।

র। ভাই, যখন আমাকে কথায় কথায় পশু বলিতেছ, তখন জম্বুক বলিলে আমি গৌরবান্বিত জ্ঞান করিব। যাহা হউক, পঞ্চতত্ত্বের মহিমা আমি যখন তোমার নিকট বিশেষরূপেই বিদিত হইয়াছি, তখন তদ্বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, তবে সঙ্গীত বিদ্যার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই—

বী। আর তোমার সঙ্গীত বিদ্যার মাহাত্ম্য ব্যক্ত

করিতে হইবে না। তোমার সঙ্গীত-বিদ্যার বাপের মুখে গু।

র। হাঁ ভাই, এখন তোমার হিন্ট্ পাইয়া আমিও বুঝিয়াছি; সঙ্গীত-বিদ্যার বাপের মুখে তুমি শতবার বাহ্যে কর, তাহাতে আমার আর আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি আমার সিমিলি শুনিয়া রাগ করিলে কেন? মুখচন্দ্র বলিলে লোকে কি চন্দ্রের কলঙ্কও সৌন্দর্য্যের মধ্যে গ্রহণ করে? সঙ্গীত-বিদ্যার গৌরবের জন্যই আমি ব্যাধ-হরিণের সিমিলি বলাতে তুমি কেন চটিয়া গেলে? আমি কি পঞ্চতত্ত্ব-মাহাত্ম্যের কিছু অগৌরব করিয়াছি?

বী। না—না, এখন তোমার "মুখচন্দ্রের" সিমিলি শুনিয়া আমার সকল রাগ দূর হইল। আমি হঠাৎ তোমার কথাটী দূষ্য মনে করিয়াছিলাম।

র। এখন জিজ্ঞাসা করি, রাজা-রাজাড়া-রাজপুত্রেরা পঞ্চতত্ত্ব সাধনের জন্য তোমার উপাসনা করে কেন?

বী। পঞ্চতত্ত্বের প্রধান তত্ত্বের জন্যই রাজা-রাজাড়া-রাজপুত্রেরা আমার গোলামের গোলাম। আমার সঙ্গীতের জন্য তাহারা আমার নিকট বাধ্য নহে। প্রত্যুত, তাহারা মেয়ে-মানুষের জন্যই আমার গোলাম। অনেক রাজপুত্ররূপ ভ্রমর নিত্য নূতন কুসুমের মধুপানে বিব্রত হইয়াই আমার দাস হইয়া আছে। তুমিও ত একজন রাজপুত্তুর, কিন্তু তুমি কি এই সহরের মেয়ে মানুষের সন্ধান রাখ? কোথায় কোন্ নলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে—কোথায় কোন্ নবমল্লিকা সৌরভ বিতরণ করিয়া সহস্র সহস্র রাজপুত্রের প্রাণ আকর্ষণ

করিতেছে, তাহা কি তুমি জান? আমার কাছে এইরূপ বত্রিশ হাজার নলিনী-নবমল্লিকার চৌষট্টি ভলিউম্ ফটোগ্রাফের আল্‌বাম আছে। সেই সকল নলিনী-নবমল্লিকা আমার দাসী এবং আমার মন্ত্রশিষ্যা—আমার পঞ্চতত্ত্ব-সাধনের প্রধান সাধন। আমা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই; আমারই জন্য তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য। কত রাজ-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া আমি তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকি। আবার তাহাদের সেই সমস্ত ভাণ্ডারের প্রকৃত অধিস্বামী আমি। আমি যখনই মনে করি, তখনই লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। আমিই প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ। আমি নিয়তই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকি। আমি ইচ্ছা করিলেই কত দুষ্ট রাজা ও রাজপুত্রকে নিমেষমাত্রেই রসাতলে দিয়া থাকি; আবার কত কাঙালকেও করুণা-কটাক্ষে রাজা করিয়া দিই। আমার মাহাত্ম্যের বিষয় তুমি কিছুই অবগত নও, সেই জন্যই নিতান্ত মূর্খের মত জিজ্ঞাসা করিতেছ, "তোমার চলে কিরূপে?"

র। ভাই, একটু ভেঙ্গে চুরে বল, ঠারে-ঠোরে বলিলে আমি সব ভালরূপে বুঝিতে পারিব না। দুই একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। তোমার প্রভুত্বের বিষয়ে বাস্তবিকই আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

বী। তোমার বুদ্ধি যে স্থূল, তা আমি জানি; অতএব উদাহরণ দিয়াই তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি শুন;—

আমি ইন্দ্রচন্দ্রের নিকটে গিয়া আমার আল্‌বাম

দেখাইলাম। তাহাতে ইলাহিজানের ফটো দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্র উন্মত্ত হইলেন; বলিলেন "এই অপূর্ব্ব কুসুম কোথায় ফুটিয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছে? আমি ইহাকে পাইলে তোমার চরণে আমার সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে পারি।" আমি অমনি দাসখত, হ্যাণ্ড-নোট, প্রভৃতি লিখাইয়া লইলাম। দরিদ্র ইহুদিকন্যা ইলাহিজান আমার এক দাসীর দাসী; তাহার সহিত ইন্দ্রচন্দ্রের মিলন করিয়া দিলাম। ইন্দ্রচন্দ্র ইলাহি-জানের গোলাম হইল! এরূপ কত শত ইন্দ্রচন্দ্র আমার দাসীর দাসীর গোলাম। ডিয়ার রবিন্, সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে নহে, প্রত্যুত আদিতত্ত্বের মাহাত্ম্যেই আমি প্রভুদের প্রভু; এখন কিছু বুঝিলে কি?

র। কিন্তু সঙ্গীতের মাহাত্ম্য তুমি কি একেবারেই স্বীকার করিতে চাও না? তুমি কি প্রথমেই ইলাহিজানের ফটো লইয়া ইন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে?

বী। না, তা সঙ্গীতের মাহাত্ম্য অবশ্য অস্বীকার করিতেছি না; সঙ্গীতবিদ্যা যে অপরিচিত ব্যক্তির সহিতও ক্ষণকাল-মধ্যেই পরিচিত করিয়া দেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহা বড়লাট সাহেবের রেকমেণ্ডেশন-লেটার বা ইন্‌ট্রোডাক্‌টরি লেটার অপেক্ষাও যে অধিক ফলোপধায়ক, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সঙ্গীত মাষ্টার-দিগের দ্বারাই আমি প্রথমে রাজা-রাজড়া-রাজপুত্র-দিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম; সঙ্গীতমাষ্টারেরা

আমাকে সর্ব্বত্রই ওস্তাদ বা গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিল। তোমার কাছেও আমি তদ্রূপে পরিচিত। কিন্তু তুমি মনে করিও না, আমি তোমার সঙ্গীতমাষ্টারের মত ছোট লোক। সঙ্গীতের বলে আমি উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি না। আমি তোমার কাছে একদিন পোলাও খাইবার জন্য বা দুইপাঁচটী টাকা পাইবার জন্য সঙ্গীত শিখি নাই। মাসে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দিয়াই তোমরা এক এক জন বড় বড় সঙ্গীত-মাষ্টারকে মোসাহেব করিয়া বা গোলাম করিয়া রাখিয়াছ, আমি তদ্রূপ গোলাম বা মোসাহেব নহি! ফলতঃ আমিও তোমাদের সমস্ত সঙ্গীত-মাষ্টারকেও তোমাদের অপেক্ষাও অধিক মাসহারা দিয়া থাকি। আমি "মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার" আমি অল্পের প্রয়াসী নহি। ফলতঃ আর অধিক কি বলিব, আদিতত্ত্বের মাহাত্ম্যেই আমি রাজার উপরেও রাজত্ব করিতেছি।

র। বেশ বেশ বীরেন্, তোমার এক্স্‌প্লানেশন অতি পরিপাটী বটে, এখন বেশ বুঝিয়াছি, আদিতত্ত্বের মাহাত্ম্যেই তুমি প্রভুদের উপরেও প্রভুত্ব করিতেছ—ইন্দ্রগণের উপরেও ইন্দ্রত্ব করিতেছ; তোমার বীরেন্দ্র নাম সার্থক বটে।

বী। কেবল আদিতত্ত্ব নহে; দ্বিতীয়তত্ত্বও আমার প্রধান সহায়। সঙ্গীতমাষ্টারদের সাহায্যে আমি প্রথমে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ দ্বিতীয়তত্ত্বের সাহায্যে রাজপুত্রদিগকে বশীভূত করি; অনন্তর তাহারা যখন কামোন্মত্ত হয়, তখনই আল্‌বামের ফটো

প্রদর্শন করি। তখন একেবারেই তাহারা আমার দাস হইয়া—নিতান্ত শরণাপন্ন হইয়া পড়ে।

র। হাঁ ভাই, তাও বেশ বুঝিতেছি, সেই জন্যই তুমি আমাকে মদ্যপান করাইবার জন্য এত অনুরোধ—

বী। ওহে রবিন্! থামো থামো;—[স্বগত; এটা ত বড়ই সয়তান্! দেখিতেছি, চট্ করে আমার মতলবটা বুঝে নিয়েছে! তা তোমার চালাকি আমি শীঘ্রই ভাঙিব; তোমাকে শীঘ্রই আমার দাসানুদাস করিব। প্রকাশ্যে—] তুমি কি আপনাকে একটা বড় রাজপুত্তুর বলিয়া অভিমান কর না কি? তোমাকে মদ খাওয়াইয়া আমার কি লাভ হইবে? তোমার অপেক্ষাও শতগুণে ধনবান্, শত শত রাজপুত্তুর থাকিতে তোমার জন্য আমার আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? না হয়, আমি আজি তোমার নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি; তোমার নিকট আর কখনও আসিব না; কখনও তোমাকে মদ খাইতেও অনুরোধ করিব না।

র। না ভাই, আমি তোমাকে এমন কি তিরস্কার বা কঠিন কথা বলিয়াছি যে, তুমি আমার প্রতি তাদৃশ কঠোর দণ্ড প্রদানে উদ্যত হইয়াছ? আমি প্রতিনিয়ত তোমার সাক্ষাৎকারলাভের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকি, তুমি আমাকে সেই দর্শনলাভে বঞ্চিত করিয়া কেন নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবে? তুমি ত ভাই পরোপকারও করিয়া থাক, তবে কেন—

বী। না হে না; তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তুমি আমার এক

গালে চড় মারিলেও আমি অন্য গাল পাতিয়া দিব। আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও যিশু শিষ্যগণের সহ-বাসে থাকিয়া প্রেম শিক্ষা করিয়াছি। তুমি আমাকে কঠোর কথা বলিলেও—এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করি-লেও আমি তোমাকে প্রেম-বিতরণে ক্ষান্ত হইব না। আমি অবশ্য নিতাই-চৈতন্য অপেক্ষা ছোটলোক নহি; আমিও তোমার মত জগাই-মাধাই উদ্ধার করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

র। বেশ ভাই, আমি তোমার কথায় বড়ই প্রীত ও বাধিত হইলাম। এখন তোমার স্বর্গীয় মিশনের কথা—তোমার পবিত্র হিত-ব্রতের কথা শুনিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। তুমি যে বলিলে "আমি কটাক্ষে কত কাঙালকে রাজা করি, কত রাজাকে রসাতলে দিয়া থাকি, এক মুহূর্ত্তেই কত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি" ইত্যাদি কথাগুলি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

বী। কেন, ইন্দ্র-ইলাহি-সংবাদেই কি অনেক রহস্য বুঝিতে পার নাই? তবে শুন;—ইলাহিজান মাতাপিতৃহীন হইয়া অন্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে; পরে আমার এক দাসীর দাসীত্ব স্বীকার করিয়া যৌবন প্রাপ্ত হয়; তখন ইহুদিকন্যার রূপে অনেকেই মোহিত হইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল; সেই সুযোগেই আমার দাসী বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে আমি তাহাকে ইন্দ্রের শচীত্ব প্রদান করিয়া স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করিলাম; অতএব বুঝিয়া দেখ, আমি কটাক্ষে কাঙালকে রাজত্ব

দিলাম কি না ? আবার বুঝিয়া দেখ, সপ্তস্বর্গের উপরি-স্থিত লালাবাবুর বংশধরকে ম্লেচ্ছ-যবন-কন্যার দাস করিয়া তাহাকে রসাতলে দিলাম কি না ? এই যে আমার হস্তের লাঠিগাছি দেখিতেছ, ইহার মূল্য অবধারণ করিতে তুমি অসমর্থ হইবে ; "এক মাণিক সাত রাজার ধন" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আমার এই লাঠির ভিতর কত শত রাজার ধন নিহিত আছে। এই দেখ, ইহার হ্যাণ্ডেলের ভিতর তিনখানি হীরক রহিয়াছে ! এই তিনখানি হীরক নিজামের মন্ত্রী নিজামের জন্য সাত লক্ষ টাকায় খরিদ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাতেও বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হই নাই। তদপেক্ষাও এই তিনখানি হীরকের মূল্য অধিক জানিবে। এই লাঠির হ্যাণ্ডেলের মধ্যেই ধুতুরাবীজ, আফিম, মর্ফিয়া, হাইড্রোসায়ানিক এসিড প্রভৃতি বিবিধ বিষ ও ঔষধ আছে। সেগুলি "মারণ-উচাটন-বশীকরণের উৎকৃষ্ট সাধন।" এই লাঠির ভিতরেই একখানি তীক্ষ্ণ কিরিচ আছে। আমার পকেটে এই একটী পিস্তলও রহিয়াছে দেখ। এই সকল সাধন দ্বারাই দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি এবং বহুলোকের বহুবিধ উপকার করিয়া থাকি। আমার শিষ্যানুশিষ্যদিগের দ্বারাই সহরের শান্তিরক্ষা হইতেছে ; নতুবা পুলিশের দৌরাত্ম্যে—মিউনিসিপ্যালিটির উৎপাতে কেহই কি সহরে তিষ্ঠিতে পারিত ?

র। বড়বাজারের গুণ্ডার দল কি তোমারই শিষ্য না কি? কলিকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার কর্ত্তা কি তুমিই?

বী। হাঁ, প্রবলের অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ করা আমারই অনুশিষ্যগণের কাজ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্দেশ্য কেবল প্রবলের অত্যাচার দমন।

র। দাঙ্গাহাঙ্গামায় বিস্তর লোক যে জেলে যায়?

বী। আমার অনুশিষ্যগণ প্রায়ই জেলে যায় না; অপর বাজে লোকেই জেলে গিয়া থাকে। পুলিসের সহিত বন্দোবস্ত থাকাতে আমার অনুশিষ্যগণ সহজেই অব্যাহতি পায়। তবে পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কখন কখন দুই একটী জেলেও গিয়া থাকে। কিন্তু এরূপে জেলে যাওয়া গৌরবেরই বিষয়। দেখ, বাক্য-বিশারদ সুরেন্দ্রনাথ, এবং কাব্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন প্রভৃতিও জেলে গিয়া নামজাদা হইয়া পড়িয়াছেন। জেলে না গেলে দেশের হিতসাধন করা যায় না।

র। তা ঠিক্। যাহা হউক্, তোমার ঔষধাদির প্রয়োজন কি, বুঝিলাম না।

বী। অনেক রাজপুত্র স্ব স্ব গৃহস্থিত আত্মীয় যুবতী বিধবাদের গর্ভনষ্ট করিবার জন্য নিয়তই আমার শরণাপন্ন হয়, সুতরাং তজ্জন্য সর্ব্বদাই ঔষধের প্রয়োজন হয়। আবার অনেককে অচেতন ও অভিভূত না করিলেও কার্য্য-সাধন করা যায় না; অনেককে অনেক সময় যমালয়ে না পাঠাইলেও চলে না; সুতরাং

ঔষধ ও বিষ সর্ব্বদাই আবশ্যক। মনে কর, কাহাকেও আর্জেণ্ট বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—পুলিশ প্রভৃতিকে ঘুষ দিবার জন্য হঠাৎ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইল। এ সময় কোন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বেশ্যাকে মদের সহিত কোন ঔষধ পান করাইয়া অভিভূত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করা আবশ্যক।

র। এরূপে বেশ্যার প্রতি অত্যাচার করা কি অন্যায় কার্য্য নহে?

বাঁ। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সমস্ত বেশ্যার সমস্ত সম্পত্তিরই একমাত্র আমিই অধিকারী। যেমন বৃদ্ধ ঘোটককে খৃষ্টান প্রভুরা গুলি করিয়া বধ করেন, আমি বৃদ্ধবেশ্যাদিগকে তদ্রূপে বধ করি না। আমি তাহাদের প্রাণ নষ্ট করি না। অচেতন বা অভিভূত করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ করি। যাহারা বেশ্যাবৃত্তির অনুপযুক্ত, তাহাদিগকে বড়মানুষের বাড়ীর ঝি করিয়া দিয়া সকলের উপকার করি। এই ঝিগুলি অনেক গৃহস্থের বাটীর ঝি-বৌকে প্রিয়পাত্র যুটাইয়া দিয়া তাহাদের মনঃক্লেশ নিবারণ করে; নতুবা তাহাদের ক্লেশের অবধি থাকিত না; কেননা বাবুরা বাগানবাড়ীতে বা বেশ্যাবাড়ীতে রাত্রিযাপন করেন, বৌগুলির উপায় কি বল দেখি? এই "বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনীদিগের" সাহায্যে আমি অনেক যুবতীকে কারামুক্ত করি। অতএব ইহাতে অন্যায় হইল কি? বৃদ্ধ বেশ্যারা অগাধ সম্পত্তির

অধিকারিণী হইয়া কি সমাজে অকর্ম্মা হইয়া থাকিবে ? তাহাই কি ন্যায্য মনে কর ?

র। না; তোমার যুক্তি ন্যায়ানুগত বটে। বৃদ্ধ বেশ্যাদের পরিণাম এইরূপই হওয়া উচিত বটে।

যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ের উপযুক্ত, তাহাকে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করাই সমাজ-শৃঙ্খলার সার মূলমন্ত্র। যতদিন রূপ-যৌবন, তত দিনই বেশ্যাবৃত্তি; রূপ-যৌবনগতেই ঝি-বৃত্তি বা দাসীবৃত্তিই হিতকর; সমাজেরও ইহাতে প্রভূত মঙ্গল। এইরূপে তুমি আর কাহার কিরূপ উপকার করিতেছ বল।

বী। আমি অনেকের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকি; অনেক আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া থাকি। অনেকের অন্নসংস্থানের যোগাড় করিয়া দিয়া থাকি; অনেকের অনেক বাসনা সফল করিয়া থাকি; কত জনকে কত প্রকার সৎপরামর্শ দিয়া থাকি; সে সমস্ত হিতব্রতের আর কত পরিচয় দিব।

র। তবু দুই একটী উদাহরণ দিয়া কিছু কিছু বুঝাইয়া দাও।

বী। তবে শুন; কোন পল্লীগ্রামের এক দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমীদারের পোষ্যপুত্রের দুই পুত্র আছে; তাহাদের একজন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বড় ভাইয়ের নিকট বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে সুখভোগ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা প্রথমে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার না করিয়া "বড় ভালছেলে, অতি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, বিনীত, সদালাপী, শিষ্ট, শান্ত," প্রভৃতি বহুবিধ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি আমিই গোপনে তাঁহার সহিত তাঁহার পুরোহিত পত্নীর প্রণয় সংঘটন করাইয়া তাঁহাকে চাটুকারগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি; তিনি পুরোহিত-পত্নীকে লইয়া এখন সচ্ছন্দে সুখসম্ভোগ করিতেছেন, আর কোন চাটুকার তাঁহাকে "সচ্চরিত্র" বলিয়া প্রতারিত করিতে পারে না। ফলতঃ চাটুকার-গণের বৃথা আরোপিত প্রশংসা দ্বারা অনেক ভদ্র-সন্তানই স্বাভিলষিত সুখভোগে বঞ্চিত হইয়া অমূল্য জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিয়া থাকে। উভয় ভ্রাতাই এখন আমার শিষ্য; উভয়েরই জমীদারি বিক্রয় করাইয়া দিয়া উভয়কেই নিশ্চিন্তচিত্তে পঞ্চতত্ত্বে নিযুক্ত করিয়াছি।

একটী ভদ্রসন্তান পুত্রবধূর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক দিন গৃহেই আদিতত্ত্বের সাধনা করিয়া শেষে দুষ্টলোকদিগের নিগ্রহে বধূটীকে লইয়া সহরে আসেন। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তিনি সুন্দরী বধূর মনো-রঞ্জন করিতেন। কিন্তু বধূটী সহরে আসিয়া ক্রমে চালাক হইয়া পড়িল; আর তাহার একজনে তৃপ্তি হয় না; সে বহুলোকের জন্য লালায়িত হইল। ক্রমে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বেচারি ভদ্রসন্তান আমার শরণাপন্ন হইয়া পড়িলেন; বধূ তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া ভদ্র-লোকটী অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে

মদ্য পান করাইয়া অনতিবিলম্বেই আশ্বস্ত করিলাম এবং উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া বধূর নিকট পাঠাইলাম। এইরূপে আমি অনেকের আত্মহত্যার চেষ্টা নিবারণ করিয়া থাকি। এবং—

র। ভাই, কিরূপ পরামর্শ দিয়া তাঁহার আত্মহত্যা নিবারণ করিলে, শুনিতে ইচ্ছা করি, ভাল করিয়া বল।

বী। আমি তাঁহাকে তাঁহার পুত্রবধূর ফটো দেখাইলাম; তখন তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ভাই কেমন করিয়া তাহার ফটো পাইলে? তুমি কি তাহার নিকট গিয়াছিলে?"

আমি বলিলাম, আমার অগম্য স্থান নাই। নূতন আমদানি রমণীরত্নের ফটো তুলিয়া লওয়া আমার একটী প্রধান কাজ। যাহা হউক্, সে কথায় কাজ নাই। আপনি যেমন এই পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পুত্রকে ফাঁকি দিয়া স্বয়ং মধুপানে লোলুপ হইয়াছিলেন, তেমনই অনেক মধুকর ইহার মধুপানে যে লালায়িত হইবে, তাহাতে আপনি কেন শোক করিতেছেন? রমণী কি একজনের অনুরাগে প্রীতিলাভ করিতে পারে?

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি যে অনেক যত্নে তারে আমার প্রতি অনুরাগিণী করিয়াছিলাম! হায়! সে যে কথাটী কহিতে জানিত না! সেই ললিতা লবঙ্গলতা যে আমার প্রেমালিঙ্গনেই চিরবদ্ধ থাকিবে, আমার যে ইহাই একমাত্র আশা ছিল! ইহাই যে

আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-জপনার বিষয় ছিল! সে যে মুখরা হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রেমে বদ্ধ হইবে, ইহা ত আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই! হায়! তার শোকে যে আমার পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিল! তারই জন্য আমি যে গৃহত্যাগী, সমাজত্যাগী হইয়াছি! আমার যে সর্ব্বনাশ হইল! আমার সে কথা স্মরণ করিলে যে প্রাণ ফেটে যায়! আমি যে ক্ষণকালও প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না। ভাই, আমাকে শীঘ্র বিষ দাও, আমার এই উপকার টুকু করিয়া—

তখন আমি তাঁহাকে আত্মহত্যাসাধনে নিতান্ত সঙ্কল্পারূঢ় ও একান্ত অধীর দেখিয়া বলিলাম, আপনি আশ্বস্ত হউন্, এই মদ্যপান করুন্, আপনাকে আমি মনোমত "লবঙ্গ-লতা" জুটাইয়া দিব। আপনার বধূটী পরম সুন্দর বটে, কিন্তু ইহার অপেক্ষাও সুন্দরী রমণী আপনার সেবা করিবে। নূতন আমদানি বলিয়া অনেক রাজপুত্র ও জমীদারপুত্র আপনার বধূর নিকট আপাততঃ কিছুদিন গমন করিবে, সেই কিছুদিনের মধ্যেই আপনার বধূ অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার সংস্থান করিতে পারিবে। তদনন্তর আমি আপনাকেই আপনার ধন প্রদান করিব; আপনিই তখন বধূর একমাত্র হৃদয়েশ্বর হইতে পারিবেন। আর কেহই যাহাতে তাহার নিকট না যায়, আমি স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। অনন্তর যখন আপনারও তাহার প্রতি অরুচি হইবে, তখন আমি

তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া আপনাকে প্রদান করিব; আপনি একদিনেই বড়মানুষ হইতে পারিবেন। কিন্তু আপনার বধূকেও আমি একেবারে নিহত বা পথের ভিখারিণী না করিয়া আপনারই "ঝি" করিয়া দিব। এবং আপনার জন্য আবার নববধূর সংস্থান করিয়া দিব। তখন আপনার "ঝি-বৌ" এবং "বৌ-ঝি" উভয়ই লাভ হইবে। আপনি পঞ্চতত্ত্বসাধন করিয়া সুখসচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন। অতএব আপনি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বধূর বাটীতেই অভ্যাগত রাজপুত্র ও জমীদারপুত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন।

আমার এই আশ্বাসবাক্যে ও পরামর্শে তিনি আশ্বস্ত হইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

র। লোকে কামোন্মত্ত হইয়া কি পুত্রবধূকেও হরণ করে?!

বী। সে কি রবি! তুমি কি এতই অনভিজ্ঞ? সে দিন কি কাণ্ড হইয়া গেল, তা কি শুন নাই? "পরম-ধার্ম্মিক প্রবীণ শ্রীমান্ * * * পূজা করিতে বসিয়া পুত্রবধূকে আলিঙ্গন করিলেন! পুত্র তাহা দেখিয়া আত্মহত্যা করিল!" একথা কি শুন নাই? সে দিন যে একটা যুবা স্বীয় গুণবন্ত পিতাকে গুলি করিয়া মারিল, তাহার প্রকৃত কারণ কি শুন নাই? পুত্রকেই সকলে ধিক্কার দিতে লাগিল; পুত্রের ফাঁসি হইয়া গেল। পুত্রবধূর কথা দূরে থাক্, "স্বর্গীয় লেখক পরম ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রীমান্ * * * চন্দ্র" যে স্বীয় কন্যাকে আলিঙ্গন

করাতে যামাতা আত্মহত্যা করিল, তাহা কি তুমি জান না? অধুনা অনেক ব্রহ্মা যে কন্যাহরণ করেন, তা কি তুমি শুন নাই? তবে তোমার মো-সাহেব-মহাশয়েরা তোমার কাছে সতত কি সংবাদ শুনাইয়া থাকেন? তুমি তবে কিজন্য কুপোষ্য পোষণ কর? এই সকল বিষয়ে যদি জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া থাক,—যদি পঞ্চতত্ত্বের মহিমা কিঞ্চিৎ জানিতে না পারিয়া থাক, তবে তোমার কি বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে?

র। আচ্ছা, বীরেন্, যাহারা পুত্রবধ্ হরণ করে, বা কন্যা হরণ করে, তোমার মতে তাহারা কি ভাল কাজ করে? পুত্রবধূ হরণ করাতে পুত্র পিতাকে গুলি করিয়া মারিল, পুত্রও ফাঁসীকাষ্ঠে মরিল, অনেক পুত্র পিতার কার্য্যে মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরিত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল, শ্বশুরের আচরণে যামাতা আত্মহত্যা করিল, এ সকল কি তুমি পৃথিবীর উন্নতিজনক মনে কর?

বী। না; আমার মতে গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত থাকিয়া এরূপে আদিতত্ত্বের সাধন করা অনুচিত। ইহাতে পৃথিবীর ক্ষতি হইতেছে। সেই জন্যই ত আমি সত্য-যুগের অবতারণা করিতে চাই। "বেশ্যালয়" এই কথাটী শুনিলে এখন অনেক ভণ্ড কাণে আঙ্গুল দেয়, ইহা যেন "অশ্লীল" কথা বলিয়াই অনেকে ভাণ করে; আমি ইচ্ছা করি, এই ভাণ-ভণ্ডামি দূর হউক্। সকল গৃহই বেশ্যালয় হউক্। কলের জলের মত প্রতিগৃহে মদ্যের পাইপ প্রতিষ্ঠিত হউক্। বস্ত্রের ব্যবহার সকলে পরি-

ত্যাগ করুক্। ঢাকা-ঢোকা-ঘোমটা সব দূর হউক্। পর্দ্দা দূর হউক্।

র। আত্মহত্যা নিবারণের আর দুই একটী উদাহরণ বল, শুনিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বী। তবে শুন;—সুরেন্দ্রনাথ কোন পল্লীগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ জমাদার—একজন "বনগাঁয়ের শিয়াল রাজা।" এমন কি, বঙ্গের ছোটলাট সাহেবও কখন কখন তাঁহার সহিত শেক্হ্যাণ্ড করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ "অতি সচ্চরিত্র, সাধু, ধার্ম্মিক, শিষ্ট, শান্ত, সদালাপী, মধুরভাষী, হিতৈষী, বিশ্বাসী, ইত্যাদি" অশেষ বিশেষণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি গ্রামের সেবিংস্ব্যাঙ্ক ছিলেন। গ্রামস্থ কি ইতর কি ভদ্র, সকলেই তাঁহার নিকট কেহ বা বিনা সুদে কেহ বা অতি সামান্য সুদে যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত রাখিয়াছিল। তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলেও তিনি বহুদিন যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। কেহ যদি তাঁহাকে বলিত "সুরেন্দ্রবাবু, আপনার বয়স এখনও অল্প, আপনি অতি সুপুরুষ; আপনার পুনরায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য।" তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধচিত্তে গদ্গদস্বরে বলিতেন, "আমার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিতে আমি কি আর বিবাহ করিতে পারি? এরূপ অবস্থায় বিবাহ করা কি ভদ্রলোকের উচিত?" আমার সহিত সুরেন্দ্রনাথের আলাপপরিচয় ছিল। আমার গান শুনিয়াই তিনি আমাকে

ভালবাসিতেন। তিনিও ঠিক্ তোমারই মত "শিষ্ট শান্ত" বা একটী প্রকৃত "পশু" ছিলেন। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র গতি শুন; সেই সুরেন্দ্রনাথের সহিত এক-দিন দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন! ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিতেছেন "হা ভগবান্! আমার এমন সর্ব্বনাশ হবে তা ত আমি কখনও স্বপ্নেও মনে করি নাই!" এমন সময় হঠাৎ তিনি আমাকে দেখিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; তিনি আমাকে বলিলেন, "ভাই, বীরেন্দ্র, একবার আমাকে আজ সেই গানটী শুনাও,—'মনে কর শেষের সে দিন-ভয়ঙ্কর' এই গানটী আমি আজ তোমার মুখে শুনিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। গাও ভাই, গাও।" আমি কখনও ধীরগম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি সুরেন্দ্রনাথের এমন অস্বাভাবিক অধীরতা দেখি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার হয়েছে কি?" তিনি বলিলেন "আর ভাই, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, নীলাম্বর আমার সর্ব্বনাশ করেছে! হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া স্পেকুলেশন করিতে গিয়া আপনিও জাহান্নবে ডুবি-য়াছে, আমাকেও জাহান্নবে ডুবাইয়াছে! আমি তাহাকে খুব বড় একটা বুদ্ধিমান্ লোক মনে করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু হত-ভাগা লক্ষ্মীছাড়া স্পেকুলেশন করিতে গিয়া নিজের

সাতলক্ষ টাকা এবং আমার সর্ব্বস্ব, আরও কত জনের কত লক্ষ টাকা জলাঞ্জলি দিয়া ফতুর হইয়াছে! কিন্তু তাহার কোনও ভাবনা নাই, সে ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হইলেই মুক্তিলাভ করিবে, কিন্তু আমি যে কত শত অনাথা বিধবার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, আমার উপায় কি হবে!? আমি পরকালে কি বলিয়া ভগবানের কাছে জবাবদিহি করিব!? কত অনাথা বিধবা আসিয়া যে আমার সমক্ষে বক্ষে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমি এ দৃশ্য কেমন করিয়া দেখিব? আমি অদ্য রাত্রিতেই আত্মহত্যা করিয়া আপাততঃ এই ঘোরনরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; যদিও জানি, আত্মহত্যা করিলে পরকালে নরকভোগ করিতে হয়, কিন্তু ইহকালের নরকভোগ আমার অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। আমার আহার নাই—নিদ্রা নাই। আমি ঘোর অনুতাপ-যন্ত্রণায়—অসহ্য নরকানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি! আমি আর ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলের তিরস্কার সহ্য করিয়া—বিধবাদের অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। ফলতঃ আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছে। ভাই বীরেন্দ্র! তুমি আজ আমায় রাম-মোহনরায়ের সেই মধুর গানটী শুনাও।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, যদি আত্মহত্যা করাই আপনার একান্ত সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তবে যাহাতে

সহজে আত্মহত্যা করিতে পারেন, আমি তাহার উপায় আপনাকে বলিয়া দিব। আমার নিকট আফিম্-মর্ফিয়া-হাইড্রোসায়ানিক এসিড্ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষ আছে। অতএব আপনি অগ্রে একপাত্র মদ্যপান করুন্, ইহাতে আমি মর্ফিয়া মিশ্রিত করিয়া দিতেছি; ইহা পান করিলে আপনি সুনিদ্রা ভোগ করিতে পারিবেন, এবং সুখে পরলোকগত হইতেও পারিবেন। সুরেন্দ্রনাথ আমার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া মদ্যপান করিলেন। কিন্তু আমি মদ্যে মর্ফিয়া দেই নাই। আর একপাত্র মদ্যপান করাইলাম। তিন পাত্র উদরস্থ হইলে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদয় হইল। তখন তাঁহাকে এক সুন্দর বেশ্যার কাছে রাখিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে গিয়া দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুরেন্দ্র বাবু, আজ কি আপনি আত্মহত্যা করিবেন? আপনার জন্য কি মর্ফিয়া আনিব?" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না ভাই, আর দুই এক দিন দেখি, কাল আমার বড় সুনিদ্রা হইয়াছিল। আমি বেশ সুখে ছিলাম। সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়াছিলাম। তুমি আজ আবার আমার জন্য কিছু মদ্যের ব্যবস্থা করিয়া যাও। আমি এই স্থানেই কিছুদিন থাকিব; আর গ্রামে যাইব না, আর আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

এইরূপে আমি পল্লীগ্রামের "দেবতা সুরেন্দ্রনাথকে আমার মন্ত্রশিষ্য করিয়াছি। তাহার প্রাণরক্ষা করি-

য়াছি। বুঝিয়া দেখ, আমা দ্বারা দেশের কত শত উপকার হইতেছে।

র। হাঁ; তোমা দ্বারা যে যথেষ্ট উপকারই হইতেছে; তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার এই সুরেন্দ্রনাথকে আমিও বিলক্ষণ জানি। আমরাও মনে করিয়াছিলাম, লোকটা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাগল হইবে বা আত্মহত্যা করিবে। আমাদের অনেকের নিকটই তিনি কিছু টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে পারি নাই। যাহা হউক্, তুমি যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, ইহা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

বী। ভাই; সমস্ত শোক, দুঃখ, লজ্জা, ভয় এবং যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য বেশ্যা ও মদ্যের মত উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, পঞ্চতত্ত্বসাধনই সংসারে স্বর্গভোগের প্রকৃষ্ট উপায়।

র। হাঁ ভাই, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে সহজেই লোকের আত্মহত্যার ইচ্ছা জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই আত্মহত্যা নিবারণের পক্ষে মদ্য এবং বেশ্যাই যে প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। ফলতঃ আত্মহত্যা করা অপেক্ষা আমার বিবেচনায় মদ্যপান করিয়া সুন্দরী বেশ্যার সহবাসে সুখসচ্ছন্দে জীবন-যাপন করাই শ্রেয়ঃ। হায়! লোকে যে জীবিত মনুষ্যের প্রশংসা করিতে নিতান্তই নারাজ, তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতীত হইলেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই বিহিত, শাস্ত্রের এইরূপ বিধান আছে; কিন্তু দেখা যায়, লোকে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্তও সাধু, সজ্জন ও সচ্চরিত্র থাকিয়া তদূর্দ্ধ বয়সে নারকীয় ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে! সুরেন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হায়! বিষয়-বিষমোহ এতই ভীষণ! লোকটা পঞ্চান্ন বৎসর চরিত্র রক্ষা করিয়া শেষে—

বী। তোমার ত স্বর্গনরকবিষয়ে অতি উত্তম বোধ জন্মিয়াছে দেখিতেছি! এত বলিয়াও তোমাকে স্বর্গ-নরক বুঝাইতে পারিলাম না! তুমি কি এমনই নিরেট মূর্খ?! পঞ্চতত্ত্বসাধন কি তোমার মতে নারকীয় ব্রত? তুমি চরিত্র বলিতেছ কাহাকে?

র। দেখ ভাই, সামাজিক পশুরা যেরূপ বলিয়া থাকে, আমি তাহাই বলিলাম। ফলতঃ পশুদের কথা—পশুদের শাস্ত্রবিধান যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাহাই বলা আমার উদ্দেশ্য; তুমি কেন ভাই আমার কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ কর?

বী। বেশ ভাই বেশ, আমি তোমার কৈফিয়তে বড়ই প্রীত হইলাম। তুমি অবশ্যই জান, পাশ্চাত্য সভ্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "Survival of the fittest" অর্থাৎ যাহা মনুষ্যের পক্ষে চূড়ান্ত উপযোগী বা হিতকর, তাহাই রক্ষা পাইবে; আর সকলই নষ্ট হইবে। অতএব শিবোক্ত পঞ্চতত্ত্ব-সাধন বা বীরাচারবিধিই রক্ষা পাইবে; আর সমস্ত পাশব ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অবশ্যই লোপ পাইবে। ইহা অমোঘ সত্য বলিয়া জানিবে। অতএব অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্তও পশু থাকিয়া অন্তিমে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত। অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্তও নারকীয় পাশবধর্ম্মে রত থাকিয়া শেষে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবদাতা শিবের শরণাপন্ন হইয়া পঞ্চতত্ত্বের সাধন করতঃ স্বর্গলাভ করা কর্ত্তব্য।

র। হাঁ ভাই, যথার্থই বলিয়াছ; শেষ রক্ষাই রক্ষা। অন্ততঃ অন্তিমের দিনটীও যদি নিরুদ্বেগে যাপন করা যায়, যদি শান্তির সহিত শমনের অঙ্ক-শয়নে শায়িত হইয়া সুষুপ্তি ভোগ করা যায়, তাহা হইলেই সমস্ত জীবন সার্থক হইল বলিতে পারি।

বী। আহা! শেষের সেই দিন—খাবি খাইবার সময়—যাহার ব্যাবৃত মুখে বারাঙ্গনার গঙ্গাধর-শিরধৃত সুরধুনী-নীর অর্থাৎ পবিত্র সুরা প্রদান করে, সেই যথার্থ সুকৃতিবান্। জগতের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের ভাগ্যে এইরূপ সুকৃতির ফল ফলিয়াছিল। পঞ্চতত্ত্ব সাধকেরাই এইরূপ সুকৃতি-ফল উপভোগ করিতে পারে। মূর্খ পশুরা সুরধুনী শব্দের প্রকৃত অর্থ জানে না; শিব স্বীয় জটায় কাহাকে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, মূর্খেরা তাহার মর্ম্ম কিছুই জানে না; সেই জন্যই চাটুগেঁয়ে বাঙাল মাজীদের জলশৌচের জল মুমূর্ষুর মুখে অর্পণ করে!! যাহা হউক্, আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, চলিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

র। ভাই বীরেন্, তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ ?

বী। দেশভ্রমণ কি ? আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি।

র। আমিও ত তাই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি ; ফলতঃ তোমার মত উদারচেতা ব্যক্তি যে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমিও অনুমান করিয়াছিলাম। যাহা হউক্, তুমি ভারতভূমির হিতসাধনজন্য কোথায় কিরূপ চেষ্টা করিয়াছ, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বী। আমি যখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলাম, তখনই ব্রহ্মান্বেষণের জন্য আমার প্রিয়শিষ্যা মিস্ কাট্‌কাটীর সহিত আমি বিলাত-ব্রহ্মে গমন করিয়াছিলাম। তথায়—

র। ভাই, কিছু মনে করিও না, ইতিমধ্যে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ; "বিলাতব্রহ্ম" কি, বুঝাইয়া বল।

বী। বিলাতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "দি গ্রেট ব্রিটেন" বলেন। "দি গ্রেট" শব্দের অর্থ "ব্রহ্ম" ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পণ্ডিতগণেরই অভিপ্রেত ; যেহেতু "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" ইহাই বেদের ব্রহ্ম-লক্ষণ।

র। হাঁ, আর বলিতে হইবে না ; এই জন্যই রামমোহন রায় বিলাতে গিয়াছিলেন ; এই জন্যই ব্রাহ্মমাত্রেই "বিলাত ব্রহ্মে" গমন করিতে লালায়িত। যাহা হউক্, তুমি বিলাত-ব্রহ্মে গিয়া কি করিলে বল। আর মিস্ কাট্‌কাটীকে তুমি শিষ্যা করিয়াছিলে কেন ?

বী। ভারতের উদ্ধারসাধনের জন্যই আমি বিলাত-ব্রহ্মে গমন করিয়াছিলাম। ভারতের ভাবিনীগণকে

অবরোধমুক্ত করিবার জন্যই আমি মিস্ কাট্‌কাটীকে মন্ত্রদান করিয়াছিলাম। বিলাতে আমিই ব্রাড্‌লা সাহেবকে "সোঽহং" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে পার্লামেণ্টের মেম্বর করিয়া আসিয়াছিলাম। সেই জন্যই ব্রাড্‌লা ভারতের "পরম বন্ধু" হইয়াছিলেন। ব্রাড্‌লার এক সহচরীকে আমিই বেদান্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া "বেদান্তানী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম; যাহা এক্ষণে লোকে বিকৃত করিয়া "আনী বেদান্ত" বলিয়া থাকে। কোকিল যেমন জগতে বসন্তকাল আনয়ন করে, তেমনই আমার বেদান্তানী গ্রীষ্মদগ্ধ প্রাচ্য জগতে এবং শীতজড় পাশ্চাত্য জগতে চিরবসন্ত আনিবার জন্য অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে; সেই জন্য লোকে তাহাকে "আনি বসন্ত" বলিয়াও থাকে। আমি আমেরিকায় গিয়া নামকাটা কর্ণেল কট্‌কট্‌কে ভারতে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। আমি রুসিয়ায় গিয়া ম্যাডাম বড় ভেট্‌কী বা ভ্যাট্‌-ভেটীকে ভারতের উদ্ধার-সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। আমি—

র। রও রও ভাই, তুমি আমেরিকায় গিয়া কিরূপে কর্ণেল কট্‌কট্‌কে ভারত-উদ্ধারের জন্য সত্যধর্ম্ম-প্রচারে অভিষিক্ত করিলে, তাহা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি।

বী। তবে শুন, আমার আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের ইতিহাস বলিতেছি, শুন;—

আমি গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া প্রথমে ভার-তের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আমেরিকা গমনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করি। আমেরিকায় উপস্থিত হইলেই আমার সমস্ত পয়সা ফুরাইয়া গেল। আমি কৌপীন পরিধান করিয়া আমেরিকার কদমতলায় মুখ হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিয়া যাইতেছে, সুতরাং আমার আর কথা কহিবার শক্তি নাই। মুখকমল শুকাইয়া গিয়াছে; শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছি। কিন্তু আমেরিকা বড় আতিথেয়। ইউরোপ যেমন চামারের দেশ, আমেরিকা তদ্রূপ নহে। সুতরাং অতি শীঘ্রই আমি অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হই-লাম। কিন্তু আমি অন্নবস্ত্রের কাঙাল নহি। আমি পঞ্চতত্ত্ব-সাধনের জন্যই আমেরিকায় গিয়াছিলাম। সুতরাং উদর পরিতৃপ্ত হইলেই মেয়েমানুষের সন্ধানে এদিক ওদিক্ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু ভাই, আশ্চ-র্য্যের বিষয় বলিব কি, স্ত্রীবেশধারী শত সহস্র লোক আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাদের অনেকেই আমার সহিত কথা কহিতে লাগিল, অনেকেই কথা কহিবার জন্য লালায়িত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেও লাগিল; কিন্তু তন্মধ্যে আমি মেয়ে-মানুষ দেখিতে পাইলাম না! পরে আমি ইহার রহস্য অবগত হইতে পারিলাম। চীনদেশে স্ত্রীলোকের পায়ের উপর যেমন দৌরাত্ম্যি, ইউরোপে যেমন স্ত্রীলোকের কোমরের

উপর দৌরাত্ম্য, আমেরিকায় তেমনই স্ত্রীলোকের মাই-য়ের উপর অর্থাৎ স্তনের উপর সেইরূপ দৌরাত্ম্য। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা কিশোর বয়সেই এরূপে আঁটিয়া-সাঁটিয়া পোষাক পরে যে, তাহাদের স্তনোদ্গম হইতে পারে না। সেই জন্যই আমেরিকার স্ত্রীলোকগুলাকেও আমার পুরুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল; সেই জন্যই আমি তাহাদের মুখাবলোকন করিতেও ইচ্ছা করি নাই।

র। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা স্তনের উপর এরূপ দৌরাত্ম্য করে কেন?

বা। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকে।

র। সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ স্ত্রীপুরুষপ্রভেদ নষ্ট হওয়াই উচিত। আমেরিকায় তাহারই সম্যক্ চেষ্টা হইতেছে, ইহা শুনিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম।

বা। ছি ছি, ভাই তোমার রুচি অতি কদর্য্য। জগতে রমণী-স্তনের অপেক্ষা রমণীয় দৃশ্য আর কি আছে? এমন স্বর্গীয় সুখদ স্পৃশ্য আর কি আছে? যে দৃশ্যে জগৎ মোহিত, যে স্পৃশ্যে জগৎ অভিভূত, তাহা কি তিরোহিত হওয়া ভাল মনে করিতেছ?

র। হাঁ তাও বটে; কিন্তু উচ্চতম সভ্যসমাজের সমস্ত চেষ্টাই আমরা উৎকৃষ্ট মনে করি।

বা। উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু এ চেষ্টা উৎকৃষ্ট নহে। পণ্ডিতেরা পাহাড়-পর্ব্বত গুলিকেও রমণী-স্তনের সহিত উপমা দিয়াছেন; ফলতঃ তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে,

জগতের পাহাড়-পর্বতগুলিও রমণী-স্তনে পরিণত হয়। স্তনমাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব—

র। যাহা হউক্, তার পর কি করিলে বল।

বী। তার পর ভাগ্যক্রমে মিস্ মেরি লুইসার প্রফুল্ল মুখকমল এবং উন্নত কুচযুগল সহসা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন আমি আনন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—

"তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

লুইসা আমার কথা শুনিয়া বলিল, "হে পরম জ্ঞানিন্! আপনি কি বলিতেছেন?" তখন আমি পঞ্চ-মুখে বলিতে লাগিলাম, "অয়ি শ্বেতাঙ্গিনি! তুমিই তিনি—তুমিই সেই ব্রহ্ম। তোমারই অন্বেষণে আমি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিতেছি।" লুইসা আমার কথা শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, "হে মহাত্মন্! আপনি কি বিবাহ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কেন এই গাছতলায় কষ্টভোগ করিতেছেন, আসুন, আমার সহিত আসুন।"

আমি বলিলাম, "অয়ি ললনে শ্বেতাঙ্গিনি! আমি বিবাহ করি নাই; আজন্ম ব্রহ্মচারী, আমি ব্রহ্মের অন্বেষণে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছি। আমি ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই যত্রতত্র চালিত হই; আমার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা নাই; কেননা আমি বাসনাত্যাগী সন্ন্যাসী।" লুইসা জিজ্ঞাসা

করিল, "হে পরম দার্শনিক! ব্রহ্ম কি?" তখন আমি বেদান্ত খুলিয়া দেখাইলাম, এই দেখ, এই বেদান্তগ্রন্থে লিখিত আছে—

"তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

অর্থাৎ হে শ্বেতাঙ্গিনি! তুমিই তিনি—তুমিই সেই ব্রহ্ম। লুইসা বলিল, আমি পূর্ব্বেও "বেদান্তিন্" পণ্ডিতগণের মুখে আপনারই ঐ কথা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন উহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। হে জ্ঞানিন্! "শ্বেতকেতো!" শব্দের অর্থ কি?

আমি বলিলাম কেতু শব্দের অর্থ শরীর; যাহার শরীর শ্বেতবর্ণ, তাহাকেই শ্বেতকেতু বলে; সেই শ্বেতকেতু শব্দেরই সম্বোধনে "শ্বেতকেতো!" মিস্মেরি বলিল; "হাঁ, এখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে বেদান্তের যথার্থ মর্ম্মার্থ বুঝিলাম। "হে গুরো! এখন আমাকে আপনি শিষ্যারূপে গ্রহণ করুন্।" আমি বলিলাম, —

"হে ব্রহ্মন্! আমি তোমারই দাসানুদাস; আমার স্বতন্ত্রতা নাই; আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী; আমার বাসনাও আমি ত্যাগ করিয়াছি; তুমি আমাকে লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; আমার তাহাতে সম্মতিও নাই, অসম্মতিও নাই।" এই বলিয়া আমি মিস্মেরির ভবনে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

র। তার পর কর্ণেল কট্‌কট্‌কে তুমি কিরূপে ভারত-উদ্ধার-ব্রতে দীক্ষিত করিলে বল।

বী। তবে সংক্ষেপে বলি শুন;—একদিন, নিশীথ রাত্রিতে আমি মুখে আপাদলম্বিত কৃত্রিম শ্বেতশ্মশ্রু, মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ এবং গাত্রে শ্বেত গাউন ধারণ করিয়া নামকাটা কর্ণেল কট্‌কটের কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বার উদ্‌ঘাটিত; কর্ণেল হস্তে কলম লইয়া গোলাপী নেশায় ঢুলুঢুলু হইয়া তন্দ্রা যাইতেছেন। আমি সেই সময় গৃহপ্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং বলিলাম "কর্ণেল!" আমার কথা শুনিয়াই কর্ণেলের তন্দ্রা দূর হইল; কর্ণেল চক্ষু উন্মালিত করিয়া বলিলেন,"আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "কর্ণেল! আমি একজন মহাত্মা; আমি তিব্বতদেশস্থ উত্তুঙ্গ কৈলাসশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও ব্যক্তিকে দেখিলাম না, যে আমার জন্মভূমি ভারতভূমির উদ্ধারসাধন করিতে পারে। একমাত্র তুমিই ভারতের উদ্ধারসাধনের উপযুক্ত পাত্র। সেই জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, তুমি ভারতে গিয়া সত ধর্ম্ম প্রচার কর।"

কর্ণেল কট্‌কট্‌ আমার কথা শুনিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পুরঃসর বলিলেন "হে মহাত্মন্! আমি আপ-

নার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সত্বরই ভারতবর্ষে গমন করিব। কৃপা করিয়া সেখানে যেন দাসকে দর্শন প্রদান করেন।” আমি “তথাস্তু” বলিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইলাম।

আমি রুসিয়ায় গিয়া ম্যাডাম্ বড় ভেট্কীর সহিতও এইরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

র। ভাই, ধন্য তোমার দেশহিতৈষিতা! আমেরিকাতে তোমার পঞ্চতত্ত্বসাধনের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। যে খেলিতে জানে, সে কাণাকড়ি লইয়াও খেলিতে পারে।

বী। আমেরিকাতে আমি যেমন প্রীতি পাইয়াছিলাম, তেমন প্রীতি আর কোথাও পাই নাই। মিস্ মেরি আমাকে প্রত্যহ উপাদেয় ব্যাঙ্-চচ্চড়ি ও অক্সটং-পোড়া এবং উৎকৃষ্ট ব্র্যাণ্ডি প্রদান করিত। আর আমার মেরি—মেরি—

র। ভাই বীরেন্, তোমার হিতব্রতের কথা যতই শুনিতেছি, ততই আমার শুশ্রূষা বাড়িতেছে, অতএব তুমি এদেশে যথার্থ সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছ, বল।

বী। যেমন পাশ্চাত্য জগতে সভ্যসমাজের ত্রুটি-সংশোধন করিয়া অতিসভ্যসমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য উদার-নৈতিক, অত্যুদার-নৈতিক, নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, মেথডিষ্ট প্রভৃতি সমাজ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে, তেমনই প্রাচ্য জগতে আমার “বীরসমাজ” সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রতিনিয়ত যত্নবান্ রহিয়াছে। অত্যুদার নৈতিক অতিসভ্যসমাজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা

এই যে, জগতে বৈষম্য দূর হউক্; রাজা-প্রজা সম্বন্ধ দূর হউক্. ধনি-নির্দ্ধন প্রভেদ দূর হউক্; পৃথিবীর সম্পত্তি বিভাজিত হইয়া সকলে সমভাগ প্রাপ্ত হউক্। "কাহারও দুধে চিনি—কাহারও শাকে বালি" এই হৃদয়বিদারক বিভিন্নতা কেহই ইচ্ছা করে না। ফলতঃ জগতে যথার্থ "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" প্রতিষ্ঠিত হউক্, ইহাই অত্যুদার-নৈতিক দলের প্রাণগত প্রার্থনা। আমারও তাহাই প্রার্থনা—সেই প্রার্থনা সিদ্ধ করিবার জন্যই আমার সতত চেষ্টা।

র। আহা! বীরেন্দ্র, ধন্য তোমার জীবন! যাঁহার এমন উদ্দেশ্য, তিনি বাস্তবিক দেবতারও দেবতা, তিনি যথার্থ মহাদেব।

বী। তার পর শুন, ভাই, আমার চেষ্টার কথা কিছু বলিতেছি শুন;—

এ সংসারে কৃপণ এবং বদান্য, এই দুই প্রকার লোক আছে; যাহারা কৃপণ, তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য; তাহারা জগতে স্বর্গীয়সুখে বঞ্চিত থাকে। কেবল অর্থ-সঞ্চয় করিয়াই মরে। কিন্তু রবি, তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে, "Miser father has always a spend-thrift son" অর্থাৎ কৃপণ পিতার পুত্র প্রায়ই বদান্য হইয়া থাকে। যে হতভাগা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, সে প্রাণ থাকিতে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর অর্থ ব্যয় করিতে চায় না, বা ব্যয় করিতে পারে না; কিন্তু পুত্র অনায়াস-লব্ধ অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে পারে, এবং

করিয়াও থাকে। সেই জন্যই জগতের সাম্য সহজেই সুরক্ষিত হইতেছে; নতুবা জগতের বড়ই দুর্গতি হইত।

র। ভাই বীরেন্, তোমার যুক্তিসঙ্গত বাক্যগুলি শ্রবণ করিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

বী। তার পর বলিতেছি, শুন; উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, শুন; এই সংসারসমুদ্রে পর্য্যায়ক্রমে কেমন জোয়ার-ভাঁটা খেলিতেছে, দেখ;—

কোন পল্লীগ্রামের এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তান্ত্রিক গুরুর নিকট অভিষিক্ত হইয়া পরিমিতরূপে পঞ্চতত্ত্বসাধন করিতেন; কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা তদ্রূপে অভিষিক্ত না হইয়া অতিরিক্ত বেশ্যাসক্ত ও পানাসক্ত হইয়া কেহ অকালে মরিল, কেহ পাগল হইল, কেহ বা বৈষ্ণব হইয়া গৃহত্যাগী হইল। তিনি শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন; পঞ্চতত্ত্ব একবারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; এমনকি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান পাছে তামাক খাইতে শিখে, সেই জন্য তিনি তামাক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে প্রায় উপবাসে থাকিয়াই শেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষপক্ষের প্রথম পুত্র: প্রাণপণে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিল; কিন্তু অর্থের কিরূপে সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, হতভাগা তাহা জানিল না। কেবল খাটিয়াই মরে; নিয়ত প্রাণপণে কেবল অর্থোপার্জ্জনের পন্থাতেই থাকে। সুতরাং তাহার দ্বারা

জগতের কি উপকার হইবে ? কিন্তু তাহার ছোট ভাই নিশিকান্ত একজন মানুষের মত মানুষ হইল ! বড় ভাই নিশিকান্তকে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত করিবার জন্য তাহার নামে এক লাইব্রারি করিয়া দিল ; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নিশিকান্ত বুঝিল, "আমার উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন নাই, ব্যয় করাই প্রয়োজন। আমাদের প্রচুর অর্থ আছে, আর কেন ? এখন "ফূর্ত্তি" করিয়া বেড়ানই কর্ত্তব্য। সংসারে টাকা কিসের জন্য ? সুখভোগ করিবারই জন্য ; দাদা একখান ভাল কাপড়ও পরিতে শিখিলেন না, এক জোড়া ভাল জুতাও পায়ে দিতে শিখিলেন না। যাহা হউক্ আমি অবশ্য তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহার করিব।" এইরূপ মনে করিয়া নিশিকান্ত এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল ; ক্রমে আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমার এক প্রিয় শিষ্যকে বলিলাম "তুমি নিশিকে তোমার ভায়রাভাই করিয়া লও, তাহা হইলেই তোমার আর উপার্জ্জনের ভাবনা থাকিবে না ; বাচ্চা-কাচ্চার জন্যও ভাবিতে হইবে না। আমার উপদেশক্রমে নিমাই আমার তাহার উপপত্নীর ভগ্নীকে নিশিকান্তের প্রণয়িনী করিয়া দিল। নিশিকান্ত তখন একজন প্রকৃত কাপ্তেন হইল। তিনটা ঘোড়া এবং দুইখান গাড়ী ক্রয় করিল। নিশিকান্তকে সকলেই "হঠাৎ নবাব" দেখিয়া অবাক্ হইল ! তখন তাহাকে পঞ্চতত্ত্বসাধকস্বরূপে দীক্ষিত করিয়া লইলাম। নিশিকান্ত

প্রত্যহ টম্‌টম্ চড়িয়া গড়ের মাঠের খোলা বাতাস খাইতে লাগিল ; তাহাতে তাহার প্রাণ একেবারে খুলিয়া গেল। সে সমস্ত সঙ্কোচ, লজ্জা ও সরম ত্যাগ করিল। সে প্রথমে দাদার ভয়ে নিশীথসময়ে বেশ্যালয় হইতে বাড়ীতে গিয়া শয়ন করিত। কিন্তু ক্রমে নিশিকান্ত সমস্ত নিশি বেশ্যালয়ে যাপন করিতে লাগিল ; কেননা সন্ধ্যার সময় হইতে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়া সে স্বর্গসুখে এরূপ বিভোর হইয়া থাকিত যে, পরদিন বেলা দশটার পূর্ব্বে তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইত না। দশটার সময় সে বাড়ী গিয়া অতিকষ্টে একমুষ্টি অন্ন উদরস্থ করিয়া জাতি রক্ষা করে ; নতুবা তাহার জাতিভায়ারা বলিবে, "হতভাগা রাঁড়ের ভাত খায়, উহার জাতি গিয়াছে" কিন্তু বাস্তবিক নিশিকান্ত অপেক্ষা তাহার উপপত্নী উচ্চজাতি—শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—অবশ্য ভদ্রলোকের মেয়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক্, নিশিকান্তের সমস্ত কুসংস্কার বা ভাণ এখনও দূর হয় নাই। নিশিকান্ত "ভদ্রলোকের আহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোটেলে," বাছুর ও মুরগির মাংসের নানাবিধ উপাদেয় চাট খাইয়া বেশ "ফূর্ত্তি" করিতেছে! তাহার কোনও পুরুষেও যে সুখের আস্বাদ পায় নাই, সে আমার কৃপায় সেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছে। নিশিকান্তকে আমি এখন এতদূর স্বাধীন করিয়া দিয়াছি যে, সে একদিন বাড়ী গিয়া তাহার

দিদিকে স্বচ্ছন্দে বলিয়া আসিয়াছে, "আমি কোন শালা-শালীর কথা গ্রাহ্য করিব না। আমার যা খুসি হইবে, আমি তাই করিব? কে আমায় কি বলিবে, বলুক্ দেখি, আমি তার গর্দ্দান লইব!" আমি নিশি-কান্তের এইরূপ বীরত্বের কথা শুনিয়া অবধি তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া লইয়াছি। ফলতঃ আমি ছোট-লোককে বড় করিতে জানি; আমি কতজনকে নিশি-কান্তের ন্যায় স্বাধীন করিয়া দিয়াছি। তাহারা ইহ-জীবনেই স্বাধীন মুক্ত পুরুষ হইয়াছে। "যা ইচ্ছা তাই" করিতে না পারিলে তবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার নিমাইও স্বাধীন। তাহার মা ক্রন্দন করিয়া বেড়ায়; কিন্তু সে বিবাহ করে নাই; উপপত্নীর গর্ভেই অনেকগুলি সন্তানের জন্ম দিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়া-ছিল, অথচ তাহার একপয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই। কেননা সে লেখাপড়া জানে না; কেবল বেশ্যালয়ে থাকিয়া আমার কৃপায় গান শিখিয়াছে। দেখ, আমি তাহাকে, তাহার উপপত্নীকে, তাহার ছেলেমেয়ে-গুলিকে, তাহার উপপত্নীর ভগ্নীকে, দুইজন সহিস-কোচম্যানকে, তিনটা ঘোড়াকে, দুইজন চাকর-চাক-রাণীকে এবং একটা কুকুরকে কৃপণের ধনে কেমন প্রতিপালন করাইতেছি, দেখ!! দেখ, যার বাপ ফকীর ছিল, তাকে আমি আমীর করিয়া দিলাম। শূদ্রকে ব্রাহ্মণপত্নী সমর্পণ করিলাম!! এইরূপে আমি

প্রাচ্য জগতে প্রকৃত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতেছি।

র। তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ জগতে যদি "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" স্থাপনের কোন প্রশস্ত উপায় থাকে, তবে বীরাচারবিধি বা পঞ্চতত্বসাধনই সেই প্রশস্ত উপায়। যাহা হউক্, ভাই, একই বাপের দুই ছেলে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাক্রান্ত হইল কেন, বলিতে পার কি? একজন কৃপণ, আর একজন বদান্য হইল, ইহার কারণ কি?

বী। কৃপণতার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বয়ং অতি কষ্টে টাকা উপার্জ্জন করিয়া ভিখারীর ছেলে যে কৃপণ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। নিশিকান্তও যে সম্পূর্ণ বদান্য, তাহাও নহে। তাহারও পৈতৃক ধর্ম্ম কিছুপরিমাণে আছে। তাহারও আশ্চর্য্য কৃপণতার কথা বলিতেছি, শুন ;—সে সাত শত টাকায় একখান টম্‌টম্ কিনিবার সময় অকাতরে টাকা গুনিয়া দিল। কিন্তু রাঁড়ের মাসিক খোরাকীর টাকা দিবার সময় যেন বড়ই কাতরতা প্রকাশ করে! বেশ্যাকে দুই চারি খানি সোনার গহনা গড়াইয়া দিতে যেন তাহার প্রাণে ব্যথা লাগে! অধিক কি বলিব, ঘোড়ার খোরাক দিতেও কৃপণতা করে। সহিস যদি আধ পয়সার ছোলা চুরি করে, তবে ক্রোধে তাহাকে অবিরত কটু কথা বলিয়া গালাগালি দিয়া থাকে। ফলতঃ নিশিকান্তও সম্পূর্ণ বদান্য নহে; সেও অধিকাংশ সময় বড়ই চসম্-খোরের মত কৃপণতা করে; এক পয়সার জন্য প্রাণে

কাতর হয়, অথচ কত শত টাকা উড়াইতেও কাতর নহে! এ এক রকম অদ্ভুত স্বভাব! মদ খাওয়াইয়াই তাহার কাছে কিছু কিছু আদায় করিতে হয়। সে দিন আমার নিমু আসিয়া আমাকে তিনখান হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া বলিল, "খোঁওয়ারির সময় নিশিকান্তের পকেট-লুট করিয়া মনি-ব্যাগে এগারটী নগদ টাকা আর এই তিনখানা হ্যাণ্ডনোট পাওয়া গিয়াছে; এ তিন খানির মূল্য প্রায় চারি শত টাকা, কিন্তু ইহা লইয়া আমরা কি করিব বলুন?" আমি বলিলাম, আপাততঃ রাখিয়া দাও।

র। পকেট লুট কি প্রকার?

বী। যাহারা হঠাৎ নবাব হইয়া পঞ্চতন্ত্রের সাধক হয়, অথচ পৈতৃক কৃপণতা হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারে না, সেই চসম্‌খোর চামারদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিয়া তাহাদের পকেট হইতে টাকা পয়সা গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকেই বীরসমাজে পকেট লুট বলে। এতদ্দ্বারা নীচের নীচত্ব দূর করা হয়।

র। যাহা হউক্, তোমার বীর-সমাজ কর্ত্তৃক ভারতের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

বী। তবে আরও কিছু বলি শুন; উল্লিখিত হ্যাণ্ডনোট তিনখানি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান নিশিকান্তের বা তাহার দাদার টাকা কর্জ্জ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিল। সুদে-আসলে প্রায় চারি শত টাকা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চাকাচ্চা লইয়া বড়ই বিব্রত ও দুঃস্থ হইয়া

পড়িয়াছে। তাহার টাকা দিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই; সুতরাং তিন বৎসর অন্তর সে হ্যাণ্ডনোট রিনিউ করিয়া দিয়া থাকে। এরূপ ব্যবহার উত্তমর্ণ কতকাল সহ্য করিতে পারে? সুতরাং নিশিকান্ত শেষে অবশ্যই ব্রাহ্মণের নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিত। কিন্তু নালিশ করিলে ব্রাহ্মণের বিপদের সীমা থাকিত না। পকেট-লুট করিয়া আমরা ব্রাহ্মণকে সেই বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছি।

র। বেশ বেশ, ইহা বড়ই মঙ্গলের কাজ হইয়াছে। আহা! বেচারি ব্রাহ্মণের যে বিপদ্ হইতে দাও নাই, ইহা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

ভাই বীরেন্, তন্ত্রমন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষেরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা লোকের বিস্তর উপকার করিয়া থাকেন; তুমিও ত একজন তন্ত্রসিদ্ধ মুক্তপুরুষ বা মহাপুরুষ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমার তদ্রূপ মন্ত্রতন্ত্রাদি কি জানা আছে?

বা। হাঁ, আমি একজন অদ্বিতীয় স্পিরিচুয়ালিষ্ট, একজন অদ্বিতীয় ম্যাজিশিয়ান্, একজন অদ্বিতীয় থিওজফিষ্ট, একজন অদ্বিতীয় মেস্‌মেরিশিয়ান্, একজন অদ্বিতীয় মন্ত্রতন্ত্রসিদ্ধ যোগী; সুতরাং আমি না পারি বা না জানি এমন ব্যাপার বা বিষয় কিছুই নাই। আমি মেস্‌মেরিক্ ওয়াটার (অর্থাৎ জল-পড়া) দিয়া সর্ব্বরোগ সারাইতে পারি। আমি মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ বিদ্যা জানি। কিন্তু ভাই, আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া মন্ত্রের সাধনা না করিলে কোনও মন্ত্রতন্ত্রই খাটিবে না।

র। ভাই, এখনই ত বিদায় লইবে, অতএব ইত্যবসরে আমাকে অত্যাবশ্যক কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা দাও; আমি তদ্দ্বারা জগতের অনেক উপকার করিতে পারিব।

বী। তোমাকে সমস্তই শিক্ষা দিব, এই ত আমার আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু তোমার শিখিবার আগ্রহ কই? যাহা হউক্, তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া গুটিকত অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা দিতেছি; অধিক বলিবার অবকাশ নাই, তাই সকল বিষয়ের দুই একটী করিয়া মন্ত্রতন্ত্র বলিতেছি, লিখিয়া লও, মুখস্থ করিয়া যথাসময়ে লোকের উপকার করিবে। যথা,—

সর্ব্ববিঘ্নবিপত্তিশান্তির মন্ত্র।

ওঁ ডাকিনী হ্রাং দ্রাং কিলি কিলি বিঘ্নং নাশয় নাশয়
সর্ব্বং বিঘ্নং দহ দহ মথ মথ পচ পচ মারয় মারয়
হিলি হিলি হ্রূং ফট্ স্বাহা অমুকস্য সর্ব্ববিঘ্নং
প্রশময় হুং ক্লীং স্বেং ফট্ (অনেনাযুত জপ্তেন শান্তিঃ)।

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে ভূতপ্রেতডাকিনী-শাঁখিনী-পেঁচোপাঁচো, দস্যুতস্কর, পুলিস ও মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী, জমাদার, মহাজন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি সমস্ত দুষ্টের দৌরাত্ম্য নিশ্চয় নিবৃত্ত হয়। দুষ্টেরা চট্‌পট্ করিয়া দগ্ধ হইয়া পাঁচয়া মরে।

সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের আর একটী মন্ত্র বলিতেছি শুন;—

ধুলফুল আকন্দের আঠা।
সাতগেরোর কাছে মাম্‌দোবাজী করে কোন্ বেটা।

আঠা লেগে অজ্ঞান কুজ্ঞান সব কেটে যায়।
ডাকু দৈত্য দানা চোর প্রাণ লয়ে দৌড়ায়।
ছট্‌ফট্‌ করে পড়ে শ্মশানের ঘাটে।
কার আজ্ঞা, দিন্‌ দুশ্‌মনের ফতুয়ার আজ্ঞা।

এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া আকন্দের আঠা কপালে ফোটা কাটিবে; সর্ব্বশত্রু তৎক্ষণাৎ ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া যাইবে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরশান্তির মন্ত্র।

কফবায়ুপিত্তজ্বরা আর জ্বরা কালা।
আম কাস পীলা ফুলা লালা পালা ধলা॥
হ্রীং হ্রীং যোগিনীর চোটে। জ্বরাসুরের মাথা ফাটে॥
(ত্রিদিনাৎ ফুৎকারেণ নিবৃত্তিঃ)।

উক্ত মন্ত্রে তিন দিনে ফুৎকার দ্বারা কফবায়ুপিত্ত-দূষিত সর্ব্ববিধ জ্বর, কালা-লালা-পালা-ধলা-পীলা-ফুলা-আম-কাস সমস্ত সারিয়া যায়। অতএব এতদ্দ্বারাই সমস্ত রোগ নিবৃত্ত হয়।

পিশাচসিদ্ধির মন্ত্র।

"ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং।"

শ্মশানে থাকিয়া সাত দিন ক্রমাগত মদ্য ও গঞ্জিকা-ধূম পান করিয়া, গাত্রে বিষ্ঠামূত্র মাখিয়া শবমাংস ভক্ষণ করতঃ লক্ষবার উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই অষ্টম দিন হইতে পিশাচেরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। তখন তুমি তাহাদিগকে আফ্রিকা হইতে ভিক্টোরিয়া পদ্ম আনিতে বলিলেও তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করিবে, অধিক আর কি বলিব।

বশীকরণবিদ্যার মন্ত্র।

ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালী মহাচাণ্ডালী অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।

এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে, সে তোমার গোলামের গোলাম হইয়া যাইবে। বশীকরণের শত সহস্র মন্ত্র থাকিলেও তাহার প্রয়োজন নাই। এতদ্দ্বারাই তুমি যাহাকে ইচ্ছা বশ করিতে পারিবে।

আর একটী প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বশীকরণমন্ত্র বলিতেছি শুন ;—

কামরতি দোঁহা মিল, দোনো কুশ্রী এক খিল।
সাতাশ দিন্‌কো বয়স ভঁই, যে কহে ওহি সোই।
উন্‌কা জিউ মেরা হাত, পিছুপিছু চল্‌না বাত।
গুরু কহেঁ যব্ ঝুটা হোই। শিউজীকো শির চণ্ডী লেই।

গাঁজায় দম্ দিয়া দশসহস্রবার এই মন্ত্র জপিলে রাজা, প্রজা, ভৃত্য, বন্ধু, দাসী, রাণী, রাজমহিষী, পদ্মিনী, চিত্রাণী, হস্তিনী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলকেই বশ করা যায়। তাহাদের প্রাণ মন ধন সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা যায়।

মারণ-মন্ত্র।

বশীকরণের মন্ত্রে অগ্রে বশ করিয়া যাহাকে যেরূপে ইচ্ছা অনায়াসেই বধ করিতে পারিবে। সুতরাং মারণ-মন্ত্র সমস্ত আর স্বতন্ত্র বলিবার প্রয়োজন নাই।

উচ্চাটন-মন্ত্র।

কাকপক্ষং রবৌবারে যদ্‌গৃহে নিখনেন্নরঃ
উচ্চাটনং ভবেত্তস্য নান্যথা শঙ্করোদিতং।

রবিবারে একটা কাকের পালক যাহার গৃহে পুতিবে, সে বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইবে। স্বয়ং শিব এই প্রক্রিয়া বলিয়াছেন। উচ্চাটনের শত শত মন্ত্র ও প্রক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে এই প্রক্রিয়া সহজ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্যান্যের উল্লেখ করিলাম না।

সাপের মন্ত্র।

(কড়ি চালা)।

আচল চালম সুচাল চালম চালম গুণীর বাত।
সাত সতীনে কুড়ায়ে মারে সরূপ তলার ঘাট॥
ঘেটে গটে জন্মেছে সমুদ্রপারে।
এক লাফে ধর গিয়া ওই সাপারে॥
ওই দেখ কোণে বসে উকি ঝুকি চায়।
ধড়াক করে ধর গিয়া উহার মাথায়॥
বেত বোন দিয়া টেনে আন্‌বি না ছাড়িস আর।
এক চোটে ফাটাব মাথা গেটেলি তোমার॥
আগে নেঙ্গুর পেছু নেঙ্গুর মন পোড়া ঘা।
তড়াক্ করে ধর্‌বি গিয়া শীগ্‌গির চলে যা॥
আয় ঠোটকাটা শীগ্‌গির বিষ তোল।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা বাজায়ে ঢোল॥
মিছা হয় যদি সাপা শিবের মাথা খাস।
দোহাই সিদ্ধিরামের সাবাস্ সাবাস্॥

তিন কড়া গেঁটে কড়ি উক্ত মন্ত্র পড়িয়া ছাড়িয়া দাও; তাহারা চলিয়া সাপের মাথায় চড়িয়া সাপকে ধরিয়া আনিবে; সাপ আসিয়া আপন বিষ তুলিয়া লইবে। রোগী আরাম হইবে। সাপে কামড়াইলে

ইহাই উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ উপায়। সকলে দেখিয়া তাজ্জব হইবে। ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে।

জলপড়ার মন্ত্র।

ওঁ আং ক্রীং হুং মার হস্ত গা ক্রীংকারে
সমস্ত দোষান্ হর বিগর বিগর ৬ং ফট্ স্বাহা।

এই মন্ত্রে জল পড়িয়া যে কোন রোগগ্রস্ত বা ভূত-প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে এবং মাখাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

সর্ব্বরোগের কবচ।

ক্লীং চর্চ্চ হুং হুং ঝঃ ঝং শাঃ

এই মন্ত্র পারুলপত্রে লিখিয়া স্বর্ণরৌপ্যাদির মাদুলির মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে সর্ব্বরোগগ্রস্ত এবং প্রেতাদি-গ্রস্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে।

চোরধরা চালনমন্ত্র।

(বাটীচালা, নলচালা প্রভৃতি)।

আচল চালোম সুচাল চালোম। কাকার উদরে দেবতা চালোম ত্রিকোণ পৃথিবী চালোম। শিবাই চালোম পেগাম্বর পরিধান চালোম। মহাদেবের খাটপাট চালোম। গঙ্গাদুর্গা চালোম। বারিসঞ্চার চালোম। চল কত্তা চল। যে নিয়েছে অমুকেরদ্রব্য তারে গিয়া ধর। শ্রীরামেরআজ্ঞা।

এই মন্ত্রে বাটী নল প্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্য চালাইয়া চোর ধরা যায়।

তুফান নিবারণের মন্ত্র।

শিবশঙ্কর নৈরাকার। কর্ত্তা মোরে কর পার।
হ্রীং হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ

জলযাত্রার সময় নদীতে বা সমুদ্রে তুফান উঠিলে এই মন্ত্রে তৎক্ষণাৎ তুফান থামিবে।

বৃষ্টিকরণের মন্ত্র।

ওঁ বাং বাঃ বীং বীং স্বাহা। অনেনাশ্বত্থসমিধং মধবাচ্চ দধিক্ষীর যুক্তানাং সহস্রৈকং হুনেৎ তদাঽবৃষ্টিকালে মহাবৃষ্টির্ভবতি।

উক্ত সপ্তাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া মধু, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ মিশ্রিত অশ্বত্থপত্র দ্বারা হোম করিলেই অনাবৃষ্টির সময় মহাবৃষ্টি হইবে। আমি এই প্রক্রিয়া দ্বারা বড়বাজারের জলের খেলায় সাত লক্ষ টাকা জিতিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার গাড়ী-ঘোড়া বাড়ী হইয়াছে।

র। ভাই, আজকাল ব্যভিচারজনিত উপদংশ প্রভৃতি রোগে অনেকে পারা খাইয়া শেষে পারার ঘায়ে বিষম কষ্ট পায়; শুনিয়াছি তন্ত্রে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ও মন্ত্র আছে; তুমি তাহা জান কি?

বী। ভাই, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু এখন আর অবসর নাই। তবে শীঘ্র একটা মন্ত্র বলিয়া যাই শুন;—

মেহ-উপদংশ-গর্ম্মী-পারার ঘা প্রভৃতির অমোঘ মন্ত্র।

চিৎপটাং শুয়ে চৌপায়া খাটে,
যখন যাবে নিম্‌তলা ঘাটে,
চিতায় উঠে ভস্মসাৎ হবে,
মেহ-পারা-ঘা সারিবে তবে॥

এই মন্ত্র কিছু দিন জপ করিলেই প্রমেহ, মধুমেহাদি সমস্ত মেহরোগ এবং বহুমূত্র, উপদংশ-ক্ষত,

পারার ঘা, প্রভৃতি শত সহস্র নরক-যন্ত্রণাদায়ক রোগ শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

র। ভাই, তোমার এই শেষোক্ত মন্ত্রটীর মূল্য শত লক্ষ টাকারও অধিক। যাহা হউক্, আমি তোমার এই সকল অমূল্য মন্ত্রের বিনিময়ে আর কি দিব; তবে আমি বশীকরণের প্রকাশ্য অথচ অমোঘ একটী মন্ত্র সর্ব্বদা শুনিতে পাই, তাহা বলিতেছি শুন,—

চাটুমন্ত্র বা যাদুমন্ত্র।

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
রূপবান্ বিদ্যাবান্ তুমি গুণধর॥
দয়াবান্ প্রভু দাসের দুঃখ কর দূর।
নিয়ত বলিব তোমায় "হুজুর হুজুর"॥

বী। ভাই, তোমার ও মন্ত্রও আমি জানি, তবে আমার পক্ষে উহার প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক্, তুমি শীঘ্র আমার কাছে পঞ্চতত্ত্বে দীক্ষিত হও, তাহা হইলেই তুমি সুস্থ ও সুখী হইতে পারিবে।

র। ভাই, ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাকে কিছুদিন মধুপুরে গিয়া থাকিতে বলিতেছেন। দেখি, সেখানে গিয়া যদি আমি স্বাস্থ্যলাভ করিতে না পারি, তবে ফিরিয়া আসিয়া অবশ্যই তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তোমারই উপদেশ অনুসারে পঞ্চতত্ত্বের সাধন করিব। এখন ভাই, মধুপুরে গমনের অনুমতি দাও।

বী। তবে এখন শ্যাম, তুমি মধুপুরেই যাও; কিন্তু জানিও, তোমার বিরহে আমি এখানে কাতরপ্রাণে দিনক্ষয় করিব। যাও প্রাণ, মধুপুরে যাও।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ" ইতি মধু—মধু—মধু।

সমাপ্তোঽয়ং বীরাচারবিধিঃ।

বীরাচারবিধি।

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

[গজেন্দ্রনাথ ও জগদীন্দ্রনাথের কথোপকথন।]

গজেন্দ্র। ভাই জগৎ, তুমি আমার সমবয়স্ক হইলেও আমা অপেক্ষা জ্ঞানে বৃদ্ধ; তোমার ভূয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতার জন্য বৃদ্ধেরাও তোমাকে সমাদর করেন; তুমি যুবকদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের সংসর্গই ভালবাস। বৃথা বাদ-বিতণ্ডা করিতে বা হাঁসিতামাসা ও খেলা করিতে তোমাকে কখনও দেখি নাই। অতএব আমি বৃথা তর্কের জন্য তোমার কাছে আসি নাই, জ্ঞানার্থী হইয়াই আসিয়াছি। আমাদের অনেক বিষয়েই অনেক সংশয় আছে, কিন্তু সকল কথা গুরুজনদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করা যায় না; বিশেষতঃ গুরুজনদিগের নিকট সচ্ছন্দে তর্কবিতর্ক করিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করাও যায় না। সেই জন্য ভাই, তোমার কাছে কতকগুলি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

জগদীন্দ্র। ভাই গজেন্দ্র, তোমার মত বয়স্কের সহিত সমস্ত দিন ক্ষেপণ করিলেও ক্ষতিবোধ করি না; কিন্তু যাহারা বৃথা আত্মাভিমানী, যাহাদের বহুদর্শিতা নাই, অথচ যাহারা কেবল তর্ক করিয়া

আত্মপ্রাধান্য প্রকাশের জন্য ব্যস্ত, তাহাদের সহিত ক্ষণমাত্র ক্ষেপণ করাও ক্ষতিকর মনে করি। তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা কর, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর; আমার যদি তদ্বিষয়ে কিছু জানা থাকে অবশ্য বলিব। কিন্তু ভাই, আমি সরলভাবেই বলিতেছি, আমরা স্কুল-কলেজে ইংরাজী পড়িয়া বি এ এম এ পাস করিয়াও প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্পই লাভ করিয়াছি। ফলতঃ যদি ভারতীয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের দুই এক খানি না পড়িতাম, তাহা হইলে এম এ পাস করিয়াও আমার জীবনের কর্ত্তব্য পথ জানা হইত না। অতএব যদি প্রকৃত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা কর,—যদি জীবনের কর্ত্তব্যপথ অবধারণের ইচ্ছা কর, তবে সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, প্রভৃতি উপনিষৎ আর্য্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিও।

গ। আমি যে তোমাকে জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিব, ইহা তুমি অগ্রেই অনুমান করিয়া লওয়াতে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম।

জ। তুমিও যখন এম্ এ পাস করিয়াছ, তখন সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিষয়ে তুমি যে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়; ফলতঃ এম্ এ পাস করিবার পরে আর যে বাজে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন নাই, কাজের জ্ঞানলাভেরই প্রয়োজন, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং তোমার বা আমার এখন যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য, তাহা জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

গ। দেখ ভাই, শৈশবাবধি কেবল অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কতই ক্লেশ পাইয়াছি; আর যেন অধীনতা ভাল লাগে না; এখন স্বচ্ছন্দে, স্বাধীনভাবে ও সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইচ্ছা করিতেছি। অতএব জীবনের প্রশস্ত কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন কর।

জ। অধীনতার জন্য এই সংসার ক্লেশাগার হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল প্রকার অধীনতাই ক্লেশকর নহে। পাপপ্রবৃত্তির অধীনতাই ক্লেশকর। অনভিজ্ঞ মানবের স্বেচ্ছাচারিতাই বহুক্লেশের জনয়িত্রী। স্মরণ করিয়া দেখ, শৈশবে যদি আমরা মাতা-পিতার একান্ত অধীন না হইতাম, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত; আমরা কি এত দিন জীবিত থাকিতে পারিতাম? যদি আমরা বাল্যকালে গুরুজনগণের অধীন না থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! আমরা মূর্খ হইয়া কতই দুষ্কার্য্য করিতাম এবং তজ্জন্য কতই দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতাম, বিবেচনা করিয়া দেখ; এ সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, কেননা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই শত সহস্র উদাহরণ স্বতঃই তোমার মনে উদিত হইবে। তথাপি একটী প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিতেছি শুন;—

আজ কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ে একটী সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণের ছেলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। তাহাকে স্কুলে রাখিয়া আসিবার জন্য এবং স্কুল হইতে আনিবার জন্য চাকর নিযুক্ত ছিল; টিফিনের সময় তাহাকে দুধ-সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াইয়া আসিবার জন্য চাকরাণী নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ তাহার আদর-যত্নের বা সুখের কিছুই অভাব ছিল না। কিন্তু হতভাগা ব্রাহ্মণপুত্র অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুষ্টপ্রকৃতি ছিল। তাহার লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা ছিল না; সুতরাং অন্যান্য বালকদের সহিত কলহ ও বিবাদ করা ভিন্ন তাহার অন্য কাজ ছিল না। মাতাপিতার পরম আদরের পাত্র সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে একটু তিরস্কার বা তাড়নার ভয় প্রদর্শন করিলেই সে পায়খানার ভিতরে গিয়া বসিয়া থাকিত। সেখানে তাহাকে কেহ ধরিতে গেলে সে বিষ্ঠা ছুড়িয়া মারিত! সুতরাং স্কুলের শিক্ষকেরা তাহাকে অদম্য ও অশাসনীয় মনে করিয়া তাহার পিতাকে বা কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা তাহাকে শাসন করিবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু সে পলাইয়া [illegible] মেথরের ঘরে গিয়া বলপূর্ব্বক মেথরের

অন্ন খাইল। তাহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে কোনরূপে আনাইয়া—হাতীবাগানের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের ব্যবস্থা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। কিন্তু পরিশেষে সে আবার মেথরের ঘরে গিয়া মদ্যপান করিতে ও মেথরের অন্ন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল! তখন, তাহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিতান্ত অনুপায় হইয়া তাহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। সে অদ্যাপি মেথর হইয়াই আছে। এবং শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের পায়খানাও এখন তাহারই অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। এই ঘটনাটী কল্পিত উদাহরণ নহে। শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের স্থাপনা অবধি এপর্য্যন্ত একই ব্যক্তি তাহার হেড্‌পণ্ডিত রহিয়াছেন; তাঁহার নাম জগবন্ধু মোদক; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবে। অতএব প্রশ্রয়ের বা স্বেচ্ছাচারিতার দুষ্পরিণাম দেখ। ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া হতভাগা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য—অধীনতা ক্লেশকর মনে করিয়া শেষে মস্তকে বিষ্ঠাভার বহন করিতেছে!!

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

অর্থাৎ প্রথম পাঁচবৎসর পুত্রকে লালন অর্থাৎ স্নেহসহকারে পালন করিবে; অনন্তর দশ বৎসর অর্থাৎ ষষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে তাড়ন করিবে; তদনন্তর ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেই পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিবে। এই নীতিটী অতি সুসঙ্গত। প্রথম পাঁচ বৎসর মাতার নিকটে থাকিয়াই পুত্র সস্নেহে লালিত হয়। অনন্তর ষষ্ঠ বর্ষ তাহার বিদ্যারম্ভের সময়; সেই সময় হইতে পিতা ও শিক্ষকের নিকট শাসিত হওয়া আবশ্যক। ছয় বৎসর বয়স হইতেই বালকের কুপ্রবৃত্তিসমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে। হিংসা, চৌর্য্য, লোভ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, মিথ্যাকথন, প্রভৃতি এই সময় হইতেই প্রবল হয়। সুতরাং এই সকল কুপ্রবৃত্তির দমনের জন্য দশবৎসর পর্য্যন্ত বালককে নিয়ত সাবধানে তাড়না বা শাসন করা আবশ্যক; নতুবা ষোড়শবর্ষে পদার্পণ

করিবার পূর্ব্বেই সে এমন উচ্ছৃঙ্খল ও ভীষণ-প্রকৃতি হয় যে, কোনও দুষ্ক্রিয়াই তাহার অসাধ্য হয় না। ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির হিংসাপ্রবৃত্তি, সর্পের ক্রূরতা, কাকশৃগালের ধূর্ত্ততা ও চৌর্য্যবৃত্তি, এবং ছাগহংসাদির ন্যায় কামলোভ, মনুষ্যেরও বিদ্যমান থাকে। বাল্যকালেই সেই সকল কুপ্রবৃত্তির দমন না করিলে মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ জন্তু হইয়া পড়ে। তখন সমাজে সকলেই তাহার উৎপাতে অস্থির হইয়া হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহার বিনাশ প্রার্থনা করে। সুতরাং সে সমাজ কর্ত্তৃক বা রাজশাসন দ্বারা শাসিত হয়; অথবা প্রকৃতিবশেই শেষে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়। বাল্যকালে কুপ্রবৃত্তির সম্যক্ দমন না হইলে শেষে মনুষ্যের এইরূপ পরিণাম ঘটে। অতএব মনুষ্যের পক্ষে বাল্যকাল হইতেই কুপ্রবৃত্তি-সকলের দমন নিতান্ত হিতকর। শিশু পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলেই কুপ্রবৃত্তি-প্রবণতার পরিচয় দিয়া থাকে; তাহারা হিংসাপ্রবণ বলিয়াই কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষি-মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীদিগকে আঘাত বা বধ করিতে বা যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়; ভ্রাতাভগ্নীদের প্রতিও তাহার ঈর্ষ্যা জন্মে; মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র থাকে না; মাতাকে উপকারিণী বলিয়া বুঝিতেও পারে না; সেই জন্য মাতার প্রতিও অশেষ উৎপাত করে; প্রতিবেশীদের দ্রব্যাদি অপহরণ বা নষ্ট করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়। সে অবিরত মিথ্যা কথা বলে। কোন খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই তাহার লোভ জন্মে; সে তাহা পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়; এইরূপ কুপ্রবৃত্তি-সকলের সূচনামাত্রেই দমন জন্য বিশেষ শাসন আবশ্যক। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকের চেষ্টাচরিত্রের উপর প্রতিনিয়ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিন্দুমাত্র কুপ্রবৃত্তির উদয় দেখিবামাত্রই তাহাকে উপযুক্তরূপে শাসন করা কর্ত্তব্য। নতুবা আলস্য বা ঔদাস্য করিলেই বালকের পরকাল নষ্ট করা হয়, তাহার "মাথা খাওয়া" হয়। ফলতঃ যে পিতা পুত্রকে শাসন না করিয়া লালন করেন, তিনি পুত্রের বিষম শত্রু। "To spare a rod to spoil a child" এই পাশ্চাত্য নীতিবাক্যও যথার্থ সঙ্গত। ভাই, আর অধিক বলিতে হইবে কেন,

ইতর লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমরা ভদ্রঘরে জন্মিয়াও বাল্যকালে কিরূপ কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ ছিলাম, স্মরণ করিয়া দেখ। যদি আমরা পিতা ও শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রতিপদে শাসিত না হইতাম, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত! মিষ্ট বাক্য দ্বারা বালকের কর্ত্তব্যবোধ উদ্রিক্ত করা অসম্ভব। যদি পিতা পুত্রকে মিষ্টবাক্যে বলেন, "বাবা, তুলসীগাছে কখনও প্রস্রাব করিও না!" বাবা তখনই মনে করিবে "তবে বুঝি তুলসীগাছে প্রস্রাব করলে কি এক মজা আছে!" এই মনে করিয়া গুণধর পুত্র মজা দেখিবার জন্য একটু সুযোগ পাইলেই—দুষ্ট কুকুরের মত অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া—তুলসী গাছেই প্রস্রাব করিবে!! সাধারণতঃ বালকমাত্রেরই এইরূপ কুপ্রবৃত্তিপ্রবণতা দেখা যায়। অতএব বুঝিয়া দেখ, বাল্যকালের কঠোর শাসনও আমাদের পক্ষে কত হিত-কর! যাহাদের ভাগ্যে এইরূপ শাসন ঘটে, তাহারাই যথার্থ সৌভাগ্য-বান্; আর যাহারা তদ্রূপ শাসন প্রাপ্ত না হয়, তাহারাই অতি দুর্ভাগ্য। আহা! যদি আমি আমরণ পিতা ও শিক্ষকের শাসনাধীনে থাকিয়া কুপ্রবৃত্তির দমন ও শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার পক্ষে কতই মঙ্গল হইত! আমি এইরূপ অধীনতাই প্রার্থনা করি; কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য কোথায়? হায়! পিতৃদেব আমাকে এই ঘোর সংসার-তুফানে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন! আমি এখন এই বিপদ্সঙ্কুল সংসারে স্বয়ং কর্ণধার হইয়া কত যে ক্লেশ পাইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ক্লেশের সহিত তুলনা করিলে বাল্য জীবনের বা পঠদ্দশার অধীনতা ক্লেশ স্বর্গীয় সুখ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে! আহা! দুর্ব্বহ সংসার-দশা অপেক্ষা পঠদ্দশা কত যে সুখজনক, কত যে শান্তিজনক, তাহা চিন্তা করিলেও এখন পিতৃদেবকে স্মরণ করিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিয়া যতদিন সচ্ছন্দে সংসার-চিন্তা বিরহিত হইয়া থাকা যায়, ততদিন লোকে বলে "কাঁচা শরায় নৃত্য করিতেছে!" ফলতঃ ইহা মনুষ্যজীবনের পরম সুখদ অবস্থা। কিন্তু মানুষ যেমন "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা

বুঝে না” তেমনই কর্ত্তৃপক্ষের শাসনাধীনে “কাঁচা শরায় নৃত্য করিবার” মর্য্যাদাও বুঝিতে পারে না।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যরূপ ছয় ভীষণ শত্রুর অধীন হইয়া সংসারে নিয়ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা পরমাত্মীয় পিতৃদেবের সহস্র পাদুকা-প্রহার এবং পরম-হিতৈষী শিক্ষকের সহস্র বেত্রাঘাত সহ্য করা পরম শ্রেয়স্কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামক্রোধস্তথালোভ স্তস্মাদেতত্রয়ংত্যজেৎ।”

অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ; অর্থাৎ অতি ভীষণ যন্ত্রণার হেতুস্বরূপ। অতএব ইহাদিগকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু হায়! আমাদের মন—মত্তমাতঙ্গরূপ দুর্দ্দান্ত মন—কি সহজে এই বিধিবাক্যে আস্থা করিতে পারে? শতসহস্র জন্মজন্মান্তরীণ কুপ্রবৃত্তি কি এই বিধিবাক্য শ্রবণে পরিত্যাগ করিতে পারে? কখনই পারে না। সহস্র প্রজ্বলিত নরকানলের ভীষণ দৃশ্য প্রদর্শন করিলেও পাপপ্রবণ মন সহজে পাপ পরিত্যাগ করিতে চায় না! তীক্ষ্ণধার অঙ্কুশের বেধন ব্যতীত মত্তমাতঙ্গ যেমন কখনও শান্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ তীব্রতর শাসন ব্যতীত দুষ্প্রবৃত্তিপ্রবণ মনও সহজে শান্ত হইতে পারে না। সেই জন্যই পাপের শাস্তি নরক! ভগবানের এই পরমমঙ্গল সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ভাই, হয় গুরুজনগণের শাসনের অধীনে থাকিয়া আত্মোন্নতি সাধন কর; নতুবা প্রকৃতির শাসনের অধীন হইয়াই উন্নতি সাধন কর। তবে জানিও, প্রকৃতির শাসন অতীব কঠোর! অতীব ভীষণ! স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্ত হইয়া যদি পাপাচরণ কর, যদি কামলোভাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া দুষ্কার্য্যে রত হও, তাহা হইলে হয়ত গুরুজনের শাসন, সমাজের শাসন এবং রাজশাসন সহজে এড়াইতে পারিবে, কিন্তু প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় অপরিহার্য্য শাসন কোনরূপেই এড়াইতে পারিবে না!

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামক্রোধস্তথালোভ তস্মাদেতত্রয়ংত্যজেৎ।"

ইহা অনন্তকালের পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য ব্যবস্থা। ব্যবস্থাকার নিঃশব্দে তোমাকে এই ব্যবস্থা শুনাইলেন, তুমি মানিতে হয় মান, না মানিতে হয় মানিও না; কিন্তু মানিলে স্বর্গ, আর না মানিলে নরকভোগ অবধারিত জানিবে। এই সকল নিস্তব্ধ নীরব গম্ভীর শাসনের বিধিই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত। অতএব সংসারে যখন পিতৃহীন হইবে, যখন শিক্ষকের শাসনের বহির্ভূত হইবে, তখন শাস্ত্রের শাসন পরিত্যাগ করিও না। ইহাই সাংসারিক জীবনের প্রশস্ত কর্ত্তব্য পথ।

অধীন কেরাণী হইয়াই জীবনযাপন কর, অথবা স্বাধীন ডাক্তার-উকীল হইয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর, তাহাতে প্রকৃত অধীনতা বা স্বাধীনতা নাই। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তিগণের অধীন নহে—যাহার মন নিজের বশীভূত, সেই ব্যক্তিই যথার্থ স্বাধীন; সেই ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ সুখের বা শান্তির অধিকারী।

গ। কিন্তু মাতাপিতা-শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনগণের অধীনে থাকিলে যে উন্নতি হয়, মূঢ়গণের অধীনে চাকুরি করিলে সে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব চাকুরি করা অপেক্ষা কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করি।

জ। হাঁ; কাহারও চাকর হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং বাজারে আলুপটোল বিক্রয় করাও ভাল, তথাপি কাহারও চাকর হওয়া পরামর্শসিদ্ধ নহে। তবে লোকে বৃথা অভিমানের বশে অনেক সময় এরূপ ব্যবসায়কে নীচ মনে করে এবং অন্যের দাসত্বকে গৌরবজনক মনে করে। যাহা হউক্ আমার সিদ্ধান্ত মত এই যে, পার্য্যমাণে কাহারও চাকর হওয়া উচিত নহে; কেননা চাকুরি উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ।

কিন্তু যদিও অগত্যা চাকুরি করিতে হয়, তাহাতেও বিশেষ হানি নাই ; ফলতঃ কুপ্রবৃত্তির অধীন হওয়াই অত্যন্ত হানিজনক। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেও ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয় অর্থাৎ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

গ। ভাই, ভাল হইবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা আছে ; কেহই মন্দলোক হইতে ইচ্ছা করে না। সুস্থ-শরীরে, সন্তুষ্টচিত্তে, সুখসচ্ছন্দে থাকিতেই সকলে অভিলাষ করে। সকলে "সাধু ভদ্র" বলিয়া সুখ্যাতি করিবে—সকলে সম্মান করিবে, এই ইচ্ছাই সকলের মনে উদিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বা ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ কি বলিতে পার ?

জ। অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঠিক্ এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা,—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! পুরুষ পাপাচরণের ইচ্ছা না করিলেও কে যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত করে ; ইহার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম্।"

অর্থাৎ রজোগুণসমুদ্ভব কাম এবং ক্রোধই পুরুষকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত করে। এই কাম এবং এই ক্রোধ দুষ্পূরণীয় ঘোর পাপ-স্বরূপ ; ইহারাই ইহলোকে পুরুষের মহাশত্রু জানিও।

গ। তবে শ্রীকৃষ্ণের মতে রজোগুণই পাপের হেতু।

যেহেতু রজোগুণ হইতেই কাম এবং ক্রোধের উৎপত্তি হয়। পরে সেই কাম এবং ক্রোধ লোককে বলপূর্ব্বক পাপে আসক্ত করায়।

জ। হাঁ ভাই, ঠিক্ বুঝিয়াছ, রজঃই পাপের জনক।

গ। রজঃ কি? বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

জ। এই ব্রহ্মাণ্ড বা প্রকৃতি পরমাণু-সমষ্টিমাত্র। সেই সমস্ত পরমাণু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। পরমাণুদিগকে গুণানুসারে এইরূপে বিভাগ করা হইয়াছে বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ বলিয়াও আখ্যাত হয়; যথা,—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ; কিন্তু বাস্তবিক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহারা গুণ নহে; ইহারা সূক্ষ্মতম জড় বা মূল প্রকৃতি। যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম দেহ এই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ দ্বারা গঠিত; এবং আর্য্য দর্শনকারগণের মতে যাবতীয় জন্তুর মনও এই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ দ্বারা নির্ম্মিত। সুতরাং আমাদের মনও সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপ জড় পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। ফলতঃ সহজে বুঝিবার জন্য বলিতেছি, আমাদের মস্তিষ্কই মন; মস্তিষ্ক জড় বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, তাহা অবশ্য জান। সেই মস্তিষ্ক সত্ত্ব-রজঃ তমোরূপ জড়ের সমষ্টি।

গ। সে কি ভাই! "মন জড় পদার্থ" ইহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না; মনই ত মনন বা সঙ্কল্প-বিকল্পাদি করে, মনই ত দর্শনস্পর্শনশ্রবণাদি করে, মনই ত বাক্য বলায়, মনই ত সুখদুঃখ বোধ করে, মনই ত আত্মা বা চৈতন্যস্বরূপ, অতএব মনকে জড় বলিতেছ কেন?

জ। ভাই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনকেই আত্মা বা চৈতন্যস্বরূপ বোধ করেন বটে; কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ মনকে মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন বোধ করেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ককে জড় বলেন; প্রাচ্য পণ্ডিতেরা মনকে জড় বলেন। যে শক্তি দ্বারা বা যদ্দ্বারা মনও মননাদি করে, চক্ষুকর্ণাদি দর্শনশ্রবণাদি করে, সেই শক্তিকে বা তাহাকেই প্রাচ্য

জ্ঞানিগণ "আত্মা" বলিয়া থাকেন্। সামবেদীয় কেনোপনিষৎ হইতে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, যথা,—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ॥
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি।
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং
স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু রতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকা দমৃতা ভবন্তি॥ ২॥

অর্থাৎ মনকে মনন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে কে? শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রধান পঞ্চপ্রাণকে কে নিযুক্ত করিল? কে আমাদিগকে বাক্য বলায়? কোন্ দেবতা আমাদের চক্ষুকর্ণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন? [এই প্রশ্নগুলির উত্তর যথা;—] যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই চক্ষুর চক্ষু এবং প্রাণের প্রাণস্বরূপ আত্মা। এই চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যকরণস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সকলে এবং অন্তঃকরণস্বরূপ মনে যে ব্যক্তি আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেই আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই জন্মজরামরণক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন। অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থ "আত্মজ্ঞান" লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই "অমর" হন।

যাহা হউক্, ভাই, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের কোন্টী শ্রেষ্ঠ এবং কোন্টী নিকৃষ্ট, তাহা প্রদর্শন করা এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য নহে। বরং সমন্বয় করাই কর্ত্তব্য। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে মস্তিষ্ক যেরূপ, প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মতে মনও তদ্রূপ। আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনকে যেরূপ পদার্থ মনে করেন, প্রাচ্য পণ্ডিতেরা আত্মাকেই তদ্রূপ পদার্থ মনে করেন; ইহাতে আমাদের কিছু বুঝিবার ক্ষতি হইবে না; তবে আমরা প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মতানুসারেই "মন" শব্দ ব্যবহার করিব। অর্থাৎ সর্ব্বদা "মস্তিষ্ক" শব্দ ব্যবহার না করিয়া মন বলিলেও

মস্তিষ্ক বুঝিবে। অতএব আমাদের মন সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিবিধ জড় উপাদানে নির্ম্মিত। ব্রহ্মাণ্ডের এই তিন মূল উপাদান প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত। মনের সত্ব প্রকৃতি পুণ্যস্বরূপ বা সুখস্বরূপ; মনের রজঃ প্রকৃতি পাপস্বরূপ বা দুঃখস্বরূপ; এবং মনের তমঃ প্রকৃতি মোহ বা অজ্ঞানতা-স্বরূপ। কাম এবং ক্রোধ রজঃপ্রকৃতিসম্ভূত, সেই জন্যই কাম ও ক্রোধ ঘোরতর ক্লেশদায়ক পাপ।

সমস্ত মনেই সত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি আছে; কিন্তু সমপরিমাণে নাই। কোন মনে সত্বের পরিমাণ অধিক, রজঃ ও তমের পরিমাণ অল্প। কোন মনে রজের পরিমাণ অধিক, সত্ব এবং তমের পরিমাণ অল্প; এইরূপে সত্ব, রজঃ এবং তমের পরিমাণ অনুসারে মনের প্রকৃতি অসংখ্যরূপ হইয়াছে; সমস্ত জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতি অনুসারেই সমস্ত লোকের প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। যাহাদের মন সত্বপ্রধান, তাহাদের প্রবৃত্তি সৎ, তাহাদের চিত্ত স্থির বা প্রশান্ত, তজ্জন্য তাহারা পুণ্যকর্ম্মা ও সুখী হয়। যাহাদের মন রজঃপ্রধান, তাহাদের প্রবৃত্তি অসৎ, তাহাদের চিত্ত অস্থির বা চঞ্চল, তজ্জন্য তাহারা পাপকর্ম্মা ও অসুখী হয়। যাহাদের মন তমঃপ্রধান, তাহাদের চিত্ত অত্যন্ত মলিন ও জড়ীভূত, তজ্জন্য তাহারা মোহান্ধ, অলস ও শোক-দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত থাকে।

গ। প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কেহ কার্য্য করিতে পারে কি না?

জ। না; প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কেহ কার্য্য করিতে পারে না। কেননা মনের প্রকৃতি অনুসারেই প্রবৃত্তি জন্মে; এবং প্রবৃত্তি অনুসারেই লোকে কার্য্য করে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তিং ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥"

অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাও স্ব,স্ব প্রকৃতির অনুসারে চেষ্টা করেন; যেহেতু ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃতির বশবর্ত্তী। অথবা মনুষ্যের মনই সমস্ত চেষ্টার নিয়ন্তা, সুতরাং স্বীয় মনকে অতিক্রম করিয়া কে কি করিতে পারে? আবার অনেক সময় মনও যাহা কুকর্ম্ম বলিয়া জানে, যাহা ক্লেশপ্রদ বলিয়া বুঝিতে পারে, অভ্যাসবশে তাহাও সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। অভ্যাস এতই প্রবলরূপে মনের উপর আধিপত্য করে। এই কারণেও সহজে মনের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কেহই স্বেচ্ছাক্রমে বা সহজে স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু জানিও, প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; ক্ষণমাত্রও প্রকৃতি সমভাবে থাকিতে পারে না; সেই জন্যই প্রত্যেক মনুষ্যের মনের অবস্থা অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির অনুসারেই প্রবৃত্তির উদয় হইতেছে, আর সেই প্রবৃত্তির অনুসারেই লোকে কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে।

গ। ভাই, এই স্থানে তুমি আমাকে অতি বিষম সংশয়ে পাতিত করিলে; সেই সংশয় অপনোদন কর। যদি মানুষ স্বীয় প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে না পারে, তবে আত্মোন্নতি সাধনের সম্ভাবনা কোথায়? তবে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজনই বা কি?

জ। ভাই, মানুষের আত্মোন্নতির প্রয়োজন নাই; মানুষের আত্মার উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। মানুষের আত্মা স্বতঃই অত্যুন্নত; মানুষের আত্মা স্বতঃই মুক্ত। মানুষের প্রকৃতিরই উন্নতির প্রয়োজন; প্রকৃতিরই উদ্ধারের প্রয়োজন। সেই জন্য মনুষ্য-প্রকৃতি স্বয়ংই উন্নতির চেষ্টা করে এবং উদ্ধারের চেষ্টা করে। এই প্রকৃতির উন্নতির জন্যই অর্থাৎ "ভূতশুদ্ধির" জন্যই শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আবশ্যক।

গ। এবার আমি তোমার কোনও কথাই ভাল বুঝিতে পারিলাম না। লোকে ত আত্মোন্নতির জন্যই

সাধনা করে ; আত্মাকে ক্লেশমুক্ত করিবার জন্যই সাধনা করে ; তুমি বলিতেছ, আত্মোন্নতির প্রয়োজন নাই ; আত্মা স্বতঃই উন্নত, স্বতঃই মুক্ত। তবে কি জড় প্রকৃতিই সুখদুঃখ ভোগ করে ? প্রকৃতি ত নিশ্চেষ্ট, তাহার আবার উন্নতির চেষ্টা কিরূপ ? "যাহার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" কিরূপ ? তোমার "ভূতশুদ্ধি" কি, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

জ্। সাধারণ লোকে "আত্মোন্নতিসাধন" এরূপ বলে বটে, কিন্তু "আত্মা" যে কিরূপ, তদ্বিষয়ে তাহাদের বোধ নাই। তাহারা জড় দেহ-মনকেই আত্মা বলিয়া বোধ করে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধ মন যাঁহা কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, তাঁহাকে দেখিবে কিরূপে? সেই আত্মাকে জড় মন বোধ করিবে কিরূপে ? সেই জন্যই সাধারণ লোকে মনকেই আত্মা মনে করে ; এবং "আত্মোন্নতি সাধন" আর মনের উন্নতি সাধন একই কথা বোধ করে ; কিন্তু এরূপ মনে করাতে লোকের কোন হানি নাই ; কেননা ভৌতিক মনের বিশুদ্ধিসাধনই শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য। ভৌতিক মনের শোধনের নামই "ভূতশুদ্ধি"। ফলতঃ সাধারণে যাহাকে "আত্মোন্নতি সাধন" বলে, শাস্ত্রে তাহাকেই "ভূতশুদ্ধি" বলিয়া থাকে। প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট বটে ; কিন্তু "পুরুষও" নিশ্চেষ্ট। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগেই চেষ্টার উদ্রেক হয় ; সুখ-দুঃখের বোধ জন্মে। সুতরাং আত্মসন্নিহিত মনই চেষ্টা করে ও সুখদুঃখ অনুভব করে, একথায় কোন দোষ নাই।

গ। ভাই, আমরা ত জানি আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই উন্নতি বা মুক্তি লাভ করা যায়। তুমিও ত বেদবচনের প্রমাণ দেখাইয়া বলিলে "যাঁহারা যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অমর হন।"

তবে এখন ভূতশুদ্ধিকে, শাস্ত্রীয় উপদেশের উদ্দেশ্য বলিতেছ কেন ?

জ। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত অর্থাৎ ভৌতিক মনের বিশুদ্ধিসাধন বা অজ্ঞান-মোচন ব্যতীত যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং ভৌতিক মনের শোধনই শাস্ত্রের প্রথম বা প্রধান উদ্দেশ্য। মনের বিশুদ্ধি সাধিত হইলেই সেই সাধনার ফলস্বরূপে আত্মজ্ঞান স্বতঃই লব্ধ হয়। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং অজ্ঞান দূর করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্র অন্য কোনও উপায়ে আত্মজ্ঞান প্রদানে সমর্থ নহে।

গ। তবে কিরূপে ভূতশুদ্ধি করিতে হয় বল। ভূতশুদ্ধি দ্বারা যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই বা প্রমাণ কি বল।

জ। মন যে তিন প্রকার জড় উপাদানে গঠিত, তন্মধ্যে সত্বই বিশুদ্ধ, শুভ্র ও স্বচ্ছ ; এবং সেই সত্বই উজ্জ্বল জ্ঞানের আধার। রজঃ এবং তমঃ মলিন, অস্বচ্ছ ও জ্ঞানের আবরক বা অজ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং মনের রজঃ ও তমঃ অভিভূত করিয়া সত্বের বৃদ্ধিসাধন করার নামই ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ মনের রজস্তমঃ অভিভূত করিয়া সত্ববৃদ্ধির জন্য যত প্রকার শাস্ত্রে যত প্রকার সাধনের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে যোগশাস্ত্রের সাধন-ব্যবস্থাই * সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ,—

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরম্॥

সর্ব্বশাস্ত্র সন্দর্শনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া শেষে যোগশাস্ত্রের সাধনবিধি প্রকটিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের * মধ্যে যমনিয়ম-

* যোগসাধন প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেই জন্য এই গ্রন্থে উক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসাধন সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা হয় নাই।

সাধনই প্রধান অঙ্গ ; যমনিয়ম সাধনের মধ্যে আবার শৌচসাধন প্রধান। এই শোচসাধনের ফল বলিতেছি, এতদ্দ্বারাই তুমি জিজ্ঞাস্য প্রমাণ জানিতে পারিবে ; যথা,—

বাহ্যশৌচের ফল।

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ।"

অর্থাৎ বাহ্য দেহ সতত পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে শেষে স্বদেহের প্রতিও ঘৃণার উদ্রেক হইবে ; সুতরাং তখন পরদেহের প্রতিও যে ঘৃণার উদ্রেক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্রূপ ঘৃণার উদ্রেক হইলে পরসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইবে। তখন ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনও সহজ হইবে। এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই সত্ত্ববৃদ্ধি ও রজস্তমঃ অভিভূত হইবে। তখন উজ্জ্বল সাত্ত্বিক মনে আত্মজ্যোতিঃ স্বতঃই প্রকাশিত বা অনুভূত হইবে।

অন্তঃশৌচের ফল।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্রতেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শন-যোগ্যত্বানি চ।

অর্থাৎ "মৈত্রীকরুণা প্রভৃতি" দ্বারা এবং যমনিয়মাদি সাধন দ্বারা অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও পরিষ্কৃত হইলে মনের রজস্তমঃ অভিভূত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয় ; তখন ক্রমশঃ সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়-জয়শক্তি এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

গ। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্রের ব্যবস্থা বা ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা করিল কে ? তুমি যে বলিলে প্রকৃতি স্বয়ংই উন্নতির বা মুক্তির ইচ্ছা করে ; ইহা ভালরূপে বুঝাইয়া দাও। জড় প্রকৃতিই কি শাস্ত্রকর্ত্রী ? আবার জড় প্রকৃতিই কি স্বীয় ব্যবস্থা পালন করিয়া উন্নতি বা মুক্তি লাভ করে ?

জ। হাঁ ; সচেতন জড় মনই অনন্ত দুঃখ ভোগ করতঃ শেষে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দুঃখমুক্তির জন্য শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছে; এবং সেই সচেতন জড় মনই আবার স্বকীয় স্মৃতিবৃত্তির সাহায্যে সেই শাস্ত্রবিধি গ্রহণ ও পালন করে।

গ। ভাই, এইবার তোমার কথায় আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না; "সচেতন জড়" একথা শুনিয়া সহজেই "সোনার পাতর বাটী" মনে হইল।

জ। "সোনার পাতর বাটী" কথাটী উপহাসযোগ্য বটে; কারণ সোনা দিয়া গড়া পাতরবাটী হইতেই পারে না। কিন্তু পাতরবাটী কি সুবর্ণ-মণ্ডিত বা সুবর্ণপাত্রের সহিত সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না? জড় কি চেতনার সহিত একত্র থাকে না? আমাদের দেহ কি সচেতন জড় পদার্থ নহে? অতএব মনও তদ্রূপ "সচেতন জড়"। মন সচেতন জড় বলিয়া চেষ্টান্বিত; সুতরাং নিশ্চেষ্ট নহে। আবার মন সচেষ্ট বলিয়াই সুখদুঃখের ভোগী। ফলতঃ যেমন লৌহ এবং চুম্বক উভয়ই নিশ্চেষ্ট হইয়াও পরস্পর সন্নিহিত হইলে উভয়ই যেন সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মা এবং মন উভয়ই নিশ্চেষ্ট হইলেও পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ "সচেতন মনের" চেষ্টা জন্মে এবং সেই আত্মার সান্নিধ্য বা সহযোগিতাবশতঃই মন সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। তবে, লৌহ-চুম্বকের তুলনা আত্ম-মনের সহিত সম্যক্ উপযোগী হয় না; কেননা লৌহ চুম্বকের সন্নিহিত হইলেই লৌহ ও চুম্বক উভয়েরই গতি উৎপন্ন হয় এবং সংযোগ হইলেই সেই গতির নিবৃত্তি হয়; কিন্তু আত্মার সহিত মনের সংযোগে মনেরই চেষ্টা জন্মে এবং সুখদুঃখের অনুভূতি জন্মে। "সনাতন অচল আত্মার" কোন চেষ্টা বা গতি জন্মে না। এবং "অপাপবিদ্ধ শুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মার" সুখদুঃখও জন্মে না।

গ। ভাই, তোমার কথা এখনও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তুমি কি প্রমাণ অনুসারে "সনাতন অচল আত্মা" এবং "অপাপবিদ্ধ শুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মা"

বলিতেছ, তাহাও জানি না। লোকে ত বলে জীবাত্মাই সুখদুঃখ ভোগ করে।

জ। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বেদ-প্রমাণ অনুসারেই বলিতেছি; সুতরাং তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ নগণ্য। যাহা হউক, লোকে যাহাকে জীবাত্মা বলে, তুমি তাহাকেই সচেতন মন বলিয়া জানিও।

গ। সচেতন জড় মনই সুখদুঃখ অনুভব করে? তবে সুখদুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় বল। এবং কিরূপেই বা মন দুঃখনিবৃত্তির উপায় অবলম্বন করে বল।

জ। হাঁ; সচেতন জড় মনই সুখদুঃখের অনুভব করে। যেমন বিভিন্নজাতীয় পরমাণুপুঞ্জের রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে তাপের উৎপত্তি হয় এবং পরমাণুপুঞ্জের প্রবল সঞ্চালন দ্বারাও তাপের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ মনের সাত্ত্বিক পরমাণুপুঞ্জের সহিত রাজসিক ও তামসিক পরমাণুপুঞ্জের সংযোগবিয়োগে স্বতঃই তাপের বা দুঃখের উৎপত্তি হয় এবং বিবিধ কারণে মনের চাঞ্চল্য বশতঃও তাপের বা দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই তাপ বা দুঃখই মনে অনুভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বের সহিত রজস্তমের সংযোগ-বিয়োগ হওয়াতে, এবং মন নিয়ত চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হওয়াতে তাপ মনের নিত্যসহচর হইয়া আছে; সেই তাপের ক্ষণিক অল্পতার নামই সুখ; আর সেই তাপের আধিক্যের নামই দুঃখ। মন সংযোগ-বিয়োগহেতু নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নিয়তই উদ্বেজিত হইতেছে; সুতরাং দুঃখ (তাপের আধিক্য) এবং সুখ (তাপের অল্পতা) মনের নিত্যসহচর অর্থাৎ মন নিয়তই দুঃখে দগ্ধ হইতেছে। কোন্ সময় কিরূপ সংযোগবিয়োগে—কিরূপ আহার-প্রত্যাহারবশে সেই দুঃখের বা তাপের অল্পতা হয়, তাহাও মন সত্ত্ব-প্রাধান্য সময়ে অর্থাৎ সাত্ত্বিক পরমাণুর বৃদ্ধি হইলে যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থির বা উদ্বেগ-রহিত হয়, তখন সুখ-দুঃখের কারণ সহজেই বুঝিতে পারে। এবং সেই সত্ত্বপ্রাধান্য সময়েই মন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া শাস্ত্রের বিধি

প্রণয়ন করে। আবার মন সত্ত্বের প্রাধান্য সময়েই স্বীয় ব্যবস্থা পালন করিতে "নিশ্চয়" করে। সেই সত্ত্ব প্রধান মন বা নিশ্চয়াত্মক মন বা প্রবুদ্ধ মনই "বুদ্ধি" বলিয়া কথিত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই শাস্ত্রকর্ত্তা। এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই শাস্ত্রবিধির পালনকর্ত্তা। রজস্তমঃপ্রধান মন অজ্ঞানে অভিভূত থাকিয়া নিয়ত দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু দুঃখের হেতু বোধ করিতে পারে না; সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অবধারণ করিতেও পারে না এবং উপায় অবলম্বন করিতেও পারে না।

গ। কিন্তু বুদ্ধি ত সমস্ত লোকেরই আছে; এমন কি ইতর জন্তুদেরও বুদ্ধি আছে; তবে তাহারাও শাস্ত্রকর্ত্তা ও শাস্ত্রবিধিপালনকর্ত্তা হয় না কেন?

জ। প্রত্যেক মনুষ্যের মনেই কিছু না কিছু পরিমাণে সত্ত্ব আছে; এমন কি ইতর জন্তুদের মনেও সত্ত্ব আছে; সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই এবং ইতর প্রাণীমাত্রেরই বুদ্ধি আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাই, তথাপি সকল মনুষ্যকে বুদ্ধিমান্ বলা যায় না এবং কোনও ইতর জীবকেও বুদ্ধিমান্ বলা যায় না। যে সকল মনুষ্যের বুদ্ধি প্রকৃষ্ট অর্থাৎ তাহাদের মন সত্ত্বপ্রধান, তাহাদিগকেই বুদ্ধিমান্ বলা যায়। ইতর লোকের বা ইতর জন্তুর বুদ্ধি অজ্ঞান দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ অত্যধিক রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন। তাহাদের বুদ্ধি ধূর্ত্ততা, শঠতা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধি দয়া, করুণা, ন্যায়-অন্যায়বোধ ও হিতাহিত বিবেচনা, প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ পায়।

গ। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও পাপাচরণ করিতে দেখা যায় কেন? অনেকের দয়ামায়া হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও তাহারা দুষ্কার্য্য করে, ইহার হেতু কি

জ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ মনুষ্য-মন নিয়ত পরিবর্ত্তন-

শীল; যখনই মন সত্ত্বপ্রধান হয়, তখনই মনুষ্যকে বুদ্ধিমান্ বলা যায়; আবার যখনই রজস্তমঃ দ্বারা সেই সত্ত্ব অভিভূত হয়, তখনই তাহাকে আর বুদ্ধিমান্ বলা যায় না। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে অধিকাংশ সময় বুদ্ধির পরিচয় দিতে দেখি, তখন তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করি; কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে দেখিলেই তাহাকে তখন আর বুদ্ধিমান্ বলি না। ফলতঃ প্রায় মনুষ্যমাত্রেরই কোন কোন সময় বুদ্ধির উদ্রেক হয় অর্থাৎ মনে সত্ত্বের উদ্রেক হয়; কিন্তু সে বুদ্ধি অধিকক্ষণ থাকে না। সেই জন্যই আমরা অদ্য যাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া সুখ্যাতি করি, কল্য হয়ত তাহাকেই দুষ্কার্য্যরত দেখিয়া নির্ব্বোধ বলিয়া থাকি।

গ। তবে বোধ করি মনের সত্ত্ব বৃদ্ধি করিতে বা রজস্তমঃ হ্রাস করিতে পারিলেই জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করা যায়। কিন্তু সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা সাধন করাই দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে।

জ। হাঁ, তাই বটে; মনের রজস্তমঃ অভিভূত করিয়া সত্ত্বের উদ্রেক করিতে পারিলেই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সফল করা যায়। যখন মনের রজস্তমঃ অভিভূত হইয়া সত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন মন স্থির ও প্রশান্ত হইয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আরাম বা শান্তি অনুভব করে; সেই শান্তি সামান্য সুখদুঃখের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করে। যাহারা জীবনে কখনও একবারও সেই আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তাহারা তাহা পুনঃ পুনঃ পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেও কাতর হয় না। সুতরাং একবার কোনওরূপে—শুভাদৃষ্টক্রমে যদি আমরা মনের সত্ত্ব সম্যক্ বৃদ্ধি করিয়া রজস্তমঃ অভিভূত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা উদ্ধারের পথ দেখিতে পাই, এবং ক্রমশঃ সেই পথে যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করি। ফলতঃ যে একবারও পরমশান্তিপ্রদ অনির্ব্বচনীয় সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, সে

সেই আনন্দের জন্য শরীরকে, বা প্রাণকেও তুচ্ছবোধ করিয়া থাকে। অতএব যদি শুভাদৃষ্টক্রমে আমরা কখনও মনে সাত্ত্বিক আনন্দ একবারও অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে সেই আনন্দ পুনঃ পুনঃ লাভের জন্য মনে যে আগ্রহ জন্মে, সেই আগ্রহ দ্বারা আমরা ক্রমশঃ মনের সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। ফলতঃ যেমন "এম্ এ পাস করিলেই" আমরা সংসারে বড়লোক হইয়া গণ্যমান্য ও সম্মানিত হইয়া সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব, এই বিশ্বাসে বা আশ্বাসে আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছি, তেমনই "মনের সত্ত্ববৃদ্ধি করিলেই" আমরা জীবনে চিরস্থির পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিব, যদি এই বিশ্বাস আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও আমরা সাধনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

গ। একবারমাত্র মনের সত্ত্ব বৃদ্ধি করিলেই যদি অনন্ত উন্নতির পথে যাওয়া যায়, তবে ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেই অনন্ত উন্নতির পথে যাইতেছে? যেহেতু তুমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছ, ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কোন কোন সময় সত্ত্বের বৃদ্ধি হয়।

জ। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে সত্ত্বের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সেই সত্ত্ব দ্বারা রজস্তমঃ সম্যক্ অভিভূত হয় না। কেবল যে সত্ত্ব রজস্তমঃ দ্বারা নিতান্ত অভিভূত ছিল, সেই সত্ত্ব কিঞ্চিন্মাত্র উদ্রিক্ত হয়; যেমন কোন সাধু ব্যক্তি দুই প্রবল দস্যুর হস্ত হইতে ক্ষণকালের জন্য পরিত্রাণ পায়; তেমনই সাধারণ মনুষ্যের সত্ত্বও ক্ষণকালের জন্য রজস্তমোরূপ প্রবল দস্যুদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাকে প্রকৃত মুক্তিলাভ বলা যায় না। যখন সত্ত্ব বলবৎ হইয়া রজস্তমকে সম্যক্ অভিভূত করিতে পারে, তখনই যথার্থ মুক্তিলাভ হয়। আমাদের মনের সত্ত্ব যেমন রজস্তমঃ দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া আছে, যদি সত্ত্ব দ্বারা কখনও রজস্তমঃ তদ্রূপ অভিভূত হয়, তবেই আমাদের অনন্ত উন্নতির পথ বা

মুক্তির পথ নিষ্কণ্টক হয়। পরে আমি তোমাকে এই অত্যাশ্চর্য্য রহস্য বুঝাইয়া দিব।

গ। ভাই, তুমি এক্ষণে স্পষ্ট ব্যক্ত না করিলেও তোমার কথার ইঙ্গিতেই আমার অন্তরে এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে; আমি তাহা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত না করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। মনের রজস্তমঃ একবার মাত্রও সত্ত্ব কর্ত্তৃক অভিভূত হইলেই যে সামান্য সুখদুঃখের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার আভাস বুঝিতে পারিতেছি। বোধ করি নিয়ত সেই আনন্দ লাভের জন্যই অনেকে প্রাণপণে উৎকট তপস্যা করিয়া থাকেন; বোধ করি নিয়ত সেই আনন্দ লাভের জন্যই অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহু রাজাধিরাজও স্ব স্ব রাজ্যসম্পত্তি গাত্রমলের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া অশেষ কায়ক্লেশ সহ্য করেন। বোধ করি সেই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন অনেক মহাত্মা নিতান্ত নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ সংসার ত্যাগ করিয়া "বালোন্মত্তবৎ" পর্য্যটন করেন। সেই আনন্দ একবারমাত্র লাভ হইলেই সংসার-মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়, বোধ করি তজ্জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

এই জন্যই বোধ করি সাধুসঙ্গের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু ভাই, মনের কথা বলিতেছি, বৈরাগ্যের কথা মনে করিলেও যেন প্রাণ কেমন করে! অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন রাজাধিরাজগণ ও পরম জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মগণ যখন নির্ম্মম হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন, তখন বুঝিতেছি, সংসার নিতান্তই হেয়; তথাপি তদ্রূপ নির্ম্মম হইয়া পরিজন-পরিবৃত সংসার পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না; বরং বৈরাগ্যের কথা মনে উঠিলেই মন যেন আকুলপ্রাণে বলিয়া উঠে "জ্ঞান তুমি দূরে থাক।"

জ। ভাই, আজ তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ পুলকিত হইল; যে কথা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহা আপাতত ব্যক্ত করা আমার অভিপ্রেত ছিল না, তাহা তুমি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ; ইহাতেই বুঝিতেছি, তোমার উন্নতির পথ অদূরে প্রসারিত রহিয়াছে। যাহা হউক্, ভাই, আমি তোমাকে বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছি না এবং দিব না। আমাদের ভোগাভিলাষী মনের ভোগতৃষ্ণা নিবারিত না হইলে—ভোগ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া প্রতীতি না জন্মিলে—বৈরাগ্যের উদয় হইতেই পারিবে না। সুতরাং আমাদের বৈরাগ্যের চর্চ্চা নিতান্তই অনধিকারচর্চ্চা। আমরা রাজাধিরাজও নহি, পরম জ্ঞানীও নহি। আমরা অতি দীন-দুঃখী-দরিদ্র-অজ্ঞান! আমরা সামান্য তুচ্ছ ধনেরই প্রার্থী। আমরা জঘন্য সামান্য সুখেরই প্রার্থী। ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়াই লাভ করা যায়; অন্যরূপে লাভ করা যায় না। যাহার ধর্ম্ম নাই, সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না; যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, সে কামভোগে চরিতার্থ হইতে পারে না; এবং যে কাম-

ভোগে চরিতার্থ না হইতে পারে, তাহার পক্ষে মোক্ষলাভও সম্ভাবিত নহে। আমরা স্ব স্ব মন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, ভোগলালসা আমাদের অন্তঃকরণে প্রবল রহিয়াছে। সেই ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং অর্থের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন। অতএব আমি তোমাকে অগ্রে সেই ধর্ম্মসাধনের কথাই বলিব। তোমাকে মোক্ষ সাধনের কথা বলা আমার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত নহে; সেই জন্যই আমি সতর্ক হইয়া সে কথা বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব। ভাই, "জ্ঞান তুমি দূরে থাক" একথা বলিতে হইবে কেন? জ্ঞান আমাদের বহুদূরেই অবস্থিত রহিয়াছেন; আমরা এখনও মনুষ্য-জীবনের যথার্থ উন্নতিপথের প্রথম সোপানেও আরোহণ করিতে পারি নাই। সুতরাং চতুর্থ সোপান বহু উচ্চে অবস্থিত। সেই সোপানে আরোহণ করিতে হয় ত আমাদের বহু শত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। হয় ত বহু শত জন্মেও আমাদের কাম-লালসা তৃপ্ত হইবে না,—আমরা কামভোগে বিতৃষ্ণ হইতে পারিব না; সুতরাং হয় ত আমাদের বহু সহস্র বা বহু লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিবার পরে সেই ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইবে—আমরা তখনই যথার্থ জ্ঞানের সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব।

গ। তুমি যথার্থই মনের মত কথাই বলিতেছ; আমাদের মনে ভোগলালসা অতীব প্রবল। আমরা আহার-বিহারজনিত সুখ—ভোজন-মৈথুনজনিত সুখ—দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিজনিত সুখ উপভোগের জন্যই বিব্রত। শরীরটী চিরদিন সুস্থ থাকিবে, মন চিরদিন প্রফুল্ল থাকিবে, সাংসারিক কোনও বিষয়েরই অভাব থাকিবে না, সকলে সম্মান প্রদর্শন করিবে, সকলে সুখ্যাতি বা প্রশংসা করিবে, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদের শতবারই জন্মগ্রহণ করিতে হউক্

বা লক্ষবারই জন্মগ্রহণ করিতে হউক্, কিংবা একবারই জন্মগ্রহণ করিতে হউক্, সকলই তুল্য কথা ; যেহেতু পূর্ব্বজন্মের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না, এবং পরে যে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সে বিশ্বাসও মনে স্থান পায় না। যাহা হউক্, তুমি আপাততঃ আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় সেই ভোগলালসা তৃপ্তির জন্য অর্থাৎ আমাদের মনের একান্ত অভিলাষ যাহা তৎপূরণের জন্য কি উপায় নির্দ্দেশ করিবে, তাহা একবার সঙ্ক্ষেপে বলিয়া পরে বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দিবে। আমি তোমার নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সাধনের সংক্ষিপ্ত প্রণালী অগ্রে শুনিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্ম কি ? কিরূপে তদ্দারা অর্থ লাভ করা যায় এবং অর্থ দ্বারাই বা কিরূপে ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে হয়, তাহা অগ্রে সংক্ষেপে বল।

জ। জীবনের উন্নতিপথের চারিটী সোপান ; যথা,—১ম ব্রহ্মচর্য্য, ২য় গার্হস্থ্য, ৩য় বানপ্রস্থ এবং ৪র্থ সন্ন্যাস। তন্মধ্যে প্রধানতঃ প্রথম দুইটি সোপানই আমাদের লক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্য সাধনের নামই ধর্ম্মসাধন ; এবং গার্হস্থ্যসাধনের নামই অর্থ ও কামসাধন।

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বীর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় ; বীর্য্য দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতা জন্মে ; এবং সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভোগবাসনা চরিতার্থ হয়। অতএব ব্রহ্মচর্য্য পরম ধর্ম্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মচর্য্যই পরম অর্থস্বরূপ ; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই ত্রিবর্গসাধনের প্রধান সহায়। আমার উপদেশের এই সংক্ষিপ্তসার ব্যক্ত করিলাম।

গ। পূর্ব্বে সত্ত্বশুদ্ধির জন্য বা রজস্তমঃ ক্ষীণ করিবার জন্য যমনিয়ম-সাধনের কথা বলিয়াছ ; এক্ষণে

ব্রহ্মচর্য্য সাধনের কথা বলিতেছ; অতএব বোধ করি যমনিয়ম সাধন সন্ন্যাসী যোগীদিগেরই কর্ত্তব্য; আর ব্রহ্মচর্য্যসাধনই আমাদের কর্ত্তব্য।

জ। না, তা নয়; ব্রহ্মচর্য্যসাধন যমনিয়ম-সাধনেরই অঙ্গ; অথবা যমনিয়ম-সাধনই ব্রহ্মচর্য্য সাধনের অঙ্গ; কিংবা যমনিয়ম সাধনই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য। অতএব যমনিয়ম সাধনই মনুষ্যমাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য বা প্রধান ধর্ম্মাচরণ। অতএব তুমি ব্রহ্মচর্য্যসাধন আর যমনিয়ম সাধন একই কথা বলিয়া জান। সত্ত্বশুদ্ধি বা রজস্তমঃ ক্ষয়ের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য বা যমসাধন আবশ্যক। সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গণও প্রসন্ন হয়; সুতরাং জগৎ আনন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তখন সর্ব্ববিধ ভোগলালসা সহজেই চরিতার্থ হইয়া থাকে।

গ। তবে যম-নিয়ম সাধন করিলেই মানুষের সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়?

জ। প্রায় সকল অভিলাষই পূর্ণ হয় বটে; কিন্তু অসঙ্গত বা অপ্রাকৃত অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হয় না। যমনিয়ম সাধন করিলে মানুষ খেচরত্ব লাভ করিতে পারে না; জরা বা বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু নিবারণ করিয়া চিরযৌবন বা অমরত্ব লাভ করিতে পারে না; আত্মীয় স্বজনেরও মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না; ঝড়, তুফান, বন্যা, বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প মড়ক প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ধর্ম্মসাধকগণের অদৃষ্টে কখনও অপমৃত্যু বা যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটে না; তাঁহারা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতেও শোকে কাতর বা অভিভূত হইয়া দুঃসহ দুঃখভোগ করেন না। তাঁহাদের শরীরে প্রায় কোন প্রকার রোগ থাকে না। সমগ্র দেশ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলেও ধর্ম্মসাধকেরা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হন না; কোন রোগ হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে কাতর করিতে পারে না। ফলতঃ সংসারে মনুষ্যের পক্ষে যে পর্য্যন্ত সুখলাভের সম্ভাবনা আছে, ধর্ম্মসাধকগণই কেবল সেই

সুখের অধিকারী হইতে পারেন; অন্যে পারে না। ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া জানিবে। এখানে আর একবার সঙ্ক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, সাত্ত্বিক পরমানন্দই সাংসারিক সুখের চূড়ান্ত। তদপেক্ষা অধিকতর সুখ সংসারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গ। ভাই জগৎ, এক্ষণে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক; অতএব তুমি তদ্বিষয়ে যাহা জান বল।

জ। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছি; এক্ষণে সেই গুলিই প্রমাণসহ বিস্তৃতভাবে বলিতেছি শুন; ভাগবতে আছে,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণান্ বুদ্ধের্নচাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি॥"

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, ইহারা বুদ্ধির গুণ, আত্মার গুণ নহে। অগ্রে সত্ত্ব দ্বারা রজঃ ও তমঃ বিনষ্ট করিয়া পরে সত্ত্ব দ্বারাই সত্ত্বের ধ্বংস করিয়া "নির্গুণ" ব্রহ্মপদ লাভ করা কর্ত্তব্য।

গীতা হইতে সত্ত্বরজস্তমঃ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, শুন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্॥"

হে মহাবাহো অর্জ্জুন! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নির্ব্বিকার আত্মাকে দেহে বদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় মনে আত্মপ্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতেই সেই মন সুখদুঃখাদি ভোগ করে।

যেমন অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ বা অঙ্গার অগ্নি বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ আত্মজ্যোতিঃসমন্বিত মনও জীবাত্মা বা দেহী বলিয়া কথিত হয়। সেই জন্যই মনুসংহিতায় আছে,—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্ ॥

অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমঃ আত্মার (জীবাত্মার বা মনের) গুণ জানিবে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! সেই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব অতি নির্ম্মল বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশক এবং দুঃখবর্জ্জিত ও প্রশান্ত। সেই সত্ত্বই জীবকে সুখাসক্ত ও জ্ঞানাসক্ত করে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগ ও বিরাগাত্মক ও আকাঙ্ক্ষাজনক। এই রজোগুণ আত্মাকে কর্ম্মে আসক্ত করে। অর্থাৎ এই রজোগুণের জন্যই মন বিবিধ বাসনায় চঞ্চল বা অস্থির হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানজনক এবং সকল দেহীর মোহজনক। ইহা মনকে বিভ্রান্ত করে, এবং আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

হে ভারত! সত্ত্ব দেহীকে সুখী করে, রজঃ কর্ম্মে আসক্ত করে, এবং তমঃ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রম জন্মায়।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥

হে অর্জ্জুন! কোথাও রজঃ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব প্রবল হয়, কোথাও সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া রজঃ প্রবল হয় এবং কোথাও সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া তমঃ প্রবল হয়। কিন্তু এই অভিভব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণমাত্রায় হয় না; কখনও বা পূর্ণমাত্রায়, কখনও বা মধ্যম মাত্রায়, কখন বা সামান্য মাত্রায় হইয়া থাকে।

যখন সত্ত্বগুণ পূর্ণমাত্রায় রজঃ ও তমকে অভিভূত করে, তখন সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশ বা ইন্দ্রিয়জনিত সুখের চূড়ান্ত অনুভূতি জন্মে যথা,—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশো উপজায়তে
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইলে এই দেহের সর্ব্বদ্বারে (চক্ষুকর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে) আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ যেন জ্ঞানময় হইয়া অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। **এই আনন্দই সাংসারিক সুখের চূড়ান্ত সীমা।** একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি স্মরণ কর।

পুনঃ, যখন মনে রজঃ প্রবল হইয়া সত্ত্ব ও তমকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে, তখন মনে লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি এবং স্পৃহাদি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যথা,—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

আবার যখন মনের সত্ত্ব ও রজকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া তমঃ প্রবল হয়, তখন মনে প্রমাদ (ভ্রান্তি, অমনোযোগ, মৃত্যুশঙ্কা), মোহ, অপ্রবৃত্তি (কার্য্যে অনুৎসাহ, আলস্য), আন্তরিক অপ্রকাশ বা অন্ধকার যাহাতে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, ফলতঃ তখন সর্ব্ব শরীরটা যেন দুর্ব্বহ জড়পিণ্ডবৎ প্রতীত হইয়া প্রতিক্ষণ মরণের ইচ্ছা জন্মে, এই সকল, ঘোরতর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। ইহাই সাংসারিক

ক্লেশের চূড়ান্ত অবস্থা; ইহাই ঘোরতর অন্ধতামিস্র নরক বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা,—

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

গ। তবে বোধ করি বিবৃদ্ধ সত্বসম্ভূত আনন্দই মোক্ষ। কারণ সেই আনন্দই সকল ক্লেশের নিবারণ করিয়া থাকে।

জ। না—না—না; সাত্বিক পরমানন্দ সাংসারিক সুখের চূড়ান্ত বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষ নহে; মোক্ষ সাংসারিক সুখের অন্তর্গত নহে; মোক্ষ সাংসারিক অবস্থার অতীত। মোক্ষজনিত আনন্দ সাত্বিক আনন্দ নহে; "আত্মিক আনন্দ"। সাত্বিক আনন্দ বা সুখ মনোভব; কিন্তু মোক্ষজ আনন্দ আত্মগত; সে আনন্দের সহিত মনের সংস্রব থাকে না; জড়ের সংস্রব থাকে না; গুণের সংস্রব থাকে না। সেই জন্য সে আনন্দ গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়। সে আনন্দের সহিত আপাততঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, কেননা তাহা সংসারের অতীত; সুতরাং তদ্বিষয়ক চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক; তথাপি তোমার প্রতীতির জন্য এখানে কিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি শুন;—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ কে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।—যিনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বসৃষ্টি ত্রিগুণেরই কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, এবং আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিয়াছেন, বা অন্তঃকরণে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই মদ্ভাব (আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণ

অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত সমস্ত ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কৈর্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুণানেতা নতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥

হে প্রভো! কি কি লক্ষণ দ্বারা ত্রিগুণাতীত পুরুষকে জানা যায়? তিনি কিরূপ আহার-বিহারাদি আচরণ করেন এবং কিরূপেই বা ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়ো স্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ যিনি প্রকাশস্বরূপ সত্ত্বগুণ, প্রবৃত্তিস্বরূপ রজোগুণ এবং মোহস্বরূপ তমোগুণের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন,—যিনি সেই সকল কার্য্যের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ প্রদর্শন করেন না; ত্রিগুণের কার্য্য হউক্ বা না হউক্, থাকুক্ বা না থাকুক্, উভয়ই যাঁহার পক্ষে সমান; অর্থাৎ সৃষ্টি বা সংসার থাকিতে হয় থাকুক্, না থাকিতে হয় না থাকুক্, তজ্জন্য যাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই; ফলতঃ যিনি গুণসমষ্টিস্বরূপ স্বীয় মনের কার্য্যে কিছুমাত্র বিচলিত হন না, "জড় জড়ের প্রতি আসক্ত" এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান, নিন্দা ও

স্তুতি, উভয়ই তুল্য জ্ঞান করেন ; যিনি লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, শত্রু ও মিত্র, উভয়ই সমান দেখেন ; যিনি একমাত্র আত্মনিষ্ঠ বা স্বস্থ এবং সর্ব্বসমারম্ভ-পরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন ।

গ। ভাই, নমস্কার, নমস্কার, গুণাতীত পুরুষের চরণে কোটি কোটি নমস্কার ; আমি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি সাংসারিক সুখের যাহা চূড়ান্ত, তদ্বিষয়েই আমাকে উপদেশ দাও। আমি সংসারের অতীত সুখের প্রার্থী নহি। যাহাতে সত্ত্বের বৃদ্ধি এবং রজস্তমের ক্ষয় হয়, তাহারই উপায় নির্দ্দেশ কর।

জ। যদি সত্ত্বের বৃদ্ধি পক্ষে কোনও সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি জিজ্ঞাসা করিলেও আমি তোমাকে গুণাতীত পুরুষের বিষয় বলিতাম না। কিন্তু গুণাতীত পুরুষই "ঈশ্বর" পদবাচ্য বলিয়া এবং ঈশ্বর-প্রণিধানও যমনিয়মসাধনের অঙ্গ বলিয়া আমি তোমাকে গুণাতীত পুরুষের বা ঈশ্বরের লক্ষণ বলিলাম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একজন গুণাতীত পুরুষ ছিলেন ; সেই জন্য তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়াছেন।

গ। সে কি! এ যে তোমার মুখে এক আশ্চর্য্য নূতন কথা শুনিতেছি। "ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই কথাই ত শুনিয়াছি। কিন্তু গুণাতীত পুরুষের সহিত ত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধই নাই ; গুণাতীত পুরুষের ত সংখ্যাও বিস্তর। অতএব এই স্থানেই আমার এ সংশয় অপনোদন কর। যদিও আমি মনে করিয়াছিলাম ঈশ্বরসম্বন্ধে কোনও কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না, কেননা যাহা "Unknown and unknowable" অজ্ঞাত

ও অজ্ঞাতব্য বলিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া বা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় ক্ষয় করা আমার ইচ্ছা নহে। তবে তুমি যখন গুণাতীত পুরুষকেই ঈশ্বর বলিতেছ, এবং সেই ঈশ্বর-প্রণিধান যখন সাধনের অঙ্গ বলিতেছ, আবার যখন তাদৃশ ঈশ্বর Unknown and unknowable অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতব্য নহেন, তখন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসার বা শুশ্রূষার উদয় হইতেছে। অতএব তুমি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর। গুণাতীত পুরুষই যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ কি ?

জ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত কোন নূতন কথা বলিবার সাধ্য আমার নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে যোগদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই যোগদর্শনে ঈশ্বরের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

অর্থাৎ যাঁহার ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় নাই, সেই পুরুষই ঈশ্বরপদবাচ্য। অতএব বুঝিয়া দেখ, গুণাতীত পুরুষ আর ঈশ্বর একই কথা কি না। আমি আর তদ্বিষয়ে এস্থানে অধিক কিছু বলিব না। সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধই নাই। সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহা বেদবাক্য; সুতরাং ইহা সত্য। ঈশ্বর বহুসংখ্যক হইলেও "ঈশ্বরত্ব" বা "ঈশ্বরপদ" একমাত্র। যেমন অনেকেই "চীফ্ জষ্টিস্" হয়, কিন্তু "চীফ্ জষ্টিসের পদ" একমাত্র; এই উদাহরণ দ্বারাই বুঝিয়া লও।

গ। জড় প্রকৃতিই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে !

জ। হাঁ, সচেতন জড়প্রকৃতিই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী।

গ। পূর্ব্বেও তুমি বলিয়াছ বটে, "সচেতন জড় মনই সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা" তাহাতে জীবাত্মা আর মন তোমার মতে একই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু "সচেতন জড় প্রকৃতি" বলিলে কি বুঝিব? জড়প্রকৃতি আবার "সচেতন" হইল কিরূপে?

জ। ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে সত্ত্বরজস্তমোময় জড় মন যদ্দ্বারা সচেতন হইয়াছে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেও সত্ত্বরজস্তমোময় জড় প্রকৃতিও তদ্দ্বারা সচেতন হইয়াছে।

গ। তবে কি জীবাত্মাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন?

জ। আত্মার যে অংশ দেহ ব্যাপিয়া আছেন, সেই অংশই জীবাত্মা শব্দের বাচ্য; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বা অনন্ত আত্মা পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ঈশ্বর ও পরমেশ্বর শব্দেরও উক্তরূপ প্রভেদ জানিবে। ফলতঃ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা আর পরমাত্মা একই পদার্থ এবং ঈশ্বর ও পরমেশ্বরও একই পদার্থ। এখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বেদবাক্যের অর্থ চিন্তা করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর।

গ। আহা! আর্য দর্শনশাস্ত্রকারগণের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। যাহা পাশ্চাত্য দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরাও Unknown and unknowable "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়া "বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য" বলিয়া নিরাশ হইয়াছেন, সেই দুরবগাহ তত্ত্বও আর্য্য ঋষিগণ অতি সরলভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এমন কি আমাদের মত ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরও তাহা সহজবোধগম্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আজ আমার এক বিষম সংশয় অপনোদিত হইল। ঘোরতর কুসংস্কার দূরীভূত হইল। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।

জ। ভাই, "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া মনে করিও না। "ঈশ্বর কিরূপ, তাহা বুঝিলাম" বলিয়া উৎফুল্ল হইও না। ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যেমন অনভিজ্ঞ ছিলে, এখনও তেমনই অনভিজ্ঞ আছ, মনে কর। "কৃষ্ণ মথুরায়, কৃষ্ণ গোধন চরায়" তোতাপাখীর মুখে এই কথা শুনিয়াই মনে করিও না "কৃষ্ণ কিরূপ তাহা বুঝিয়াছি।" বেদ স্বয়ং বলিতেছেন,—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥

হীন মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হন না। কারণ তাঁহাকে অনেকে অনেক প্রকারে ভাবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট না হইলে এই আত্মজ্ঞান-বিষয়ে অন্য গতি নাই। যেহেতু আত্মা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য।

আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কথা দূরে থাক্, পরম জ্ঞানী বেদাচার্য্যগণও বলিয়াছেন,—

" ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথ অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥"

অর্থাৎ আত্মা চক্ষুর অগম্য, বাক্যের অগম্য, মনেরও অগম্য। আমরা তাঁহাকে জানি না। কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যাবতীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি।

অগ্রে এইরূপ বলিয়া তাঁহারা পরে নানা প্রকারে উপযুক্ত শিষ্যদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। "উপযুক্ত শিষ্য" একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি বলিতেছি শুন,—উপযুক্ত আচার্য্যও উপযুক্ত শিষ্য না

পাইলে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন না। যাঁহারা জীবনের উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়া অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যসাধন করিয়া উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন শেষ করিয়াছেন, তাঁহারাই উন্নতির তৃতীয় সোপানে অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব-শ্রবণের অধিকারী হন। অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবার অধিকারী হওয়া যায়। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া অনুভূতিসাপেক্ষ, উপদেশ-সাপেক্ষ নহে; সেই অনুভূতি আবার ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা-সাপেক্ষ। সেই জন্য যখন ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি এবং কত্যপুত্র কবন্ধী, সমিৎহস্তে অর্থাৎ বিনীত শিষ্যভাবে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, তখন মনস্বী ঋষি সেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মান্বেষণপর ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "তোমরা আরও এক বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক যাপন কর, তৎপরে ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, তখন আমার যাহা জানা আছে, তৎসমস্ত তোমাদিগকে বলিব। যথা,—

"সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ
সৌর্য্যায়ণি চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো
ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈ তে
ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা
এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎ-
পাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥
তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ
শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্
পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥২॥"

অতএব একবার প্রশান্তচিত্তে অনুধাবন করিয়া বুঝ, পূর্ব্বতন আর্য্য

ঋষিরা কি প্রকার ব্যক্তিকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারা উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেন না; অনধিকারীকে আত্মোপদেশ প্রদান করিতেন না; কেননা অনধিকারীকে আত্মোপদেশ প্রদান করিলে সে তাহার কিছুই বোধ করিতে বা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না; যেমন গোলাপের সৌরভ, বর্ণনা শুনিয়া বুঝা যায় না; একটা গোলাপ ফুল নাকের কাছে ধরিয়াই বুঝিতে হয়; তদ্রূপ আত্মতত্ত্বও কথায় কেহ বুঝিতে পারে না; ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শ্রদ্ধা দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ও ভাস্বর হইলে সেই বুদ্ধি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং তাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই আত্মোপদেশ শ্রবণ-মননে ও অনুধ্যানে সমর্থ। কিন্তু তমোরাজসিক প্রকৃতি দ্বারা আমাদের বুদ্ধি নিতান্তই মলিন হইয়া আছে; আমরা সেই মলিন বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব কিরূপে অনুভব করিব? সুতরাং আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু তর্কবিতর্ক বা বাদবিতণ্ডা করি, তৎসমস্তই নিতান্ত পণ্ড-পাণ্ডিত্য জানিবে। "আত্মা আছে কি না, ঈশ্বর আছে কি না, পর-কাল ও জন্মান্তর আছে কি না" এই সকল বিষয়ে অধুনা অর্ব্বাচীন বালকেরাও তর্কবিতর্ক করে! কিন্তু এই সকল বিষয় বুঝিতে হইলে — অনুভব করিতে হইলে—যমনিয়মাদি সাধনা আবশ্যক। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে বা পণ্ডিতগণের মুখে শুনিলে কোন ফল হয় না।

সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মান্বেষণপর ভারদ্বাজ, শৈব্য, গার্গ্য, ভার্গব প্রভৃতি মহাত্মাদিগকেও যখন ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষি পুনরায় সংবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শ্রদ্ধাসহকারে যাপন করিতে বলিলেন, যখন তাঁহাদিগকেই আত্মতত্ত্বোপদেশের সম্যক্ যোগ্যপাত্র মনে করিলেন

না, তখন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিয়া দেখ দেখি, আমরা কি আত্মতত্ত্ব বুঝিবার যোগ্যপাত্র ?

গ। তবে আমরা কিরূপে ঈশ্বর-প্রণিধান করিব ?

জ। যথাসময়ে তাহা বলিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

গ। তবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যসাধন বা যমসাধনের কথাই বলিতে আরম্ভ কর। কিন্তু ভাই, একটী কথা বলিতে আগ্রহ জন্মিতেছে শুন; ব্রহ্মচর্য্যসাধন কথা শুনিলেই স্ত্রীসংসর্গত্যাগের কথাই মনে হয়; কিন্তু স্ত্রীসংসর্গত্যাগ আর সংসার ত্যাগ তুল্য কথা বলিলেও হয়; অতএব সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনিতেও যেন ভয়ের উদ্রেক হইতেছে।

জ। ব্রহ্মচর্য্যসাধন বলিলে প্রধানতঃ স্ত্রীসঙ্গত্যাগই বুঝায় বটে; কিন্তু বুঝিয়া দেখ, বাল্যাবধি মরণপর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ করাই কি উচিত? সমগ্র জীবন সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়; এবং সমগ্র পরমায়ু সাধারণতঃ শত বর্ষ গণ্য করা যায়। সমগ্র জীবিতকালেই ব্রহ্মচর্য্য-সাধন আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথম ২৫ বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সময়; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই সময় স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বা সর্ব্বতোভাবে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ২৫ বৎসর গার্হস্থ্য আশ্রম; এই আশ্রমে নিয়মিতরূপে —শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় ২৫ বৎসর বানপ্রস্থের সময়; এই সময় কেহ কেহ সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করেন, কেহ বা স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন; কিন্তু এই বানপ্রস্থাশ্রমে

যাঁহারা সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারাও অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। চতুর্থ ২৫ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রম; ইহাই সর্ব্ব-ত্যাগের সময়। এই সময় সাধক নিঃসঙ্গ হইয়া—দেহমনের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আত্মভাবে মনঃসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন।

গ। কিন্তু ভাই, আমাদের ত ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই স্ত্রীসহবাস ঘটনা হইয়াছে; ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব হইতেই আমরা বীর্য্যক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি; তবে আর আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়?

জ। প্রায় সহস্রবৎসর হইল, ভারতবর্ষে রাজবিপ্লব হইয়াছে; সুতরাং তদানুষঙ্গিক সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবও ঘটিয়াছে; সেই জন্যই এখন আর ভারতে পূর্ব্বোক্ত আশ্রম-চতুষ্টয় অনুসারে জীবন বিভক্ত নহে। অধুনা ভারতবর্ষে নূতন রাজার অধিকার হইয়াছে; সমস্ত নূতন নূতন সমাজ এবং নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এখন সেই সমাজ ও শিক্ষাপ্রণালীর অনুসারে ধর্ম্মাচরণেরও নূতন পদ্ধতি অব-লম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। তবে জানিও, আর্য্য মহর্ষিগণের প্রতি-ষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ-বিধি কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অধুনা রাজনীতির অনেক উৎকর্ষ হইয়াছে; এখন ভীমার্জ্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর এবং চাণক্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রাজমন্ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু চরমোৎকৃষ্ট আর্য্য ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষসাধন হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও নাই। যাহা হউক্, এখন সে কথায় কাজ নাই; তবে আধুনিক রাজ-শাসন ও সমাজ অনুসারেই আমাদিগকে যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পূর্ব্বতন ঋষিগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিতে হইবে। সমাজ যেরূপই হউক্ এবং রাজশাসন যেরূপই হউক্, ব্রহ্মচর্য্যসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে না। আমরা জীবনের গত কয়েক বৎসর নষ্ট করিয়াছি বলিয়াই যে আগামী কয়েক বৎসরের জন্য হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব, ইহা কখনই সঙ্গত কথা নহে। যদি জীবনের প্রথম ভাগ বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, যাউক্, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট তিন ভাগের উৎকর্ষ সাধন

করিব। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও—শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসহবাস করিয়াও—ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। রাজবিপ্লব ঘটাতে এবং নূতন রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গৃহে থাকিয়াই আমাদিগকে বানপ্রস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। সন্ন্যাসের কথা আর কি বলিব, সে আশ্রমে উপস্থিত হওয়া আমাদের ইহজীবনে ঘটিবে না। আমরা শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিতেও পারিব না; কেননা আমরা জীবনের প্রথম ভাগেই যখন ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যক্ষয় বা প্রাণক্ষয় করিয়াছি, তখন আমাদের পক্ষে দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব এখন আমাদিগকে জীবনের মধ্যভাগদ্বয়ে ব্রহ্মচর্য্যসাধন বা ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। আমরা প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্যসাধন করি নাই বলিয়াই আমাদের সন্ন্যাসাশ্রম প্রার্থনীয় নহে; প্রার্থনা করিলেও প্রাপ্য নহে। আমাদের পক্ষে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জন্মের প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য যথারীতি পালন করিতে হইবে।

গ। পরজন্মের কর্ত্তব্য ইহজন্মে অবধারণ করিতেছ কিরূপে? আবার যে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিব, তাহারই বা প্রমাণ কি?

জ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে,—তর্কগম্য নহে, প্রত্যুত অনুভূতিগম্য; তদ্রূপ পরজন্মের অস্তিত্বও প্রমাণসাপেক্ষ বা তর্কগম্য নহে; তাহাও অনুভূতিগম্য। সাধনা দ্বারাই সেই অনুভূতি লাভ করিতে হইবে। যথা,—

"অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।"

অর্থাৎ যমসাধনের অন্তর্গত অপরিগ্রহসাধন প্রতিষ্ঠিত হইলেই জন্মান্তরসম্বন্ধীয় বোধ বা অনুভূতি জন্মিয়া থাকে; ইহা ত্রিকালদর্শী মহাত্মা যোগীদিগের সিদ্ধান্ত সত্য বাক্য। আমরা কাম-মোহে মোহিত বলিয়াই জন্মান্তরসম্বন্ধে বিমূঢ়। যাহা হউক, যদি ইহ জীবনে অপরিগ্রহ-সাধনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে তখন অবশ্যই পরজন্ম-

সম্বন্ধীয় অনুভূতিও লাভ করিতে পারিব; আর যেই অনুভূতি লাভ করিতে পারিলেই পরজন্মের কর্ত্তব্যবিষয়েও আমাদের মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে। সেই সঙ্কল্পই পরজন্মে মনের সংস্কাররূপে বা প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিবে। সুতরাং মহাজনগণের বাক্যানুসারেই আমি পরজন্মের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া বলিলাম। কিছুদিন সাধনা করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ স্পষ্ট বোধ করিতে পারিবে।

গ। তুমি ত প্রথমেই বলিয়াছ, বাল্যকাল্ কুপ্রবৃত্তি-প্রবণতার সময়; বাল্যকালেই হিংসা-চৌর্য্য-লোভ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমস্ত প্রবল হইয়া দুষ্কার্য্যে নিয়োজিত করে। বাল্যকালে সমুচিত শাসন প্রাপ্ত না হইলে বালক শেষে হিংস্র পশুর তুল্য হয়। যাহারা গুরুজনগণের শাসন অগ্রাহ্য বা অতিক্রম করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা-দিগকে পরিণামে নিরয়গামী হইতে অর্থাৎ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, যদি আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে যে আমি সুশিক্ষিত পিতামাতা, সুশিক্ষিত গুরুজন এবং সুশিক্ষক লাভ করিতে পারিব, তাহার আশা কোথায়? আবার পর-জন্মেও ত আমি ইহজন্মের মত ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া জীবনের প্রথম ভাগ নষ্ট করিতে পারি?

জ। ইহজন্মে যদি জীবনের অবশিষ্ট সময় ব্রহ্মচর্য্য সাধন কর, তবে তাহার ফলে পরজন্মে সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পিতামাতা ও সুশিক্ষক লাভ করিতে পারিবে। ইহাও পরমযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি; যথা,—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ॥"

অতএব সাধনার ফল নিষ্ফল হয় না; সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই অধার্ম্মিক বা অসাধক বলিয়াই তাহারা মৃত্যুর পরে পুনরায় কুপ্রবৃত্তি-প্রবণতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সেই জন্যই আমরা অধিকাংশ বালককে কুপ্রবৃত্তি-প্রবণ ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভারতে অসাধারণ বালকের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তুমি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, মহাত্মা রামদাসস্বামী, মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী, মহাত্মা শিবনারায়ণ স্বামী *, প্রভৃতি বহুল ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, তাঁহাদের বাল্যজীবন কীদৃশ। অধিক ব্যক্তির নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক বলিয়া দুই জন মাত্র অতীত ও দুই জন মাত্র জীবিত মহাপুরুষের নামোল্লেখ করিলাম। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষের সংখ্যাও ভারতে বিরল নহে, জানিবে। সেই সকল মহাপুরুষগণের বাল্যজীবন পূর্ব্ব জন্মের সাধনার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ফল। অতএব জীবনের অবশিষ্ট সময় যথাসাধ্য সাধনা কর, সাধনার ফলে অবশ্যই মুক্তিলাভ হইবে।

গ। তুমি যে বলিলে এখন রাজশাসন অনুসারে গৃহে থাকিয়াই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার তাৎপর্য্য কি? "ঘরে থাকিয়া বনবাস" ইহার অর্থ কি?

জ। বানপ্রস্থ বলিলে কেবল বনে বাস করাই বুঝায় না; তবে পূর্ব্বকালে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমের অন্তেই বনে বাস করিয়াই অনেকে ধর্ম্মসাধন করিতেন বলিয়াই জীবনের তৃতীয় আশ্রমকে বানপ্রস্থ বলে। এখন বনভূমিও কঠোর রাজশাসনের অধীন হওয়াতে সেখানে গিয়াও "ট্যাক্স" না দিয়া ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন যাপন করা রাজনিয়মের

---

* শঙ্করাচার্য্য, দয়ানন্দ, রামদাস স্বামী, ভাস্করানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী প্রভৃতি বহুল মহাত্মার জীবনচরিত যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে বিবৃত হইয়াছে।

বিরুদ্ধ। আর কিছু দিন পরেই দেখিবে, গ্রাম নগরের পথেও কেহ ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে ধরিয়া কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া কঠিন পরিশ্রম করাইবে। সেই জন্যই বলিয়াছি, এখন গৃহে থাকিয়াই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বে বনে বাস করিয়া ঋষিরা অগ্নিদ্বারা হিংস্রজন্তুর উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। এখন গৃহে বাস করিয়া "টাকা" দিয়া রাজশাসনের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। সুতরাং এখন জীবনের দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু টাকা সঞ্চয় করাও ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত।

গ। ভাই, ঠিক্ কথাই বলিয়াছ; রাজা, জমীদার, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এইগুলিই অধুনা আরণ্য হিংস্রজন্তুর স্থানীয় হইয়াছে বটে।

জ। না; রাজা, জমীদার, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিকে স্পষ্টতঃ বন্য হিংস্রজন্তুর সহিত তুলনা করিলে যেন একটু বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। ফলতঃ আধুনিক রাজনীতি যে পূর্ব্বাপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভারতে এখন সময়োচিত উৎকৃষ্ট রাজশাসনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গ। সে কি! পূর্ব্বকালের "রামরাজ্য" অপেক্ষা কি আধুনিক "ইংরাজ রাজ্য" উৎকৃষ্ট?

জ। পূর্ব্বকালে যেরূপ সমাজ ছিল, তাহার পক্ষে "রামরাজ্যই" উৎকৃষ্ট ছিল বটে; কিন্তু আধুনিক সমাজ অনুসারে "ব্রিটিশ শাসনই" উৎকৃষ্ট।

গ। রাজশাসন অনুসারে সমাজ পরিবর্ত্তিত হয়, কিংবা সমাজ অনুসারে রাজশাসন পরিবর্ত্তিত হয়?

জ। সমাজ অনুসারেই রাজশাসন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে রাজা সমাজেরই অধীন; সমাজ রাজার অধীন নহে।

তবে যে সমাজ নিতান্ত পাপাচারপরায়ণ ও অধঃপতিত, তাহাই রাজার অধীন জানিবে।

গ। তোমার মতে কি সমাজ-সংস্কার করিতে পারিলেই রাজশাসনের পরিবর্ত্তন করা যায়? আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই কি তুমি মনে কর ম্লেচ্ছশাসন পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষ রামরাজ্যে পরিণত হইতে পারে?

জ। তদ্বিষয়ে তোমার কি সন্দেহ আছে? ভারতবর্ষে যদি পুনরায় আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি পুনরায় সকল লোক চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আশ্রম-চতুষ্টয় অবলম্বন করে, তবে কি বর্ত্তমান রাজশাসনের সম্যক্ পরিবর্ত্তন ঘটে না?

গ। ভাই, এবার আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। রাজশাসন সমাজের অধীন; তবে ত সমাজ মনে করিলেই রাজাকে তাড়াইয়া দিতে পারে? মনে কর সমগ্র ভারতের লোকসকল মিলিত হইয়া তোমাকে সমাজপতি করিল। কিন্তু ভারতবাসী সকলেই নিরস্ত্র, তাহা তুমি অবশ্য জান; তুমি এই সমাজের নেতা হইয়া মনে করিলে কি প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইতে পার?

জ। যদি সমগ্র ভারতবাসী আমার নেতৃত্বের অধীন হয়, তবে আমি অতি সহজেই—বিনা অস্ত্রাঘাতে—বিনা রক্তপাতে, সমস্ত ইংরাজকে এদেশ হইতে তাড়াইতে পারি। ইংরাজেরা এদেশে আছে "টাকা" পাইবার জন্য। আমরা আছি কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য। কিন্তু জানিও, জলবাতাস ও মাটী খাইয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়। যদি আমার আজ্ঞাক্রমে সমগ্র ভারতবাসী "বিলাস-বাবুগিরি" পরিত্যাগ

করে, যদি তাহারা কেবল জীবনধারণের উপযোগী আহারমাত্র গ্রহণ করে, যদি তাহারা বিদেশজাত দ্রব্যের অপেক্ষা না করে, অর্থাৎ যদি তাহারা সম্পূর্ণরূপে অপরিগ্রহ সাধন করে, তাহা হইলে ইংরাজেরা কয় দিন এই ভারতে তিষ্টিতে পারে ? বেশ চিন্তা করিয়া দেখ দেখি।

গ। হাঁ, এখন বেশ বুঝিলাম ; তোমারই মত যথার্থ বটে ; সমাজ-সংস্কার করিতে পারিলেই রাজ-শাসনেরও সংস্কার করা যায় বটে।

জ। কিন্তু স্মরণ রাখিও "দশ কলসী তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।" সমগ্র ভারতবাসী তোমার বা আমার অধীন হইবে না ; বর্ত্তমান রাজশাসনও সহজে পরিবর্ত্তিত হইবে না। সুতরাং বৃথা কথা পরিত্যাগ করিয়া কাজের কথাই বলা যাউক্। সমাজ সংস্কার করা অবতারগণের কাজ ; আমাদের কাজ নহে। এখন আমরা আমা-দিগকে উদ্ধার করিতেই চেষ্টা করি। "Take care of the Pennies and Pounds will take care of themselves." ব্যষ্টিগত উদ্ধারের চেষ্টা কর, সমষ্টিগত উদ্ধার স্বতঃই হইবে।

গ। তবে কি স্বার্থপর হইতেই উপদেশ দিতেছ ? তবে কি কেবল আমার নিজের উদ্ধারই আমার কর্ত্তব্য ? আর কাহারও উদ্ধারের জন্য কি আমি চেষ্টা করিব না ?

জ। তোমার জীবনের অবশিষ্ট যে সময়টুকু আছে, সেই সময়ের মধ্যে তুমি সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যসাধন বা ধর্ম্মসাধন কর। তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অনেকের অনেক উপকার হইবে। ফলতঃ তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বার্থপর হইলেও পরোক্ষে পরার্থপরও হইবে। তুমি অহিংসা-পরায়ণ হইলে দেখিবে, অতি ক্রূরপ্রকৃতি মনুষ্যেরাও তোমার নিকট অহিংসাপর হইবে! অধিক আর কত বলিব, তুমি স্বয়ং ধর্ম্মসাধন করিয়া ধার্ম্মিক হইলে জগৎসংসারের সকলকেই ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার প্রতীতি জন্মিবে! তুমি এ সংসারে তখন কাহাকেও পাপাত্মা বলিয়া

মনেও করিতে পারিবে না ; সুতরাং কাহারও উদ্ধারসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হইবে না ; অথচ সংসারের সকলেই তোমাকে দেখিয়া সহজেই আপনাদের হীনতা অনুভব করিতে পারিবে এবং তোমার পদধূলি দ্বারাই তাহাদের উদ্ধার-সাধন হইবে, এইরূপ মনে করিবে। অতএব ভাই, "দল বাঁধিয়া" হৈ চৈ করিয়া বেড়াইলেই যে সমাজের উদ্ধারসাধন করা হয়, এবং নীরব জীবন যাপন করিলেই যে সমাজের উন্নতি সাধন করা যায় না, ইহা মনে করিও না। ঐ যে বারাণসীক্ষেত্রের এক নিভৃত উদ্যানে উলঙ্গ ভাস্করানন্দ মৌনী হইয়া অদ্যাপি কালাতিপাত করিতেছেন, উনি কি ভারতের বা পৃথিবীর কোন উন্নতি সাধন করিতেছেন না? ভারতীয় কত রাজভবনে যে তাঁহার প্রস্তরপ্রতিমার পূজা হইতেছে, তাহাতে কি সমাজের উন্নতি হইতেছে না? কত শত শত ব্যক্তি যে কাশীধামে গিয়া এই জীবন্ত বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া আসিতেছে, তাহাতে কি সমাজের উন্নতি হইতেছে না? যাহারা বক্তৃতা করিয়া—চীৎকারধ্বনি করিয়া—স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত করিতেছে, কেবল তাহারাই কি সমাজের উদ্ধারসাধন করিতেছে? ভাই, কুসংস্কার ও ভ্রম পরিহার কর। কুশিক্ষার বিষময় ফলকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর। উচ্চশিক্ষার উচ্চ-নীতি বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা পরিত্যাগ কর। আর্য্য-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য্য ধর্ম্মনীতির অনুসরণ কর। আর্য্য মহর্ষিগণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের উন্নতিসাধন কর। মনে রাখিও, ঈশ্বর স্বয়ং মৌনী! তিনি বক্তা নহেন। অথচ তিনিই সংসারের উন্নতিবিধান করিতেছেন। যখন ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে আরম্ভ করিবে, তখনই অনেক কুসংস্কার স্বতঃই দূরীভূত হইবে। সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি, মনঃস্থির করিয়া মান পরিত্যাগ কর এবং মৌনের সন্নিহিত হও।"

গ। তোমার কথা ঠিক্ বটে; বক্তৃতা অপেক্ষা আদর্শপ্রদর্শন অধিকতর ফলপ্রদ। অধিক কি, মহা-

পুরুষগণের জীবনচরিত বোধকরি বেদপুরাণাদি অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ। কিন্তু যথার্থ মহাপুরুষগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড পাষণ্ডের দলই অধিক। সেই জন্যই ভারতের অতীব দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যখন সেই দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করা যায়, তখন মন বড়ই বিষণ্ণ হয়, অত্যন্ত ক্ষোভেরও উদয় হয়। আজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসী মুষ্টিমেয় বিদেশীয়গণের অধীন! পদানত দাস! ইহা চিন্তা করিলে মন বড়ই কাতর হয়।

জ। দেখ গজেন্দ্র, প্রকৃত-প্রস্তাবে ভারতভূমি মুষ্টিমেয় বিদেশীয়গণের অধীন হয় নাই। প্রত্যুত আজ যথার্থ সসাগরা সদ্বীপা সমগ্র ধরিত্রী ভারতভূমির অধীন হইয়াছে! এই আর্য্যস্থান পূর্ব্বেও যাঁহাদের অধীন ছিল, এখনও তাঁহাদেরই অধীন আছে। এই আর্য্যস্থানে পূর্ব্বে যে ঋষিগণের প্রাধান্য ছিল, আজ সমগ্র পৃথিবীতে সেই ঋষিদেরই প্রাধান্য প্রসারিত হইয়াছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী দেশেও আজ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইতেছে, বেদবেদান্তের চর্চ্চা হইতেছে! আজ পৃথিবীস্থ যাবতীয় সত্ত্বপ্রধান মন পরম ঋষিগণের উপদেশ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেছে। ভাই, আমরা ত অতি ক্ষুদ্র সূতিকাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; সেই সূতিকাগার আমাদের জন্মভূমি; সেই জন্মভূমি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া ভবন, গ্রাম, নগর ও দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে; তাই আমরা ভারতভূমিকে জন্মভূমি বলি। কিন্তু আজ ভারতের অধিকার পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে মনে করিয়া সমগ্র পৃথিবীকেই জন্মভূমি মনে কর এবং তদ্রূপ মনে করিয়াই মনকে প্রসারিত ও প্রসন্ন কর। ভারতভূমি বিদেশীয়গণের অধিকৃত হওয়াতে ভারতবর্ষেরও প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে, এবং সমস্ত পৃথিবীরও প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মনের ক্ষোভ দূর কর।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার-চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

এই শিক্ষাই আর্য্যভূমির উপযুক্ত শিক্ষা; ফলতঃ এ ব্যক্তি স্বদেশীয় এ ব্যক্তি বিদেশীয়, এরূপ মনে করিয়া কাহারও প্রতি অনুরাগ এবং কাহারও প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলেই অনেক সময় অনেক অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সেই ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্যই সতত চিন্তা করিয়া ঔদার্য্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

গ। কিন্তু তুমি সংবাদপত্রে যখনই পাঠ কর "একজন গোরা একজন ভারতবাসীর প্রাণসংহার করিয়াছে; কিন্তু বিদেশীয় বিচারক দোষীর দণ্ডবিধান করেন নাই। বিদেশীয় জুরীরা একবাক্যে দোষীকেও নির্দ্দোষ বলিয়াছে!" তখনই কি তোমার মনে ক্ষোভের উদয় হয় না?

জ। এরূপ সংবাদ পাঠ করিয়া প্রথমে আমারও মনে ক্ষোভের উদয় হইত বটে; কিন্তু এখন আর হয় না। আমি এখন চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, গোরার হাতে, বাঘ-ভালুকের হাতে, সাপের বা বন্য শূকরের দাঁতে, প্লেগের মুখে, দুর্ভিক্ষে, যুদ্ধে, নিয়তই অসংখ্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি যমালয়ের অতিথি হইতেছে; সুতরাং বিচারক যদিও একটা দোষীকে ফাঁসীকাষ্ঠে না দিয়া অব্যাহতি দেন, তাহাতে ক্ষোভের বিষয় নাই। বিচারক দোষীর দণ্ডবিধান না করিলেও প্রকৃতি দোষীর দণ্ডবিধানে ক্ষান্ত নহেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই আমি মনের ক্ষোভ দূর করি।

গ। স্বদেশের অবনতি দেখিয়া তোমার মনে কি ক্ষোভের উদয় হয় না?

জ। পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষার ফলে উন্নতি-অবনতি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-

সংস্কার জন্মিয়া যতদিন সেই সংস্কার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, যতদিন আর্য্য দর্শনাদি শাস্ত্র পাঠ করি নাই, ততদিনই "স্বদেশের অবনতি" দেখিয়া মনে ক্ষোভের উদয় হইত। ততদিনই মনের প্রবল ইচ্ছা ছিল, বিলাতে গিয়া বক্তা হইয়া আসিয়া স্বদেশের অবনতি দূর করিব। কিন্তু পরে সেই ইচ্ছা-মরীচিকা তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর ক্ষোভের উদয় হয় না; অশান্তির উদয় হয় না।

গ। আমায় সঙ্ক্ষেপে বল, কিরূপ চিন্তা দ্বারা মনের তদ্রূপ ক্ষোভ বা অশান্তি তিরোহিত করা যায়।

জ। স্মৃতিকাগারের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, বিদেশকেও স্বদেশ বলিয়া চিন্তা করিয়া সে ক্ষোভ বা অশান্তি দূর করিতে হয়।

উন্নতি ও অবনতি কিরূপ, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলেও উন্নতির জন্য হর্ষ বা অবনতির জন্য বিষাদ তিরোহিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিয়ত-পরিণামী—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই। সাগরতল একদিন গিরিশৃঙ্গের আকারে উন্নত হইতেছে, আবার গিরিশৃঙ্গ একদিন সাগরতলে অবনত হইতেছে। জগৎ নিয়ত চক্রপথে ভ্রমণ করিতেছে; একদিন বা সূর্য্যের উপরি কত লক্ষ যোজন উত্থিত হইতেছে, আবার একদিন নিম্নে কত লক্ষ যোজন অধোগমন করিতেছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতির উন্নতি-অবনতি বৃথা কল্পনামাত্র। প্রকৃতির কার্য্যে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়; একদিন যাহা উঠিবে, অন্যদিন তাহাকে পড়িতেই হইবে; ইহাই প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। একদিন ভারতবর্ষে—আর্য্যস্থানে—উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল; সত্ত্বগুণের অত্যন্ত প্রাধান্য হইয়াছিল। এক সময় ভারতের শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিব্রত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদেরই যথার্থ বৈরাগ্য জন্মিয়া মুক্তিলাভ হইয়াছিল; অপর সাধারণের পক্ষে মুক্তিলাভ না হইয়া কাহারও বা কিঞ্চিৎ উন্নতি, কাহারও বা অধোগতি হইয়াছিল। তজ্জন্যই ভারতে বিষম সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে

কেহ বা প্রকৃত কেহ বা ভাক্ত সাত্ত্বিকতা অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসনে শিথিল-প্রযত্ন হইয়াছিল; বৈশ্যেরা ও শূদ্রেরাও তাহাদের দৃষ্টান্তে সাত্ত্বিক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ না করিয়া তামসিক নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ আলস্য অবলম্বন করিল ; দেশময় ভিক্ষুকের দলই বৃদ্ধি পাইল। ফলতঃ ভারতে যথার্থ সাত্ত্বিকগণ (ব্রাহ্মণেরা) জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইলেন। রাজসিকগণ (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) অনুচিত আগ্রহসহকারে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে গিয়া রাজসিক উদ্দীপনা বা শক্তি হারাইল। তামসিক-গণও (শূদ্রেরাও) তাহাদের স্বতঃপ্রিয় আলস্যকে প্রিয়তর জ্ঞান করিল—আপনাদিগকে নিষ্কর্ম্মা পরমযোগী বা পরমবৈষ্ণব মনে করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইল! যথাসময়ে অজ্ঞান মূর্খদিগেরও শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয় ; সেই বৈরাগ্যবশে যদি তাহারা গৃহত্যাগী বা কর্ম্মত্যাগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের যে দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, ভারতবর্ষেও একদা জনসাধারণের সেইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ভারতভূমি তামসিক বিষাদ-হিমে ডুবিয়া-ছিল। কিন্তু প্রকৃতি সেই বিষাদ হিম চিরদিন সহ্য করিতে পারিলেন না ; সেই জন্যই প্রকৃতি সুদূর সমুদ্র-পার হইতে ভারতে রাজসিক শক্তি (বৈশ্যজাতির প্রভুত্ব) আনয়ন করিয়াছেন! সেই জন্যই অবসন্ন ভারত আজ প্রতিফলিত রাজসিক তেজে যেন হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হইয়া—যেন অস্থির হইয়া—অতিশয় চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে! "জাগো! জাগো! উঠো! উঠো! উন্নতি! উন্নতি!" করিয়া মাতিয়াছে!! এখন বুঝিয়া দেখ, ভারতের অবনতি হইয়াছে, কি উন্নতি হইয়াছে। আমি তোমাকে মনঃশান্তির বা মনঃক্ষোভ নিবারণের জন্য অগাধ চিন্তার বিষয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলাম ; অবসর সময়ে এই চিন্তার বিষয় লইয়া সুখে কালাতিপাত করিও।

গ। তুমি যাহা বলিলে তাহা অগাধ চিন্তার বিষয় বটে ; এবং সেই চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত করিলে যে মনের সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভারতের প্রভুত্বপ্রদানপক্ষে প্রকৃতির নির্ব্বাচন

অতি উত্তমই হইয়াছে। তামসিক বিষাদহিম দূরীভূত করিবার জন্য প্রতপ্ত রাজসিক তেজঃ নিতান্তই আবশ্যক। এখন বুঝিলাম "পাশ্চাত্য সভ্যতাও" আমাদের হিত-সাধন করিতেছে। পাশ্চাত্য রাজসিক কিরণে ভারতের জন কয়েক যুবক তামসিক নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যেন বিকট চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে বটে। কিন্তু চীৎ-কার করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না; কেবল অশান্তি ও ক্লেশ ভোগই করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে চীৎকার নাই; কিন্তু উদ্যম, উৎসাহ ও কার্য্যের সীমা-পরিসীমা নাই। কত মণ সমুদ্রজলে কতটুকু সোণা আছে, সম্প্রতি ইহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত সমুদ্রজল শুষ্ক করিয়া কত মণ সোণা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও অবধারিত হইয়াছে। অতএব কালে পাশ্চাত্য জগতের অনন্ত উদ্যমশীল লোকেরা বোধ করি সমগ্র সমুদ্রও শুষ্ক করিয়া স্বর্ণরাশি আহরণ করিবে। কিন্তু ভারতবাসীরা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে—যতই চীৎকার করিতেছে, ততই যেন তাহাদের দৈন্য বৃদ্ধি পাইতেছে!

জ। ভাই ক্ষান্ত হও; রাজসিক পাশ্চাত্যগণ মনের শান্তি বা আরাম লাভের জন্যই স্বর্ণ সংগ্রহে অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে বটে; তাহারা সমুদ্রজল শোষণ করিয়া বিশ কোটি মণ স্বর্ণ সংগ্রহ করিবে বটে; কিন্তু শেষে অবশ্যই তাহারা দেখিতে পাইবে, বিশ কোটি মণ স্বর্ণের মধ্যেও এক গ্রেণও শান্তি নাই! তাহারা ভারত-ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত করিয়াও—কোটি কোটি কোহিনুর সংগ্রহ করিয়াও শেষে অবশ্যই

দেখিতে পাইবে, তন্মধ্যে এক গ্রেণমাত্রও শান্তি নাই! তখন তাহারা অবশ্যই শান্তিলাভের জন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ করিবে এবং তখন সহজেই দেখিতে পাইবে, এই দরিদ্রতম ভারতের অনেক পর্ণকুটীরে সমুদ্রপ্রমাণ শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে! তখন তাহাদের অনেকেই রাজসিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক স্থৈর্য্য অবলম্বন করিবে। এইরূপেই প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে তমঃ স্থানে রজঃ এবং রজঃ স্থানে স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। অতএব ইহাতে ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই। ফলতঃ মনের রাজসিক চঞ্চলতাই যথার্থ দরিদ্রতা। সেই চঞ্চলতাই অভাবের ও অশান্তির জননী। সেই চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ অর্থবান্ হওয়া যায়। প্রভূত স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিলেও যথার্থ অর্থবান্ হওয়া যায় না; ইহা স্মরণ রাখিও।

গ। যাহা হউক, ব্রহ্মচর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক্। এখন বুঝিলাম, গৃহে থাকিয়া স্ত্রীসহবাস করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায় এবং গৃহে থাকিয়াও বানপ্রস্থ অবলম্বন করা যায়। অতএব এক্ষণে সেই গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

জ। সংসারে সুখ প্রার্থনীয়। সুখের জন্যই মনের স্থৈর্য্য বা উদ্বেগহীনতা আবশ্যক। মনকে যে পরিমাণে সুস্থির করা যাইবে, যে পরিমাণে নিরুদ্বেগ করা যাইবে, সেই পরিমাণেই সংসারে সুখী হওয়া যাইবে। অতএব সুখলাভের জন্য বা মনঃস্থৈর্য্যের জন্যই যমনিয়ম সাধনা আবশ্যক। যম-নিয়ম-সাধনের সহিত চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

গ। ইতিমধ্যে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ; মন স্থির করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায় কেন ?

জ। পূর্ব্বেই মনের সুখদুঃখের উৎপত্তির কথা বলিয়াছি, স্মরণ করিয়া দেখ ; মানসিক সত্ব রজঃ তমের সংযোগ-বিয়োগবশতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ার ন্যায় মনেরও চাঞ্চল্য বা তাপোৎপত্তি বা দুঃখের উৎপত্তি হয় ; আর বিবিধ বিষম চিন্তা দ্বারা মন চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হইলেও মনে তাপের বা দুঃখের উৎপত্তি হয় ; অতএব মনের চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ যে পরিমাণে নিবারণ করা যাইবে, সেই পরিমাণেই যে দুঃখ-নিবৃত্তি বা সুখোদয় হইবে, তাহাতে সংশয় কি ?

গ। হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, এইবার বুঝিয়াছি। তার পর কিরূপে মন স্থির করিতে হইবে বল।

জ। নিদান বর্জ্জন করাই দুঃখ-নিবৃত্তির প্রধানতম উপায়। অর্থাৎ যে কারণে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সেই কারণ যথাসাধ্য পরিহার করিতে পারিলেই দুঃখ নিবারণ করা যায়। রজোগুণের প্রাবল্যহেতুই মন সাতিশয় চঞ্চল হয় এবং তজ্জন্যই মন দুঃখ ভোগ করে। অতএব যাহাতে রজোগুণের হ্রাস হয়, তদ্রূপ আহার-বিহার-চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অথবা যাহাতে মনের সত্ব বর্দ্ধিত হইয়া রজঃক্রিয়া বা চাঞ্চল্য নিবৃত্ত

হয়, তদ্রূপ আহার-বিহার-চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। কিরূপ আহার-বিহার-চিন্তা সাত্ত্বিক, তাহাই যমনিয়ম-সাধনের ব্যবস্থায় নিরূপিত হইয়াছে।

গ। রাজসিক ও তামসিক আহার-বিহার-চিন্তা দ্বারাই মনের দুঃখোৎপত্তি হয়; আর সাত্ত্বিক আহার-বিহার-চিন্তা দ্বারাই মনের সুখোৎপত্তি হয়। কিন্তু শুনিয়াছি, আহারের সহিত ধর্ম্মসাধনের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব বোধ করি যমসাধনের মধ্যে আহার-সম্বন্ধীয় কোনও বিধি-নিষেধ নাই।

জ। তুমি নিতান্তই অদ্ভুত কথা বলিতেছ। আহার দ্বারাই মন গঠিত হয়। ভক্ষ্য বস্তুর সারাংশ হইতেই রস-রক্তমাংসাদি দৈহিক উপাদান এবং দৈহিক দোষ বায়ুপিত্তকফ আর মানসিক গুণ সত্ত্বরজস্তমঃ উৎপন্ন হয়। অতএব যমনিয়ম সাধনের মধ্যে আহারের বিধি-নিষেধই প্রধান ব্যবস্থা। ফলতঃ সাত্ত্বিক আহার-বিহার-চিন্তার ব্যবস্থার মধ্যে আহার-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলে যমসাধনের মূলোচ্ছেদ করা হয়।

গ। যিশুখ্রীষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই।

জ। যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত আহারের কোনও সম্বন্ধই ছিল না। পরমেশ্বর এই বিশ্বপ্রকৃতিকে "আহার" করিয়া আছেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি গ্রাস করিয়া—ভোজন করিয়া—পরিপাক করিয়া আছেন, আবার ইহাকে তিনি মলমূত্ররূপে পরিত্যাগ করেন; অথচ তিনি প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত! যিশু সেই পরমেশ্বরের পুত্র ঈশ্বর। সুতরাং যিশুও প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত ছিলেন। যিশু পরমযোগী সিদ্ধ পুরুষ বা গুণাতীত পুরুষ ছিলেন। শরীরটা যে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এই শরীরটাকে যে ছিন্ন ভিন্ন দগ্ধ করিলেও আত্মা অক্ষুণ্ণ থাকেন, জগতে এই শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান্ যিশু স্বীয় শরীরটাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া—শরীরের শিরায় শিরায় প্রেক বিদ্ধ

করিয়া—অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এমন মহাত্মার পক্ষে আহারের সংস্রব কি, বুঝিয়া দেখ। ফলতঃ, সিদ্ধ পুরুষের পক্ষেই আহারের সহিত সংস্রব নাই; কিন্তু স্বত্বপ্রার্থী সাধকের পক্ষে আহারের ব্যবস্থাই প্রধান জানিবে।

গ। বেশ, সাধকের সহিত যদি আহারের প্রধান সংস্রব থাকে, তবে ঈশ্বর যিশু সাধকদিগকে আহার-বিষয়ে তদ্রূপ উপদেশ দেন নাই কেন?

জ। তিনি ম্লেচ্ছভূমিতে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদস্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমতঃ সকলেই পিশাচ-পাষণ্ড ছিলেন। সুতরাং সেই মদ্যমাংসাশী তামসিক পিশাচদিগকে সৎপথে আনয়ন জন্য তিনি হঠাৎ তাহাদিগকে সাত্ত্বাপরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই; দিলে একটীও শিষ্য তাঁহার অনুগত থাকিত না। যেমন নব-দ্বীপের গৌরাঙ্গদেব যখন মদ্যমাংসমৈথুন পরিত্যাগ করিবার জন্য লোক-সকলকে উপদেশ দিতেন, তখন কেহই তাঁহার উপদেশ শুনিত না; কিন্তু তাঁহার মধুর হরিনাম-কীর্ত্তন সকলেই আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিত। ফলতঃ শ্রোতৃবর্গ গৌরাঙ্গদেবকে স্পষ্টই বলিত, আমরা মৎস্যমাংস-মৈথুন পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তখন চৈতন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া-ছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার ক্ষোভের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন "ভাই গৌর, তুমি আর লোককে উপদেশ দিও না; আমিই উপদেশ দিব।" এই বলিয়া তিনি জনসাধারণ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন, "নব-যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, হরি হরি বোল।" অর্থাৎ সকলে মৎস্যমাংসমৈথুনে রত থাকিয়াও হরিনাম কর। তখন অসংখ্য লোক নিতাই-গৌরের শিষ্য হইল। ফলতঃ মহাত্মা উপদেষ্টারা সাধারণ লোকের প্রকৃতি বুঝিয়াই উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন,—

"ন মাংস-ভোজনে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ ॥"

অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মদ্যমাংসমৈথুনসেবনের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়; ইহা যখন প্রকৃতি-প্রণোদিত প্রবৃত্তি তখন ইহার প্রতি দোষ খ্যাপন করা যায় না; কিন্তু যে ব্যক্তি মদ্যমাংসমৈথুন পরিত্যাগ করিতে পারে সে মহাফল লাভ করিতে পারে। ফলতঃ তুমি একথাও স্মরণ রাখিও যে, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা, তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে উপদেশ প্রদান করেন নাই; আমি যেমন কেবল তোমাকেই তোমার উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতেছি, আমি তোমাকে আত্মতুল্য মনে করিয়া যেমন আমারই প্রবৃত্তি অনুসারে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, ধর্ম্মশাস্ত্র-কারেরা এরূপে কোন এক ব্যক্তিকে বা কোন একজাতীয় ব্যক্তিকে উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন; এবং শূদ্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি, বৈশ্য-দিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি, ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি আর ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত চতুর্ব্বর্ণের চতুরাশ্রমেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যুত, কীটদিগকে কীটের উপযুক্ত এবং পতঙ্গদিগকে পতঙ্গের উপযুক্ত ব্যবস্থাই দিয়াছেন। যদিও কীটসকলই পতঙ্গরূপে পরিণত হয়, তথাপি যাহার যে অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য ও হিতকর, তাহাকে সেই অবস্থায় তদ্রূপ ব্যবস্থাই দিয়াছেন। ফলতঃ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে স্মৃতি-সংহিতাই রাজাদিগের "আইন" ছিল। সেই স্মৃতি-সংহিতার ব্যবস্থা অনুসারেই রাজারা চতুর্ব্বর্ণের শাসন করিতেন। স্মৃতি-সংহিতার ব্যবস্থায় তামসিক শূদ্রের পক্ষে মদ্যপান দোষার্হ বা দণ্ডার্হ নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান অতীব দোষাহ এবং প্রাণদণ্ডই সেই দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

অতএব যিশুখ্রীষ্ট যদি মদ্যমাংস ভক্ষণের দোষ প্রদর্শন না করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে, তামসিক পিশাচদিগের জন্যই বাইবেলের ব্যবস্থা সকল প্রণীত হইয়াছিল।

গ। ভাই, ঠিক্ কথাই বলিয়াছ; লোকের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়াই সর্ব্বকালেই আইন সকল প্রণীত হইয়া থাকে। আইনকর্ত্তার প্রবৃত্তি অনুসারে আইন প্রণীত হয় না।

জ। হাঁ; আইনকর্ত্তার প্রবৃত্তি অনুসারে আইন প্রস্তুত হইলে সমাজরক্ষা হইত না। অদ্য যদি কোনও মদ্যবিদ্বেষী আইনকর্ত্তা ব্যবস্থা করেন যে "দেশে যে ব্যক্তি মদ্য প্রস্তুত করিবে তাহাকে এবং মদ্য-পায়ীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা যাইবে।" আর রাজা যদি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে একদিনেই পৃথিবী অরাজক হয় এবং সমাজশৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ফলতঃ পৈশাচিক বল চিরকালই অতীব প্রবল। সেইজন্যই সামাজিক অবস্থা অনুসারেই আইন প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রত্যুত আইন অনুসারে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

গ। তুমি কি যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য কর?

জ। যদিও আমি হিব্রুভাষা জানি না, তথাপি বাইবেলের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া যিশুর চরিত্র যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। তিনি অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলি ও বাক্যাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া সহজেই তাঁহাকে পরমযোগী সিদ্ধ মহাপুরুষ বা ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়।

গ। তবে তুমি খৃষ্টান হও নাই কেন?

জ। যদি আমি আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ না করিতাম, তাহা হইলে আমি খৃষ্টেরও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতাম না; সুতরাং আমি খৃষ্টান হইলেও নাস্তিক বা ভণ্ডপাষণ্ড হইতাম; বাইবেল পড়িয়াও যথার্থ খৃষ্টান হইতে

পারিতাম না। আবার আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিলাম, যিশুর ন্যায় অনেক ঈশ্বর এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্র সংস্কৃত শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বিবৃত রহিয়াছে। সুতরাং খৃষ্টের মহিমা জানিয়াও আমার খৃষ্টান হইবার প্রয়োজন হয় নাই।

গ। তুমি মহম্মদকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য কর কি না? মহম্মদ এক হস্তে কোরাণ ও এক হস্তে করবাল ধারণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ করি তুমি জান।

জ। আমি আরবী ভাষা জানি না; সুতরাং মূল কোরাণ পাঠ করি নাই; কোরাণের অনুবাদও পাঠ করি নাই। সুতরাং মহম্মদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করিতে পারি না। তবে জানিও, যদিও মহম্মদ এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে করবাল ধারণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি বা নিষ্ঠুর-প্রকৃতি বা অধার্ম্মিক বলিয়া অবধারণ করিতে পারি না। ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত—অসাধারণ মনুষ্য ব্যতীত—বহু লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করা সামান্য লোকের সাধ্য নহে। এই জন্যই সহজে মহম্মদকেও আমার একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনদিগকেও বধ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ; তাহাতেও যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বা ঈশ্বরত্বের হানি হয় নাই, তখন মহম্মদ করবাল ধরিয়া স্বীয় মত প্রচারের ব্যবস্থা দিলেও তাঁহার মহত্ত্বের হানি হইতে পারে না; আমি মহম্মদ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলিতে পারি। মুসলমানদিগের মধ্যেও "মনসুর" নামক এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের চরিত পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

গ। ভাই, তুমি বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, রাম-

মোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ঈশ্বরত্ব স্বীকার কর কি না ?

জ। তুমি কি আমার নিকট ঐ সকল লোকের চরিত্র সমালোচনাই জানিতে ইচ্ছা কর ? যদি তাহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি অতি বিস্তৃতভাবেই উক্ত মহাত্মাদের চরিত্র সমালোচনা করিতে পারি। মহাত্মাদের চরিত্র সমালোচনাও ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত বটে।

গ। না—না ; আমার তাহা জানাই একান্ত অভিপ্রেত নহে। অতঃপর তুমি ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে কি বলিবে বল। তাহাই শুনিতে একান্ত ইচ্ছা করি। মহাত্মাদের সবিস্তর চরিত্র আমি তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিয়াই স্বয়ং সমালোচনা করিয়া দেখিব। এখন কি কি কারণে চিত্তের উদ্বেগ বা দুঃখ জন্মে, তাহাই ভালরূপে বুঝাইয়া বল।

জ। রাজসিক ও তামসিক আহার দ্বারা চিত্তের উদ্বেগ বা দুঃখ জন্মে। রাজসিক ও তামসিক কার্য্য দ্বারাও চিত্তের উদ্বেগ বা দুঃখ জন্মে। রাজসিক ও তামসিক চিন্তা দ্বারাও চিত্তের উদ্বেগ বা দুঃখ জন্মে। অতএব দুঃখের হেতুগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি, যথা ;—

(১) বিষ ও হিংসা ক্লেশের হেতু।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষসম্বন্ধে বিষ বা বিষাক্ত বস্তু আহার করিলে বা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলেও শরীরের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, এবং বায়ুপিত্ত কুপিত হইয়া মস্তিষ্ক বা মনের বিকৃতি ও চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। তাহাতে মনের দুঃখ উপস্থিত হয়।

পুনঃ, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে ; ইহা প্রকৃতির একটী অব্যর্থ নিয়ম। তজ্জন্য কাহারও অনিষ্টাচরণ বা হিংসা করিলেই সে নিশ্চয়ই

প্রতিহিংসা করে। সকলেই অনিষ্টাচরণের ভয়ে এবং হিংসার ভয়ে ভীত বা উদ্বিগ্ন হয়; তজ্জন্য দুঃখভোগও করে। ফলতঃ প্রাণের ভয়ে জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন। মৃত্যুভয় ক্লেশের কারণ। সেই জন্যই কাহারও প্রাণে কিছুমাত্র আঘাত করিলেও সে আঘাতকারীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং প্রতিহিংসার চেষ্টা করে। অতএব জানিয়া রাখ, হিংসা উদ্বেগের ও দুঃখের হেতু।

(২-৩) মিথ্যা ও চৌর্য্য দুঃখের হেতু।

জীবমাত্রেই অহঙ্কার বা অভিমান লইয়া জন্মিয়াছে। তজ্জন্য মানকে সকলেই প্রাণ-তুল্য বা তদপেক্ষাও অধিক মনে করে। মানের হানি হইলে লোকে যেন প্রাণের হানি মনে করে। কেহ "মিথ্যাবাদী" বলিয়া বা "চোর" বলিয়া অবজ্ঞা করিলে সকলেরই মনে বা প্রাণে আঘাত লাগে। নিতান্ত মূর্খ লোভী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরাই চুরি করিয়া ও মিথ্যা কথা বলিয়া মান নষ্ট করিয়াও বাঁচিয়া থাকে। অনেকে নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া মিথ্যা কথা বলে বটে, কিন্তু "পাছে মিথ্যা প্রকাশ হয়" এই ভয়ে তাহারা সতত উদ্বিগ্ন থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করে। অতএব জানিয়া রাখ, মিথ্যা এবং চৌর্য্য, মানসিক উদ্বেগের ও ক্লেশের কারণ।

(৪) বীর্য্যক্ষয় দুঃখের হেতু।

অষ্টাঙ্গ মৈথুনদ্বারা বীর্য্যক্ষয় হইলেই মস্তিষ্ক বা মন সত্ত্বহীন হয়, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ও নিঃসত্ত্ব হইয়া ক্লেশপ্রদ হয়; প্রাণ চঞ্চল হয়; সুতরাং বীর্য্যক্ষয়ে বিবিধ পীড়া ও দুঃখের উৎপত্তি হয়।

(৫) লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষা দুঃখের হেতু।

লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষা মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করে; সুতরাং লোভ দুঃখের হেতু। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" ইহা প্রসিদ্ধ যথার্থ কথা। লোভের জন্যই রোগের উৎপত্তি হয় এবং রোগই মৃত্যু ঘটায়। রোগ বিবিধ দুঃখের হেতু বলিয়া এবং দুঃখ পাপেরই নামান্তর বলিয়া "লোভে পাপ" এই কথা বলা হয়।

(৬) অশৌচ দুঃখের হেতু।

শরীর ও মনের মলকে অশৌচ বলে। সুতরাং অশৌচ দুই প্রকার; শারীর ও মানস। মলমূত্রঘর্ম্মাদি শারীর অশৌচ; আর ঈর্ষ্যা, অর্থাৎ অন্যের সুখে দুঃখবোধ করা বা কাতর হওয়া, বিদ্বেষ অর্থাৎ কাহারও প্রতি উৎকট ঘৃণা বা বিরাগ, অসূয়া অর্থাৎ অন্যের গুণ বা প্রশংসা অসহ্য বোধ করা ও সেই গুণে দোষারোপ করিয়া মিথ্যা বাক্য বলা, এবং ক্রোধ, এই চারিটী চিত্তমলকে মানস অশৌচ বলে। এই সকল অশৌচ শারীরিক ও মানসিক বিবিধ দুঃখ ও পীড়ার হেতু।

(৭) অসন্তোষ দুঃখের হেতু।

স্বীয় অবস্থাকে সতত ক্লেশপ্রদ মনে করাই অসন্তোষ। এই অসন্তোষ লোভ ও ঈর্ষ্যা হইতেই জন্মে। সুতরাং ইহাও মনকে নিয়ত দুঃখের তাপে দগ্ধ করে। অতএব অসন্তোষ দুঃখের হেতু।

(৮) অসহিষ্ণুতা দুঃখের হেতু।

আপাততঃ সামান্য ক্লেশ সহ্য করিলে পরিণামে বহু ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; কিন্তু যাহারা সেই সামান্য ক্লেশও সহ্য করিতে চায় না, তাহারা পরিণামে অবশ্যই দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হয়। একদিন উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিলে যদি সাত দিন শরীর নীরোগ ও সচ্ছন্দ থাকে, তবে সেই একদিন উপবাস করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু আপাত-সুখে বিমূঢ় হইলে শেষে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃসহ পরিণামক্লেশ হইতে মুক্তির জন্য যে সামান্য ক্লেশ সহ্য করা কর্ত্তব্য, সেই ক্লেশকেই তপঃক্লেশ বলে। অসহিষ্ণু মূঢ়েরা তপঃক্লেশ সহ্য করিতে চায় না, সুতরাং শেষে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব অসহিষ্ণুতা বা অতপঃ দুঃখের হেতু।

(৯) অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দুঃখের হেতু।

অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করা, অশুচি বস্তুকে শুচি মনে করা, দুঃখকে সুখ মনে করা এবং অনাত্ম বস্তুকে আত্মা মনে করা, অশেষ

ক্লেশদায়ক। এই ভ্রমাত্মক সংস্কারকেই অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা, মোহ, মায়া, প্রমাদ, প্রভৃতি বলা যায়। এই অবিদ্যা দুঃখের হেতু।

(১০) নাস্তিকতা দুঃখের হেতু।

ঈশ্বর নাই ও পরকাল নাই, যাহাদের এইরূপ ধারণা, তাহারাও আপাত সুখে বিমূঢ় হইয়া শাস্ত্রশাসন অমান্য করতঃ স্ব স্ব দুষ্ট বুদ্ধির বশে শেষে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। অতএব নাস্তিকতাও দুঃখের হেতু।

দুঃখের এই দশবিধ হেতু উল্লেখ করিলাম। এই সকল হেতু বর্জ্জন করিবার জন্য যে সাধনা বা অভ্যাস আবশ্যক, তাহারই নাম ধর্ম্মসাধন।

অতএব অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অলোভ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ), এবং ঈশ্বর-প্রণিধান, এই দশবিধ সাধনেরই নাম ধর্ম্মসাধন। এই ধর্ম্মসাধন দ্বারা সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই দশবিধ ধর্ম্মসাধনকেই যমনিয়মসাধন বলে। যথা,—

"অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।"

"শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যবস্থাসার সংগ্রহ পূর্ব্বক যোগশাস্ত্রে এই দশবিধ ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য স্মৃতিসংহিতা পুরাণাদিতেও এই দশবিধ ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থাই আছে; তবে কোন শাস্ত্রে কিছু পল্লবিতভাবে এবং কোন শাস্ত্রে বা কিছু সংক্ষিপ্ত-প্রণালীতে বিবৃত হইয়াছে। যথা, মনুসংহিতায় আছে,—

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা-সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

ফলতঃ কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ধর্ম্মকে দশলক্ষণযুক্ত এবং কেহ বা শত-লক্ষণযুক্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সকলেরই সার-সংগ্রহ উক্ত যোগ শাস্ত্রের যমনিয়মসাধন ব্যবস্থায় আছে জানিবে।

উক্ত ধর্ম্মসাধন করিলে ইহলোকেও সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করা যায় এবং পরলোকেও সদ্গতি বা শুভলোক লাভ করা যায়। অতএব

উক্ত ধর্ম্মসাধন ইহপারলৌকিক মঙ্গলপ্রদ জানিবে। যথা, মনু বলিয়াছেন,—

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥

অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের মৃত শরীরকে শ্মশানে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের সঞ্চিত পুণ্য বা ধর্ম্মই আমাদের অনুগমন করিবে। অতএব নরক-যন্ত্রণা পরিহারের জন্য ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এবং তজ্জন্য নিত্য ক্রমশঃ ধর্ম্মসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

গ। যাহা হউক্, ভাই, পরলোকে যাহা হয় হইবে, তজ্জন্য এখন বাস্তবিক কোন চিন্তা নাই; আপাততঃ ইহলোকের দুঃখ পরিহার করাই অত্যাবশ্যক মনে করিতেছি। আর তোমার যুক্তিযুক্ত উপদেশ কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতেছি, যম-নিয়ম সাধন করিলেই ইহলোকে যথার্থ সুখী হওয়া যায় বটে। যদি সেই ইহলোকের সুখসাধন ধর্ম্মই পরলোকেরও সুখসাধন হয়, তবে ত আশাতীত লাভ বলিতে হইবে। কিন্তু সে লাভের প্রত্যাশা এখন করিতেছি না। পরলোক অতি দুর্ব্বোধ বা দুরবগাহ্য। অতএব পরলোকের কথা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তুমি ইহলোকের কর্ত্তব্যের কথাই বল। পরলোক থাকিতে হয় থাকুক্, না থাকিতে

হয় না থাকুক্, কিন্তু যম-নিয়ম-সাধন যে অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা এখন বুঝিতেছি।

জ। তাই বুঝিলেই হইল; তাহা হইলে আমার আর পরলোকের উল্লেখ করিবারও প্রয়োজন নাই। ইহলোকের সঞ্চিত পুণ্যই ইহ-লোকের সুখদায়ক এবং শাস্ত্রকারগণের মতে সেই সঞ্চিত পুণ্যই পর-লোকেরও সুখদায়ক। অতএব Take care of the pennies and pounds will take care of themselves এই পাশ্চাত্য নীতি বাক্যের অনুকরণক্রমে বলিতে পারি, ইহলোকের যথার্থ সুখের প্রতিই যত্ন কর, পরলোকের সুখ স্বঃতই লব্ধ হইবে। অতএব আমরা ইহলোকের সুখসাধন পুণ্যই সঞ্চয় করিব। পরলোকের কথায় কাজ কি? কিন্তু ভাই, বুঝিয়া দেখ, ইহলোককেই আমরা ইহ-পর-ভাবে বিভক্ত করিয়া থাকি; ইহকালের মধ্যে বাল্যকালকে যদি ইহকাল ধরা যায়, তবে যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকালকে অবশ্য পরকাল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান কালকে ইহকাল বলিয়া গণ্য করিলেই ভবিষ্যৎ কালকে অবশ্য পরকাল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পরকালের অর্থ এইভাবেও গ্রহণ করিতে পার। মৃত্যুর পরে আবার আমাদের কিরূপ অবস্থা হয়, তাঁহা যমের বাড়ী গিয়া যমকে জিজ্ঞাসা না করিলে অন্য কেহই বলিতে পারিবে না। অতএব অগ্রে যমসাধন করিয়া পরে যমের বাড়ী গিয়াই যমকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

গ। হাঁ ভাই, সেই কথাই ভাল। মৃত্যুর পরবর্ত্তী-কালের অবস্থার কথা যম ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে সমর্থ নহে; একথা যথার্থ। অতএব মৃত্যুপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণই ধার্ম্মিকগণের নিকট জ্ঞাতব্য।

জ। আমরণ কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণের নামই যমসাধন; যমসাধন করিলে যমদূতগণের অধীন হইয়া যমালয়ে নীত হইতে হয় না; স্বয়ং যমরাজ আসিয়া সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক পরলোকসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান

করেন এবং সেই জন্যই ধার্ম্মিকগণ জন্মান্তরেও ধর্ম্মসাধন করিয়া শেষে পরম পদ বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন।

গ। ভাই, অতিবর্ণনা এবং রূপকাদি পরিত্যাগ করিয়া তুমি সহজ সরল কথায় আমাকে উপদেশ প্রদান কর। আমি রূপক ও অতিবর্ণনাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। বলিতে কি, আমি বাল্যাবধি মহাভারত-রামায়ণ-প্রভৃতি যে কয়েকখানি পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, অতি-বর্ণনা ও রূপক বর্ণনার জন্যই তৎপ্রতি আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া আছে। আমি সেই জন্যই আর পুরা-ণাদি গাঁজাখুরি বা গুলিখুরি কাল্পনিক গল্প পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

জ। আমারও পূর্ব্বে ঠিক্ তোমারই মত সংস্কার ছিল। কয়েক-খানি আর্য্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিবার পরে আমার সেই সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। বাল্যকালে স্কুলে কথামালা এবং ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্ (Easop's Fable) গে'জ ফেব্‌ল্ (Gay's Fable) পাঠ করিবার সময় অতুল আনন্দ বোধ করিতাম বটে, কিন্তু যখন কলেজে পড়িয়া "উচ্চ-শিক্ষার উচ্চ আলোক" প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম, বালকদের পক্ষে বা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে কল্পিত উপন্যাস বা গল্প অত্যন্ত অপকারী; যেহেতু তদ্দ্বারা মনুষ্যের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা হয়। "Time is money" সময় আর টাকা একই কথা; ইহাই উচ্চশিক্ষার একটী উচ্চনীতি। সুতরাং গাঁজাখুরি-গুলিখুরি কল্পিত গল্প শুনিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা মূর্খতা আর নাই। অতি-বর্ণনার প্রতি ত স্কুলে পাঠদশাতেই ঘৃণা জন্মিয়াছিল। একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, কোন বালক একটা কাঠবিড়ালকে প্রকাণ্ড কুকুরের মত বলাতে পিতা তাহাকে স্রোতের জলে লইয়া গিয়া হাবু-ডুবু খাওয়াইয়া—আধমরা করিয়া অতিবর্ণনা পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তুমিও

অবশ্য সে গল্প পড়িয়াছ। কিন্তু এদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা দেখিতে পাই। এখানে বাবাও ছেলেকে কল্পিত গল্প ও অতিবর্ণনামূলক উপাখ্যানাদি শুনাইয়া থাকেন; ঠাকুরদাদা ও ঠান্‌দিদির কথা আর কি বলিব, তাঁহাদের মুখে ত ক্রমাগতই গাঁজাখুরি ও গুলিখুরি গল্প শুনিয়াই সমস্ত বাল্যজীবনটা ক্ষেপণ করিয়াছিলাম। আবার মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রগুলিও সেই গাঁজাখুরি ও গুলিখুরি গল্পেই পরিপূর্ণ দেখিয়া তৎপ্রতি বিশেষ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিলাম, মহামূল্য রত্নপরিপূর্ণ আর্য্য দর্শন-শাস্ত্রগুলিতেও সেই গাঁজাখুরি গল্পের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, যখন দেখিলাম ত্রিলোক-পূজিত বেদেও সেই গাঁজাখুরি গল্প রহিয়াছে, তখন আমার মাথা ঘুরিয়া গেল!! আমি তখন অনুসন্ধান করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া ও চিন্তা করিয়া সেই সকল গাঁজাখুরি গল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম এবং তখন পুলকাশ্রুনেত্রে "উচ্চশিক্ষাজনিত উচ্চ সংস্কার" অপসারিত করিলাম। তবে শুন ভাই, একটা গাঁজাখুরি গল্প বলি, ধীরতা অবলম্বনপূর্ব্বক মনোযোগ দিয়া শুন,—

এক রাজা বহুসৈন্যসামন্তসহ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একটা মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। ক্রমে গভীর অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজা অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। পরে শ্রান্তি অপনোদন করিয়া দেখিলেন, এক পরম রূপসী তরুণী গান করিতে করিতে সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অয়ি সুন্দরি! তুমি কে? তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না?" তখন কুমারী বলিলেন, "আমি ভেকরাজ-দুহিতা, আমি অবিবাহিতা।" রাজা সেই রূপবতী কন্যাকে অবিবাহিতা জানিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কন্যা বলিলেন, "যদি আপনি আমাকে কখন জল প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি। অতএব আপনি অগ্রে

তদ্রূপ অঙ্গীকার করুন।” রাজা তদীয় প্রস্তাব অনুসারে অঙ্গীকার করিলে ভেকরাজ-দুহিতা তাঁহার গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা সেই ভেকদুহিতাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত অন্তঃপুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজকার্য্য দূর হইল; তিনি অনন্যমনে কেবল সেই ভেকদুহিতার প্রীতি-সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহারই সহবাসে রাত্রিন্দিব প্রমোদকাননে বিহার করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী দেখিলেন, রাজা এরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিলে রাজ্য উৎসন্ন হইবে। সুতরাং তিনি রাজ-পরিচারিকাগণের মুখে সমস্ত রহস্য অবগত হইয়া একটী মনোহর প্রমোদকানন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার এক নিভৃত প্রদেশে একটী কূপ বা জলাশয় খনন করাইলেন। পরিশেষে পরিচারিকাদ্বারা সেই প্রমোদ-কাননের কথা ভেকদুহিতার কর্ণগোচর করাইলেন। তখন ভেকরাজ-কন্যা রাজাকে সেই উদ্যানে যাইয়া বিহার করিতে পরামর্শ দিলেন। রাজা ভেকী রাজমহিষীকে লইয়া মন্ত্রীর সেই প্রমোদকাননে বিহারার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৈবঘটনাবশতঃ ব্যাংরাজার কন্যা সেই নিভৃত জলাশয় দেখিবামাত্র তাহাতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন! রাজা তখন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন!! তাঁহার আর ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। তিনি কেবল “হা প্রেয়সি—হা ভেক-রাজদুহিতে—হা প্রাণপ্রিয়ে!” বলিয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। পরে সেই ব্যাংরাজার কন্যার জন্য রাজা পাগল হইলেন। তিনি মনে করিলেন, আমার প্রেয়সীকে ব্যাঙে খাইয়াছে! তখন রাজা জনমেজয় যেমন সর্পসত্র করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ ভেকসত্র আরম্ভ করিলেন এবং পৃথিবীর সমস্ত ব্যাং নিপাত করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরিশেষে স্বয়ং ব্যাংরাজা ব্রাহ্মণবেশে রাজসন্নিধানে আসিয়া রাজাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক ব্যাংবংশের ধ্বংস নিবারণ করিয়াছিলেন। রাজাও পুনরায় ব্যাংরাণীকে পাইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।”

কেমন ভাই; গল্পটী কি গাঁজাখুরি গল্প নহে?

গ। তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমি জানি, কোন একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে তুমি অবশ্য এই গাঁজা-খুরি গল্প বল নাই, কেননা তোমাকে বৃথা বাচাল বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই; ফলতঃ আমি তোমাকে গম্ভীর-প্রকৃতি ও সারগ্রাহী বলিয়াই জানি। অতএব আমার বোধ হইতেছে, তোমার ঐ গাঁজাখুরি গল্পটীর সঙ্গে যমনিয়মসাধনের অবশ্য কোন সম্বন্ধ আছে; নতুবা তুমি কখনই উহার উল্লেখ করিয়া এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিতে না।

জ। যদি অধমাধম আমার প্রতিও তোমার এতটা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকে, তবে তুমি ব্যাস-বাল্মীকির প্রতি কেন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে না? তাঁহারা কি আমার অপেক্ষাও অধম ছিলেন মনে কর? তদ্রূপ কঠোর তপস্বী, অপরিগ্রহসিদ্ধ মহাপুরুষগণের তুলনায় আমরা নগণ্য কীটাণুকীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তাঁহাদের কল্পিত উপাখ্যানের ভিতরেও অমূল্য উপদেশ সমস্ত নিহিত আছে, জানিও। তবে আমি এখন উক্ত গুলিখুরি গল্পটীর তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি, শুন;—

উক্ত গল্পটী আমি তোমার নিকট অতি সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছি। উহা বাল্যকালে পল্লবিতরূপে ঠাকুর মার মুখে শুনিয়াছিলাম। মহাভারতেও দেখিলাম, সেই বাল্যকালেরই শ্রুত গল্পটী অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত রহিয়াছে! পরে যখন সাঙ্খ্য দর্শন পাঠ করিলাম, তখন দেখিলাম, ভগবান্ কপিলদেব—যাঁহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ভূমণ্ডলে অদ্যাপি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানগরীয়ান্ মহর্ষি—একটী সূত্রে লিখিয়াছেন,—

"তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ।"

ইহা পাঠ করিবামাত্র সেই বাল্যকালে শ্রুত ব্যাংরাজের কন্যার কথা

মনে পড়িল এবং মহাভারতের, সেই ভেকরাজ-দুহিতা ভেকীর কথা মনে পড়িল। এবং তাহা মনে পড়াতেই দুরবগাহ উক্ত সাংখ্যসূত্রটীর তাৎপর্য্য অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। তখন স্থিরতর মনন দ্বারা বুঝিলাম, চূড়ান্ত জ্ঞানের সার কথা যে সাধনা, সেই সাধনার সারতত্ত্ব বাল্যকালের শ্রুত সেই ব্যাঙরাজের মেয়ের গল্পেই নিহিত আছে !! "উচ্চশিক্ষা" লাভ করিয়া যাহাকে গুলিখুরি গল্প মনে করিয়া ঘৃণা করিতাম, সেই ঘৃণার্হ গুলিখুরি গল্পের মধ্যেই চূড়ান্ত জ্ঞানের সার কথা—সাধনার সার কথা—প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে ! সেই প্রচ্ছন্ন সার উপদেশ প্রকাশ করিতেছি শুন,—

সাংখ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিলের মতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের বা জীবাত্মার পার্থক্যবোধ অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞানই মুক্তির উপায়। সাধনার দ্বারা অর্থাৎ নিয়ত উক্ত বাক্য স্মরণ রাখিয়া ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সেই বিবেক-জ্ঞান বিকাশ পায় এবং তখনই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা বিস্মৃত হইলেই সাধনাও নষ্ট হয় ; সুতরাং মুক্তিলাভও দুর্ঘট হয় এবং দুঃখভোগও অপরিহার্য্য হয়।

সাংখ্যদর্শনের সারোদ্ধার করিয়া এই কথার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, যথা,—

"ন নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে।"

অর্থাৎ বেদোক্ত সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মার বন্ধন কেবল প্রকৃতির সহিত অবিবিক্ততা বা মিশ্রিত প্রায় হইয়া থাকা মাত্র।

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

যেমন অয়স্কান্ত মণি (চুম্বক) নৈকট্য-সম্বন্ধ দ্বারা লৌহের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক হয়, আত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতির সান্নিধ্য সম্বন্ধে তাহার প্রবর্ত্তক হন। বাস্তবিক প্রকৃতি দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। এই জ্ঞানের নামই বিবিক্ত জ্ঞান বা বিবেক। অতএব

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ। বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ॥"

অতএব বিবেক-জ্ঞানবিকাশই মুক্তি এবং অবিদ্যা বা অবিবেকই বন্ধ। সেই বিবেকসিদ্ধি কিরূপে হয়?

"তত্ত্বাভ্যাসান্নেতিনেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ।"

এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই পিতামাতা, ইহাদিগকে "আমার" বলি বটে, কিন্তু ইহারা "আমি" অর্থাৎ আত্মা নহে। তবে আত্মা কি? আত্মা এই সকলের অতীত "বোধস্বরূপ বস্তু" এইরূপ "বিবেচনা" নিয়ত পুনঃপুনঃ করিতে করিতে শেষে "বিবেকসিদ্ধি" হয় অর্থাৎ যথার্থ আত্মজ্ঞানের বিকাশ বা মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু

"তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ।"

অর্থাৎ সেই তত্ত্বকথা বিস্মৃত হইলে—নিয়ত স্মরণ করিয়া অভ্যাস না করিলে—সমস্ত শাস্ত্রোপদেশে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং অজ্ঞানজনিত সংসারদুঃখে অভিভূত হইতে হয়। যেমন এক রাজা প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া—ভেকীকে জলাঞ্জলি দিয়া—অশেষ মনঃক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন।

অতএব ভেকীর গল্পে অভ্যাসের মাহাত্ম্যই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। দুঃখ পরিহারের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসমাত্র। জ্ঞানোপদেশ নিয়ত স্মরণ রাখিয়াই সেই অভ্যাস করিতে হয়; উপদেশ বিস্মৃত হইলেই সাধনাভ্রষ্ট হইতে হয়; সুতরাং সাধনার ফলে বঞ্চিত হইতে হয় অর্থাৎ দুঃখমুক্তি লাভ করা যায় না। আমি তোমাকে অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাদির বিষয় যাহা কিছু উপদেশ দিব, যদি তুমি সেই উপদেশ নিয়ত স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, তবেই অভিলষিত সুখ লাভ করিতে পারিবে; আর যদি উপদেশ বিস্মৃত হইয়া সাধনা হইতে বিমুখ হও, তাহা হইলে কেমন করিয়া সুখলাভ করিবে? ব্রহ্মচর্য্যসাধন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিব, যদি প্রতিনিয়ত তাহা স্মরণ রাখিয়া সমস্ত প্রলোভন হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পার, যদি নিভৃত নির্জ্জন গৃহেও পরমরূপসী কামিনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বীর্য্যস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পার, তবেই তোমার

ব্রহ্মচর্য্যসাধন প্রতিষ্ঠিত হইবে ; নতুবা যদি তুমি "কামচরিতার্থ করিবার এই এক সুযোগ পাইয়াছি !" এইরূপ মনে করিয়া—আপাত-প্রলোভনে মজিয়া উপদেশ বিস্মৃত হও, তবে তোমার ব্রহ্মচর্য্যসাধন হইবে না। সুতরাং সহস্র উপদেশ শুনিবার পরেও তোমার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশাই চিরদিন ভোগ করিতে হইবে। চিরদিনই তোমাকে সংসার-নরকের অসহ্য দহনে দগ্ধ হইতে হইবে ; তোমাকেও শেষে "হায় আমার ব্যাং-রাণী কোথায় গেল ! !" বলিয়া অনুতপ্ত ও উন্মত্ত হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইবে।

এখন সেই গাঁজাখুরি গল্পটীর তাৎপর্য্য এবং উপকার বুঝিতে পারিলে কি ?

গ। হাঁ, বেশ পারিয়াছি। এখন বুঝিলাম, এদেশে বাল্যকাল হইতেই মনোহর গল্পচ্ছলে অতি উচ্চ ধর্ম্ম-সাধনের কথাসকল শিক্ষা দেওয়া হয়। বালক বা সাধারণ লোকের মন স্বতঃই চঞ্চল ; সেই মনকে প্রথমে কোনরূপে আকর্ষণ করিয়া তবে তাহাকে উপদেশ শ্রবণ করানই সুযুক্তি বটে, "মিথ্যা কথা বলিও না ; চুরি করিও না।" এইরূপ সংক্ষিপ্তসার খাঁটি উপদেশগুলি বাল্যকালে অতীব কঠোর ও নীরস বোধ হইত ; এবং সেগুলি সাপের মন্ত্র কি বাঘের মন্ত্র তাহাও বুঝিবার শক্তি ছিল না ; সুতরাং ঐ সকল উপদেশ তখন অতীব ঘৃণার্হ ছিল। এখন যদিও বুঝিতেছি, উক্ত খাঁটি উপদেশ গুলিই উচ্চ যোগসাধনের উপদেশ, কিন্তু বাল্যকালে তদ্রূপ বোধ কোথা হইতে জন্মিবে ? সাধারণ লোকের পক্ষেও উক্ত খাঁটি উপদেশ গুলি উপহাসাস্পদ ; যেহেতু মিথ্যা কথা না বলিলে এবং চুরি বা জুয়াচুরি না করিলে

তাহাদের সংসার চালান দুরূহ ব্যাপার হয়। অতএব মূর্খদিগের মন আকর্ষণ করিবার জন্যই বোধ করি শাস্ত্র-কারগণ মনোহর গল্প-সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই গল্পের মধ্যেই অমূল্য উপদেশ-সকল নিহিত রাখিয়াছেন।

জ। হাঁ, এতক্ষণে ঠিক্ বুঝিয়াছি। "সাধুদর্শন করিতে হয়, তীর্থস্নান করিতে হয়।" এই কর্ত্তব্যবোধ এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই আছে। সকলেই সাধুর বাক্য উদগ্রীব হইয়া শ্রবণ করে; কিন্তু সে বাক্য মনোমত হইলেই পালন করে; নতুবা বলে "সাধুর কথা সাধুর পক্ষেই উপযুক্ত, আমরা সাংসারিক লোক, আমাদের পক্ষে উপ-যুক্ত নহে।" যাহারা সাধুদের উপদেশ উপকারক বোধ করিয়া পালন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাও হয় ত দুই চারি দিনের জন্য তাহা পালন করিয়াই বিস্মৃত হইয়া যায়। উপদেশ প্রথম শুনিবার সময় তাহা পালন করিতে যত প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, যত আগ্রহ জন্মিয়াছিল, অধিক দিন সে আগ্রহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়াই কোন চিন্তাশীল উপদেষ্টা ভেকীর গল্পের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই গল্প এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শুনিয়াছে। এখন যদি কোন সাধু উপদেষ্টা কাহারও হৃদ্য কোন উপদেশ দিয়া বলেন, "দেখিও, যেন এই উপদেশ কখনও ভুলিও না! ভুলিলে শেষে ভেকী হারাইবে!" এদেশে একথাটী প্রত্যেক শ্রোতার সহজেই বোধগম্য হইবে এবং এই মর্ম্মস্পর্শী কথাটী তাহারা আমরণ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তবেই দেখ, "ভেকী জলে যাইবে!" এই সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত-বাক্যটী (watch-ward) প্রত্যেক উপদেষ্টার পক্ষে উপযোগী এবং প্রত্যেক উপদিষ্টের পক্ষেও হিতকর।

গ। তোমার কথা যথার্থ বটে; তুমি আমাকে সাংখ্যদর্শনের সারস্বরূপ যে কয়টী সূত্র বলিলে, তন্মধ্যে

"তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ" এই সূত্রটীই আমি যেমন ভাল বুঝিয়াছি, অন্য কয়টী তেমন ভাল বুঝিতে পারি নাই। আর এই সূত্রটী বোধকরি আমার আমরণ স্মরণ থাকিবে। "তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ" এই সূত্রের প্রথমেই যে "তৎ" শব্দ আছে, তাহার অর্থ স্মরণ করিতে গেলে আরও একটী সাংখ্যসূত্র সহজেই আমার মনে উদিত হইবে, যথা,—

"তত্ত্বাভ্যাসান্নেতিনেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ।"

সুতরাং এই সূত্রটীও আমি আমরণ ভুলিব না। অতএব আমি তোমার কথায় গল্পের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম; অতঃপর আমি পুরাণ-ইতিহাসাদির প্রতি আমার কুসংস্কারমূলক ঘৃণা পরিহার করিলাম।

জ। কিন্তু স্মরণ রাখিও, গল্পমাত্রেই শ্রদ্ধার জিনিষ নহে; আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলিও যে হিতজনক, তাহা মনে করিও না; অথবা আমাদেরই মত প্রবৃত্তিমান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের কল্পিত নাটক-নভেল যে হিতকর, তাহাও নহে। মিষ্ট্রিজ্ অব্ লণ্ডন, মিষ্ট্রীজ্ অব্ পেরিস্ প্রভৃতি পুস্তকের মনোহর উপাখ্যানও যে সাদরে পাঠ্য, তাহা মনে করিও না। ফলতঃ ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ. বাঙ্গালা অসংখ্য নাটক-নভেলই অপাঠ্য জানিবে; যেহেতু তন্মধ্যে হিতজনক উপদেশ অপেক্ষা অহিতজনক কাম-মোহাদির উদ্দীপক কথারই আধিক্য আছে। আর সেই জন্যই দুষ্প্রবৃত্তিপ্রবণ যুবকদের সেগুলি বড়ই প্রীতিপ্রদ হয় এবং নরকের পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকে। ফলতঃ সেগুলি পাঠ করিলে যথার্থই সময় নষ্ট ও জীবন নষ্ট করা হয়।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যং মপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

এই নীতিবাক্যের মধ্যে অতি গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। এই

বাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই আপাত-মনোহর চার্ব্বাক্-বাক্যে মোহিত হয়। কোন্ বচন যথার্থ যুক্তিযুক্ত, তাহা অগ্রে অবধারণ করিয়া পরে তাহা উপাদেয় বোধ করা উচিত। নতুবা ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগের আপাত-রম্য যুক্তি গ্রাহ্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলে; সেই আপ্ত বাক্যই উপাদেয় বা গ্রাহ্য। যদি ব্রহ্মাও উপযুক্ত বিশ্বাসভাজন না হন, যদি ব্রহ্মাও দুষ্প্রবৃত্তি-পরিচালিত বা প্রতারণাপরিচালিত হইয়া কোন বাক্য বলেন, তবে সেই ব্রহ্মার বাক্যও অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এখানে ব্রহ্মা বলিতে "আধুনিক বড়লোকদিগকেও" বুঝিবে। অর্থাৎ যাঁহারা সুরাপান করিয়া নাটক-নভেল লিখিয়া থাকেন, যাঁহাদের দুষ্প্রবৃত্তির সীমা নাই, সেই সকল "বড়লোক" ব্রহ্মা শব্দের বাচ্য জানিবে। অথবা এখানে ব্রহ্মা বলিতে "বেদকর্ত্তা" না বুঝিয়া "কন্যাহর্ত্তা" বুঝিবে। ফলতঃ "ব্রহ্মার কন্যাহরণ" এই যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, ইহার ভিতর অন্যান্য অনেক অর্থ লুক্কায়িত আছে বটে, কিন্তু তদ্রূপ এই ভাবটীও প্রচ্ছন্ন আছে যথা,—"সময়ে ব্রহ্মারও মতিভ্রম হয় বা সময়ে ব্রহ্মারও দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়।" অতএব যখন ব্রহ্মা তদ্রূপ দুষ্প্রবৃত্তি-প্রবণ হন, তখন ব্রহ্মার কথাও গ্রাহ্য নহে। ফলতঃ যাহার বাক্য বা যুক্তি শুনিতে হইবে, সে ব্যক্তি কিরূপ প্রকৃতির লোক এবং সে কি উদ্দেশ্যে সেই বাক্য বলিতেছে, তাহা অগ্রে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর তাহার যুক্তি বা বচন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। চোরের যুক্তি গ্রাহ্য নহে, লম্পটের যুক্তি গ্রাহ্য নহে, শত্রুর যুক্তি গ্রাহ্য নহে। দেখিবে, মহাভারতেও এরূপ চোর-লম্পটের আপাত-রম্য যুক্তির কথা আছে; সে সকল যুক্তি অযৌক্তিক মনে করিয়া তাহাতে অশ্রদ্ধা করিবে। একটী উদাহরণ দিয়া এই কথাটী বুঝাইয়া দিতেছি;—

তুমি মহাভারতে অবশ্য কুন্তীর কন্যাকালে সূর্য্যের সহিত তাঁহার সমাগমের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ; সেই স্থানে দেখিবে, সূর্য্যদেব নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কুন্তীকে স্বীয় দেহ সমর্পণের জন্য প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছেন; সেই সকল যুক্তি সূর্য্যদেবের উক্তি হইলেও স্মরণ

রাখিতে হইবে, এ সকল লম্পটের যুক্তি! সুতরাং এইরূপ স্থলেই সূর্য্যদেবের কথাগুলিও তৃণতুল্য অগ্রাহ্য। সেই সকল যুক্তির মধ্যে কিছুমাত্র সার নাই; কেননা সেগুলি ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপদেশের বিপরীত; সুতরাং সেই সকল আপাত-রম্য চার্ব্বাক্-বাক্য অগ্রাহ্য জানিবে। এইরূপে বক্তার প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়াই তাহার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি নাই, যিনি কোন প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি বা দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাক্য বলিতেছেন না, তাঁহারই বাক্য আপ্ত-বাক্য বলিয়া জানিবে। আপ্তবাক্যই বেদবাক্যের তুল্য উপাদেয় ও গ্রাহ্য। মাতা যদি বলেন "বাবা, এই মিষ্টান্ন ভক্ষণ কর।" তাহা হইলে তাঁহার বাক্য অবিচারিতভাবে শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমরা সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে পারি। আবার বিমাতা যদি বলেন "বাবা, এই মিষ্টান্ন ভক্ষণ কর।" তাহা হইলে অনেক কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া তবে সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করা বা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু বিমাতা কখন কখন শত্রুর ন্যায় আচরণও করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাকে অসন্দিগ্ধভাবে শত্রু বলিয়া জানা আছে, সে যদি প্রকৃত অমৃতও প্রদান করিয়া বলে "এই অমৃত পান কর" তাহা হইলে তাহাও বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংসারের ভোগ কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যাশ্রমে সচ্ছন্দলব্ধ বন্য ফলমূলে জীবন-ধারণ করিয়া কেবল সাংসারিক জনগণের হিতার্থে স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা প্রজাসাধারণের হিত-সাধনের জন্যই কখন কখন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাদিগকেও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন এবং রাজাধিরাজগণও যাঁহাদের চরণে মুকুট-শোভিত শিরঃ অবনত করিতেন, সেই মহামহিমান্বিত ত্রিলোক-পূজিত মহর্ষিগণের বাক্যই শিরোধার্য্য জানিবে। সেই সকল বাক্য যদিও আপাততঃ যুক্তিবিরুদ্ধ বা অশ্লীল বলিয়াও বোধ হয়, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সেই সকল বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ

করিতে হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে "যাহা আপ্তবাক্য তাহা অবশ্যই হিতসাধক ; তন্মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন হিতজনক কথা প্রচ্ছন্নভাবেও লুক্কায়িত আছে।" স্বীয় যুক্তি দ্বারা সেই প্রচ্ছন্ন হিত-সাধক তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং বাজে কথা, যাহাকে শাস্ত্রীয় বচনে "বাদার্থ" বলিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন ভেকীর গল্পে ভেকীর সৌন্দর্য্য বর্ণন, রাজার সহিত তাহার পরিণয় প্রভৃতি বাজে কথা পরিত্যাগ করিয়া "তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ" এই উপ-দেশমূলক সার তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপেই পৌরা-ণিক উপাখ্যানাদি গল্পের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু আধুনিক "ব্রহ্মা বা বড়লোকদিগের" কল্পিত উপন্যাস-নবন্যাস নিতান্ত অপাঠ্য ও তৃণতুল্য অগ্রাহ্য মনে করিবে। তন্মধ্যে সহস্র উপদেশ বাক্য—সহস্র মনোহর বাক্য—সহস্র যুক্তিযুক্ত বাক্য থাকিলেও তাহা অপাঠ্য ও অগ্রাহ্য। কেননা সেই সকল "রাবিশের" ভিতর উপদেশ অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে সসার উপদেশ সকল নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে, সেইখানেই উপদেশের অন্বেষণ করিবে। কুৎসিত স্থানেও রত্ন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমি বলি কুৎসিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কুৎসিত স্থানে রত্ন অন্বেষণ করুক্, তুমি যেন রত্ন অন্বেষণের জন্য কুৎসিত স্থানে ভ্রমণ করিও না ; ইহাই আমার পরামর্শ।

গ। ভাই তুমি যে বলিলে "আপাত-রম্য চার্ব্বাক-বাক্য" ইহার অর্থ কি ? শুনিয়াছি চার্ব্বাক নামে এক-জন অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত বিচারে সমগ্র দার্শনিক পণ্ডিতগণকেও পরাস্ত করিয়া দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার কৃত দর্শন চার্ব্বাক দর্শন নামে বিখ্যাত হইয়া জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সেই চার্ব্বকবাক্যেরই কি তুমি নিন্দা করিতেছ ? তাহাই কি হেয় এবং অগ্রাহ্য বলিতেছ ?

উ। চারু শব্দের অর্থ মনোহর এবং বাক্ শব্দের অর্থ বাক্য; এই দুই শব্দ একত্র করিয়া পূর্ব্বতন দার্শনিক আচার্য্যগণ "চার্ব্বাক্" নামে এক কল্পিত ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়া "চার্ব্বক্ দর্শন" নামে এক কল্পিত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক "চার্ব্বক্" বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ছিল না। অল্পবুদ্ধি নাস্তিক দিগকেই পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা "চার্ব্বাক্" বলিতেন। চার্ব্বাক্দিগের বাক্য আপাত-মনোহর, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া সেই সকল বাক্য হেয় বা অগ্রাহ্য। ফলতঃ উচ্ছৃঙ্খল, ভ্রষ্টাচার, দুর্ম্মতি পামরগণের বাক্যই চার্ব্বক্বাক্য। তদ্রূপ বাক্যাবলি সংগ্রহ করিয়া দর্শনশাস্ত্রকারগণ সেই সকল বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রকার-গণের বিচার-পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট। তাহার সহিত আধুনিক "লজিক্" এর তুলনাই হইতে পারে না। সেই উৎকৃষ্ট বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা চার্ব্বাক্বাক্য সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া বেদ বাক্যের আপ্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এবং সেই বেদবাক্যের অনুসরণ করি-য়াই স্মৃতি-সংহিতা পুরাণ প্রভৃতি প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বেদকে তাঁহারা যে অকারণে অবিচারিতভাবে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিও না। জৈমিনি, শবরস্বামী, কপিল, মনু, যাজ্ঞবল্ক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই বেদের বিরুদ্ধে যত প্রকার তর্কবিতর্ক হইতে পারে, সেই সমস্ত ঘোরতর তর্কবিতর্ক অগ্রে উত্থাপন করিয়া পরে বিস্তৃতভাবে সুপ্রণালীক্রমে বিচার করিয়া সেই সকল বিরুদ্ধ তর্ক-খণ্ডবিখণ্ড করিয়াই বেদের প্রাধান্য ও প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন; অনন্তর সেই সকল বেদ-বচন অনুসারেই স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া গিয়া-ছেন। সেই আর্য্য ঋষিগণের কল্পিত প্রশ্ন বা পূর্ব্বপক্ষ সমস্তই সংগৃহীত হইয়া চার্ব্বাক দর্শন নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

গ। কতকগুলি চার্ব্বক্বাক্য বলিয়া উদাহরণ দাও, শুনি। ফলতঃ চার্ব্বক্বাক্য কিরূপ, তাহাও জানা আবশ্যক।

জ। হাঁ, কতকগুলি চার্ব্বকবাক্য শুনিয়া রাখা আবশ্যক বটে, এবং যথাসাধ্য বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদের অসারত্ব বা হেয়ত্ব বুঝিয়া রাখাও আবশ্যক। অতএব কতকগুলি চার্ব্বকবাক্য বলিতেছি শুন,—

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি।"

অর্থাৎ স্বর্গও নাই, অপবর্গ বা মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই, পরলোকও নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ ফলদায়ক নহে। পুরুষ যতকাল জীবিত থাকে, ততকালই তাহার পক্ষে সুখের পন্থা দেখা কর্ত্তব্য; তজ্জন্য ঋণ করিয়াও ঘৃতপান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে কোনও উপায়ে ভাল ভাল দ্রব্য ভক্ষণ করা এবং উত্তম বস্ত্রশয়নাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যখন সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, যখন আত্মীয়স্বজনগণ শবদেহ শ্মশানে ভস্মসাৎ করিবে, তখন যতদিন জীবিত থাকা যাইবে, ততদিন উত্তম উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা সুখে জীবনযাপন করাই কর্ত্তব্য। পরলোকের সুখের প্রত্যাশা করিয়া বৃথা কষ্টভোগ করা মূর্খতার কার্য্য; যেহেতু দেহ ভস্মীভূত হইলে আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজঃ এই চতুর্ভূত দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে চৈতন্য স্বতঃই উৎপন্ন হয়। যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তাহাদের মিলনে চৈতন্য জন্মে; যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ের মিলনে রক্ত বর্ণের উৎপত্তি হয়। যেমন গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য হইতেই মত্ততা-জনক সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ এই দেহেও চৈতন্যগুণের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; সচেতন দেহই আত্মা; কারণ লোকে যখন বলে আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি, তখন তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে। অতএব সহজেই বোধ হইতেছে, এই দেহই আত্মা।

যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ

করা যায়, তাহাই প্রমাণ; তদ্ভিন্ন অনুমানাদি প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। কামিনী-সম্ভোগ, উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ ও উত্তম বসনাদি পরিধান দ্বারাই পরম সুখ লাভ করা যায়, এবং সেই সুখই সকলে প্রার্থনা করে; অতএব উক্ত সুখই পরম পুরুষার্থ। সত্য বটে সুখের সহিত দুঃখভোগও হয়, কিন্তু তাহা বলিয়াই সুখ ত্যাগ করা বিধেয় নহে। মৎস্যে শল্ক-কণ্টক আছে বলিয়া কেহই তাহা পরিত্যাগ করে না। তুষ দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া কেহই পুষ্টিকর ধান্য ত্যাগ করে না। প্রত্যুত সকলেই অসারাংশ ত্যাগ করিয়া সারাংশ উপভোগ করে। পশুপক্ষিগণ শস্য নষ্ট করিবে বলিয়া কেহ কি ধান্যবীজ বপন করিতে ক্ষান্ত হয়? ভিক্ষুকেরা বিরক্ত করিবে বলিয়া কেহ কি অন্নপাক করিবে না? অবশ্যই করিবে। অতএব সুখের আনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী দুঃখে ভীত হইয়া সুখোপভোগে বিরত হওয়া অতি মূর্খতার কার্য্য।

অনেক পণ্ডিত বহু ধনাদি ব্যয় ও শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়া বেদনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দেখিয়া হয় ত অনেকে মনে করিতে পারে যে, অবশ্য পরলোক আছে; কিন্তু বস্তুতঃ পরলোক নাই। কতকগুলা ধূর্ত্ত প্রতারক বেদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গনরকাদি নানা প্রকার অলৌকিক পদার্থের লোভ বা ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। ধূর্ত্তেরা আপনারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি জন্মায় এবং রাজাদিগকেও যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী করিয়া তাহাদের নিকট বহু অর্থ গ্রহণ করে। এবং সেই অর্থে আপনাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যায়ন, ভস্ম-লেপন প্রভৃতি সমস্তই বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র।

বেদে যে সকল যজ্ঞফলের উল্লেখ আছে, সে সকল যজ্ঞ করিলে সেই ফল কদাপি লাভ করা যায় না। আবার বেদের বহুস্থানেই পরস্পর বিরুদ্ধ মত দৃষ্ট হয়। বেদে উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় একই কথার পুনঃপুনঃ উক্তি দেখা যায়। বেদে অনেক কাল্পনিক গল্প ও অশ্লীল কথাও দৃষ্ট হয়। ধূর্ত্তেরা যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থা দিয়া বলে "যজ্ঞে পশু হত্যা করিলে পশুরা স্বর্গে যায়।" কিন্তু ধূর্ত্তদিগের যদি উক্ত বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

থাকে, তবে তাঁহারা স্ব স্ব মাতাপিতাকেও যজ্ঞে বলি দিয়া স্বর্গে পাঠায় না কেন? তাহা হইলে ত পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতেও হয় না? আর দেখ, শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মিতে পারে, এবং এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? শ্রাদ্ধ দ্বারা যদি দশ বার হাত উচ্চস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিসাধন করা না যায়, তবে বহু উচ্চস্থিত স্বর্গস্থ ব্যক্তির কি প্রকারে তৃপ্তি হইবে? অতএব প্রেতকৃত্য প্রভৃতি কেবল ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকার উপায় মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।

ফলতঃ এই দেহ ভস্মাবশেষ হইলে কোন প্রকারে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব যত কাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, ততকাল সুখসচ্ছন্দে থাকাই উচিত। অধিক কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা বিধেয়। যদি শরীর হইতে আত্মা পরলোকে গমন করে, এবং সেই আত্মার যদি দেহান্তরে গমন করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধুবান্ধবের স্নেহে সেই পরিত্যক্ত দেহেই পুনরায় ফিরিয়া আসে না কেন? মাতাপিতা পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতিকে শোকে ভাসাইয়া যাইবারই বা প্রয়োজন কি?

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোকে একত্র হইয়াই বেদ রচনা করিয়াছে; কারণ বেদে অনেক মিথ্যাপ্রবঞ্চনার কথা, অনেক অশ্লীল কথা এবং অনেক নিষ্ঠুরাচরণের কথা আছে। অতএব বেদশাস্ত্র মিথ্যা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তাহাতে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করেন না।"

এই সকল বাক্যই চার্ব্বাক-বাক্য। যাহারা মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন এবং অতীব দুর্নীতিপরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ, তাহারাই এই সকল বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া থাকে, এবং তাহারাই এই সকল বাক্যে বড়ই প্রীতি অনুভব করে।

গ। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রকারেরা কি উক্ত সমস্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন?

জ। তদ্বিষয়ে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উক্ত বাক্যগুলির অপেক্ষাও অনেক অধিক আপত্তির যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া আর্য্য ঋষিরা বেদের আপ্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গ বাস্তবিক চার্ব্বাক্-বাক্যে হঠাৎ মতিমান্ ব্যক্তি-রও মতিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, আমাদের পক্ষে যখন সংস্কৃত শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সমস্ত মত-বাদের পরীক্ষা করা সম্ভাবিত নহে, তখন সঙ্ক্ষেপে গুটিকত সন্দেহের নিরসন কর। তুমি অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছ, সুতরাং তাহা হইতেই স্বীয় মত গঠন করিয়াছ; অতএব তুমি স্বীয় মতানুসারেই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। যথা,—

(১) বেদ ঈশ্বর-প্রণীত; বেদ অপৌরুষেয়; বেদ আপ্তবাক্য; ইত্যাদি কথার প্রতি তোমার বিশ্বাস জন্মিল কিরূপে? পূর্ব্বকালেই ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছিলেন, এখন কেন ঈশ্বর বেদ-রচনা করিতে ক্ষান্ত হইলেন?

(২) "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

তুমি কিরূপে বেদস্মৃতিপুরাণাদির উপদেশ সকলের সামঞ্জস্য করিয়া স্বীয় মত সংগঠন করিলে?

(৩) উল্লিখিত চার্ব্বাক্-বাক্যগুলি তুমি হেয় মনে কর কেন?

(৪) তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে কি না?

জ। তবে শুন, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন,—

বেদ ঈশ্বর-প্রণীত; একথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবার হেতু কি বলিতেছি; যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। অদ্যাপি যখন ভাস্করানন্দ স্বামীর মত গুণাতীত পুরুষ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর করিতেছি, তখন পূর্ব্বকালেও যে অনেক গুণাতীত পুরুষ—ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়বর্জ্জিত পুরুষ—বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর কাহাকে বলে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং ঈশ্বর বলিলে তুমি যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট তদ্রূপ গুণাতীত পুরুষকেই বুঝিবে। সাধারণ বা ইতর ব্যক্তিরা মনে করে, ঈশ্বর মেঘের উপরে অতি উচ্চ আকাশে বা সূর্য্যলোকে থাকিয়া পৃথিবীস্থ লোকের পাপপুণ্য দেখিতেছেন এবং ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া পাপপুণ্যের ফল প্রদান করিতেছেন, কাহাকেও স্বর্গে তুলিয়া লইতেছেন, কাহাকেও বা নরকে ডুবাইতেছেন। তুমি অবশ্য তদ্রূপ ঈশ্বরকে বেদকর্ত্তা মনে করিও না। ফলতঃ

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

যোগশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এইরূপ পুরুষকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝিবে; তোমার প্রশ্নের ভঙ্গীতে আমাকে পুনরায় এই কথার উল্লেখ করিতে হইল। এস্থলে তোমার আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, যথা,—গুণাতীত পুরুষ কেন বেদ-রচনা করিবেন? তাঁহার বেদ-রচনার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছি শুন,—জীবন্মুক্ত পুরুষেরা সকলেই মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বেও জীবন্মুক্তি লাভ করেন; তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরা শরীর রক্ষার্থ আহার করিয়াও থাকেন এবং কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারও উত্তর দিয়া থাকেন। কেহই জন্মিবামাত্র—গুরূপদেশ শ্রবণ ব্যতীত মুক্তিলাভে সমর্থ হন না। সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও ক্রমশঃ ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ হঠাৎ মৌন-গ্রহণ করেন না, ক্রমশঃ মৌনাবলম্বন করেন। মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বেই

সাধনার প্রভাবে অনেক অলৌকিক তত্ত্ব তাঁহাদের বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। সেই সময় তাঁহাদের বাক্যও সত্যস্বরূপ হয়। সেই সত্য-স্বরূপ বাক্যাবলিই ''বেদ'' বলিয়া বিখ্যাত।

"বেদ অপৌরুষেয়" এস্থলে বুঝিতে হইবে, বেদ অসাধারণ পুরুষের অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য।

পূর্ব্বকালে ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছেন, এখন কেন করেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি, এখনও ঈশ্বরের মুখে বেদবাক্য শুনিতে ইচ্ছা করিলেই শুনিতে পার। ভাস্করানন্দস্বামী যখন বানপ্রস্থাশ্রম বা প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলেন, যখন তিনি দণ্ডকমণ্ডলু ও কৌপীন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইলেন, তখন তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, তোমার মনে এখন কিরূপ অনুভূতির উদয় হইতেছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত কর। ভাস্করানন্দ গুরুর এই আদেশ পালনার্থ গুটিকত শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইলেন, সেই-গুলি কোন সদাশয় ব্যক্তি "অনুভূতি-বিবরণাদর্শ" নামে প্রচার করিয়া-ছেন, সেই "অনুভূতি-বিবরণদর্শের" দ্বাদশটী মহাবাক্যস্বরূপ শ্লোকই "বেদ" বলিয়া জানিবে। তাহার একটী শ্লোক বলিতেছি শুন,—

"সকলং জগদেতদপূর্ব্বপদং জড়বার্ভুবনলানিল ভূতময়ং।
দুরতিক্রম-কালজবেন সদা পরিণামি নযামি তদাদরণম্॥"

অর্থাৎ এই যে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুন্ময় জড়জগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, পরেও এরূপ থাকিবে না; ইহা দুরতিক্রমণীয় কালপ্রভাবে নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অতএব এতাদৃশ ক্ষণপরি-বর্ত্তনশীল জড়জগতের প্রতি আমার কিছুমাত্র আদর নাই।

আর একটী মহাবাক্য যথা,—

"মননাদিদৃঢ়াত্রতু দেহইব স্বমতির্যদি নাস্তি গতিঃ কুগতিঃ।
অহমেব সদা ময়ি নাস্তি জগন্ন চ কালজবঃ পরিভূতিভবঃ॥"

অর্থাৎ জড় দেহকে আত্মা বলিয়া স্বভাবতঃ যেমন দৃঢ়মতি আছে, যদি শ্রবণমননধ্যান দ্বারা "স্বরূপ" আত্মাকেই আত্মা বলিয়া তদ্রূপ দৃঢ়বুদ্ধি

জন্মে, তবে আর সুগতি-কুগতি কিছুই থাকে না। তখন "আমিই" নিত্য বিদ্যমান "আমাতে" জগৎ নাই, "আমার" সহিত বিধ্বংসী কালেরও সম্বন্ধ নাই, এইরূপ অনুভূতি জন্মে।

আর একটী মহাবাক্য যথা,—

জড়জাগতবস্তুময়ীষু সদা ধীষণাসু চিতিঃ স্ফুরতীব তদা।
অপহায় জড়ং স্ফুরণং ত্বজড়ং বিতরৈতেকবিধং হি কদাস্মি
ন তৎ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, জড় জগতেরই উপাদানে অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ তমোরূপ জড় পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত বুদ্ধিতে সদা জড়েরই স্ফুরণ অনুভূত হয়; কিন্তু যখন জড়ের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায়, তখনই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্ফুরণ অনুভূত হয়; এবং তখনই বোধ হয়, একমাত্র আমিই বিশ্বব্যাপিয়া চিরবিদ্যমান রহিয়াছি।

স্বামী ভাস্করানন্দের দ্বাদশ বা শেষ মহাবাক্যটী যথা,—

এবং চিদানন্দঘনং স্বরূপং বিভাব্য দেহাদ্যবিভাব্য বাঢ়ম্।
অনন্ত সচ্চিৎ সুখসিন্ধুসারো ভবেদভীক্ষ্ণং ন ভবেৎ স ভূয়ঃ॥

এই প্রকার নিবিড় আনন্দস্বরূপ আত্মাকে ভাবনা করিলে এবং দেহাদি অনাত্ম বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করিলে সেই অনাদি অনন্ত নিত্যানন্দ-সমুদ্রে অনন্তকাল মগ্ন থাকা যায়; আর জন্মমৃত্যুজরা ভোগ করিতে হয় না।

এই দেখ, সংসার-নিবৃত্ত মহাপুরুষের নিবৃত্তিমূলক মহাবাক্য কিরূপ, তাহা দেখ, এইরূপ মহাবাক্যগুলিই "বেদ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের মুক্ত অবস্থার অনুভূতিজ ভাব বাক্যে প্রকাশিত হইলেই বেদ বলিয়া শিরোধার্য্য হয়। বেদ আপ্তবাক্য কেন, তাহা আর বলা বাহুল্যমাত্র। কেননা ঈশ্বর অপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর কে আছে? যে বাক্যে প্রবঞ্চনা প্রতারণার লেশমাত্র থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই বিশ্বস্ত বাক্য বা আপ্তবাক্য ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন,—যোগসিদ্ধ মহা-পুরুষগণের বাক্য বা বেদবাক্য সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাসের ন্যায় লোক-হিতৈষী মহর্ষিরা তাহা গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বেদবাক্য-সকল অতি সংক্ষিপ্ত এবং নিবৃত্তিমূলক। তজ্জন্য সংগ্রহকর্ত্তা মহাত্মারা সেই সকল সংক্ষিপ্ত বাক্য বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই ব্যাখ্যার মধ্যেই অনেক প্রকার বিধি-নিষেধ-সূচক কথা আছে। আবার বিহিত কার্য্যের প্রশংসা ও নিষিদ্ধ কার্য্যের নিন্দাও সেই বেদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুনঃ, সেই বিধি-নিষেধগুলি অধিকারিভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমের লোকের অবস্থা বা শক্তিসামর্থ্য চিন্তা করিয়া যাহার পক্ষে যাহা বিহিত, তাহাকে তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। এই জন্য একের পক্ষে যাহা বিহিত, অন্যের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ সংক্ষিপ্ত, সসার ও অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ ঈশ্বরবাক্যগুলিই সমস্ত বেদের মূল; সেই মূল হইতেই বেদবৃক্ষসকল বহুশাখাপল্লবপুষ্পফলে সুশোভিত হইয়াছে। আবার সেই বেদের অনুসারেই তদনুরূপ শাখাপল্লবাদি-বিশিষ্ট স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

এখন বুঝিয়া দেখ, বেদসকল ও স্মৃতিসকল বিভিন্ন হইল কেন এবং মুনিদিগেরও মতের প্রভেদ হইল কেন। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রকৃতি অনু-সারে প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণ স্বতন্ত্র। কাহারও প্রকৃতির সহিত কাহারও প্রকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। তবে লৌকিক ব্যবহারের সুবিধার জন্যই সাধারণতঃ তমঃপ্রধান প্রকৃতির লোকদিগকে শূদ্র বলিয়া, রজস্তমঃপ্রধান প্রকৃতির লোকদিগকে বৈশ্য বলিয়া, রজঃ-প্রধান প্রকৃতির লোকদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া এবং সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির লোকদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করতঃ তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য অনুসারে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা প্রণীত হই-য়াছে। যেমন আধুনিক স্কুলকলেজের বিবিধ শ্রেণীর বালক ও যুবক

দিগের জন্য বিবিধ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; তদ্রূপ সাংসারিক জীবনের জন্যও বিবিধ ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি হইতেছে। সেই জন্যই সমস্ত বেদ, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত পুরাণ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হইয়াছে। তোমার প্রকৃতি অনুসারে সেই সকল বেদ-স্মৃতিপুরাণের মধ্য হইতে তোমার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করাই তোমার পক্ষে বিধেয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের মধ্যে তোমার পক্ষে সে সকল উপদেশ প্রিয় ও হিতকর, তুমি তাহারই অনুসরণ কর; তোমার নিজের মাথা ঘামাইয়া আর নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন নাই। পথসকল প্রস্তুত আছে, তন্মধ্যে তোমার যে পথে যাইতে ইচ্ছা হয়, সেই পথেই যাও ; আর নূতন পথ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই ; তবে পথ নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক ; অগ্রে তুমি মনে বিচার করিয়া দেখ, তুমি সংসারে কোন্ ব্যক্তির মত হইতে চাও ; এবং কোন্ ব্যক্তির মত হইতে পার ; সেই ব্যক্তিকেই আদর্শ করিয়া তদনুসৃত পথেই গমন কর ; অর্থাৎ তুমি যাঁহাকে "মহাজন" বা "শ্রেষ্ঠ পুরুষ" বলিয়া বিবেচনা কর, তিনি যে পথে গিয়া তদ্রূপ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই পথের পথিক হও। অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" ইহাই সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে হিতকর উপদেশ।

অতঃপর তোমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন,—

আমি চার্ব্বাক্-বাক্যে শ্রদ্ধা করি না, শ্রদ্ধা করিতে পারিও না। কেননা বেদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যে ঈশ্বর মানে না, পরলোক মানে না, বেদ মানে না, কেবল নিজের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রমাণমাত্র মানে, তাহাকে আমি মান্য করি না ; মান্য করিতে পারিও না। ইহলোকে কেবল নিজের শরীরটাকে যে প্রতিপালন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মাচরণ যাহার গ্রাহ্য নহে, তাহার কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইহাই যাহার ব্যবস্থাশাস্ত্র, যে অন্য শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, পরলোকেও বিশ্বাস করে না, সে যদি ঘৃতপানের জন্য আমার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে আসে, তাহা হইলে আমি কখনও তাহার বাক্যে

বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ঋণদান করিতে পারি না। সে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে বা খতপত্র রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে চাহিলেও আমি তাহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে পারি না; কেননা আমি জানি, চতুর স্বার্থপর নাস্তিক অপূর্ব্ব কৌশলে আমার টাকা তামাদি করিয়া ফেলিবে এবং শেষে আমাকে নিশ্চয়ই প্রতারিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আর্য্যশাস্ত্র-বিহিত ধর্ম্মাচরণ করে, যাহার ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস আছে, আমি তাহাকে নিভৃত নির্জ্জনে—চন্দ্রসূর্য্যকেও সাক্ষী না করিয়া—বিশ্বস্তচিত্তে টাকা ধার দিতে পারি। সে ব্যক্তি যদি আমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিতেও পারে তথাপি আমি তজ্জন্য দুঃখিত হইব না; তাহাকে একটীও কটু কথা বলিতে ইচ্ছা করিব না; অধিক কি, সে যদি কখনও আমার টাকা পরিশোধ না করে, তাহা হইলেও "আমার টাকা সুপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে" বলিয়া আমার মনে প্রীতি ভিন্ন অপ্রীতির উদয় হইবে না।

ফলতঃ স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর নাস্তিক কেবল স্বার্থসাধনের জন্য অন্যকে প্রতারিত করিবার নিমিত্তই সতত বিব্রত। অতএব কাহারও মুখে আমি যদি কোনও চার্ব্বাক্-বাক্য শুনি, এবং সেই বাক্যে তাহার পরম প্রীতি বা শ্রদ্ধা আছে জানিতে বা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমি আজীবন তাহাকে ঘৃণার্হ ও অবিশ্বস্ত বলিয়া অবধারণ করিয়া রাখিব। চার্ব্বাক্-বাক্য-প্রিয় নাস্তিকের সংসর্গ দূরে থাক্, আমি তাহার ছায়াস্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করি না। ফলতঃ নাস্তিকের তুল্য ঘোর পাপাত্মা কেহই নাই। যাহাকে নাস্তিক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার আপাত-রম্য যুক্তি-যুক্ত নীতিবাক্য শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা করি না; তাহা পয়োমুখ বিষ-কুম্ভের ন্যায় পরিত্যাজ্য। আর অধিক কি বলিব।

অনন্তর তোমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শুন—

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও নাই, অশ্রদ্ধাও নাই; কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রকারগণ আধুনিক বলিয়া তাঁহাদের চরিত্রের প্রতি আমার ঘোর-তর সংশয় আছে। আর সেই সংশয়ের জন্যই আমি তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি উদাসীন। তবে অবশ্য আমি যে তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করি নাই, তাহা নহে।

অন্যান্য স্মৃতি-সংহিতার ন্যায় তন্ত্র-শাস্ত্রের মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিভেদে ব্যবস্থাভেদ দৃষ্ট হয়। তবে অধিকাংশ তন্ত্রেই তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির জন্য ব্যবস্থার আধিক্য দৃষ্ট হয়, এবং তজ্জন্য শাস্ত্রকারদিগের প্রকৃতিও রজস্তমঃপ্রধান বলিয়া সন্দেহ জন্মে। ফলতঃ পূর্ব্বতন স্মৃতি-সংহিতাকার মহর্ষিদের নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিই অধিকতর পক্ষপাত দৃষ্ট হয়, সেই জন্যই তাঁহাদিগকে সচ্চরিত্র ও ঈশ্বরতুল্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তন্ত্রকারদিগের যেন প্রবৃত্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিই অধিকতর পক্ষপাত অনুমিত হয়, তজ্জন্যই তাঁহাদিগের প্রকৃতি বা চরিত্রের প্রতিও সংশয় জন্মে। যাহা হউক, আমার সংস্কারজাত অনুমানের কথাই আমি বলিলাম; কিন্তু আমার এই অনুমানই যে অভ্রান্ত. তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ আমার অনুমানেও আমার নিজেরই সংশয় আছে। আমি জানি, অনেক চিকিৎসক আপনারা মদ্যপান করেন না, এমন কি আপনাদের রোগ হইলেও মদ্যপান করেন না, কিন্তু অধিকাংশ রোগীকে মদ্যমিশ্রিত ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অনেক কবিরাজ মৎস্যমাংসাদি ব্যবহার করেন না; কিন্তু রোগীকে মৎস্যমাংসাহারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ফলতঃ বিচক্ষণ শাস্ত্রকার বা চিকিৎসকেরা লোকের প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য বিচার করিয়াই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অতএব মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মত তন্ত্রকারেরা সচ্চরিত্র হইলেও হইতে পারেন।

যাহা হউক্, তন্ত্রসম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত পরামর্শ এই যে, তুমি কোনও তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিও না। কেননা, ব্যবস্থা-কর্ত্তার চরিত্রে সন্দেহ জন্মিলে তৎকৃত ব্যবস্থার প্রতিও সন্দেহ জন্মিবে। এক-জন সত্ত্বপ্রধান চরিত্রবান্ পণ্ডিত যদি বলেন, "প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিও না, করিলে অর্থহানি হইবে।" তাহা হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ অবিচারিতভাবেই তাঁহার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি। যেহেতু আমরা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির জন্য অনেক তন্ত্রেরই কারণ অবধারণে অসমর্থ; এই বোধটুকু আমাদের আছে। কিন্তু যাহার চরিত্রের প্রতি সংশয় আছে, সে ব্যক্তি যদি বলে "কাশীরাজ

দানসাগরব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সেখানে যাও, যাইবামাত্রেই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে।" তাহা হইলে কাশী যাইতেও সংশয় জন্মিবে। অধিক কি, যদি অজ্ঞাতচরিত্র ব্যক্তির কথা অনুসারে কাশীগিয়া আমি বস্তুতঃ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও আমার সেই ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইবে না। কিন্তু কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির ঠিক উক্তরূপ কথাক্রমে আমি যদি কাশীতে গিয়া একটীও সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলেও মনে করিব, "আমি মূর্খ বলিয়াই সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই; ফলতঃ এই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে আগমন করাই সহস্রলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির সমান। ইহাই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির বাক্যের তাৎপর্য্য।"

অতএব আমাদের নির্ব্বাচনের জন্য যখন বিশ্বাসভাজন পূর্ব্বতন আর্য্য মহর্ষিগণের ব্যবস্থার অভাব নাই, তখন আধুনিক অজ্ঞাতচরিত্র ব্যক্তিগণের কৃত তান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্ব্বাচন করা তোমার বা আমার আবশ্যক নহে; যাহারা আবশ্যক বোধ করে করুক্।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ। তুমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছ, স্বামী ভাস্করানন্দ অদ্যাপি কাশীতে জীবিত রহিয়াছেন। অতএব তোমার মতে স্বামী ভাস্করানন্দ "প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর।" কিন্তু আমি তাঁহাকে তদ্রূপ বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি না। অধিক কি বলিব, তুমি যে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিতেছ, আমি তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বোধ করিতে পারি নাই। কেননা তাঁহার সপক্ষেও যেমন বিস্তর সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তেমনই তাঁহার বিপক্ষেও অনেক নিন্দা শুনিয়াছি; অতএব তাঁহাকে আমি ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিতে পারি না। অনেকে নবদ্বীপের গৌরচন্দ্রকে "মহাপ্রভু" "চৈতন্যদেব" "ভগবানের পূর্ণাবতার" প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাকেই পরমেশ্বর-স্বরূপে পূজা করে; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিয়াছিলেন "চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তঃ ন চ পূর্ণ ন চাংশকঃ" অর্থাৎ চৈতন্য ভগবানের একজন ভক্ত, তিনি অংশাবতার বা পূর্ণাবতার নহেন। সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে আমার মত আর বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণচৈতন্যের কথা দূরে থাক্, অনেকে আধুনিক রামমোহন-কেশব-রামকৃষ্ণ-শ্যামকৃষ্ণকেও ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া পূজা করে; কিন্তু আমি তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব অনুভব করিতে পারি না। তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ

করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মে নাই। তোমার বা যোগদর্শনের ঈশ্বর-সংজ্ঞা অনুসারেও আমি তাঁহাদিগকে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়বর্জ্জিত পুরুষ" বলিয়া বোধ করিতে পারি নাই। অতএব তুমি স্বামী ভাস্করানন্দের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া আমার সংশয় অপনোদন কর।

জ। ভাই, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বর তর্কের অগম্য, এবং প্রমাণের অগম্য।

গ। তা ত শুনিয়াছি; কিন্তু "প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর" প্রমাণের অতীত বলিলে চলিবে না। "প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম" এই তিনকে প্রমাণ বলে। "জীবন্ত ঈশ্বর" অবশ্য প্রত্যক্ষগম্য। এখন যদি আগম অর্থাৎ আপ্তবাক্য দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারি, এবং তাঁহার চরিত পাঠ করিয়া যদি তাঁহাকে "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়-বর্জ্জিত পুরুষ" বলিয়া অনুভব করিতে পারি, তবেই তাঁহাকে আমি ঈশ্বর বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারি। অতএব তুমি তাঁহার জীবন-চরিত বল। এবং কোন্ কোন্ বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন বল।

জ। তাঁহার জীবনচরিত বলিলে সেই জীবনচরিতে তোমার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

গ। জীবিত ব্যক্তির জীবনচরিতে কেহই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না; কেননা

কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিলেই জীবনচরিত-লেখককে বিস্তর কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সুতরাং লেখক নির্লজ্জ হইয়া মিথ্যা কথা লিখিতে কখনই সাহস পায় না। অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াই অনেকে প্রভুদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হয়। সুতরাং যদি স্বামীজীর জীবনচরিতে তদ্রূপ কোন অলৌকিক ঘটনা থাকে, এবং তদ্দ্বারা যদি তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা হয়, তাহা হইলে আমি জীবন-চরিত-লেখকের নিকট একটা মরা গোরু লইয়া উপস্থিত হইব এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীজীর নিকট গিয়া সেইটা বাঁচাইয়া দিতে বলিব ; এবং যদি দেখি, তিনি সেই মরা গোরু বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিব। নতুবা বুঝিব, প্রতারক ধূর্ত্তেরা কোনরূপ দুরভিসন্ধির জন্যই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রভুদের জীবনী লিখিয়া তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে।

জ। স্বামীজীর জীবনচরিতে উক্তরূপ অবিশ্বাস্য অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই। তুমি যাহা বলিলে, তাহার অনেক কথাই যথার্থ বটে ; অনেক অর্ব্বাচীন জীবনীলেখক ভক্তির আতিশয্যবশতঃ মিথ্যা-কল্পিত অস্বাভাবিক ঘটনারও উল্লেখ করিয়া যথার্থ ঈশ্বরকে সয়তানের অবতার করিয়া ফেলে। যাঁহারা "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়বর্জ্জিত পুরুষ" তাঁহারা কখনও কোন লোকের নিকট "বুজরুকি" দেখান না। কিন্তু ভাই, যদি আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিতে চাও, যদি মহর্ষি যোগীদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিতে চাও, যদি

যোগশাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, তবে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতেও অবিশ্বাস করিতে পার না।

গ। ভাই, সে কথা এখন থাক, পরে বুঝিব; কিন্তু এখন স্বামী ভাস্করানন্দের যথার্থ জীবনী বল। যদি তাহা আমার সহজ বুদ্ধিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবেই বিশ্বাস করিব। এবং যদি বুঝিতে পারি, মনুষ্যই ঈশ্বর হইতে পারে, তাহা হইলে আমার গতিপথ আমি সহজে অবধারণ করিতে পারিব; সেই জন্যই আমি আর অপেক্ষা না করিয়া আগ্রহসহকারে তোমারই মুখে ঈশ্বরের জীবন-বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

জ। তবে অতি সংক্ষেপে পরমহংস ভাস্করানন্দের জীবনচরিত বলিতেছি শুন,—

ভাস্করানন্দস্বামীর জীবন-চরিত। *

"এই ভারতবর্ষে ব্রহ্মর্ষিদিগের বাসভূমি কান্যকুব্জ জনপদ অতি পবিত্র। তাহার কানপুর বিভাগমধ্যে মৈথিলালপুর বিদ্যাচর্চ্চা ও কবিগণের জন্মহেতু অতিপ্রসিদ্ধ। সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহাদের মধ্যে অতিপূজ্য কুলে হিমকর-নামধেয় এক ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সামবেদান্তর্গত-কৌথুমশাখাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার মিশ্রিলাল নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ১৮৯০ সংবতে মিশ্রিলালের শ্রীমমতিরাম-নামা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কেবল

* খড়িয়াগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত "অনুভূতিবিবরণাদর্শ" নামক পুস্তক হইতে এই জীবনী উদ্ধৃত হইল। উক্ত মহাত্মা বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পুস্তকখানি উপযুক্ত পাত্রে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

যে এই বালকের পিতৃকুলই পূজ্য, তাহা নহে ; ইহাঁর মাতামহ-বংশও কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অতিশয়-মাননীয়। অচিরপ্রসূত এই বালকের মাতামহের নাম মণিরাম পণ্ডিত ; ইনি ন্যায়দর্শনে গৌতমের ন্যায় ছিলেন। গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে শ্রীমান্ মতিরামের উপনয়ন হইলে যথাবিধি বেদারম্ভ হইয়াছিল। অনন্তর তিনি পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহাঁর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার পর এই মহাত্মা নববর্ষ মধ্যে নিজ গ্রামে ও বারাণসীতে অবস্থানপূর্ব্বক বার্ত্তিকভাষ্যাদি-সহিত সমগ্র পাণিনীয়-ব্যাকরণ পরিসমাপ্ত করতঃ কাব্যকোষাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ইহাঁর এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তদানীং দ্বিতীয় আশ্রমের ফলস্বরূপ পুত্রমুখ বিলোকন করিয়া প্রাক্তনসংস্কার-প্রভাবে সংসারানুরাগ বিনষ্ট হইলে শ্রীমান্ মতিরাম গৃহ হইতে বহির্গত হইতে অভিলাষী হইলেন। হায়! বার্দ্ধক্যেও মানবের বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আর এই মহাত্মার যৌবনেই যে ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলই কারণ বলিয়া বোধ হয়।

অনন্তর এই মহাত্মা যদৃচ্ছাক্রমে উজ্জয়িনী নগরীতে উপনীত হইলেন। কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তীর্থোচিত কার্য্যসকল সম্পাদন করতঃ গুর্জ্জর মালব প্রভৃতি জনপদ পর্য্যটন-প্রসঙ্গে তত্তদ্দেশের পুণ্যাশ্রম-সমূহ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় মহাকাল-নগরী উজ্জয়িনীতে সমাগত হইলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে সেই মহাত্মা বেদান্তের অনুশীলন, যোগাভ্যাস ও ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা কেমন এক শান্তপাবন কান্তিবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। বহু বিচার দ্বারা হৃদয়ের রজঃ এবং তমোগুণের বিকার বিদূরিত হইলে তাঁহার চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস পরিগ্রহের বাসনা উদিত হইয়াছিল।

এই সকল ঘটনা-পরম্পরায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই মহাত্মার পর্য্যায়ক্রমে চারিটী আশ্রমই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বেদারম্ভ হইতে প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সফল হয়, অনন্তর পুত্রমুখাবলোকন পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য-

বিধি দ্বারা দ্বিতীয় আশ্রম অতীত হয়, তাহার পর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তীর্থ-পরিভ্রমণ-কালে বানপ্রস্থোচিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর হরিদ্বারাবস্থান-কালে পাটলিপুত্রের অন্তর্গত রাঘোপুর-নিবাসী অনন্তরাম নামধেয় এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইতে প্রস্থানত্রয় (অর্থাৎ গীতাভাষ্য, শারীরকসূত্র-ভাষ্য ও সভাষ্যদশোপনিষৎ) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষে উজ্জয়িনী-ধামে দাক্ষিণাত্য শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ স্বামী নামক পরমহংসের নিকট সন্ন্যাস ও দণ্ডকমণ্ডলু পরিগ্রহ করেন এবং পূর্ব্বাশ্রমের সহিত 'মতিরাম' এই পূর্ব্ব নামও পরিত্যাগপূর্ব্বক 'শ্রীভাস্করানন্দ' এই অভিনব নাম দ্বারা সুশোভিত হন। অনন্তর কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, হৃষীকেশাদি তীর্থ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হন। বদ্রিনাথ-তীর্থ-গমন-সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে একবার স্বীয়জন্মভূমি মৈথিলালপুরে উপস্থিত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে জনক-জননীর নয়নের অতিথি হইয়াছিলেন। অনন্তর স্বেচ্ছাক্রমে দণ্ডকমণ্ডলু ও কৌপীন পরিহারপূর্ব্বক মহাত্মা স্বামী দিগম্বর হইলেন।

এখন মহাত্মা স্বামী বারাণসী-ধামে দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে আনন্দবাগে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ কত কত নরপতির মুকুট-মণি-কিরণে তাঁহার পাদযুগল উদ্ভাসিত হইতেছে। সেই মহানুভব অপর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কাল কর্ত্তন করিতেছেন। জগতে উচ্চ সম্মান, উপাদেয় ভোগ্য ও অন্যান্য যাহা কিছু পার্থিব সুখসাধনের বস্তু আছে, এই মহাত্মা স্বামীর তাহার কোন বস্তুরই অভাব নাই ; কিন্তু সে সমুদায়ের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা দৃষ্ট হয় না। সংসারের আপাতরম্য পদার্থনিচয় তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ নহে। জীবলোকের স্তুতি-নিন্দা বা সুখ-দুঃখ সেই মহাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই মহাত্মার আত্মানাত্ম-বিচার বা পূজ্য-পূজকভেদ নাই। তিনি সদা আত্মার মধ্যে পরব্রহ্মের সত্তা বিলোকন করিয়া যোগানন্দ অনুভব করেন। সম্প্রতি এই মহাত্মা স্বামীর বয়সের পরিমাণ একষষ্টিবর্ষমাত্র।"

গ। এই জীবনীর মধ্যে অবিশ্বাস্য কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তথাপি ইহা অধুনা অলৌকিক বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইহা যেন সহস্রাধিক বৎসর অতীত কালের কোন ব্রাহ্মণের জীবনচরিত বলিয়াই হঠাৎ মনে হয়। অধুনা এরূপ নিস্পৃহ সন্ন্যাসী দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক্, এই যে ভাস্করানন্দ-স্বামীকে তুমি ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়বর্জ্জিত ঈশ্বর বলিতেছ, ইহা কি তোমারই কল্পনা? অথবা অন্যান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাও ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন?

জ। ভাস্করানন্দকে কেবল আমিই ঈশ্বর বলিতেছি, তাহা নহে; অনেক কৃতবিদ্য ধার্ম্মিক মহাত্মারাও তাঁহাকে গুরু এবং ঈশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। যতীন্দ্র গুরু ভাস্করানন্দের স্তোত্র অনেকেই রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কয়েকটীমাত্র স্তোত্র বলিতেছি। এই সকল স্তোত্র পাঠই ঈশ্বর-প্রণিধান এবং ঈশ্বর-প্রণিধানই ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ বলিয়া জানিবে। যথা,—

যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দশশতদলপদ্মে পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবং
মুদিতবদননেত্রং গন্ধপুষ্পাম্বরাঢ্যম্।
অভয়বরকরাব্জং হংসগং কে স্মরামি
গুরুমমরশরীরং ভাস্করানন্দমীশম্ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

মস্তকে সহস্রদলপদ্মমধ্যে যে হংসপীট আছে, তদুপরি বিরাজমান,

সাক্ষাদ্ধরাকারযুতং সশান্তিং সদ্যোগসিংহাসনরাজমানম্।
মোক্ষার্থসিদ্ধ্যর্থমহং স্বমূর্দ্ধ্না শ্রীভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ২ ॥

সদানন্দদেহং পরানন্দকন্দং যতিস্তাস্করানন্দমীশং প্রসন্নম্।
ভবেদ্‌যস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ জন্তু-
শ্চিদানন্দরূপো গুরুস্তন্নমামি ॥ ৩ ॥

চরাচরব্যাপ্তমপীহ যেন অখণ্ডবিশ্বাভমহর্নিশন্তম্।
সন্দর্শিতং তৎপদমত্র যেন শ্রীভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৪ ॥

অবোধরূপাত্তমসোহন্ধভাবং গতস্য বোধাঞ্জনসৎপৃষত্যা।
উন্মীলনং চক্ষুরুপৈতি যেন তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥৫॥

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, প্রফুল্লবদন, প্রসন্ননেত্র, গন্ধ-পুষ্পরূপ বস্ত্রধারী, করকমলে অভয়বরধারী এবং দেবতুল্য শরীরবিশিষ্ট গুরু ভাস্করানন্দ প্রভুকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ শিবরূপ, শান্তিযুক্ত, যোগসিংহাসনে বিরাজমান যে শ্রীভাস্করানন্দগুরু, তাঁহাকে আমি মোক্ষলাভের জন্য অবনত-মস্তকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যিনি সদানন্দ শরীরবান্ এবং পরমানন্দস্বরূপ, যাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র জন্তুসকল চিদানন্দস্বরূপ হইয়া থাকে, সেই প্রসন্নচিত্ত যতীশ্বর ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যিনি চর (মনুষ্যাদি) ও অচর (বৃক্ষাদি) ব্যাপিয়া অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বের ন্যায় রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের পদ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরুকে দিবানিশি আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা অন্ধ চক্ষুকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

গুরুর্ব্বিধাতা গুরুরেব বিষ্ণুর্গুরুশ্চ সাক্ষান্মকরধ্বজারিঃ।
গুরুস্তথৈতৎ সকলং জগদ্ যস্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥৬

বিদ্যাপ্রচারার্থমনেকরূপিণে গুরুস্বরূপায় শিবায় সন্ততম্।
গুরো হি তুভ্যং ভগবন্নমঃ প্রভো।
শ্রীভাস্করানন্দদিগম্বরায় তে ॥ ৭ ॥

নমস্ত নব্যাকৃতয়ে নবায় চ পরার্থরূপায় চ চিদ্ঘনায় তে।
সমস্তজাড্যান্ধবিভেদভানবে শ্রীভাস্করানন্দগুরুস্বরূপিণে ॥৮

স্বভক্ততন্ত্রায় স্বতন্ত্ররূপিণে সদা দয়াক্লুপ্তশরীরধারিণে।
ভব্যাত্মনাং ভব্যস্বরূপিণে তথা
শ্রীভাস্করানন্দপরাত্মনে নমঃ ॥ ৯ ॥

সদা জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপো হি যশ্চ
প্রকাশস্বরূপস্তথা ভাস্বতাম্বৈ।

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিব, এবম্ভূত যে গুরু এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

হে গুরো, হে ভগবন্, হে প্রভো, হে শ্রীভাস্করানন্দ, বিদ্যাপ্রচারের জন্য আপনি অনেক রূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি গুরুস্বরূপ, শিব-স্বরূপ, এবং দিগম্বর, আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

যিনি নূতন রূপ ও নূতন বস্তুর কারণ, যিনি পরার্থ (মোক্ষ) স্বরূপ ও চিৎস্বরূপ, এবং যিনি সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ধ্বংস করিতে সূর্য্য-স্বরূপ, সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরুস্বরূপকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যিনি ভক্তবৎসল, যিনি স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যক্ষম, এবং যিনি অত্যন্ত দয়ালু, যিনি মঙ্গলপ্রার্থীদিগের মঙ্গলস্বরূপ, সেই শ্রীভাস্করানন্দ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

যিনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞানস্বরূপ, তেজোময় পদার্থদিগের তেজঃস্বরূপ,

বিমর্শাত্মনাং যো বিমর্শস্বরূপো
গুরুন্তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ১০ ॥
পুরস্তাত্তথা পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশং
তথোর্দ্ধাধ এবং সদা তন্নমামি।
স সচ্চিৎস্বরূপঃ শিবং সন্দধাতু
গুরুর্ভাস্করানন্দরূপঃ প্রসন্নঃ ॥ ১১ ॥
অখণ্ডবোধরূপায় আনন্দবনচারিণে।
নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ১২ ॥
অপারসংসারমিমং তরীতুং সম্প্রার্থয়ে বদ্ধকরঃ সদাহম্।
শ্রীভাস্করানন্দযতীন্দ্রমত্র গুরুং মহাদেবপ্রসাদদাসঃ ॥ ১৩ ॥
প্রসাদার্থং যত্নাত্তব নুতিরিয়ং যদ্যপি কৃতা
বিচারেঽদ্য ব্যর্থা পৃথুরপি বিভাতীশ মম তু।
গুণো যস্মিন্ যাদৃক্কথয়তি জনশ্চেত্তদধিকং
প্রসাদঃ স্যাত্তস্মিন্নিহ তু নহি তস্যাস্ত্যবসরঃ ॥ ১৪ ॥

বিচারকারি-ব্যক্তিদিগের বিচারস্বরূপ, সেই যতীন্দ্র গুরু ভাস্করানন্দকে আমি স্তুতি করি ॥ ১০ ॥

উক্ত যতীন্দ্র গুরুর অগ্র, পশ্চাৎ, পৃষ্ঠ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, ইত্যাদি সমস্ত ভাগে আমি প্রণাম করি। সেই সচ্চিৎস্বরূপ ভাস্করানন্দরূপ গুরু প্রসন্ন হইয়া সদা আমার মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১১ ॥

অখণ্ডবোধস্বরূপ, আনন্দ-বনচারী, পরমহংস ভাস্করানন্দমূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

এই অপার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, আমি মহাদেব প্রসাদ দাস, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া যতীন্দ্র শ্রীভাস্করানন্দ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

হে গুরো, যদিও বহুযত্ন করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য

অতো যচ্চাঞ্চল্যাত্তব গুণগণানাং হি বিভব-
মবুধৈবেতদ্‌যত্নাৎ কৃতমিহ ময়া তৎকরণতঃ।
স্তবধ্যাহং পাণীকৃতনতশিরঃ প্রার্থয় ইতি
যতীশ ক্ষন্তব্যং বিতর ময়ি দৃষ্টিং সকরুণাম্‌ ॥ ১৫ ॥
সদা স্বে পাদাব্জে মম কুরু রতিং পাবনতমে
প্রসাদস্তে যস্মাত্তদুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া।
ন জানেঽহং কিঞ্চিচ্চরণরজসস্তে সমধিকং
প্রসীদ ত্বং তস্মাচ্ছরণদ ন চান্যচ্চ শরণম্‌ ॥ ১৬ ॥
ইতি শ্রীচৌধুরীমহাদেবপ্রসাদকৃতং যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্‌।

আমি স্তুতি করিলাম, কিন্তু এখন বিচার করিয়া দেখিলে, এই বিস্তারিত স্তুতিও ব্যর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেন না, যাঁহাতে যে গুণ আছে, তদপেক্ষা অতিরিক্ত বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন; কিন্তু এখানে অর্থাৎ আপনার গুণবর্ণনাতে, অতিরিক্ত বর্ণনার কোনও অবসর নাই। আপনার যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইলাম, সে সকলই আপনার অশেষ অনন্ত গুণের লেশমাত্র ॥ ১৪ ॥

এই কারণে, হে যতীশ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনতশিরে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি যে অজ্ঞানতা ও চাঞ্চল্য বশতঃ আপনার গুণসমূহের বিভব বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করিয়া, আমাকে সকরুণ দৃষ্টি বিতরণ করুন ॥ ১৫ ॥

আপনার পবিত্র চরণকমলে আমার চিত্তকে আসক্ত করুন্‌, এবং যাহাতে আপনি প্রসন্ন হন, তদ্বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিউন; কেন না, হে শরণদ, আপনার চরণরজঃ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্‌ পদার্থ আমি আর কিছুই জানি না; এবং আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয়ও নাই; অতএব হে প্রভো, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৌধুরী মহাদেবপ্রসাদ কৃত যতীন্দ্র গুরুস্তোত্র সমাপ্ত।

যতীন্দ্রস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

জ্ঞাত্বা বেদার্থসংঘং মুনিবররচিতং প্রাপ্তবোধঃ স বিজ্ঞো
মত্বা চালীকমেতৎ সকলমিহ জগদ্‌যোগমার্গৈকলগ্নঃ।
ধ্যায়ন্তং দেবমাদ্যং ভবভয়হরণং ভাস্করানন্দবিদ্যো
দুর্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে বিলসতি
বিপিনে কাশিকায়াং যতীন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

ত্যক্ত্বা স্ত্রীপুত্রবর্গং সকলগুণযুতং মোহরূপং বিশালং
পুণ্যক্ষেত্রাণ্যশেষাণ্যখিলভুবি গতান্যাপ্তকামো দদর্শ।
স্মৃত্বা যো দেবদেবং নিগমফলময়ং ভাস্করানন্দযোগী
কাশ্যামানন্দকুঞ্জে নিবসতি বিপিনে সোঽয়মানন্দকন্দঃ ॥ ২

নির্জ্জিত্যেন্দ্রিয়বৈরিপক্ষনিবহং যস্য প্রসাদাৎ সদা
মোহধ্বান্তবিদূরশুভ্রমনসঃ সন্তঃ সুখং শেরতে।

বিজ্ঞ শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী মুনিবর ব্যাসাদি রচিত বেদান্ত-সূত্রাদির অর্থ অবগত হইয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে, এই জগৎ সমস্তই মিথ্যা মনে করিয়া একমাত্র যোগমার্গ অবলম্বন করিলেন এবং ভবভয়হারী আদি-দেবের ধ্যানাবসক্তচিত্ত হইয়া সম্প্রতি কাশীস্থ দুর্গামন্দিরের পূর্ব্বভাগে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যিনি সকল গুণযুক্ত স্ত্রীপুত্রদিগকে বিশাল মোহস্বরূপ জ্ঞান করতঃ পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীস্থ সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ যোগী ভাস্করানন্দ নিগমফলস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করতঃ সিদ্ধকাম হইয়া কাশীতে আনন্দবনে বাস করিতেছেন ॥ ২ ॥

যাঁহার প্রসাদে সজ্জনগণ মোহরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শুদ্ধান্তঃ-

যং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যমত্র মনুজাঃ স্বাত্মানমেবানিশং
মন্যন্তে স দিগম্বরো বিজয়তে শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৩ ॥

মায়ামাত্রবিনির্ম্মিতং হি ভুবনং মত্বা স বিজ্ঞেশ্বরো
ধৃত্বা তৎপরমং পদং হৃদি মুদা তুর্য্যাশ্রমে সংস্থিতঃ।
যশ্চেন্দ্রাদিসমস্তদেবপদবীং তুচ্ছাং সদা মন্যতে
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৪ ॥

ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুবন্তি নিখিলাং যৎসংস্মৃতেঃ সজ্জনা
যং সর্ব্বে প্রণমন্তি ভূপতিবরাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যৈ মুদা।
বিজ্ঞাঃ পুণ্যতমং চরিত্রমনিশং গায়ন্তি যস্যাখিলাঃ
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৫ ॥

করণ হইয়া রিপুস্বরূপ ইন্দ্রিয়কুলকে জয় করিয়া সুখে শয়ন করিতেছেন, এবং যাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিতেছে, সেই দিগম্বর শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী কাশীতে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সেই বিজ্ঞেশ্বর, মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট, ইহা বিবেচনা করিয়া, সন্তোষ-সহকারে জগদীশ্বরের পরমপদ হৃদয়ে ধ্যান করতঃ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। যিনি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবপদবীও তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন ॥ ৪ ॥

যাঁহার স্মরণ করিলে সজ্জনগণ শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, মহারাজগণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাঁহাকে প্রণাম করেন, এবং পণ্ডিতগণ সানন্দচিত্তে যাঁহার পুণ্যতম চরিত্র দিবানিশি গান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন ॥ ৫ ॥

সুভুক্তিমুক্তিদায়কং যতীন্দ্রমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং শিবস্বরূপমাশুকামদম্।
নরেন্দ্রসেব্যসৎপদং বরপ্রসূনমালকং
গুরুং ভজাম্যহং সদা স্বভক্তবৃন্দপালকম্ ॥ ৬ ॥
স্বভাসয়া বিভাসয়ন্ স্বভক্তহৃৎসরোরুহং
সুদুর্লভঞ্চ তদ্বিভোঃ পরং পদং প্রদর্শয়ন্।
সদা বিনোদকাননে চরন্তমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং পরং গুরুং নমামি সন্ততম্ ॥ ৭ ॥
হে দীনবন্ধো ভগবন্ ভবসাগরেঽস্মিন্
মগ্নান্ধমোহতমসাবৃতচেতসং মাম্।
নো চেৎ সমুদ্ধরসি বৈ স্বকৃপাটাক্ষৈ-
র্দাসোঽহমত্র বদ কং শরণং ব্রজামি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুরেণ জ্যোতির্বিদ্ শ্রীসোনেলালশর্ম্মণা
বিরচিতং যতীন্দ্রস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ইহলোকের সুখভোগ ও মুক্তিদাতা, নরেন্দ্র-সেবিত-পদ ও উত্তম পুষ্পমাল্যধারী, স্বীয় ভক্তবৃন্দপালনকারী, শীঘ্র সর্ব্বকামপ্রদ, সেই শিব-স্বরূপ যতীন্দ্র ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বকীয় প্রভা দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের হৃদয়কমল বিকসিত করতঃ সুদুর্লভ পরব্রহ্মের পরমপদ প্রদর্শন করিতেছেন, সেই আনন্দ-কানন-বিহারী পরমগুরু ভাস্করানন্দ স্বামীকে সর্ব্বদা আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

হে দীনবন্ধো, হে ভগবন্, আমি মোহান্ধচিত্ত হইয়া এই ভবসাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, যদি আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দাস হইয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব বলুন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুরেণ জ্যোতির্বিদ্ শ্রীসোনেলালশর্ম্মণা
বিরচিতং যতীন্দ্রস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ভাস্করানন্দাষ্টকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ত্রয়ীসিদ্ধসৎকর্ম্মধূতাঘসঙ্ঘং
সদা সংযমাভ্যাসবশ্যেন্দ্রিয়ং প্রাক্ ।
ততঃ শ্রৌতযুক্ত্যা ভবেঽস্মিন্‌বিরক্ত-
স্তজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ১ ॥

মহাবাক্যতঃ সারমাকৃষ্য ভাবং
ভবচ্ছেদবীজং সুখস্যৈকধাম ।
স্থিতং নির্ব্বিকল্পং সদাশান্তমূর্ত্তিং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ২ ॥

ভবাব্ধৌ নিমগ্নানবিজ্ঞান্ ভয়ার্ত্তান্
সমুদ্ধর্ত্তুকামো য আস্তেঽবিমুক্তে ।

বেদোক্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার পাপাবলী বিধৌত হইয়াছে, এবং সদা সংযমাভ্যাস দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, যিনি শ্রৌত অর্থাৎ বেদোক্ত যুক্তি দ্বারা সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন, সেই স্তুতিকরণযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যাবলী হইতে সংসার-জন্মনাশক সারার্থ নিষ্কাশন করিয়া যিনি সুখের চূড়ান্ত স্থানে নির্ব্বিকল্পচিত্তে সদা শান্ত-মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যিনি সংসার-সাগরে নিমগ্ন, ভয়ার্ত্ত অজ্ঞানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, এবং যিনি আশা-

নিরাশং কৃপালুং তমাশাবসানং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৩ ॥

কলৌ লোকশিক্ষাবতারস্বরূপং
সুবুদ্ধাত্মতত্ত্বং তদেকাগ্রচিত্তং।
সমানারিমিত্রং হৃতর্ত্তুপ্রভাবং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৪ ॥

উদেতীচ্ছয়া যস্য গূঢ়াত্মভাবো
নৃণাং মানসেঽজ্ঞানরুদ্ধাত্মনাস্তু।
ব্যয়ংসীদবিদ্যাপ্রভাবো যতস্ত-
স্তুজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৫ ॥

ভবোদ্ভূতভোগং সুরেশস্য লোকং
ত্রিবর্গঞ্চ তুচ্ছং সদা মন্যতে যঃ।

বিহীন, কৃপালু, দিগম্বর ও স্তুতিযোগ্য, সেই ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি কলিকালের লোকদিগের শিক্ষার জন্য অবতার-স্বরূপ, এবং যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ও যাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, শত্রু ও মিত্র যাঁহার নিকট সমান, এবং যিনি শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর প্রভাব নষ্ট করিয়াছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার ইচ্ছা দ্বারা অজ্ঞানাচ্ছাদিত ব্যক্তিদিগেরও আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, এবং যাঁহা দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি সংসারোৎপন্ন ভোগ, স্বর্গলোক এবং ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) এই সমস্তই সর্ব্বদা তুচ্ছ বিবেচনা করেন, এবং যিনি

পিবন্তং রসং ব্রহ্মচিদ্রূপমগ্র্যং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৬ ॥

যথা দাম্নি সর্পো যথা স্বপ্নবোধো
মরৌ বারি যদ্বদ্‌যথা চেন্দ্রজালম্ ।
তথা ভ্রান্তিভূতন্তবং প্রেক্ষমাণং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৭ ॥

জগন্নশ্বরং ভোগ আধের্নিদানং
চিদেকা সতীত্যেব নিত্যং বিচিন্ত্যন্ ।
ইতীবেহ বিজ্ঞাপয়ন্তং স্বকৃত্যা
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৮ ॥

নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে ।
ভক্তাভীষ্টপ্রদায়াশু সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবাগীশেন বিরচিতং ভাস্করানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

অত্যুত্তম ব্রহ্মচিদ্রূপ রস পান করিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, যেমন স্বপ্নাবস্থাতে বিষয়জ্ঞান, যেমন মরু-ভূমিতে জলভ্রম, এবং যেমন ইন্দ্রজাল, সেইরূপ এই সংসারকেও ভ্রান্তিময় বলিয়া যিনি দর্শন করেন, সেই স্তুতিযোগ্য মুনীশ্বর ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

জগৎ নশ্বর, এবং ভোগ রোগের নিদানস্বরূপ. কেবল একমাত্র জ্ঞানই নিত্য, এইরূপ চিন্তা করতঃ স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা যিনি লোক-সমূহকেও তদ্রূপ জ্ঞানদান করিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ ও সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ পরমহংস ভাস্করানন্দ মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ কৃত ভাস্করানন্দাষ্টক সমাপ্ত ।

বৃন্দাবনগুর্ব্বষ্টকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

কাশীনিবাসং যশসা প্রকাশং
সর্ব্বাঘনাশং শরণাগতানাম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপং পরমাবধূতং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ১ ॥

যদ্দর্শনং যৎস্মরণং যদর্চ্চা
চেতোবিশুদ্ধিং কুরুতে জনানাম্ ।
ভবাপবর্গঞ্চ ততো বিধত্তে
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ২ ॥

চেতো যদীয়ং বিষয়েষ্বসক্তং
নক্তং দিবং ব্রহ্মসুখাবমগ্নম্ ।
নির্ব্বাতদীপার্চ্চিরিবাপ্রকম্পং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৩ ॥

যিনি কাশীতে বাস করিতেছেন, ও যশোদ্বারা প্রকাশমান রহিয়াছেন, এবং যিনি শরণাগত ব্যক্তিদিগের সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, এবম্ভূত পরম অবধূত, ব্রহ্মস্বরূপ, ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাঁহার দর্শন, স্মরণ ও পূজন দ্বারা মনুষ্যগণের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর ইহ সংসার হইতে মোক্ষ বিধান করে, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যাঁহার চিত্ত বিষয়ে আসক্ত না হইয়া দিবানিশি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া

চেতশ্চরী তৃপ্তিকরী সদক্ষা-
মক্ষোভকর্ত্রী সুহৃদাং দয়ার্দ্রা।
মূর্ত্তির্যদীয়া বুধবন্দনীয়া
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৪ ॥

যৎপাদপদ্মদ্বয়দর্শনায়
নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদায়।
দূরাদুপাযান্তি নৃপা দ্বিজেন্দ্রা-
স্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৫ ॥

দিগম্বরং দিক্‌পতিবন্দ্যমানং
সানন্দমানন্দবনৈকসিংহম্।
কৃতারিষড়্‌বর্গজয়ং শুভাশয়ং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৬ ॥

আছে, এবং নির্ব্বাত-স্থান-স্থিত প্রদীপের শিখার ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছে, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার মূর্ত্তি সজ্জনগণের অন্তঃকরণে বিচরণ করিতেছে ও দৃষ্টিকে তৃপ্ত করিতেছে, এবং সুহৃদ্বর্গকে ক্ষোভরহিত করিতেছে, যিনি দয়ার্দ্র, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর বন্দনীয়, সেই ভাস্করানন্দ গুরুমূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার চরণকমলযুগল দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে রাজগণ ও পণ্ডিতগণ নিত্য আসিয়া থাকেন, এবং যিনি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ, (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন,) সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যিনি দিগম্বর, যিনি দিক্‌পতিগণের বন্দনীয়, যিনি আনন্দযুক্ত আনন্দবনের সিংহ সদৃশ, এবং যৎকর্ত্তৃক ষড়রিপু পরাজিত হইয়াছে, যিনি শুভাশয়, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

ষড়্‌দর্শনজ্ঞাননিধানমানসং
তৎসদ্বচো নিত্যবিমর্শতৎপরম্ ।
নৈর্গুণ্যনির্ধূতমনোমলং পরং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৭ ॥

যস্তত্ত্বমস্যাদিবিচারদক্ষঃ
স্বচ্ছান্তরাত্মা শ্রুতিমার্গগামী ।
সমং সুবর্ণং সিকতা চ যস্য
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহেশানুচরঃ সনাঢ্যো
বৃন্দাবনঃ সদ্‌গুরুলব্ধবিদ্যঃ ।
গুর্ব্বষ্টকন্তেন কৃতং প্রসত্ত্যৈ
শ্রীমদ্‌গুরূণাং করুণাকরাণাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনশর্ম্মবিরচিতং গুর্ব্বষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

যাঁহার চিত্ত ষড়্‌দর্শনের সমস্ত জ্ঞানের আকর, যিনি নিয়ত "তৎসৎ" এই মহাবাক্য ধ্যানে মগ্ন, এবং যিনি নির্গুণ দ্বারা মনের সমুদায় মল প্রক্ষালন করিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যিনি "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যাবলীর বিচারে দক্ষ ও যাঁহার বিমল অন্তরাত্মা শ্রুতিমার্গে বিচরণ করিতেছে, এবং যাঁহার পক্ষে সুবর্ণ ও সিকতা সমান, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমান্ মহাদেবের অনুচর, সনাঢ্যকুলোৎপন্ন, বৃন্দাবন নামক ব্রাহ্মণ, সদ্‌গুরুর নিকট হইতে লব্ধবিদ্য হইয়া, করুণাকর গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য, এই গুর্ব্বষ্টক রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনশর্ম্মকৃত গুর্ব্বষ্টক সমাপ্ত ।

যতীন্দ্রস্তোত্রম্ ।

শ্রীঃ পাতু ।

অথাদ্যং বিভুং বিঘ্নরাজং গণেশং
শিবানন্দদং শঙ্করং সর্ব্বভাজং
প্রণম্যাহমানন্দকন্দস্বরূপং
প্রকুর্ব্বে স্তবং তং যতের্ব্বিশ্ববন্দ্যম্ ॥ ১ ॥

পিতৃমাতৃগুরুং পরিপূজ্য গুণৈ-
র্য্যতিমার্গমলং সুখদং সুখদৈঃ ।
অদধৎ পরিভাষ্য সুখং বিষয়ং
কুলমানমলং পরিহায় গৃহম্ ॥ ২ ॥

শরীরান্তকালে দ্বয়োস্তত্র গত্বা-
দদাদ্ব্রহ্মচৈতন্যপূর্ণং মনোজম্ ।
তদা জ্ঞানমানন্দকন্দং স্বপিত্রোঃ
সদা তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৩ ॥

আমি আদি বিভু বিঘ্নরাজ গণেশকে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দকন্দ-স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্ববন্দ্য ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সেই পরমহংস যতির স্তব প্রণয়ন করিতেছি ॥ ১ ॥

তিনি সদ্‌গুণের দ্বারা পিতা, মাতা, ও গুরুকে পূজা করিয়া, এই সংসারে লৌকিক সুখ ও বিষয় সম্পত্তির পরিশীলন পূর্ব্বক, কুল, মান, গৃহ পরিত্যাগ করতঃ, সুখদ সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিলেন ॥ ২ ॥

যিনি পিতামাতার শরীরান্তকালে, তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচৈতন্য ও পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ যতিকে আমি স্তুতি করি ॥ ৩ ॥

যদা কস্য ভাগ্যোদয়েন প্রযাতি
স্বপস্ত্যাং গৃহে তদ্‌গৃহং তীর্থরূপম্‌।
ভবত্যম্বরাদ্যম্বরং ভেদশূন্যং
যতিং সর্ব্বদা ভাস্করানন্দমীড়ে॥ ৪॥

আনন্দকানননিবাসমাজন্মনিষ্ঠং
যাতপ্রবৃত্তিমচলং ভবভাবশূন্যম্‌।
ভাগ্যোদয়ং বিতনুতে সততং জনানাং
ব্রহ্মাণ্ডতীর্থহৃদয়ং শিবদং তমীড়ে॥ ৫॥

কৃতো যেন যজ্ঞস্তপোদানতীর্থৌ
ভবত্যাশুবুদ্ধির্ব্বিশালা বুধেন।
তয়া সচ্চিদানন্দসঙ্গস্য সঙ্গং
তদা তেন মোক্ষং যতীন্দ্রং তমীড়ে॥ ৬।

যদি কখনও স্বামীজী সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও গৃহে পদব্রজে গমন করেন, তাহা হইলে সেই গৃহ তীর্থস্বরূপ হয়; যিনি দিগম্বর, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি স্তুতি করি॥ ৩॥

আনন্দকানননিবাসী, আজন্মনিষ্ঠ, সমাধিস্থ, স্থিরধী, সংসারের ভাবনাশূন্য, সর্ব্বদা লোকের সৌভাগ্য-বিস্তারকারী এবং যাঁহার ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত তীর্থ হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই কল্যাণপ্রদ স্বামীকে আমি স্তুতি করি॥ ৫॥

যে বিদ্বান কর্ত্তৃক যজ্ঞ, তপ, দান, ও তীর্থক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার অচিরে বিশালা বুদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বামীজীর সঙ্গলাভ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; এবম্ভূত যে যতীন্দ্র, তাঁহাকে আমি স্তুতি করি॥ ৬॥

বিভুং বিশ্বনাথং সদোদারকীর্ত্তিং
শিবং ভোগদং রোগকালং বিশালম্ ।
প্রসন্নেন্দ্রিয়ং ধর্ম্মমূলং বরেণ্যং
সদা ধ্যানগং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৭ ॥

একং কৃত্বা প্রকৃতিপুরুষৌ হৃদ্যলং সংবিধায়
স্বচ্ছং মত্বা তমপি বিমলং ব্রহ্মরূপং নিনায় ।
মানং ত্যক্ত্বা জগতি সকলং নির্ব্বিকল্পঞ্চ ধৃত্বা
ধ্যানং নিত্যং চলতি সরিতঃ কূলমূলাঙ্গকেন ॥ ৮ ॥

সদা নির্ব্বিকল্পং নিরীহং যতীন্দ্রং
নিরাধারাধারং প্রকাশস্বরূপম্ ।
প্রসন্নং সদা ব্রহ্মলীনং কুলীনং
প্রসিদ্ধং সদা ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৯ ॥

দিনেশানলৌ দেহশীতং যথা
সতাং সঙ্গমোহজ্ঞানতাপং তথা ।

যিনি বিভু, বিশ্বনাথ, সদা উদার কীর্ত্তিযুক্ত, শিবস্বরূপ, ভোগপ্রদ, রোগের বিশাল কালস্বরূপ, যাঁহার ইন্দ্রিয় প্রসন্ন, যিনি ধর্ম্মের মূল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সদাধ্যানাবস্থিত, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি স্তুতি করি ॥ ৭ ॥

যিনি প্রকৃতি ও পুরুষকে এক করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই সুবিমল ব্রহ্মরূপ কল্পনা করতঃ ইহ জগতে সম্মানত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প ধ্যানাবস্থিত হইয়া গঙ্গাতটে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যিনি সদা নির্ব্বিকল্প, নিরীহ, নিরাশ্রয় লোকদিগের আশ্রয়, প্রকাশস্বরূপ, ব্রহ্মলীন, প্রসন্নচিত্ত, সেই সুবিখ্যাত ভাস্করানন্দ যতীন্দ্রকে আমি স্তুতি করি ॥ ৯ ॥

সূর্য্য ও অনল যেমন দেহের শীত নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ

বোধরূপং হরত্যচলং সামদং
তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে কৃশম্ ॥ ১০ ।
মনসো ব্রহ্মণশ্চৈব কশ্চিদ্ভেদো ন দৃশ্যতে ।
সবিকল্পং মনঃ প্রোক্তং নির্ব্বিকল্পং তদুচ্যতে ॥ ১১ ॥
এবম্ভূতং মনো যস্য যতীন্দ্রং তমহং ভজে ।
গততৃষ্ণং ভবাতীতমানন্দবনচারিণম্ ॥ ১২ ॥
মহাদেবঃ শুক্লো বদতি ভবতাপানলকৃশান্
জনান্ কাশীবাসং ঝটিতি সুখসিন্ধুং সুকৃতিনঃ ।
জনা জ্ঞানায়ৈবং ভজত ভবপোতং সুকৃতিনং
যতীন্দ্রং সানন্দং পরমমমলং তং খবসনম্ ॥ ১৩ ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং যো যতেঃ প্রযতোঽহনিশম্ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ভাস্করানন্দরূপিণঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিতং যতীন্দ্রস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সজ্জনসঙ্গম অজ্ঞানরূপ তাপ হরণ করিয়া থাকে। বোধস্বরূপ, স্থির, সামপ্রদ, কৃশ সেই ভাস্করানন্দ যতিকে আমি স্তুতি করি ॥ ১০ ॥

মন ও ব্রহ্মে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। সবিকল্পকে মন বলা যায়, এবং নির্বিকল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যাহার মন এবম্ভূত নির্ব্বিকল্প হইয়াছে, সেই তৃষ্ণারহিত ভবাতীত আনন্দবনচারী যতীন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

ভবতাপানলে ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি মহাদেব শুক্ল নামক ব্যক্তি বলিতেছেন যে, হে সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ ! জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরম অমল, সুখসাগররূপ কাশীনিবাসী আনন্দযুক্ত, ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ সেই দিগম্বর যতীন্দ্রকে ভজনা কর ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নিত্য ভাস্করানন্দরূপী যতির এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিত যতীন্দ্রস্তোত্র সমাপ্ত ।

প্রার্থনায়াং শ্লোকত্রয়ম্ ।

ওঁ মদনরিপোর্নন্দনং বন্দে ।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ১ ॥

দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টিপাতৈঃ ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যদ্‌যদহন্ন জানে । ২ ॥

শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা
নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥ ৩ ॥

ইতি মৈথিলস-স্বামিকৃতপ্রার্থনায়াং শ্লোকত্রয়ম্ ।

হে স্বামিন্, হে করুণাসিন্ধু আপনাকে নমস্কার ; আমি ভব-সাগরে পতিত হইয়াছি ; কারুণ্যসুধাবর্ষণকারী আপনার কৃপাকটাক্ষ দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১ ।

আমি দুর্ব্বার সংসাররূপ দাবাগ্নি দ্বারা অভিতপ্ত, ভীত ও কম্পাবান হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন ; কেন না আমি অন্য আর কাহারও শরণ লইতে জানি না । ২ ॥

শান্তিযুক্ত মহান্ যে সাধু, এই ভয়ানক ভবার্ণব হইতে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোক-সকলের হিতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে নিস্বার্থভাবে অপর লোকদিগকেও উদ্ধার করিতেছেন ॥৩

ইতি মৈথিলস-স্বামিকৃত প্রার্থনা শ্লোকত্রয় ।

গ। আহা! স্তোত্রগুলি অতি মনোহর! যতীন্দ্র ভাস্করানন্দ যে ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে এখন আমার আর সন্দেহ নাই। যাঁহাকে রাজমহারাজগণ, রাজপণ্ডিতগণ ও সন্ন্যাসিগণও ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করেন, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রাহ্য না করিলে মূর্খতা ও ধৃষ্টতার ইয়ত্তা থাকে না। ভাই, আমি তদ্রূপ মূর্খ বা ধৃষ্ট নহি। যাহা হউক, তোমাকে একটী অন্তরের কথা বলি; আমি বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল; বহুদিন পূর্ব্বে আমি এক দিন সংসারের সুখদুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শেষে অনন্ত চিন্তাসাগরে যেন ডুবিয়া গেলাম; তখন আমার অন্তকরণের গভীরতর স্থান হইতে স্বতঃই যে সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমি কবি না হইলেও আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, তখন আমি লিখিলাম,—

কি চাহে অন্তর মম ভেবে নাহি পাই হে,
স্বর্গমর্ত্তরসাতলে কোথা আমি যাই হে।
একে একে জিজ্ঞাসিনু যত কিছু আছে রে,
সুন্দর সাধের বস্তু ত্রিভুবন মাঝে রে,
কিছুই চাহে না মন, তবু ব্যস্ত অনুক্ষণ,
কি যেন সাধের বস্তু হইয়াছে হারা!

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আর কলম চলিল না। এই স্থানেই আমার কবিতা লেখা ফুরাইল, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস থামিল না; কিন্তু সে উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করিতে

পারিলাম না ; ভাষা যেন কুণ্ঠিত হইয়া কোথায় লুকাইল ; সুতরাং লেখনীও থামিয়া গেল। আমার স্মরণ আছে, সেই দিন হইতে আমি একবৎসর কাল প্রায় মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম ; নিতান্ত বাধ্য হইয়া "হাঁ এবং না" এই দুইটীমাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতাম। সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতাম ; কাহারও সঙ্গ আমার ভাল লাগিত না। সংসারে কোনও বিষয়েই অনুরাগ ছিল না। সংসারের কোনও দৃশ্য, কোনও শ্রব্য, কোনও সৌরভ, কোনও ভক্ষ্য আমার ভাল লাগিত না। সেই সময়ই আমার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প হইয়াছিল ; সেই সময়ই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহবন্ধন বা সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। কেন যে তদ্রূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহার কারণও এখন বলিতে পারি না। কেননা তখন আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে বা সন্ন্যাস-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই লাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক্, কালক্রমে আমার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমার আবার সন্ন্যাসী হইতে অভিলাষ হইতেছে। মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এতক্ষণ আমি সাংসারিক সুখের উপায় জানিবার জন্যই বিব্রত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম ; এখন যেন আমার জিজ্ঞাসা ক্ষান্ত হইল। আর যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে না! যেন মনে হইতেছে, যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি ; যাহা

পাইবার তাহা পাইয়াছি। অন্তরের অভিলাষ এতদিনে পূর্ণ হইল।

জ। ভাই গজেন্দ্র, তোমাকে শত শত নমস্কার করিতেছি। আজ জানিলাম, তুমি একজন সুকৃতিশালী পুরুষ। নতুবা তোমায় সহজে বৈরাগ্যের উদয় হইত না। ঈশ্বর-স্তোত্র শুনিতে শুনিতে তোমার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ। ঈশ্বরে যাঁহাদের এইরূপ ভক্তি আছে, তাঁহারাও প্রণম্য। যাহাদের ভক্তি নাই, যাহাদের নয়নে কখনও প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হয় না, সেই পাষাণহৃদয় পাষণ্ডগণকে দেখিলেও ভীতির উদয় হয়; কিন্তু ভক্তিপ্রবণ কোমলহৃদয় ভক্তগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও যেন প্রাণ পুলকিত হয়।

যাহা হউক্, ভাই, আমাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল; সেই চিত্তের ক্ষণিক বৈরাগ্যে নির্ভর করিয়া সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী হওয়া পরামর্শসিদ্ধ নহে। "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।" এই নীতি অনুসারে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা-বৈরাগ্যম্।"

ইহলোকের প্রত্যক্ষ সমস্ত ভোগ্যবিষয়ে এবং পরলোকের শ্রুত স্বর্গভোগাদিতে যখন যথার্থ বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তখনই বশীকার নামক বৈরাগ্যের উদয় হইবে। সেই বৈরাগ্যকেই পরবৈরাগ্য বলে। সেই পরবৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যাইতে পারে, নতুবা পারে না।

"তৎপরং পুরুষখ্যাতে গু‍ণবৈতৃষ্ণম্।"

যথার্থ আত্মজ্ঞান লব্ধ হইলেই গুণের প্রতি অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় প্রকৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং তখনই পরবৈরাগ্য জন্মে।

অতএব বেশ ধীরভাবে বুঝিয়া দেখ, পরবৈরাগ্য আমাদের কত অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে! সেই পরবৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বেই যদি স্ত্রী ও সংসার ত্যাগ কর, তাহা হইলে অল্পদিন পরেই ক্ষণিক বৈরাগ্যের ঘোরতর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে

না। তখন তুমি ইন্দ্রিয়বশে সর্ব্ববিধ দুষ্ক্রিয়াই করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তুমি স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু হয় ত একদিন কামরিপু দুর্দ্দাম হইয়া তোমাকে হতজ্ঞান করিবে, তখন তুমি হয় ত সমাজের ও রাজশাসনের কথাও বিস্মৃত হইয়া ইতর লোকের মত কার্য্য করিয়া দুঃসহ শাস্তি ভোগ করিবে। অতএব মনের ক্ষণিক উত্তেজনায় আপনাকে সন্ন্যাসী হইবার উপযুক্ত অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করিও না। শীতবাতবৃষ্টি অম্লান-বদনে সহ্য করা—শারীরিক ব্যাধিকে অক্ষুণ্ণচিত্তে অগ্রাহ্য করা—ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাকৃতির অভাবের জন্য ক্লেশ সহ্য করা—কি আমাদের মত অতপস্বী লোকের কাজ? অতএব অগ্রে অল্পে অল্পে তপস্যা করিতে আরম্ভ কর; একবারেই সর্ব্বত্যাগ না করিয়া কিছু কিছু করিয়া ত্যাগ অভ্যাস কর। অনেকের এরূপ দুর্ম্মতি আছে যে, "ত্যাগ করিব ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব, সাম্রাজ্য ত্যাগ করিব, পৃথিবী ত্যাগ করিব, আর ত্যাগ করিব না ত কপর্দ্দকও পরিত্যাগ করিব না, সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও ত্যাগ করিব না।" এরূপ বুদ্ধি ভাল নহে।

আহার কর; কিন্তু মদ্যমাংসাদি রাজসিক ও তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া ঘৃতদুগ্ধাদি সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ কর।

স্ত্রীসম্ভোগ কর; কিন্তু শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া যথাশাস্ত্র সম্ভোগ কর। পরস্ত্রীসংসর্গ বা বেশ্যাগমন পরিত্যাগ কর। কামভাবে পরস্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিও না, মনেও কুৎসিত চিন্তা করিও না।

লোকের উপকার করিতে পার ত করিও, না পার ত করিও না; কিন্তু কাহারও অনিষ্টচেষ্টা কখনও করিও না।

বিলাস ত্যাগ কর; বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ কর; সাধনার জন্য তত্ত্বাভ্যাসের জন্য—শরীর রক্ষার বা জীবন রক্ষার প্রয়োজন, আবার জীবনরক্ষার জন্যই আহারাদির প্রয়োজন; ফলতঃ আহারাদির জন্যই জীবনরক্ষার প্রয়োজন নহে; এই কথা স্মরণ রাখিয়াই শরীর রক্ষার্থে যত্ন করিবে। সুতরাং শরীর-রক্ষার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া লোভ-ক্ষোভের বশীভূত হইও না।

সংসারে থাকিয়া এইরূপেই ক্রমশঃ জীবনের উন্নতি সাধন কর।

এইরূপে ধর্ম্মসাধন করিতে করিতেই কালে যথার্থ পরবৈরাগ্যের উদয় হইবে এবং তখনই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ সন্তোষের উদয় হইবে। তখনই বলিতে পারিবে, "যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি ; যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি।" এখন যে তদ্রূপ কথা বলিতেছ, উহা ক্ষণিক বৈরাগ্য-প্রসূত জ্ঞানের আভাসমাত্র এবং সন্তোষের আভাসমাত্র।

গ। ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝায়? ধর্ম্মসাধন বলিলেই বা কি বুঝায়? আমি ত এতক্ষণে বুঝিয়াছি, ঈশ্বরই ধর্ম্ম; নিয়ত তাঁহারই অনুচিন্তন ধর্ম্মসাধন। কিন্তু সংসারে থাকিয়া ত তাঁহাকে নিয়ত চিন্তা করা যায় না। সেই জন্যই আমি সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিব মনে করিয়াছি।

জ। সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিলে গুণই বুঝায়; সুতরাং ধর্ম্মসাধন বলিলে গুণসাধনই বুঝায়। ঈশ্বর ধর্ম্ম নহেন ; ঈশ্বর ধর্ম্মাতীত পুরুষ। নিয়ত ঈশ্বরচিন্তন সমস্ত ধর্ম্মসাধনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বটে ; কিন্তু সে লক্ষ্য অত্যন্ত দূরে—অতি উচ্চে অবস্থিত। অগ্রে গুণসাধনে বা ধর্ম্মসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া পরে সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় ; নতুবা তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবারও শক্তি জন্মে না।

অতএব অগ্রে তমোগুণের স্থানে রজোগুণের সংস্থাপন আবশ্যক, পরে রজস্তমঃ ক্ষীণ করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য সংস্থাপন আবশ্যক। অনন্তর বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান হইলে—মন দান্ত ও প্রশান্ত হইলে—বৈরাগ্যের উদয় হইবে। সেই সময়ই পরমার্থলাভের চেষ্টা জন্মিবে এবং তখনই নিয়ত ঈশ্বরানুধ্যানে মন নিয়োজিত থাকিবে। ফলতঃ ধর্ম্মসাধন আর ব্রহ্ম-সাধনে প্রভেদ আছে ; যথা,—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"

বেদান্তসূত্রের এই প্রথম সূত্রটীর ভাষ্য অনুশীলন করিলেই ধর্ম্মসাধন ও ব্রহ্মসাধনের প্রভেদ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারিবে। ভাষ্যকার

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, এখানে অথ শব্দের অর্থ অনন্তর এবং অতঃ শব্দের অর্থ এইহেতু। অর্থাৎ যেহেতু ইহ-পারলৌকিক সুখভোগ অনিত্য, তজ্জন্য শমদম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুত্ব সাধনের পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। শমদমাদি সাধন কি, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি শুন,—

শম—অন্তঃকরণ বা মনের দমন বা সংযমকে শম বলে; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করার নামই শম।

দম—বহিরিন্দ্রিয়ের দমন বা সংযমকে দম বলে; অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়সকল হইতে চক্ষুকর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রতিনিবৃত্ত করার নাম দম।

উপরতি—বিষয়-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও যাহাতে পুনর্ব্বার বিষয়-প্রবৃত্তির উদয় না হয়, তদ্রূপ করাকে উপরতি বলে। অথবা সন্ন্যাস-গ্রহণের নামই উপরতি।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, মানাপমান, হর্ষশোক প্রভৃতি সহ্য করাকেই তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা বলে।

সমাধান—চিত্তস্থৈর্য্যের নাম সমাধান; অর্থাৎ আত্মাতে চিত্তের একাগ্রতা বিধানের নাম সমাধান বা সমাধি।

শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের ইচ্ছা।

অতএব বুঝিয়া দেখ, শমদমপ্রভৃতি যমনিয়মাদি ধর্ম্মসাধনের অনন্তরসাধ্য এবং তৎপরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ফলতঃ যতদিন সাংসারিক ভোগেচ্ছা, সুখদুঃখবোধ ও মানাপমানজ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন যমনিয়মসাধন করাই বিহিত। তবে যে সকল মহাত্মা পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্ম-সাধনপ্রভাবে ইহজন্মে বাল্যকালেই উগ্রবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার-ত্যাগ করেন এবং চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, সেই আজন্ম-সন্ন্যাসীদিগের আর যমনিয়মাদি ধর্ম্মসাধনের প্রয়ো-জন নাই। তাঁহাদের মনে বাল্যকালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। কিন্তু

তুমি তদ্রূপ আবাল্য ব্রহ্মচারী নও; সুতরাং তুমি কখনই হঠাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না।

গ। কিন্তু যখন বুঝিলাম, সন্ন্যাসই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য সুখসাধন ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? যতই ক্লেশভোগ হউক্, অধিক কি মৃত্যুই হউক্, তথাপি সন্ন্যাস অবলম্বন করাই আমি শ্রেয়ঃ বোধ করিতেছি। উৎকৃষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করে?

জ। দেশকালপাত্রাদি অবস্থা বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, অনেক সময় উৎকৃষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করিয়াও নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি লক্ষটাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক অপেক্ষা একমুষ্টি অন্নকেই অধিকতর উপাদেয় মনে করে; যেহেতু অন্নের অভাবে প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু হীরকের অভাবে কোনও ক্ষতিই হয় না। যদি তুমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কষ্টে প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার একরূপ আত্মহত্যাই করা হইবে। কিন্তু এরূপে আত্মহত্যা করা বা ক্লেশভোগ করা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে দূষণীয়। সেই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

অর্থাৎ যাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল প্রযুক্ত অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা করে, এবং শরীরকে কৃশ ও অন্তরাত্মা মনকে ক্লেশ প্রদান করে, সেই বিবেক-বিহীন মূঢ়দিগকে অসুর বলিয়া অবধারণ করিবে।

ফলতঃ দেশকালপাত্রাদি অবস্থা বিবেচনা করিয়াই স্বধর্ম্ম স্থির করা

কর্ত্তব্য, এবং সেই স্বধর্ম্মাচরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করা বিহিত। তজ্জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

অতএব তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্ন্যাস তোমার "স্বধর্ম্ম" নহে, জানিবে।

গ। আমার মনের কথা কি, তবে বলি শুন; আমি মনে করিতেছি, কাশীতে গিয়া মহারাজের আনন্দবাগে আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং নিয়ত ভগবান্ ভাস্করানন্দের নিকটে থাকিয়া কেবল ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিব। কাশীরাজের উদ্যানে অবশ্য গৃহ আছে, এবং সেখানে অবশ্য আমার জীবনধারণের উপযোগী একমুষ্টি অন্নও আমি প্রাপ্ত হইতে পারিব; অতএব আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারে প্রয়োজন নাই।

জ। তুমি যেমন মনে করিতেছ, অনেকেই এরূপ মনে করে; আবার অনেক চোর-ডাকাত ও দরিদ্র-ভিক্ষুকও এইরূপ মনে করে; সুতরাং কাশীরাজের আনন্দকাননে তোমাদের আশ্রয় লাভ করা অসম্ভব জানিবে। সমস্ত ফেরার আসামী, চোর, বদ্‌মায়েস ও ভিক্ষুদিগকে একমুষ্টি করিয়া অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করিবারও শক্তি কাশীরাজের নাই।

গ। তবে ভিক্ষুকের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিব, ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করিব এবং কোনও গৃহস্থের বহির্বাটীতে রাত্রিযাপন করিব।

জ। তদ্রূপ ভিক্ষুক না হইয়া স্বীয় গৃহে থাকিয়াই যথাসাধ্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কোনওরূপে নিজের ও পরিবার-বর্গের প্রতিপালন করতঃ ঈশ্বর-চিন্তা করিও। ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে এবং ভিক্ষান্ন পাক করিতে যে পরিশ্রম ও চেষ্টা আবশ্যক, গৃহে থাকিয়া তদপেক্ষা অল্প

চেষ্টা করিয়াই ঈশ্বর-চিন্তার জন্য অধিক অবসর পাইবে। দেশে দেশে ভিক্ষুকরূপে ভ্রমণ করিলে অধুনা অনেক বিপদ্ ও অনেক উদ্বেগ সহ্য করিবার সম্ভাবনা। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তপুলিশ-কর্ম্মচারীরা ভিক্ষুকদিগকেই যাবতীয় দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া মনে করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই গ্রেপ্তার করে এবং হাজতে রাখিয়া কষ্ট দেয়। অধিক কি বলিব, স্বামী ভাস্করানন্দের মত একজন মহাত্মাকেও সম্প্রতি নেপালরাজ্যে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল।

গ। সে কি! স্বামী ভাস্করানন্দের ন্যায় মহাত্মাকেও স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজ্যে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল!! সেই মহাত্মা কে?

জ। আমি সেই মহাত্মার নাম শুনি নাই, কেননা তিনি স্বীয় নাম বলেন নাই। বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গাগ্রাম-নিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটী অবিবাহিত ব্রাহ্মণযুবক মাতাপিতাভ্রাতা প্রভৃতির শোকে এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূর আচরণে বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহারই মুখে উক্ত মহাত্মার পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, তিনিও একজন গুণাতীত পুরুষ বা ঈশ্বর। সেই মহাত্মা কাশীধামে বহুবৎসর অধ্যাপনা করিয়া শেষে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে লোকে "জড়ভরত" বা "পাগল" বলিয়াই অবধারণ করিবে। কিন্তু তিনি একজন পরমজ্ঞানী এবং যথার্থ সন্ন্যাসী। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির জন্যই নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই মৌনী সন্ন্যাসীর মুখে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উপদেশক্রমে নগেন্দ্রনাথ এখন পুনরায় সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। সেই মহাত্মা স্বয়ং পরিচয় দিয়াছিলেন, "আমাকে নেপাল-রাজ্যে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল।" নগেন্দ্রনাথ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার সেবক হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু

সেই নিঃসঙ্গ যোগী নগেন্দ্রনাথের প্রার্থনা স্বীকার করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, ভারতবর্ষের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহু সন্ন্যাসী ও অনেক ভিক্ষুকদলের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম, কিন্তু "জড়োন্মত্ত বেশধারী" উক্ত মহাত্মাই তন্মধ্যে একমাত্র যথার্থ সন্ন্যাসী। ফলতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারেন; মূর্খের সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

গ। তবে ভগবান্ ভাস্করানন্দের মত অনেক মহাত্মাও অদ্যাপি ভারতে বিদ্যমান্ আছেন?

জ। আমি বোধ করি ভাস্করানন্দের অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ অনেক যোগী বা মহাত্মা ভারতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

গ। সে কি! ঈশ্বর অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কিরূপ, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

জ। ঈশ্বর এবং পরমেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী ক্রমোন্নত অনন্ত পদ আছে।

গ। আহা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে দেখি, সেই দিকেই অনন্ত। আমার একবিন্দু শোণিতেও অনন্ত জীবাণু সুখ সচ্ছন্দে বিহার করিতেছে! আমিও বোধ-করি কোন সময় তদ্রূপ একটীমাত্র জীবাণুই ছিলাম।

জ। তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। আমরা যে দেহে মমতা স্থাপন করিয়া "আমার দেহ" বলি, সে দেহ বাস্তবিকই অনন্ত কীটাণুর সমষ্টিমাত্র। সেই প্রত্যেক কীটাণুও দেহাভিমানী, এবং সেও স্বদেহে হয় ত অনন্ত কীটাণু পোষণ করিতেছে! উন্নত জীবাত্মগণের পক্ষেও তদ্রূপ অনন্ত পদ বিদ্যমান রহিয়াছে মনে করিও।

গ। ভাই, সাধক মহাত্মাদের অলৌকিক ঐশীশক্তি বা ঐশ্বর্য্যের কথা শুনা যায়, তৎসম্বন্ধে তোমার মত কি? কোন মহাত্মার এরূপ শক্তি তুমি দেখিয়াছ কি না?

জ। আমি যাহা স্বয়ং দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ

আছে বলিয়াই প্রকাশ করিব না; কিন্তু বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। যাঁহারা স্বয়ং দেখিয়াছেন, এরূপ অনেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি অদ্যাপি নানাস্থানে জীবিত রহিয়াছেন। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী খাঁটুরা গ্রামে, রামজীবন আশ নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এবং বঙ্গভাষার ক অক্ষরটীও জানিতেন কি না সন্দেহ; কিন্তু তিনি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া চিনির দালালি করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকানাথ আশের চরিত্র ভাল ছিল না। সুতরাং যৌবনকালেই তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। রামজীবন বহু অর্থ ব্যয় করতঃ নানাবিধ চিকিৎসা করাইয়াও পুত্রকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া তিনি ক্রমাগত রোদন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি গঙ্গাতে প্রাতঃস্নান করিতে গিয়া এক উন্মত্ত পাগলের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি আমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দাও।" তখন সেই পাগল রামজীবনকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া গালাগালি দিয়া জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সরলচিত্ত দৃঢ়বিশ্বাসী রামজীবনের দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে "এই পাগলই আমার পুত্রের প্রাণদান করিতে সমর্থ, এই পাগল ভিন্ন আর আমার জগতে আশ্রয় লইবার কেহ নাই।" এই মনে করিয়াই রামজীবন প্রাণপণ চেষ্টায় সেই পাগলের পদদ্বয় ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাইয়া না দিলে আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।" তখন পাগল রামজীবনের সঙ্গে তাঁহাদের দোকানে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর দোকানেই যে পক্ষাঘাত রোগের ঔষধ রয়েছে. এই নে" এই বলিয়া একখান চিনির বস্তা হইতে একমুষ্টি চিনি লইয়া রামজীবনকে প্রদানপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রামজীবন সেই চিনি প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দ্বারকানাথকে

খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই চিনি খাইয়াই অল্পদিনের মধ্যে দ্বারকানাথের অসাধ্য পক্ষাঘাত রোগ সারিয়া গেল!

গ। রামজীবন সেই পাগলকে মহাত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিরূপে চিনিলেন?

উ। যাঁহারা সরলচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই অনেক মহাত্মা দর্শন দিয়া থাকেন। রামজীবন একজন সরলচিত্ত ও সচ্চরিত্র ছিলেন; তিনি প্রত্যহ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতেন, এবং তাঁহার দৃঢ়গুরুভক্তি ছিল। এই সকল কারণে উক্ত উন্মত্তবেশধারী মহাত্মা মধ্যে মধ্যে রামজীবনের চিনির দোকানে আসিতেন। এবং একটী হাঁড়ীর উপরি উপবেশন করিতেন; প্রাণায়ামসিদ্ধ সেই যোগীর ভারে হাঁড়ী ভগ্ন হইত না। তিনি দোকানে আসিয়া কল্‌কে লইয়া তামাক খাইতেন। কিন্তু কোন কথা বলিতেন না; কিছু দিতে গেলে তাহা গ্রহণ করিতেন না; এই সকল দেখিয়াই রামজীবন উক্ত পাগলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সেই জন্যই তিনি পুত্রের জীবন প্রার্থনায় উক্তরূপে "নাছোড়-বান্দা" হইয়া পাগলকে ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের আরোগ্যলাভ হইলে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর পাগলের দর্শন পান নাই।

এখন বুঝিয়া দেখ, অসাধ্য পক্ষাঘাত রোগ বাস্তবিক একমুষ্টি চিনি ভক্ষণ করিয়া ভাল হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই সেই একমুষ্টি চিনি অমোঘ ঔষধের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথের মুখে এবং তাঁহার ভ্রাতা গোপালচন্দ্রের মুখে আমি এই বৃত্তান্ত ঠিক একরূপই শুনিয়াছিলাম। দ্বারকানাথ দীর্ঘজীবী হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন; গোপালচন্দ্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গ। উক্তরূপ মহাত্মা মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, বোধকরি গৃহে থাকিয়াই সন্ন্যাসী হওয়া যায়। অতএব তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভের উপায় কি?

জ। "স্বধর্ম্মের" অনুষ্ঠানই বা ধর্ম্মসাধনই সাধুসঙ্গ লাভের অদ্বিতীয় উপায়।

গ। তোমার এই বাক্যটী সঙ্গত বোধ হইতেছে। কারণ দেখি, যে দিন মনটী একটু সাত্ত্বিকভাবাপন্ন বা পবিত্র-চিন্তাযুক্ত থাকে, সেই দিনই কোন সজ্জন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যেন সৎপ্রসঙ্গেই দিনটী গত হয়।

জ। ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে আরও অনেক রহস্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সে কথা এখন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

গ। কিন্তু তোমার উক্তরূপ কথায় কৌতূহল উদ্দীপিত হইলেও মন যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়, অতএব অন্ততঃ সঙ্ক্ষেপে সঙ্কেত দ্বারা তোমার মনোগত বা পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য প্রকাশ কর।

জ। ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে "ইচ্ছাশক্তি" (Will-force) দ্বারা মনের অনেক প্রকার বাসনা চরিতার্থ হয়; ঘোরতর বিপদ সকল কুহেলিকার ন্যায় অন্তর্হিত হয়; অতি সহজ উপায়ে আত্মীয়-স্বজনের পীড়ার শান্তি করা যায়; ইত্যাদি। এই ইচ্ছাশক্তি কেন যে হয়, এবং ইহার এত প্রভাবের কারণ যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সেইহেতু তাহা সকলের নিকট প্রকাশ্য নহে। কেননা সংসারে অবিশ্বাসী ব্যক্তির সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। আবার যাহারা নিতান্ত বিশ্বস্তচিত্ত তাহাদিগকেও কোন কথা বলিয়া তাদৃশ প্রীতি জন্মে না। ফলতঃ নিজে পরীক্ষা করিয়াই অন্তর্জগতের বিচিত্র রহস্য সকল অবগত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কেবল শুনিয়া বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

গ। মন্ত্রতন্ত্রে তোমার বিশ্বাস আছে কি না?

জ। যোগসিদ্ধ মহাত্মা মহাপুরুষগণের বাক্যই মন্ত্রতন্ত্রের শক্তি ধারণ করে ; যেহেতু তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু সচরাচর সাপুড়ে-বেদে মাতাল-গাঁজাখোর প্রভৃতি ইতর লোকে যে সকল মন্ত্রতন্ত্র বলিয়া থাকে, সে সকল নিতান্তই অকার্য্যকর ও প্রতারণামূলক জানিবে। ফলতঃ দুরাত্মারা প্রবঞ্চনা দ্বারা অনেককে মোহিত করে বটে ; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাদের অলৌকিক শক্তি লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

গ। যাহা হউক, এক্ষণে বুঝিলাম, গৃহে থাকিয়াই সন্ন্যাস অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এবং ধর্ম্মসাধন তাহারই অঙ্গ। অতএব এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কর।

জ। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পঞ্চ সাধনকে যমসাধন বলে। যথা,—

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

আর শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পঞ্চ সাধনকে নিয়মসাধন বলে। যথা,—

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ।

এই যমনিয়ম সাধনের মধ্যে পূর্ব্বাপর বিচারের প্রয়োজন নাই ; অর্থাৎ এইটী অগ্রে এইটী পশ্চাৎ সাধনীয় এরূপ মনে না করিয়া সমস্তই একত্র সাধনীয়। কিন্তু সর্ব্বদা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও যে, এই দশ বিধ সাধনের মধ্যে

ব্রহ্মচর্য্য সাধনই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর যত্নসাপেক্ষ। এবং অন্যান্য সাধন ইহার আনুষঙ্গিক বা উপকারক।

এক্ষণে সমস্ত সাধনের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, পরে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বলিব।

অহিংসা সাধন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিংসা দুঃখের হেতু; এক্ষণে বলিতেছি অতএব দুঃখপরিহারের জন্য হিংসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কাহারও প্রাণে আঘাত করা উচিত নহে; কারণ কাহারও প্রাণে আঘাত করিলেই নিজের প্রাণে প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। সকল সময়ই যে আহত ব্যক্তিই প্রতিঘাত প্রদান করে, তাহা মনে করিও না; আহত ব্যক্তি প্রতিঘাত না করিলেও প্রাণে প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়; অনেক সময় সেই প্রতিঘাত অলক্ষিতরূপে ও অদৃষ্টরূপে আসিয়া আঘাতকারীর হৃদয়কে প্রতিহত করে। ইহা অন্তর্জগতের এক অনির্ব্বাচ্য বিচিত্র রহস্য। যদি তুমি বিদ্বেষবশতঃ কোনও মানুষের মনে কষ্ট দাও, তাহা হইলে সেও তোমার মনে কষ্ট দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং অবশেষে কৃতকার্য্যও হইবে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল সাধু হন, এবং তোমার অনিষ্টাচরণ ক্ষমা করেন, তাহা হইলেও জানিও তোমার অব্যাহতি নাই; প্রকৃতিদেবী স্বয়ং তোমার হিংসারূপ পাপাচরণের শাস্তি প্রদান করিবেন; তজ্জন্য তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। আর যদি আহত ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র বা দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে সে তোমার হিংসার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাকে অন্তরে অভিশাপ প্রদান করিবে এবং তোমাকে সেই অভিশাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যদি বল অভিশাপের ফল ভোগ করিতে হইবে কেন? তাহা হইলে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সমর্থ হইব না। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তঃকরণে অনেক প্রতিঘাত অলক্ষ্যভাবে বা অদৃষ্টভাবে আসিয়া থাকে এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সামান্য লোকের সাধ্য নহে। তবে অনুমান করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, বোধকরি আহত অন্তঃকরণের ইচ্ছাশক্তি (Will-force) কিছু প্রবল হয় এবং সেই ইচ্ছাশক্তিই অনির্ব্বাচ্য ও বিচিত্র কার্য্য সম্পন্ন করে।

ফলতঃ নিশ্চয় জানিবে, যদিও তুমি পরের অনিষ্টাচরণ করিয়া ব্যক্তিগত শাসন, সমাজ-শাসন ও রাজশাসন অতিক্রম করিতে পারে, তাহা হইলেও দৈবশাসন অতিক্রম করিতে পারিবে না। এই দৈবশাসনকেই লোকে "অদৃষ্ট" বলে। কারণ দৈবশাসন কাহারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। একদিনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বলি শুন,—

একটী বাবুর অর্থাৎ ভদ্রবেশধারী ব্যক্তির নিজ মুখের পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার অত্যন্ত মাছ ধরা বাতিক ছিল। তিনি একদিন রেলগাড়ীর ভাড়া দিয়া কিছু দূরে মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন এবং হুইল-ছিপে একটী প্রকাণ্ড রুই মাছ বাঁধাইয়া বহুকষ্টে তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। বাড়ীতে আসিয়াই দেখিলেন, তাঁহার শিশুপুত্রটী পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ছেলেটীকে সুস্থ করিবার জন্য ঔষধাদি দিলেন; কিন্তু ছেলেটী সম্পূর্ণ সুস্থ না হইতেই তিনি আবার হুইল লইয়া রেলগাড়ীর ভাড়া দিয়া মাছ ধরিতে চলিলেন। সেই গাড়িতে আমি ছিলাম এবং একজন ব্রহ্ম-চারীও ছিলেন। উল্লিখিত বাবুটী তাঁহার মাছধরার পরিচয় এবং ছেলের হাতভাঙার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গাড়ীতে নানা ব্যক্তি নানা প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা দিতে লাগিল; কিন্তু ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাবু, তুমি মাছ-ধরা বাতিক ত্যাগ কর, তোমার ছেলের হাতে কোনও ঔষধ দিতে হইবে না; আপনিই সারিয়া যাইবে।" বাবু সেই কথাটী শুনিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন,—

"এখান থেকে মালুম বাণ লাগ্‌লো কলাগাছে,
উরুস্ত বয়ে রক্ত পড়ে চোক্ গেলরে বাবা !"

এই বলিয়া হী হী করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং গাড়ীর অন্যান্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী নীরব হইয়া রহিলেন, আমিও নীরব হইয়াছিলাম। অনন্তর বাবুটী নামিয়া গেলে আমি বিরলে ব্রহ্মচারীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; নানা প্রশ্নের মধ্যে একটী প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, ঐ যে ভদ্রবেশধারী

বাবু-ব্যাধটীকে দেখিলে, উহার ছেলেটী শীঘ্রই মারা পড়িবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত বাবুটীর উপহাস জন্য আপনি কি মনে কষ্ট পাইয়া উহাকে অভিসম্পাত করিতেছেন? তিনি বলিলেন না না; আমি উহার উপহাসের জন্য মনে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করি নাই; আমি জানি মূর্খদিগের প্রকৃতিই এইরূপ উপহাস-প্রবণ; সুতরাং তজ্জন্য আমি ক্ষুণ্ণ হই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবশ্যই ঘটিবে, আমি তাহাই বলিলাম। আমি বলিলাম, উহার পুত্রটী মারা যাইবে, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমার মনে হঠাৎ ঐ ভাবের উদয় হইল।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি মাছ ধরিলে পুত্র মারা যায়, তাহা হইলে ত বঙ্গদেশের অনেকেই নির্ব্বংশ হইত এবং জেলে-মালো-ব্যাধ প্রভৃতিরও বংশ থাকিত না। ব্রহ্মচারী আমার এই কথা শুনিয়া অনেক কথাই বলিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত সূক্ষ্মযুক্তিমূলক বলিয়া আমি এখন তোমাকে সেগুলি বলিতে ইচ্ছা করি না; কেননা সে সকল কথার অবতারণা করিলে মূলপ্রস্তাব হইতে বহু দূরে নীত হইতে হইবে। সঙ্ক্ষেপে শুটিকত কথার মর্ম্মার্থ বলিতেছি;—

উক্ত বাবুটীর প্রশস্ত ললাট ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী তাহাকে সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার পক্ষে মাছধরা বাতিক বা ব্যাধবৃত্তি যে অস্বাভাবিক অধোগতি এবং সেই অধোগতি যে কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফল, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আর এই অধোগতির যে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ উন্নতি হইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাহাকে উক্তবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার উপহাসবাক্য শ্রবণমাত্র ব্রহ্মচারীর মনে হঠাৎ এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, "আহা! এই ব্রাহ্মণের বালকটী বাঁচিবে না।" সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রহ্মচারীদের মনে এইরূপ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ঘটনার বিষয় স্বতঃই উদিত হয়। যেহেতু অন্তরস্থ জীবাত্মাও সর্ব্বজ্ঞ। কেবল রজোতামসিক আবরণেই তাহার জ্ঞান আবৃত থাকে। সুতরাং সেই আবরণ কিয়ৎপরিমাণেও অপসারিত হইলে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে

যেন ভূতভবিষ্যতের ঘটনার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয় এবং তজ্জন্যই সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে অনেক সময়ই উক্তবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। অতএব সাধনার ফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ; ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য অবধারণ কর।

আমি পরিশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, উক্ত বাবুর পুত্রটী শীঘ্রই মারা পড়িয়াছিল। অনন্তর একদিন বাবুটীর সহিত দেখা হইলে আমি তাঁহাকে তাঁহার উপহাসবাক্য স্মরণ করাইয়া দিলাম; তখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমি ইহজীবনে আর কখনও মাছ ধরিব না এবং মাছমাংস খাইব না বলিয়া পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। পুত্রশোকশেল যতদিন আমার হৃদয়ে বিদ্ধ থাকিবে, ততদিন আমি বোধকরি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব না।"

অতএব ভাই, বুঝিয়া দেখ, হিংসাপাপ যথাসাধ্য পরিহার করা কর্ত্তব্য কেন।

গ। সাধারণ লোক কোন প্রকার বিপদে পড়িলে বা রোগশোকে পীড়িত হইলেই বলিয়া থাকে "অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতেছি" অথবা "দৈববিপাকে আমার এই বিপদ্ ঘটিয়াছে।" দেখিতেছি এসকল কথা নিরর্থক নহে। আমি কাহাকেও "দৈব" বা "অদৃষ্ট" বলিতে শুনিলেই উপহাসের হাসি হাসিতাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, "দৈব" বা "অদৃষ্ট" নিরর্থক শব্দমাত্র নহে।

জ্ঞ। না; দৈব বা অদৃষ্ট নিরর্থক শব্দ নহে। আমরা লোকের অগোচরে অন্ধকারে বা বিরলে, পর্ব্বতে বা গহ্বরে, গ্রামে বা অরণ্যে যেখানেই যে কোনও পাপাচরণ করি না কেন, সে পাপের অনুরূপ দুঃখ ঠিক্ সূক্ষ্ম নিক্তির ওজনে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, এক তিলমাত্র পাপেরও শাস্তি এড়াইতে পারা যাইবে না। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ঠিক্

সমান জানিবে; কিন্তু আমরা সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবধারণ করিতে সমর্থ নহি ; সেই জন্যই বহুল পাপের শাস্তি আমরা "অদৃষ্ট" বা "দৈব" বলিয়া নির্দ্দেশ করি ; সুতরাং ইহা যথার্থ কথাই বলিয়া থাকি। যাহা-হউক "দৈব" "অদৃষ্ট" "পুরুষকার" প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে; কিন্তু এখন তাহা বলিবার উপযুক্ত অবসর নহে, অতএব সময়ান্তরে বলিব। * এখন জানিয়া রাখ যে, আমরা হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, প্রভৃতি যাহা কিছু পাপাচরণ করি, তাহার কতকগুলি বা কিয়দংশ ফল প্রত্যক্ষ এবং কিয়দংশ ফল অপ্রত্যক্ষ বা অদৃষ্ট।

মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদির প্রতি হিংসাচরণ করা ত নিতান্তই অকর্ত্তব্য ; অধিক কি, মৎস্য-সরীসৃপ-কীট-পতঙ্গাদির প্রতিও হিংসাচরণ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হিংসাসম্বন্ধে বিস্তর সূক্ষ্ম রহস্য আছে, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত অবসর নহে। †

পরম যোগী ঋষিরা বলেন,—

"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।"

অর্থাৎ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের নিকট সকলেই বৈরাচরণ পরিত্যাগ করে। ভাষ্যকারগণ এই সংক্ষিপ্তসূত্রের অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অহিংসাসিদ্ধ যোগীদের নিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তরাও স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে! যাহা হউক্, একথা কতদূর সার্থক, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু কিছুদিন হইল দাসাশ্রমে একটী ভল্লুকপালিতা বালিকা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ঋষিদের বাক্যের অর্থ অতীব দূরপ্রসর। নিরীহ মনুষ্য-শিশুকে ব্যাঘ্র-ভল্লুকেও প্রতিপালন করে! একজন সাহেব শিকারে গিয়া বনমধ্যে ভল্লুকের নিকট হইতে এই ভল্লুকপালিতা মনুষ্য-বালিকাকে

* যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে দৈব, অদৃষ্ট এবং পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহাতেই এতৎসম্বন্ধীয় মীমাংসা দ্রষ্টব্য।

† হিংসাসম্বন্ধে অনেকগুলি সূক্ষ্মরহস্য "পথ্যাচার বিধি" নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

লইয়া আসেন। শুনিয়াছি, বনমধ্য হইতে অনেকে ব্যাঘ্রপালিত বালকও আনয়ন করিয়াছেন। যাহাহউক্, যে সকল কথার প্রয়োজন নাই। অতঃপর সত্যসাধন-সম্বন্ধে বলিতেছি।

সত্যসাধন।

"সত্য" বলিলে দুইটী অর্থ বুঝায়; যাহা নিত্য বা সৎ অর্থাৎ যাহার ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন নাই, তাহাকেই সত্য বলে; এতদ্দ্বারা একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য শব্দের বাচ্য হন; তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য, মায়া বা মিথ্যা শব্দের বাচ্য। সত্যের এই অর্থ লইয়াই শাস্ত্রকারগণ সত্যের অশেষ মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। সত্য-চিন্তায় অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা মন পবিত্র হয়। তজ্জন্যই ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন,—

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।"

অর্থাৎ জল দ্বারা যাহা দেহ শোধিত হয় এবং সত্য দ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। সত্যের এই অর্থ লইয়াই 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

"সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ মূষরে বপনং যথা॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি।"

আবার সত্য বলিলে সত্য বচনও বুঝায়। অর্থাৎ যথা-দৃষ্ট ও যথা-শ্রুত ঘটনার যথাযথ বর্ণন বা বাক্যে প্রকাশ করণের নামই সত্য। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বহুশাস্ত্রেই সত্যের উক্ত উভয় অর্থের প্রতিই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা রামায়ণে আছে,—

"আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
সত্য মেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেবহি মেনিরে॥"

সত্যবাদীহি লোকেঽস্মিন্ পরঙ্গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ।
ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্ব চোচ্যতে ॥
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্ম সদাশ্রিতঃ ।
সত্যমূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥
দত্তমিষ্টং হুতঞ্চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানা স্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলেন। সত্যই প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্ম। সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যই অক্ষয় বেদস্বরূপ। সত্যই পরমার্থলাভের উপায়স্বরূপ। ঋষি ও দেবগণ একমাত্র সত্যকেই মান্য করেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী, তিনিই অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। জগতে সত্য প্রধান ধর্ম্মই সকলের মূলস্বরূপ। সত্যই ঈশ্বর। ধর্ম্ম সত্যেরই আশ্রিত। যে বেদে দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যাদির বিধান আছে, সেই বেদ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব সত্যই সকলের মূল। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

মহাভারতে সত্যের মহিমা এইরূপ লিখিত আছে, যথা,—

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্ ॥
অশ্বমেধ-সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।
অশ্বমেধ-সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্ ।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্ন বা সমম্ ॥
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্ ।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদসত্যাদিহ বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ শতকূপ অপেক্ষা একটী পুষ্করিণী শ্রেষ্ঠ; শত পুষ্করিণী

অপেক্ষা একটী যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; শত যজ্ঞ অপেক্ষা একটী পুত্র শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু শতপুত্র অপেক্ষাও সত্য শ্রেষ্ঠ।

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত তুলনা করিলে সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হয়। সমস্ত বেদের অধ্যয়ন এবং সমস্ত তীর্থে অবগাহন অপেক্ষাও বোধকরি সত্যের ফল অধিক। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই। এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। আর মিথ্যা অপেক্ষা ভীষণ ক্লেশপ্রদ পাপও আর নাই।

অতএব সত্যসাধন বলিলে সর্ব্বদা সত্য বাক্য ব্যবহার এবং সর্ব্বদা ঈশ্বর-স্মরণ বুঝিতে হইবে।

মিথ্যাবাক্যের দোষ অনুধ্যান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কেহ আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে আমি তাহাকে চিরদিন মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা ও অবিশ্বাস করি ; সুতরাং আমিও মিথ্যা বলিলে লোকের নিকট চিরদিন তদ্রূপ ঘৃণার্হ হইব এবং লোকে চিরদিনই আমার কথায় অবিশ্বাস করিবে। মিথ্যা বাক্য দ্বারা বিশ্বাস হারাইলে সংসারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও ক্লেশকর হইয়া থাকে। অতএব মিথ্যাবাক্য পরিহারের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা আবশ্যক। মিথ্যা কথার দোষ যখন বালকপাঠ্য পুস্তক-সকলেও বিস্তৃত-ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্ধে এখানে অধিক বলা অনাবশ্যক।

যোগসিদ্ধ মহর্ষিরা বলেন,—

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বকার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়।

সত্যকে আশ্রয় করিয়া তুমি যে কোন একটা সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাতেই তুমি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ফলতঃ একবার যদি লোকের নিকট সত্যবাদী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পার, তাহা হইলে সংসারে সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার পক্ষে অতীব সহজ হইবে। আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। অতঃপর অস্তেয়-সাধন সম্বন্ধে বলিতেছি শুন ;—

অস্তেয়-সাধন।

চৌর্য্যত্যাগের নামই অস্তেয়সাধন। পরদ্রব্য অপহরণ করিলে বা অপহরণের ইচ্ছা করিলেও চুরি করার পাপ জন্মে। অতএব কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্য-হরণচেষ্টা পরিহার করা কর্ত্তব্য। মিথ্যাবাদী অপেক্ষাও লোকে চোরকে অধিক ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে। চৌর্য্যের দোষ তোমার নিকট পল্লবিতরূপে ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক; যেহেতু সামান্য বালক-পাঠ্য পুস্তক-সকলেও এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃতরূপেই বর্ণিত আছে।

যোগসিদ্ধ মহর্ষিরা বলেন,—

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্

অর্থাৎ যাঁহার পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি নাই, তাঁহার নিকট জগতের নিখিল রত্নরাজি উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য্য নিহিত আছে। তন্মধ্যে দুইটী তাৎপর্য্য বলিতেছি; প্রথমতঃ, চৌর্য্যপ্রবৃত্তি লোভমূলক; সুতরাং যাঁহার মনে লোভ নাই, তাঁহার চৌর্য্য-প্রবৃত্তিও নাই; তিনি অতুল সন্তোষরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। ফলতঃ লোকে জগতের নিখিল রত্নরাজি লাভ করিয়া যে সুখ বা সন্তোষ লাভ করে, যাঁহার অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তিনিও তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ, যিনি চোর নহেন, তাঁহাকে পৃথিবীর সকল লোকই বিশ্বাস করে; এবং সকল লোকই তাঁহার নিকট আপনাদের সর্ব্বস্ব ন্যস্ত রাখিতে পারে; সুতরাং যাঁহার অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাকে লোকে "সাধু" বলিয়া জানিয়াছে, তাঁহার নিকট জগতের নিখিল রত্নরাজি ন্যস্ত হইয়া থাকে।

বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহারের উন্নতি সাধুতার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য পূর্ব্বে বণিকেরাও "সাধু" বলিয়া অভিহিত হইত। কালক্রমে এখন "ব্যবসাদার" বলিলে "প্রতারক, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও চোর" বুঝায়। অধুনা অধিকাংশ ব্যবসায়ী ব্যক্তিরই এইরূপ ধারণা যে "প্রতারণা না করিলে ব্যবসা চলে না" কিন্তু ইহা

সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা জানিবে। এই ধারণাই অনেকের অমুন্নতি ও পতনের কারণ জানিবে। ফলতঃ যাহারা চোর নহে, প্রতারক নহে, তাহারাই যে কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিতে পারে।

অতএব ধর্ম্মসাধনের সহিত অর্থোপার্জ্জনের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা আর বলাই বাহুল্য। তুমি সত্য ও অস্তেয়-সাধনে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যদি একখানি সামান্য মুদিখানাও স্থাপন কর, তাহা হইলেও অচিরে লক্ষপতি হইতে পারিবে; ইহা অব্যর্থ সত্য জানিবে। অনেকে বলে, "এখন প্রতারকেরই সংখ্যা অধিক, সুতরাং এখন সত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না।" ইহা ঠিক্ কথা নহে; তবে সত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ হওয়া কিছু বিলম্বসাপেক্ষ ও অত্যন্ত সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ বটে; কিন্তু কিছুদিন পরেই "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" ইহাই অবধারিত হইবে। অতএব সত্যবাক্য, সত্যচিন্তা ও অস্তেয়, এইগুলি সাংসারিক অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অব্যর্থ উপায় জানিবে।

অতঃপর ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে কিছু বলিতেছি শুন,—

ব্রহ্মচর্য্যসাধন।

সম্প্রতি "যোগসাধন প্রথমভাগ বা স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন" এবং "যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগ বা ব্রহ্মচর্য্যসাধন" নামে দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক দুইখানি প্রধানতঃ যোগশাস্ত্র হইতেই সঙ্কলিত বটে, কিন্তু "সংসারি-ভ্রাতৃগণের জন্য জনৈক ব্রহ্মচারীর উপদেশ" এবং অতি সরল, প্রাঞ্জল অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় রচিত। পুস্তকদ্বয় পাঠ করিবার সময় যেন কোন উৎকৃষ্ট নাটক-নভেল পড়িতেছি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাতেই অশেষবিধ উপকারী উপদেশ প্রস্তরক্ষোদিত বর্ণাবলির ন্যায় যেন হৃদয়ে ক্ষোদিত হইয়া যায়। ফলতঃ আমাদের মত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে উক্ত গ্রন্থদ্বয় কত যে হিতসাধক, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। উক্ত গ্রন্থ দুইখানির প্রথমখানিতে যম-নিয়ম-সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বিবৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়

খানিতে কেবল ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্যই অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে; প্রথম পুস্তকখানি ৮ পেজী ফর্ম্মার ২৫২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট. এবং দ্বিতীয়খানি ৮ পেজী ফর্ম্মার ৪২৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। অতএব ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কত যে উপদেশ আছে, তাহা বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে সেই দুইখানি পুস্তক নিয়ত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি; কারণ আমি এস্থলে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিতে পারিতেছি না; তবে বিস্তৃত কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া সংক্ষিপ্তসার গুটিকত কথা বলিতেছি শুন,—

বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেহে বীর্য্যরক্ষা করার নামই ব্রহ্মচর্য্য-সাধন। শৈশব, বাল্য, এবং কৌমার, এই তিন অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া যখন যৌবন অবস্থার সঞ্চার হয়, তখন প্রাক্তন বহুজন্মের সংস্কার বশতঃ মনে স্বতঃই কামেচ্ছা প্রবল হয় এবং কামিনী-সম্ভোগে স্বতঃই আসক্তি জন্মে। সেই জন্যই পূর্ব্বে প্রথম ২৫ বৎসরের পরে গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধান ছিল। অধুনা কুসঙ্গদোষে বালকেরা বাল্যকাল হইতেই বীর্য্যক্ষয় করিতে আরম্ভ করে এবং যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়া কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিরত বীর্য্যক্ষয় করে এবং তজ্জন্য বিবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়, শেষে মস্তিষ্কের বিকৃতিসাধন করিয়া একেবারে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

অনেকে যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীসঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই পুরুষত্ববিহীন হইয়া থাকে; তজ্জন্য বিবিধ উত্তেজক ঔষধ সেবন ও মদ্যপান করিয়া সেই পুরুষত্ব পুনর্লাভ করিতে চেষ্টা পায়। তাহাতে কিছুদিনের জন্য তাহাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে সহায়তা হয় বটে. কিন্তু ক্রমশঃ মদ্যপানের অভ্যাস প্রবল হইয়া পড়ে এবং শেষে তাহারা মদ্যের বশীভূত হইয়া একেবারে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দেয়। যাহা হউক, মদ্যপানের ফল বোধকরি তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না। বীর্য্যক্ষয়ের ফলই কিছু বলিতেছি;—

বীর্য্যই শারীরিক সপ্তধাতুর মধ্যে প্রধান ধাতু; সেই জন্য ধাতু বলিলে প্রধানতঃ বীর্য্যকেই বুঝায়। যাহারা বীর্য্যক্ষয় করে, তাহারা "ধাতুর পীড়ায়" আক্রান্ত হইয়া বিবিধ ভীষণ নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। বীর্য্য ক্ষয় করিয়াই লোকে প্রমেহ, উপদংশ, যক্ষ্মা, শ্বাসকাস, বাতব্যাধি, বহুমূত্র, প্রভৃতি অশেষবিধ রোগে পীড়িত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; ফলতঃ যে কোনও হস্পিটালে গিয়া যদি রোগীর রোগের হেতু অবগত হও, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, অধিকাংশ রোগেরই নিদান ধাতুক্ষয়।

রক্তের সারাংশ হইতেই বীর্য্য উৎপন্ন হয়; এবং বহুদিন বীর্য্যরক্ষা করিতে পারিলে সেই বীর্য্য পরিপক্ক হইয়া ওজো নামক পীতবর্ণ ধাতুতে পরিণত হয়। এই ওজো ধাতুকে অনেকে অষ্টম ধাতু বলেন। ইহাকেই অনেকে ব্রহ্মতেজ বা ওজস্বিতার হেতু বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাই ওজঃসম্পন্ন হইয়া শীতোষ্ণাদি অক্লেশে সহ্য করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মন সতত প্রফুল্ল থাকে। তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় অতিশয় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে; সেই জন্য তাঁহারা এই জগৎকে অতিশয় শোভন বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু যাহারা অপরিমিত বীর্য্যক্ষয় করে, তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহারা ক্ষণিক কামজ সুখ লাভ করিতে গিয়া শেষে অশেষ বিষয়সুখে বঞ্চিত হয়। তাহাদের দর্শন-শ্রবণাদির শক্তি শীঘ্রই হীন হইয়া পড়ে; রসনাতেও তাহারা সুস্বাদু দ্রব্যের প্রকৃত আস্বাদন অনুভব করিতে পারে না। মস্তিষ্ক স্বস্থহীন হওয়াতে তাহাদের নিকট সংসার বিষময় হইয়া পড়ে; সেই জন্যই তাহারা মনকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় মদ্যপানাদি মাদক সেবন করে; তাহাতে ক্ষণিক উত্তেজনা হয় বটে, কিন্তু পরে আবার প্রতিক্রিয়ারূপে ঘোরতর অবসাদ উপস্থিত হয়। সেই অবসাদ নিবারণের জন্য তাহারা আবার মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবন করে; এইরূপেই তাহারা ক্রমশঃ নরকের নিম্নতম তলে নিমজ্জিত হইয়া থাকে এবং নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াই ইহলোক হইতে বিদায় লয় এবং পুনরায় নারকীয় প্রবৃত্তির সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া

আবার নারকীয় পথেরই পথিক হয়; এইরূপে পাপীরা ক্রমাগত জন্মজন্মান্তরীণ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে।

মনুষ্যের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যসাধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনেই চিত্তের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং ওজস্বিতা লাভ হয়; এবং সেই ওজস্বিতা বা ব্রহ্মতেজ লব্ধ হইলেই সহজে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। এই জন্যই বীর্য্যধারণরূপ সাধনের নাম ব্রহ্মচর্য্যসাধন। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্য-সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভই মনুষ্যের চূড়ান্ত উন্নতি।

সঙ্কল্পাজ্জায়তে কামঃ সঙ্কল্পো গুণবোধনাৎ।
গুণবোধস্য নাশঃ স্যাদ্দোষাণামবলোকনৎ॥

কোন বিষয়ের গুণবোধ জন্মিলেই সেই বিষয়ের সঙ্কল্প জন্মে এবং সেই সঙ্কল্প হইতেই কাম বা বিষয়ভোগেচ্ছা জন্মে। কিন্তু সে বিষয়ের যদি দোষানুসন্ধান করিয়া দোষবোধ জন্মে, তবে সেই গুণবোধ দূর হইয়া ক্রমে সঙ্কল্প ও কামনারও ধ্বংস হয়।

বীর্য্যক্ষয়ে আপাততঃ ক্ষণিক সুখবোধ হয়। বীর্য্যক্ষয়ের গুণের মধ্যে এইটুকুমাত্র।

কিন্তু বীর্য্যক্ষয়ের দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহা অনন্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। অতএব কামকে ধ্বংস করিয়া বীর্য্যস্থৈর্য্যের জন্য বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা ক্রমাগত চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগ বা ব্রহ্মচর্য্যসাধনে বীর্য্যক্ষয়ের ভূরিভূরি দোষের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এবং বীর্য্যরক্ষার গুণের কথাও বিস্তর লেখা হইয়াছে। অতএব উক্ত পুস্তকখানিই ব্রহ্মচর্য্যসাধনের অত্যন্ত অনুকূল সাধন জানিবে। সেই পুস্তক এবং অন্যান্য বহুবিধ পুস্তকেই ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য এবং বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা দেখিতে পাইবে।

গ। বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা আবার পুস্তক দেখিয়া জানিতে হইবে কেন? যাহারা কখনও বীর্য্যক্ষয় করে নাই, এরূপ তরুণবয়স্ক বা যুবকের পক্ষেই বোধকরি

পুস্তক দেখিয়া বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা বীর্য্যক্ষয় করিয়াছে, যাহারা স্ত্রীসহবাস করিয়াছে, তাহাদের কি বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা জানিতে বাকি আছে? বীর্য্যক্ষয় করিবামাত্রেই প্রাণ অস্থির হয়, যেন আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় "খাবি খাইতে হয়" একথা কে না জানে? সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয় এবং যেন অতিশ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হয়; তখন মোহিনী রমণীর প্রতিও আর দৃক্‌পাত করিবার বা তাহাকে স্পর্শ করিবার প্রবৃত্তিও থাকে না; এ কথা কে না জানে? রতিশ্রান্তের পরে রমণী যেন বিষবৎ বোধ হয়, তখন রতিজ ক্ষণিক সুখের প্রতি সকলেরই বিরাগ জন্মে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে স্ত্রীসহবাস করে, তাহাদেরই সুখের পরিণাম যখন এইরূপ, তখন যাহারা অনিয়মিতরূপে বীর্য্যক্ষয় করে, তাহাদের ত ক্লেশভোগের সীমা থাকে না; সুতরাং বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা জানিবার জন্য পুস্তক পাঠের ত প্রয়োজন বুঝিতেছি না। যে কথা সকলেই জানে, তাহা আবার পুস্তক পাঠ করিয়া জানিতে হইবে কেন?

জ। বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা সকলে জানিলেও অভ্যাস-বশে, সঙ্গদোষে এবং প্রলোভনবশে অনেকেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। যাহারা বীর্য্যক্ষয় করে, তাহারা আহারাদি করিয়া পুনরায় বীর্য্যলাভ করিলেও সেই বীর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হয়; কারণ অভ্যাস-বশে সেই বীর্য্য বহির্ম্মুখ হইয়া মস্তিষ্কে কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে। তখন পূর্ব্বানুভূত রতিজ সুখের স্মৃতি উদিত হয়, কিন্তু দুঃখের স্মৃতি বিলুপ্ত

হয়; সেই জন্যই কামাভ্যস্ত পণ্ডিতেরও হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা যায় বা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, যতক্ষণ কামাদি বিষয়-সুখের অনিত্যতা অনুশীলন করা যায়, ততক্ষণ কামরিপু আমাদের মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিতে পারে না। অতএব কাম-দমনের জন্য সাধুসঙ্গ অত্যন্ত হিতকর উপায়। পুস্তক পাঠ আর সাধু-সঙ্গে প্রভেদ নাই বলিলেও হয়।

অতএব যাহাদের অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিবার সুযোগ নাই, তাহা-দের পক্ষে কামপ্রবৃত্তির নিবৃত্তিসাধক পুস্তক অনুক্ষণ পাঠ করাই কর্ত্তব্য। যতক্ষণ পুস্তকে বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা পাঠ করা যায়, ততক্ষণ ক্ষণিক রতিজ সুখের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়া থাকে। এইরূপেই কদভ্যাস পরিহার করিতে হয়। যাহারা প্রত্যহ বীর্য্যক্ষয় করে, তাহারা যদি অন্ততঃ দুইচারি দিনও নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও বীর্য্যরক্ষার উপকার সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং তখন তাহারা আপনারা আপনাদিগকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ রাখিয়াও প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণের ইচ্ছা করে। এইরূপেই ক্রমশঃ কদভ্যাস বর্জ্জন করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এইরূপ একটী প্রার্থনা আছে "হে ভগবান্! রতিশ্রমের পরে, শ্মশানে শবদাহ করিয়া আসিবার পরে এবং ভারতাদি পুরাণ শ্রবণের পরে মনে স্বতঃই যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই বৈরাগ্য যেন আমার চিরদিন নিয়ত থাকে।" এই প্রার্থনাটী অতি মনোহর। ভগবানের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিলে বিশেষ ফললাভ হয়; এই প্রার্থনা নিয়ত স্মরণ রাখিলে কামোদ্রেক হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের স্মৃতি রজস্তামসিক আহার-বিহার-চিন্তাহেতু নিয়তই অভিভূত হইয়া পড়ে, সেইজন্যই আমরা হিতোপদেশ স্মরণ রাখিতে পারি না। একবার রতিশ্রমের পরে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, আমরা কিয়ৎকাল পরেই আবার সে বৈরাগ্য বিস্মৃত হই। সেইজন্যই পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পাই এবং শেষে ক্লেশও অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন বিকৃত অন্তঃকরণে কোনও প্রকার বৈরাগ্যই স্থান পায় না। শরীর নির্ব্বীর্য্য করিয়া, রক্তের সারভাগ নষ্ট করিয়া, শরীর নানা ব্যাধির আশ্রয়

করিয়া এবং অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শেষে অভ্যাসবশে আর চৈতন্যের উদয় হয় না। ফলতঃ তখন রতিশ্রমান্তেও বৈরাগ্যের উদয় হয় না। ফলতঃ রতিশ্রমান্তে যে বৈরাগ্য লাভ হয়, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; শ্মশান-বৈরাগ্যও অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কেবল নিয়ত পুরাণাদি পাঠ করিলে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাই স্থায়ী ও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অতএব নিয়ত শাস্ত্রাধ্যয়নই ব্রহ্মচর্য্যসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

গ। কিন্তু প্রত্যহ আহারাদি করিয়া যখন ক্ষীণ-শুক্রের পূরণ হয়, তখন অভ্যাস-বশতঃ শুক্রক্ষয়ের জন্য স্বতঃই যে প্রবৃত্তি মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে, সেই প্রবৃত্তি কি শাস্ত্রপাঠ করিলে নিবৃত্ত হইতে পারে?

জ। এইবার তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। জন্মজন্মান্তরীণ অভ্যাস দ্বারা বদ্ধমূল প্রবল কামপ্রবৃত্তির দমন নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কামদমন করা যায় না। কামদমনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি একত্র অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক; যথা,—

(১) অপরিগ্রহ, (২) তপঃ, (৩) শৌচ, (৪) স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ), এবং (৫) ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পাঁচটী উপায়ই একত্র অবলম্বন করিলে কামপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি সহজসাধ্য হয়, নতুবা ইহাদের কোন একটী বা দুইটী অবলম্বন করিলে কামপ্রবৃত্তির দমন সহজসাধ্য হয় না। আবার উক্ত সাধনপঞ্চক পরস্পর সাপেক্ষ; অর্থাৎ একটী সাধন অপর সাধনের সহায়স্বরূপ। তজ্জন্য উক্ত পাঁচটী সাধনই একত্র অবলম্বন করিলে পাঁচটীই সহজসাধ্য হয়, কিন্তু দুই একটী পরিত্যাগ করিলে দুঃসাধ্য হয়। উদাহরণ দ্বারাই একথা বুঝিতে পারিবে। ভোগে রোগভয় আছে; ভোগে ক্ষণিক সুখ লাভ করা যায়, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য বহুক্লেশ সহ্য করিতে হয়; ইত্যাদি চিন্তা বা মনন দ্বারা ভোগেচ্ছা পরিহার করিতে হয়; শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধুসজ্জনগণের বাক্য শ্রবণ দ্বারাই উক্ত চিন্তার বা মননের উদয় হয়। যতদিন এই ভোগেচ্ছা প্রবল থাকে, ততদিন কোনও সাধনাই ফলবতী হয় না; সেইজন্যই ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন,—

"ন শুকবৎ কামচারিত্বং রাগোপহতেঃ।"

"ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ।"

অর্থাৎ যাহাদের মনে ভোগানুরাগ আছে, যাহারা সাংসারিক ভোগেচ্ছায় মুগ্ধ থাকে, তাহারা শুকদেবের ন্যায় যথার্থ স্বাধীনতা বা জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রলোভনবশে সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যাহারা ভোগদ্বারা ভোগানুরাগ নিবৃত্তির বাসনা করে, তাহাদের কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। যেমন কশ্যপাদি মুনি ভোগদ্বারাই ভোগবাসনার নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন।

অতএব অগ্রে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বিলাসব্যসন পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই বিলাসব্যসন বা ভোগবাসনা পরিহারের নামই অপরিগ্রহসাধন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

ধর্ম্মসাধনের জন্যই শরীর রক্ষা করা আবশ্যক। ফলতঃ ভোজনমৈথুন-জনিত ক্ষণিক সুখলাভের জন্যই শরীর রক্ষা করা আবশ্যক নহে; এই কথা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া জীবনধারণের জন্য যে খাদ্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুর প্রতি অনাদর করাই অপরিগ্রহসাধন।

মৎস্যমাংসমাদক প্রভৃতি জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক নহে; বিশেষতঃ মৎস্যমাংসমাদক মনের রজোগুণ ও তমোগুণের বর্দ্ধক ও সত্ত্বগুণের অভিভাবক বলিয়া ধর্ম্মসাধনের অন্তরায়স্বরূপ; অতএব মৎস্যমাংস-মাদক পরিহার করিয়া হবিষ্যান্নাদি সাত্ত্বিক আহারই কর্ত্তব্য। এই সাত্ত্বিক আহার দ্বারা মনের রাজসিক ও তামসিক কুপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। সুতরাং অভ্যাসজনিত কামপ্রবৃত্তির দমনের পক্ষে এই সাত্ত্বিক আহার উপকারক।

কিন্তু কেবল সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই অভ্যাসজনিত কামপ্রবৃত্তির দমন করা সুসাধ্য নহে। ঘৃত-দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক আহার দ্বারা শরীর হৃষ্ট-

পুষ্ট হয় এবং শরীরে প্রচুর-পরিমাণে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; এমন কি, ঘৃত-দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক খাদ্য মৎস্যমাংসাদি অপেক্ষাও অধিক বীর্য্য উৎপন্ন করে; কিন্তু সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই মনের কামপ্রবৃত্তি লুপ্ত হয় না; মনে সাত্ত্বিক-ভাবের উদয়ের জন্য মন কিয়ৎপরিমাণে স্থির হয় বা উত্তেজনা কিয়ৎপরি-মাণে নিবৃত্ত হয় মাত্র। অতএব তপঃ আবশ্যক। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে নিতান্ত অল্পাহার বা উপবাস করা আবশ্যক। উপবাস দ্বারা শারীরিক রসের পরিপাক হয়; তাহাতে জ্বরাদি রোগ জন্মিতে পারে না; বিশে-ষতঃ রসের পরিপাক হইলে তদানুষঙ্গিক রক্তাদি অন্যান্য ধাতুরও পরি-পাক হয় এবং শুক্রধাতুর পরিপাকে ওজোধাতুর উৎপত্তি হয়; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ওজোধাতুই ব্রহ্মতেজঃ বা ব্রহ্মচর্য্যসাধনের উৎকৃষ্ট ফল। অতএব ব্রহ্মচর্য্যসাধনের জন্য সাত্ত্বিক আহার এবং মধ্যে মধ্যে উপবাস নিতান্ত আবশ্যক। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নামই তপস্যা। উপবাস করাই উক্ত ব্রতাদির প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক অষ্টমী, একাদশী, অমা-বস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নিতান্ত অল্পাহার বা সম্পূর্ণ উপবাস করিতে অভ্যাস করা ব্রহ্মচর্য্যসাধনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক জানিবে। এইরূপ সাত্ত্বিক আহার ও উপবাস দ্বারা শারীরিক ধাতুর উত্তেজনা বা মস্তিষ্কের উত্তেজনা বহুপরিমাণে নিবারণ করা যায়; তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান অত্যন্ত ফলোপদায়ক হয় অর্থাৎ মনের কামভোগেচ্ছা শান্তির পক্ষে তখন শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ সহায়তা করে। আবার যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি আছে, যে সতত ঈশ্বর-প্রণিধান করে, সে ব্যক্তি যদি উক্ত প্রকার সাত্ত্বিক আহার, উপবাস ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তবে কামরিপু তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত হয়। সে ব্যক্তি সহজেই কামকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সেই ব্যক্তিই যথার্থ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সচ্ছন্দ ও সুখী হইতে পারে। শৌচসাধনও কামদমনের একটী উৎকৃষ্ট সহায়। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বলিয়া এখন আর বলিলাম না। শৌচ-সাধনে যে নিজের শরীরের প্রতিও ঘৃণা জন্মে, সুতরাং পরশরীরের প্রতিও ঘৃণা জন্মে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বোধকরি তুমি তাহা বিস্মৃত

হও নাই। আর পরদেহের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে স্ত্রীসম্ভোগাদিজনিত ঘৃণিত নারকীয় ক্ষণিক সুখের ইচ্ছা একেবারেই তিরোহিত হয়।

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজাল-সঙ্কুলে
স্বভাব-দুর্গন্ধি-বিনিন্দিতান্তরে-
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।

অর্থাৎ যে শরীর অতি অপবিত্র কৃমিকীটের আবাসস্থান, যাহা স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধি, যাহার অভ্যন্তর ভাগ ঘৃণার্হ রক্ত পূয ও বিষ্ঠামূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ, সেই শরীরকে নিতান্ত মূর্খেরাই রমণীয় মনে করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাকে অত্যন্ত অশুচি ও ঘৃণার্হ বলিয়াই জানেন।

কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে দেহের প্রতি পণ্ডিতগণের যত ঘৃণা জন্মে, শৌচসাধকের তদপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা জন্মে; সেই জন্য শৌচসম্পন্ন ব্যক্তিরা কামিনীসম্ভোগ-জনিত সুখাভাসকে নিতান্ত নরক-ভোগই মনে করিয়া থাকেন।

যাঁহারা আত্মদেহমন সর্ব্বদা শুচি বা পবিত্র রাখেন, সেই শৌচসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নিতান্ত বিস্ময়সহকারে বলিয়া থাকেন,—

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া।
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চসকং সাসবমিব॥
অমেধ্য-ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো।
মহামোহান্ধানাঃ কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি!!

অর্থাৎ মহামোহান্ধ মূঢ়গণ উচ্চমাংসপিণ্ডকে "স্তন" বলিয়া আলিঙ্গন করে! মদ্যপাত্রের ন্যায় লালাক্লিন্ন মুখে ঘৃণার্হ লালা পান করে! এবং অতীব ঘৃণার্হ ক্লেদযুক্ত স্থানে স্পর্শসুখ অনুভব করে! অহো! তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ নরকও রমণীয়!

যাহা হউক এক্ষণে সার কথা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শুন,—

কামপ্রবৃত্তির দমন নিতান্ত সহজসাধ্য নহে; এবং দুই একটী উপায়

অবলম্বন দ্বারাও কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ দমন করা যায় না। (১) অপরিগ্রহ, (২) তপঃ, (৩) শৌচ, (৪) স্বাধ্যায় ও (৫) ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পাঁচটী উপায়ই যুগপৎ অবলম্বন করিলে কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ দমন করা যায় ; অন্যথা কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ দমন অসাধ্য বলিয়াই জানিবে।

"বিশ্বামিত্রপরাশরঃ প্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনা
স্তেহপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্ ॥

অর্থাৎ বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতি যে সকল তপস্বী বৃক্ষের পত্র ও জলমাত্র ভক্ষণ করিতেন, তাঁহারাও যখন সুন্দর স্ত্রীমুখ নিরীক্ষণ করিয়াই কামমোহিত হইয়াছিলেন, তখন যাহারা শালীধান্যের উত্তম অন্নের সহিত ঘৃত-দুগ্ধ দধি প্রভৃতি শরীরের ধাতুবর্দ্ধক খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহাদের পক্ষে কামপ্রবৃত্তির দমন নিতান্তই অসাধ্য।

এতদ্দ্বারা এই উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে যথা,—কেবল পুষ্টিকর সাত্ত্বিক খাদ্যই কামপ্রবৃত্তির দমনের পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। উপবাসাদি তপশ্চরণ অর্থাৎ তপস্বীর আচরণও কামদমনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু তপস্যাও কামদমনের পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে ; কেননা বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি তপস্বীরাও কামদমন করিতে পারেন নাই। ইহা মহাভারতাদি পুরাণপাঠেই অবগত হওয়া যায়। অতএব কামদমন পক্ষে পূর্ব্বেই "রাগোপশান্তি" অর্থাৎ কামভোগেচ্ছার পরিহার কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কামোত্তেজক প্রলোভনের দর্শনাদিও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীদেহাদির প্রতি দৃক্পাতমাত্র করিলেও শারীরিক বীর্য্য চঞ্চল হয় ; তাহাতে মস্তিষ্কও চঞ্চল হইয়া মোহ উৎপন্ন হয়। সেই মোহে অভিভূত হইয়াই কি পণ্ডিত কি তপস্বী সকলেরই ধৈর্য্য বিচ্যুত হয়। ফলতঃ যাঁহারা শুকদেবের ন্যায় বৈরাগ্যযুক্ত নহেন, তাঁহারা পণ্ডিতই হউন্ আর তপস্বীই হউন্, তাঁহাদিগকে প্রলোভন দৃশ্যাদি পরিহারের জন্য সতত সাবধান থাকা আবশ্যক, নতুবা তাঁহাদিগের সাধনভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অতএব ব্রহ্মচর্য্যের জন্য দর্শনাদি অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করাই আবশ্যক।

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

অর্থাৎ সকামভাবে স্ত্রীলোকের রূপগুণাদির কথা বা স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করা, বা তাহা কীর্ত্তন করা এবং সকামভাবে স্ত্রীরূপের প্রতি নিরীক্ষণ করা বা রমণীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহা, রমণের সঙ্কল্প করা, অধ্যবসায় অর্থাৎ স্থিরতর মনন করা এবং শেষ ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ রমণ করা এই অষ্টাঙ্গযুক্ত মৈথুন পরিহার করাই ব্রহ্মচর্য্যসাধন; এবং সেই ব্রহ্মচর্য্যসাধনই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির বা মুক্তির প্রধান সাধন।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, যাঁহারা সকামভাবে স্ত্রীরূপ দর্শনমাত্রও করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদেরও জ্ঞান ও তপস্যাদি দূরে পলায়ন করিয়া বুদ্ধিকে কামের অধীন করিয়া থাকে।

অতএব অগ্রে মনে কামের প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা আবশ্যক; পরে, অপরিগ্রহসাধন অর্থাৎ বিলাস ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার পরিমিতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক; মধ্যে মধ্যে উপবাস করাও আবশ্যক। এবং তৎসহ শৌচ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানও কর্ত্তব্য।

গ। ভাই, স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে আজ আমার মনে একটী অমূল্য তত্ত্বের উদয় হইতেছে; স্বাস্থ্য যে অমূল্য-ধন, স্বাস্থ্যই যে সর্ব্বসুখের মূল, তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম। একখানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম,—

"O Blessed Health! He who has thee has little more to wish for! Thou art above gold and Treasures! T'is thou who enlargest the soul and open'st all its powers to receive instruction and to relish virtue. He who has thee, has little more to wish for; and he that is so wretched as to want thee, wants everything with three." Sterne.

অর্থাৎ হে স্বর্গীয় স্বাস্থ্য! যে তোমায় পেয়েছে, তাহার আর প্রায় কিছুই আবশ্যক নহে! তুমি ধনসম্পদ্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সম্পদ্; তুমিই হৃদয়কে প্রসারিত কর এবং তুমিই বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্ব উপদেশ গ্রহণে সমর্থ কর্। তুমিই ধর্ম্মের মাধুর্য্য উপভোগে শক্তি প্রদান কর। যে তোমায় পেয়েছে, তাহার সকলই আছে; কিন্তু যে তোমাকে হারাইয়াছে তাহার কিছুই নাই, সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া অভাবগ্রস্ত হইয়াছে।

ইহা মর্ম্মস্পর্শী যথার্থ কথা; কিন্তু আমি এতদিন স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে বা স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও নিতান্ত মূর্খ ছিলাম। আজ আমার সেই মূর্খতা অপনীত হইল। আজ বুঝিলাম, স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পাশ্চাত্য গ্রন্থ নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনই স্বাস্থ্যরক্ষার অমোঘ উপায়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যসাধনই সুখসম্পদ্‌লাভের শ্রেষ্ঠতম সাধন।

কিন্তু এই এক আশ্চার্য্যের বিষয় যে, কুমোর, ধোবা, হাড়ি, বাগ্‌দি, ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি ইতর লোকেও ব্রহ্মচর্য্যপালন না করিয়াও বেশ সুস্থ থাকে; কিন্তু ভদ্রলোকের সন্তানেরাই পৃথিবীর যাবতীয় রোগই ভোগ করিয়া থাকে! ইহার কারণ কি? আবার ভদ্র-

লোকদিগের মধ্যে যাহারা স্বাধীন অর্থাৎ রাজা, জমীদার, উকীল, ডাক্তার, গ্রন্থকার, প্রভৃতি, রোগের অধীন; কিন্তু যাহারা অন্যের অধীন হইয়া চাকুরী করে, অর্থাৎ কেরাণী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সুস্থ। আরও এই এক বিচিত্র রহস্য যে, সাহেবেরা মদ্যপান ও ব্যভিচার করিয়াও সুস্থ থাকে, কিন্তু এদেশীয় লোকেরাই অধিক রোগ-ভোগ করে; আবার এদেশীয় লোকের মধ্যে বঙ্গবাসিগণই সর্ব্বাপেক্ষা রুগ্ন; এই সকল রহস্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমার সন্দেহ দূর কর।"

জ। ব্রহ্মচর্য্যসাধনই যে যথার্থ স্বাস্থ্যলাভের অমোঘ উপায় এবং ব্রহ্মচর্য্যসাধনই সে যথার্থ সুখলাভের একমাত্র সাধন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

এক্ষণে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছি, শুন;—

স্বাস্থ্য বলিলে তুমি কেবল নীরোগ শরীরের অবস্থাই বুঝিও না। ফলতঃ, মনুষ্যের পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে তবে যথার্থ সুস্থ বলা যায়। নতুবা যাহার শরীর বেশ বলশালী, যাহার ভোজন-মৈথুন-জনিত সুখের কোন ব্যাঘাত নাই। কিন্তু মনেও উদ্বেগের সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাকে তুমি সুস্থ বলিয়া মনে করিও না। যদি কেবল শরীরটা সুস্থ রাখিলেই স্বাস্থ্যলাভ হয়, তবে কীট-পতঙ্গ-পক্ষি-পশু প্রভৃতি যাবতীয় ইতর জন্তুকেই মনুষ্যদিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্যশাস্ত্রে পরম-পণ্ডিত বলিতে হইবে, যেহেতু মনুষ্যের অপেক্ষা যাবতীয় ইতর জন্তুই অধিক "সুস্থ"। ফলতঃ মনুষ্যের পক্ষে মনের স্বাস্থ্যই যথার্থ স্বাস্থ্য। বহিরিন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যই মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত স্বাস্থ্য। যাহারা ভোজন-মৈথুন-জনিত সুখলাভের জন্যই লালায়িত হইয়া অশেষ চিন্তায় নিরন্তর উদ্বিগ্ন, তাহারা সুস্থ নহে, একথা পুনঃপুনঃ

বলিতেছি, স্মরণ রাখিও। ইতর জন্তুরা প্রধানতঃ খাদ্যের জন্যই নিরন্তর উদ্বিগ্ন ; ইতর মনুষ্যেরাও প্রধানতঃ খাদ্যের জন্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; কিন্তু ভদ্রসন্তানেরা অর্থাৎ বাবুরা, বিশেষতঃ স্বাধীন বাবুরা ভোজন-মৈথুন উভয়ের জন্যই নিরন্তর উদ্বিগ্ন। সেই জন্যই ইতর জন্তু ও ইতর মনুষ্যগণের অপেক্ষা ভদ্রলোকের শরীরের অবস্থা মন্দ।

ইতর জন্তুরা খাদ্য আহরণে ব্যস্ত থাকিয়া নিয়ত পরিশ্রম করে, কিন্তু তাহারা স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট কাল ও স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়া কখনও বীর্য্যক্ষয় করে না ; সেই জন্যই তাহাদের শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয় না।

কামার-কুমোর-ধোবা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ অন্নসংস্থানের জন্য পরিশ্রমের কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিয়া সমস্ত দিবাভাগ এবং রাত্রিরও কিয়দংশ ক্ষেপণ করে এবং যথাসময়ে আহার করিয়া বেশ তৃপ্তি অনুভব করে এবং যথাসময়ে সুখে নিদ্রিত হয় ; সুতরাং তাহারা স্বাধীন বাবুদের মত নিয়ত কামিনী-চিন্তায় অর্থাৎ নিয়ত অষ্টাঙ্গ মৈথুনে রত থাকিয়া বীর্য্যক্ষয় করিবার অবসরও পায় না। সেই জন্যই স্বাধীন বাবুদের অপেক্ষা তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে। বাবুদের শারীরিক দুর্দ্দশার কারণ আর স্বতন্ত্রভাবে কি বলিব ? যাহাদের ভোজন সংগ্রহের চিন্তা নাই, তাহারা প্রায়ই মৈথুনচিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকিয়া অবিরত দেহের বীর্য্যক্ষয় করিয়া থাকে ; তাহাতেই তাহাদের দেহের অশেষ দুর্গতি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ কেবল যে রতিক্রিয়ায় শুক্রব্যয় করিলেই বীর্য্যক্ষয় হয়, তাহা নহে ; সকামভাবে রমণীয় দর্শনাদিও মৈথুন বলিয়া গণ্য, যেহেতু তদ্দ্বারাও শরীরের বীর্য্য স্খলিত হইয়া শোণিতকে বিকৃত করিয়া থাকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জীর্ণ বা শক্তিহীন করিয়া ফেলে। অতএব বুঝিয়া দেখ, ইতর জন্তুরা ও ইতর মনুষ্যেরা ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য না বুঝিয়াও প্রকৃতিবশে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। ইতর জন্তুরা ও ইতর মনুষ্যেরা খাদ্য-আহরণে পরিশ্রম করিতে ও অনেক

সময়ই খাদ্যাভাবে অল্পাহার ও উপবাস করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সেই পরিশ্রম, অল্পাহার ও উপবাসই তাহাদের তপস্যা। আর তাহাদের "নারী-সৌন্দর্য্যবোধ" এবং "রমণীয়-রমণীচিন্তা" মনে স্থান পায় না বলিয়া তাহাদের দেহের বীর্য্য স্বতঃই সুরক্ষিত হয়; সেই জন্যই তাহাদের দেহ সুস্থ।

ইউরোপীয়গণও অত্যন্ত লোলুপ ও অর্থগৃধ্নু বলিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য নিয়ত পরিশ্রম করে, সুতরাং তাহাদেরও মৈথুনচিন্তার অবসর অতি অল্পই থাকে; সেই জন্যই তাহারা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সুস্থদেহ। তাহারা নিয়ত শ্রমশীল বলিয়াই তাহাদের দেহ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। ফলতঃ তাহারা প্রায় ইতর পশুপক্ষিগণের ন্যায় অত্যন্ত ভোজনাসক্ত; কিন্তু তাহাদের মৈথুনের অবসর অত্যন্ত অল্প; বিশেষতঃ ইউরোপ শীতপ্রধান দেশ বলিয়া সেখানে পরিশ্রম করা স্বভাবের নিয়ম এবং শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ অধিক বয়সে যৌবন-প্রাপ্তি ও কামোদ্রেক হইয়া থাকে; সেই জন্যই তাহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থদেহ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ নিম্নভূমি ও জলীয়বাষ্প-প্রধান। এই দেশ প্রকৃতির নিয়মেই তামসিকভাবাপন্ন। এখানে মনুষ্যমাত্রেরই আলস্য যেন প্রকৃতিসিদ্ধ; সেই জন্যই এখানে কুপ্রবৃত্তির প্রবলতা দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্যই ভারতীয় অন্যান্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীরাই অধিকতর কামুক; সুতরাং বাঙ্গালীদের শারীরিক দুর্দ্দশার হেতু আর অধিক নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক। যাহাহউক্, পরিশেষে আবার বলিতেছি, কেবল শরীরের স্বাস্থ্যই যথার্থ স্বাস্থ্য নহে। কি ইতর, কি ভদ্র, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, যে কোনও ব্যক্তির শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ দেখিবে, তাহাকেই যথার্থ স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া জানিবে। নতুবা "স্বর্গীয় বীর" বলিয়া বিখ্যাত ক্লাইবসাহেবকেও তুমি যথার্থ সুস্থ ও সুখী বলিয়া মনে করিও না; কেননা ক্লাইব তিন বার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার মনের অবস্থার উত্তম পরিচয়

পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রাজসিকগণের শরীর বেশ কার্য্যক্ষম হয়; কিন্তু তাহাদের মনের উদ্বেগের সীমা নাই; সময়ে সময়ে সেই উদ্বেগের জ্বালায় তাহারা অস্থির হইয়া আত্মহত্যা করিতে প্রয়াস পায়।

অতএব যে স্বাস্থ্য যথার্থ সুখের নিদান, সে স্বাস্থ্য কেবল ব্রহ্মচর্য্য-সাধনেই লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে যায় না। ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিও।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে শত শত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্য কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য। সুতরাং সেই সকল পুস্তকলব্ধজ্ঞান অপেক্ষা ইতর জন্তুদের সংস্কার উৎকৃষ্ট। অতএব প্রাচ্য মহর্ষিগণের গবেষণাপ্রসূত ব্রহ্মচর্য্যসাধনই মনুষ্যের যথার্থ স্বাস্থ্য-সাধন।

ধৃতবীর্য্য ব্রহ্মচারীর মন যেন সুখের সাগরে নিয়ত ভাসমান! এই জগতের প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক শ্রব্য, ইত্যাদি, যেন তাঁহার মধুময় বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ চর্ম্মপাদুকা-পরিহিত ব্যক্তি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে চর্ম্মাবৃত ও নিষ্কণ্টক মনে করেন, তেমনই ধৃতবীর্য্য ব্রহ্মচারীও জগদ্ব্রহ্মাণ্ড মধুময় ও অনন্ত সুখের উৎস বলিয়া বোধ করেন!

গ। কিন্তু ভাই, ধৃতবীর্য্য ব্রহ্মচারীর মন যে নিরুদ্বেগ, তাহার হেতু কি?

জ্ঞ। যাঁহারা অল্পাহার ও উপবাসাদি দ্বারা দেহের বীর্য্যকে ওজোরূপে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রায় ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। ফলতঃ তাঁহারা যদি ভ্রমণাদি দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা শরীরের অতি সামান্য অংশমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেই ক্ষয় পূরণ করিতে তাঁহাদের অতি যৎসামান্যমাত্র আহারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই সংসারে তাঁহাদের সমস্ত অভাবই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। প্রত্যুত ইহা সহজেই অনুভব করিতে পার যে, যাহার ভোজন-মৈথুনের চিন্তা নাই, তাহার প্রায়

কোনও অভাব ও কোনও চিন্তাই নাই। অতএব ধৃতবীর্য্য ব্রহ্মচারীর মন যে নিরুদ্বেগ কেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে।

গ। এইবার বেশ বুঝিয়াছি ; ছাগহংসাদি পশু-পক্ষীর মত যাহাদের কামপ্রবৃত্তি প্রবল, তাহাদের ভোজন-প্রবৃত্তিও প্রবল। ফলতঃ যাহারা মৈথুনরত, তাহারাই ভোজনাসক্ত। আর ভোজন-মৈথুন প্রবৃত্তিই অশেষ উদ্বেগের হেতু। যাহাদের সেই ভোজন-মৈথুনের চিন্তা নাই, তাঁহারাই যথার্থ নিরুদ্বেগ বটে। আর যাঁহারা নিরুদ্বেগ, তাঁহারাই জগতে যথার্থ শান্তিসুখের অধিকারী। অগাধ বিষয়-সম্পত্তি থাকিতেও যাহার মন সতত উদ্বেগ-গ্রস্ত সেই ব্যক্তিই যথার্থ অভাবগ্রস্ত দরিদ্র। কিন্তু যিনি কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও নিরুদ্বেগ, তিনিই যথার্থ ঐশ্বর্য্যবান্, তিনিই যথার্থ অর্থবান্ বিভু। আহা! পরম ব্রহ্মচারিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

এই মহাবাক্যের অর্থ আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। যে সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য লাভ করিয়া সম্রাট বলিয়া অভিমানী, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দীনদুঃখী দরিদ্র ; যেহেতু তাহার উদ্বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু যিনি কামলোভ জয় করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণ নিরুদ্বেগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ত্রিভুবনের সম্রাট।

যাহা হউক্, অদ্য আমার জীবনের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট হইল। অদ্য আমার পরম শান্তি লাভ হইল। "কি করিব, কোথায় যাইব, কোন্ ধর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিব" ইত্যাদিরূপ যে বিষম উদ্বেগ এতদিন আমার অন্তঃকরণ উদ্বেল করিতেছিল, আজ সেই উদ্বেগ দূর হইল। এখন আমি পরমসুখে সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতে পারিব।

জ। তুমি সংসারে কিরূপ কর্ত্তব্য-পথ অবধারণ করিলে?

গ। আমি সংসারে থাকিয়া স্বয়ং নিরীহ হইয়া যম-নিয়মসাধন করিয়া পরিবারাদি প্রতিপালন করিব।

জ। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত কল্পনাক্ষেত্র; এক্ষণে আমি জানিতে চাই, তুমি কিরূপ কার্য্যক্ষেত্র অবলম্বন করিবে?

গ। আমি হাইকোর্টের ওকালতি করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। কল্যই আমি আইন প্রভৃতি আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয় করিয়া ফেলিব এবং সেই টাকায় একখানি সামান্য মুদিখানা স্থাপন করিব। কিন্তু সাধারণতঃ মুদিমহাশয়েরা যেমন মিথ্যাপ্রবঞ্চনা জুয়াচুরি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমি তদ্রূপ করিব না; ফলতঃ মুদিখানাই আমার সত্য ও অস্তেয় সাধনের সাধন-স্বরূপ হইবে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, হাইকোর্টের উকীল হইয়া শেষে মুন্সেফ, জজ, এবং হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হইয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইব। এখন

আশা করিতেছি; আমি সত্য অবলম্বন করিয়া যথার্থ তুলাদণ্ড ধরিয়া লোকদিগকে অকৃত্রিম খাঁটি জিনিষ যথাসাধ্য সুলভমূল্যে ঠিক্ খাঁটি ওজনে বিক্রয় করিব। ইহাতেই আমার আশানুযায়ী অর্থলাভ হইবে এবং তদ্দ্বারাই আমার সুখসচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। উপযুক্ত অবকাশের সময়ে আমি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধান করিব এবং সর্ব্বদা যথাসাধ্য শুচি ও সন্তুষ্ট থাকিয়া চিত্তকে সর্ব্বদা স্থির রাখিব। দুরাশা বা দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিব। স্বয়ং যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব এবং স্ত্রীকেও তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিব। এই আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যক্ষেত্রের বিষয় সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম।

জ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তোমাকে যে অনেক প্রকার বিঘ্নবিপত্তি ভোগ করিতে হইবে, এবং সেই বিপদে যে তোমাকে নিতান্ত অস্থির হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ?

গ। হাঁ, আমি সে চিন্তাও করিয়াছি। "এম্ এ পাস করিয়া হতভাগা শেষে মুদি হইল!" এই বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবগণ ও প্রতিবেশিগণ অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিবে, অনেকেই উপহাস ও বিদ্রূপ করিবে, অনেকেই অনুযোগ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। অনেক মুদিও আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়া আমার ক্ষতি করিতে এবং আমাকে জুয়াচোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহাও বুঝিতেছি।

আমি যে হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই সফলমনোরথ হইতে পারিব না, তাহাও জানি। অনেক দিন ধরিয়া আমাকে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া কিছু কষ্টভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

এই বেদবাক্যের উপরি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিব এবং সহাস্যবদনে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখীন হইব।

জ। ভাই, আজ তোমাকে শত শত নমস্কার করিতেছি। তুমি যাহা বলিলে, যদি ঠিক্ তদনুরূপ কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে অচিরেই তুমি লক্ষপতি হইতে পারিবে। দেখিবে, বিপদ্-বিড়ম্বনা অধিক দিন থাকিবে না। সত্যসাধনের এমনই মহিমা যে, পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন-বিপত্তিও ক্ষণকালের মধ্যেই কুহেলিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়! তুমি দৃঢ় অধ্যবসায় লইয়া সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই এই আশ্চর্য্য রহস্য শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ভগবানের প্রতি যাহার দৃঢ়বিশ্বাস বা দৃঢ়ভক্তি আছে, তাহাকে কেহই সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিপদে পাতিত করিতে পারে না।

গ। ভাই, লক্ষপতি হইবার দুরাশা আমার নাই। লক্ষপতি হইবার প্রয়োজনও নাই। কেননা বহু অর্থ বহু অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়।

জ। তুমি যদি সত্য অবলম্বন করিয়া অতি সামান্য একখানি মুদিখানাও স্থাপন কর, তাহা হইলে শেষে দেখিবে, সকল লোকই তোমারই দোকানে অন্ন বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই পাইতে ইচ্ছা করিবে এবং তোমাকে সকল দ্রব্যই বিক্রয় করিতে অনুরোধ ও অনুনয়-বিনয় করিবে; সুতরাং তোমাকে লোকের অনু-

রোখক্রমেই ক্রমশঃ দোকানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তুমি ইচ্ছা না করিলেও তোমাকে লক্ষপতি হইতে হইবে। ভাই, এই জগতের একটি বিচিত্র রহস্যের কথা বলি, স্মরণ রাখিও; "যে ব্যক্তি যে পরিমাণে নিস্পৃহ বা নিরীহ হইবে, জগতের ঐশ্বর্য্য বা ধনসম্পদ্ সেই পরিমাণে তাহাকে যেন জড়াইয়া ধরিবে! ফলতঃ "এ সংসারে যে যাহা চায়, সে সহজে তাহা পায় না, কিন্তু যে যাহা চায় না, সে অতি সহজেই তাহা পায়!" এই একটী অদ্ভুত রহস্য।

তুমি অর্থকে যতই অনর্থকর মনে করিয়া শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হইবে, অর্থ তোমার পায়ে লুণ্ঠিত হইয়া তোমাকে ততই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত করিবে! কিন্তু যদি তুমি অর্থসঞ্চয়ে একান্ত আগ্রহান্বিত হও, তাহা হইলে দেখিবে, অর্থ তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। ফলতঃ নিরীহতা বা নিস্পৃহতাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি (Willforce)!* ইহা অন্তর্জগতের অতীব বিচিত্র রহস্য জানিবে।

যাহা হউক, যদিও তুমি লক্ষপতি হও, তাহাতেও উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই; সেই অর্থে তুমি জগতের বিস্তর উপকারসাধন করিয়া চিত্তের সন্তোষবৃদ্ধি করিতে পারিবে। দুরাত্মা ও দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিগণের পক্ষেই অর্থ অনর্থকর ও বিষম উদ্বেগের হেতু হয়। কিন্তু মহারাজ জনকের মত ব্যক্তির পক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যও উদ্বেগের হেতু হইতে পারে না।

* ইচ্ছাশক্তি (Willforce) সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "পথ্যাচারবিধি" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ। ভাই, এক্ষণে সাংসারিক উন্নতি ও সাংসারিক সুখ লাভের জন্য আমার জিজ্ঞাস্য আর কিছুই নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। ভক্তি ও জ্ঞানে প্রভেদ কি? শুনিয়াছি আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনপক্ষে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধন ও পরমতৃপ্তিজনক; কিন্তু জ্ঞানসাধন অত্যন্ত নীরস ও কঠোর সাধন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? ভাই, তোমার মত ভক্তিপ্রবণ হৃদয় আমি কেমন করিয়া লাভ করিতে পারিব বল।

জ্ঞ। উন্নতচরিত্র সাধুগণের সহিত স্বীয় চরিত্রের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমরা আপনাদের নীচতা বা হীনতা সহজেই অনুভব করিতে পারি। সেই হীনতা অনুভব করিতে করিতে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় উদ্বেগ বা অশান্তির উদয় হয়; সেই অশান্তি-জনিত উত্তাপে হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুরূপে নয়নপ্রান্ত দিয়া বিগলিত হইতে থাকে। সেই জন্যই সাধুদর্শনে ও সাধুচরিত্র শ্রবণে হৃদয় যেন উদ্বেল হইয়া আমাদের অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। সেই অশান্ত বা উত্তেজিত বা উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাবকেই ভক্তি বলে; এবং সেই অশ্রুধারাই ভক্তির বাহ্য লক্ষণ। ইহাই গূঢ় ভক্তিরহস্য জানিবে। ধ্রুব-প্রহ্লাদের চরিত পাঠ করিলে আমাদের যে চক্ষু ফাটিয়া জল নির্গত হয়, তাহার কারণ এই ভক্তিরহস্য। ভক্তির বিপরীত অহঙ্কার। যখন আমরা আমাদের অপেক্ষাও নীচ লোকের সহিত আপনাদের তুলনা করি, তখন মনে স্বতঃই অহঙ্কারের উদয় হয়। অতএব অহঙ্কার

দূর করিয়া ভক্তির বৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে নীচ-দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া উচ্চ আদর্শচরিত্রের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঈশ্বরচরিত সাধারণ মনুষ্যচরিত অপেক্ষা অনেক উন্নত। সেই জন্যই সতত ঈশ্বর-প্রণিধানেই ভক্তির উৎকর্ষ জন্মে। যতই ঈশ্বর-প্রণিধান করিবে, অর্থাৎ ঈশ্বর-চরিত যতই শ্রবণ-মনন-ধ্যান করিবে, তোমার ভক্তিবৃত্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব জ্ঞান আর ভক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবে একই পদার্থ। "জ্ঞান কর্কশ ও কঠোর এবং ভক্তি কোমল" ইহা মনে করা ভ্রম। তবে সাধারণতঃ তরল-চঞ্চল ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলিয়া মনে করি। কিন্তু ভক্তির প্রগাঢ়তাই জ্ঞান অথবা জ্ঞানের প্রগাঢ়তাই উচ্চ ভক্তি জানিবে। অজ্ঞানজনিত তরল ভক্তি দ্বারা অতি সামান্য মাত্রই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়; কিন্তু জ্ঞান-জনিত-প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারাই বিশেষ উন্নতি হয়। দেখিতে পাইবে, অনেক অজ্ঞান মূর্খ বৈষ্ণব হরিনাম শ্রবণমাত্রেই পুলকিত ও অশ্রুসিক্ত হয়, অথচ তাহারা মিথ্যাচৌর্য্য-ব্যভিচারাদি দোষ বর্জ্জন করে না। কিন্তু জ্ঞানী ভক্তদিগের অশ্রুপুলকাদি ভক্তির কোন বাহ্য চিহ্ন দৃষ্ট না হইলেও তাঁহারা আপনাদের হীনতা পরিহারে নিয়ত যত্নশীল থাকেন।

জ্ঞানীদিগের মধ্যে অনেকের অশ্রুপুলকাদি ভক্তির বাহ্য লক্ষণ দেখা যায় না বলিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে কঠোরচিত্ত বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে এই অনুমান নিতান্ত অগ্রাহ্য। কিন্তু মূর্খ-দিগের মধ্যে যাহাদের ভক্তির বাহ্যলক্ষণও দেখা যায় না, তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য জানিবে। যাহারা মূর্খ, অথচ সাধুচরিত শ্রবণ করিয়াও যাঁহাদের চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না, তাহাদিগকে নিতান্ত পাষণ্ড বা পাষাণ বলিয়া অনুমান করিবে। তাহাদিগকে তুমি কখনও বিশ্বাস করিবে না। বাল্যকালেই অনেকের এই দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়। দেখিয়া থাকিবে, কোন কোন বালককে প্রহার করিলেও তাহাদের অশ্রুপাত হয় না, তাহারা চীৎকার করে, অথচ তাহাদের চক্ষুতে জল দেখা যায় না। এরূপ বালকদিগকে অত্যন্ত পাপাত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে। ফলতঃ যাহাদের নয়নে অশ্রুধারা দেখিবে, তাহাদিগকে সুকৃতি-শালী বলিয়া অনুমান করিবে।

স্বীয় ত্রুটি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া তৎপরিহারের জন্য ভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনা করিবার সময় যেন তোমার অশ্রুপাত হয়। ফলতঃ সরল নিরুপায় শিশু যেমন রোদন করিতে করিতেই মাতার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করে, তদ্রূপ রোদন করিতে করিতেই তুমি জগন্মাতার নিকট স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সতত প্রার্থনা করিও; তাহা হইলেই তোমার চিত্ত অশ্রুবিধৌত হইয়া পবিত্র হইবে এবং এইরূপেই ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি ও সন্তোষ জন্মিবে। কিন্তু অগ্রে শাস্ত্রানুশীলন ও শ্রবণ-মনন-ধ্যানাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিবে। দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিলে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে পারিবে না; কেবল বিপদ্ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইলেই "হা ভগবান্ হা ভগবান্" করিয়া কাঁদিবে। যাহা হউক্, মূর্খেরা যে বিপদের সময়েও ভগবানকে স্মরণ করে, তাহাতেও তাহাদের কিয়ৎ-পরিমাণে উন্নতি হয় এবং তদ্দ্বারাও তাঁহারা হৃদয়ে শান্তি পায়। অতএব ভগবান্‌কে স্মরণ করা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা, কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেরই পক্ষে হিতসাধক।

মূর্খেরাও আপনাদের হীনতা ও ক্লেশ অনুভব করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করে, এবং পণ্ডিতেরাও আপনাদের হীনতা ও ক্লেশ বোধ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করে; এই হীনতাবোধ হইতেই ভক্তির উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কি মূর্খ কি পণ্ডিত, ভক্তি সাধারণের সম্পত্তি; সেই জন্যই ভক্তি সহজসাধন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

ভাই, অদ্যাপি আমার জ্ঞানের পরিপাক হয় নাই; সেই জন্যই আমি ভগবানের নাম শুনিলেই বালকের ন্যায় নিয়ত রোদন করি। ভগবানের নাম করিলেই আমার চিত্ত যেন বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উদ্বেল হইয়া থাকে; তাই আমি পাগলের ন্যায় সর্ব্বদাই কাঁদি; এই জন্যই তোমরা আমাকে ভক্তিমান বলিয়া জান। যদি আমার মত ভক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে আর কি বলিব, ভগবানের নাম শুনিলেই অশ্রু-পাতসহকারে কাঁদিতে অভ্যাস কর; লোকে পাগল বলে বলুক্, ক্ষিপ্ত বলে বলুক্, সে কথা শুনিও না—সে দিকে মন দিও না।

গ। আজ আমি পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। অধিক কি বলিব, আমার যেন মনে হইতেছে, আমি শীঘ্রই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ভাই, একটী অন্তরের অভিলাষ প্রকাশ করি শুন,—আমি যে দিকে দেখি, সেই দিকেই অনুন্নতি বা নীচতা দেখিতে পাই। কি ইতর, কি ভদ্র, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেরই আচরণ অতি ঘৃণার্হ। বরং যাহারা অশিক্ষিত মূর্খ, তাহারা কুসংস্কারবশেও অনেক পাপাচরণে ভীত হয়, কিন্তু যাহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহাদের কোনও প্রকার পাপাচরণে শঙ্কা বা সঙ্কোচ দেখা যায় না। তাই মনে করিতেছি, যদি কখনও প্রচুর অর্থ পাই, তাহা হইলে এদেশের বালকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিব।

জ। তোমার এ ইচ্ছা সজ্জনোচিত বটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু আপাততঃ তুমি উক্ত ইচ্ছা লইয়া যেন কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রে অবতরণ করিও না। অগ্রে স্বয়ং উন্নত হও—স্বয়ং সিদ্ধ হও, পরে অন্যের উন্নতির ইচ্ছা করিও। আপাততঃ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করুণার্দ্র হইবার প্রয়োজন নাই; প্রত্যুত উচ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভক্তিরসার্দ্র হও। অগ্রে স্বীয় অহঙ্কার বিসর্জ্জন করিতেই চেষ্টা কর। প্রথমেই দলপতি হইতে—শিক্ষক বা উপদেষ্টা হইতে—ইচ্ছা করিও না।

গ। ভাই, তোমার কথাগুলি অতীব সসার; এক একটী কথার মধ্যে অনন্ত উপদেশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি তোমার কথা যতই শুনিতেছি, যতই আলোচনা

করিতেছি, ততই আমার মানসিক কুসংস্কার-সকল দূর হইতেছে। নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বাস্ত-বিকই অহঙ্কারের উদ্রেক হয়। আমি যতই বিনীত হইবার চেষ্টা করি না কেন, নীচের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেই আমার সহজাত অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। দয়া বা করুণার মধ্যেও যেন সেই অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন থাকিয়া স্বীয় প্রাধান্য ব্যক্ত করে! ইহা অতীব গূঢ় রহস্য বটে। অতএব যতদিন আত্মাভিমান বা অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন নীচের প্রতি—করুণার্হের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ অগ্রে ভক্তিসাধন দ্বারা—উচ্চের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া নিজের আত্মা-ভিমান বা অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া—বিলীন করিয়া তবে যথেচ্ছ দর্শনশ্রবণাদির পরিচালন করাই কর্ত্তব্য। যতদিন অহঙ্কার থাকে—মানাভিমান থাকে—ততদিন দলপতি হইলে অশেষ মনঃক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কেশবচন্দ্র সেন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার যে সকল শিষ্য, ভক্তির আধিক্যবশতঃ পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পদপূজা করিত, সেই সকল শিষ্যই শেষে তাঁহাকে অশেষ মনঃক্লেশ প্রদান করিয়াছিল। তিনি যখন কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন, তখন মনে করিয়াছিলেন, একটা অসভ্য দুর্দ্দান্ত স্বাধীন রাজাকে বশীভূত করিয়া—স্বধর্ম্মে দীক্ষিত ও ধার্ম্মিক করিয়া—বহুবিস্তৃত একটী রাজ্যের বহুলোকের

বহুবিধ উপকার সাধন করিব। কিন্তু সেই বিবাহে তাঁহার অনেক শিষ্যই তাঁহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ ভণ্ড লোভী মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল; তিনি অনেক শিষ্যকে এত ভাল বাসিতেন, যে তাহাদের অনেকেই মনে করিত "আমাকেই ইনি জামাই করিবেন।" সুতরাং অনেকেই অনেক কারণে তাঁহার যুক্তিযুক্ত কথারও প্রতিবাদ করিতে লাগিল; এবং শেষে আপনারা একটা দল বাঁধিয়া তাঁহাকে নানারূপে মনঃক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব, শেষে কেশব যখন ভক্তিসাধন করিয়া তাঁহার পদপূজক শিষ্যদিগেরই পদধূলি লইয়া তাহাদের প্রসন্নতাসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যখন তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার ভগ্নস্নেহ শিষ্যগণের প্রতিষ্ঠিত "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" দ্বারে আসিয়া নিতান্ত দানের ন্যায়—নিতান্ত দাসের ন্যায়—নিতান্ত সেবকের ন্যায়—অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া ছিলেন, সেই পবিত্র দৃশ্যও মূর্খ পাষণ্ডগণকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই!! তাহাদের অভিমান চূর্ণ করিতে পারে নাই!!!

অতএব যতদিন আত্মাভিমান চূর্ণ না হয়, যতদিন মনে হয়, "আমি নীচদিগকে উন্নত করিব" ততদিন যেন কেহ দলপতি না হয়। হইলেই শেষে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। অতএব তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য সন্দেহ নাই।

জ। তাই, মনস্বী মহাত্মারা অনেক পরীক্ষার পরে এক একটি কর্ত্তব্যসূত্র বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধনসম্বন্ধে ভগবান্ কপিলের দুইটী কর্ত্তব্যসূত্র দেখ,—

(১) "বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ।"

(২) "দ্বাভ্যামপি তথৈব।"

অর্থাৎ বহুব্যক্তির সঙ্গ করিবে না। করিলে কুমারীশঙ্খের ন্যায় কলহ হয়। অধিক কি, দুই জনের দ্বারাও ঐ কলহ-দোষ ঘটিতে পারে; অতএব একাকীই ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য।

গ। "কুমারী-শঙ্খবৎ" একথার তাৎপর্য্য কি?

জ। লজ্জাশীলা কোন কুমারীর হস্তে কতকগুলি শাঁখা ছিল; সেগুলি পরস্পর প্রতিহত হইয়া শব্দ উত্থিত হইলেই কুমারীর প্রতি অনেকে দৃষ্টিপাত করিত; তাহাতে উক্ত লজ্জাবতী অত্যন্ত কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি শেষে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক হস্তে একগাছি করিয়া শাঁখা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর শব্দ হইবে না, সুতরাং লজ্জাশীলত্বেরও ব্যাঘাত হইবে না। এই মনে করিয়া তিনি অন্য শাঁখাগুলি ত্যাগ করিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুব্যক্তির সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বদাই কলহ শুনিতে হয়। এবং তজ্জন্য অনেক সময় মন বিরক্ত বা বিচলিত হইয়া থাকে। উদাহরণ দিয়া একথার তাৎপর্য্য ভালরূপে ব্যক্ত করিতেছি শুন,—

মনেকর তুমি একজন দলপতি হইলে। তুমি ধার্ম্মিক ও সজ্জন হওয়াতে অনেকেই তোমার শিষ্য হইল। তুমিও তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলে; কিন্তু পরিশেষে দেখিবে, পরস্পর বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিয়া উপদেশ দেওয়া তোমার অসাধ্য হইবে। তুমি যদি অধিকারী বিবেচনা করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবেও উপদেশ দাও, তাহা হইলেও দেখিবে, তোমার কোন কোন

শিষ্য মনে করিবে "আমাদের গুরুদেব অত্যন্ত পক্ষপাতী, তিনি সকলকে সমান চক্ষুতে দেখেন না।" তাহারা যখনই এইরূপ মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখনই তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে; শেষে তাহারা "ভাঙ্গাদলের" সৃষ্টি করিয়া নূতন দলপতির অধীন হইবে। তখন তোমার অভিমান বা অহঙ্কারের জন্য তুমি অন্তঃকরণে অতীব ক্লেশ অনুভব করিবে; যেহেতু দল বাঁধিবার প্রবৃত্তির মূলেই অহঙ্কার থাকে; সুতরাং দল বাঁধিতে পারিলেই অহঙ্কার চরিতার্থ হয়; কিন্তু দল ভাঙ্গিয়া গেলেই সেই অহঙ্কারে অত্যন্ত আঘাত লাগে।

অহঙ্কারবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন করিতে গেলেই নিশ্চয় অধঃপতন হইবে। অতএব দলের নেতা হইবার জন্য নিজের অধঃপাতন করিও না।

গ। ভাই, যথার্থ কথাই বলিয়াছ; সধবা সতী স্ত্রী লক্ষণের নিমিত্ত হাতে একগাছি করিয়া সামান্য শাঁখা ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বেশ্যারা প্রত্যেক পদেও চারিগাছি করিয়া মল পরিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে যেন জগৎ মাতাইয়া চলিয়া যায়! তদ্রূপ দলপতিরাও দল বাঁধিয়া যেন জগৎ মাতাইবার চেষ্টা করেন। এই প্রবৃত্তি যে আত্মপ্রাধান্য-প্রকাশক, সুতরাং অহঙ্কারমূলক, তদ্বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই। ভগবান্ কপিলের পদে কোটি কোটি নমস্কার। আজ আমার মন প্রশান্ত হইল।

হায়! এতদিন আমি প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কত যে অশান্তি ভোগ করিয়াছি, তাহা বর্ণনার অতীত! কখন মনে করিতাম, আমি রমানাথ-শম্ভুনাথ-দ্বারকানাথের মত একজন সুবক্তা উকীল হইয়া শেষে

হাইকোর্টের জজ হইব। কখনও মনে করিতাম, আমি একজন বড় এডিটর হইয়া শেষে কাউন্সিলের মেম্বর হইব। কখন মনে করিতাম, একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিব। কখনও মনে করিতাম, লাটিন্, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান্, রুসিয়ান্ প্রভৃতি যাবতীয় ভাষায় রীতিমত পণ্ডিত হইয়া একজন সুবক্তা হইব এবং পৃথিবীর নানাদেশে গিয়া ভারতবর্ষের অবনতির বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপন করিব এবং ভারতীয় রজনীতিসম্বন্ধে একটা যুগপ্রলয় উপস্থিত করিব। ফলতঃ, আমার অন্তঃকরণের দুরাশার অন্ত ছিল না। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেই সমস্ত দুরাশাই অহঙ্কারমূলক। "আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইব; লোকে আমাকে অসাধারণ বলিয়া প্রশংসা করিবে;" এই অহঙ্কার যে অনেক লোকেরই অন্তরে লুক্কায়িত আছে, সুতরাং অনেকেই যে অন্যের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারে না, অন্যের প্রাধান্য দর্শনে যে অনেকের অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যার উদয় হয়, একথাও আমার চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। এখন দেখিতেছি, অন্যের প্রশংসালাভের জন্য যাহারা বিব্রত, তাহারা কি ভ্রান্ত! যে আমার সম্মুখে প্রশংসা করে, সে আমার অগোচরে নিন্দা করে। যে অদ্য আমার সুখ্যাতি করিল, সে কল্য আমার নিন্দা করিবে। অদ্য যদি আমি সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের নিকট সুখ্যাতিভাজন হই, তাহা হইলেও

কল্য * আমার নাম—আমার কীর্ত্তিস্তম্ভ—কালতরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া যাইবে !!

অতএব লোকের মৌখিক প্রশংসা-পবনে (যাহাকে মৌখিক "বাতকর্ম্ম" বলিলেও বলা যায়, তাহাতে) আমার প্রয়োজন নাই। আর আমার বড় হইবার ইচ্ছা নাই। আমি তৃণাদপি তৃণের ন্যায় হইয়া ধূলায় মিশাইয়া থাকিব।

অদ্যাবধি আমি কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিরীহ হইব। কাম ত্যাগ করিতে পারিলেই সহজে লোভ ত্যাগ করা যায়। এবং কাম ও লোভ পরিত্যাগ করিলেই ক্রোধজয় স্বতঃই হয়। আর কামক্রোধলোভ জয় করিলেই নরক জয় করা হয়, কারণ কামক্রোধ-লোভই নরকের দ্বার।

কাম ত্যাগ করিলে শরীরের ধাতুক্ষয় হয় না, প্রাণ চঞ্চল হয় না; প্রত্যুত প্রাণ স্থিরত্ব প্রাপ্ত বা প্রশান্ত হয়; সুতরাং প্রাণ প্রশান্ত হইলে ক্ষুৎপিপাসারও উদ্রেক হইতে পারে না; তখন লোভ স্বতঃই নিবৃত্ত হয়; লোভ নিবৃত্ত হইলে সংসারের অভাব প্রায় সমস্তই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; তখন অল্প ধনই যথেষ্ট বা প্রচুর বলিয়া বোধ জন্মে এবং মনে সন্তোষ স্বতঃই উদিত হয়; সুতরাং তদ্রূপ মনে ক্রোধের উদ্রেক হয় না। ফলতঃ যে মনে লোভ

* অনন্ত কালের তুলনায় লক্ষ বৎসরকেও একদিন বলিয়া গণ্য করিলে অত্যুক্তি হয় না।

নাই, সে মনে প্রবল ইচ্ছা বা দুরাশা থাকে না, এবং তৎ প্রতিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং ক্রোধেরও উদয় হইতে পারে না।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথমে কামদমনের চেষ্টা করাই আমার কর্ত্তব্য। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই মন আনন্দময় হইবে। তখন আমি হৃদয়ে আনন্দময়ের প্রতিবিম্ব অনুভব করিতে পারিব। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রাণ স্বতঃই বশীভূত হইবে; প্রাণ বশীভূত হইলেই চিত্তস্থৈর্য্য অনায়াস-সাধ্য হইবে এবং চিত্তস্থৈর্য্য হইলেই আমার সমাধি বা পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

যিনি যথার্থ নিরীহ বা অকামী, তিনিই যথার্থ মহান্। ঐ যে সে দিন শান্তিপুরে একটা পাগল চিরদিন মৌনাবলম্বী হইয়া—চিরদিন বালকবৃদ্ধযুবা সকলের ঘৃণাস্পদ ও উপহাসাস্পদ হইয়া—শেষে মরিবার দিন গৃহে গৃহে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বা জানাইয়া আসিলেন,—

"ওরে, আজ বিশে-পাগলা মরিবে, তোরা সকলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া তার মরণ দেখে আসিস্।"

এই বলিয়া যথার্থ পরমহংস মহাত্মা বিশ্বনাথ আকণ্ঠ গঙ্গার জলে অবতরণ করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন! ইঁহা অপেক্ষা জগতে উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর কে আছে?

আহা! আমি যেন পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত কুক্কুর

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াও এই মহাত্মার ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, এই আমার প্রাণগত একান্ত প্রার্থনা।

জ। ভাই, অধিক আর কি বলিব, শেষ কথা বলি শুন ; সুখী হইবার জন্য বা ক্লেশমুক্তির জন্য শাস্ত্রে যাহা ক্লেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্লেশ পরিহার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য জানিবে।

"অবিদ্যাহস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ-সংজ্ঞার অন্তর্গত। অবিদ্যা প্রভৃতি কিরূপ তাহা বলিতেছি,—

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"

অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে নিত্য বোধ করা, অশুচিকে শুচি মনে করা, দুঃখকে সুখ মনে করা, এবং অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলিয়া বোধ করাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই কখন অজ্ঞানতা বলিয়া এবং কখনও মায়া বলিয়া অভিহিত হয় ; এই অবিদ্যাই বহুক্লেশের হেতু। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বলিয়া অপর যে চারি প্রকার ক্লেশের কথা বলিলাম, তাহাদেরও মূল এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা ; যথা,—

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাম্।"

অর্থাৎ অবিদ্যাই অন্যান্য ক্লেশেরও নিদান। অস্মিতা বলিলে অহঙ্কার বা মান বা অভিমান বুঝায়। এই অভিমান বা অহঙ্কার যে বহুক্লেশের স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভক্তিসাধন দ্বারাই এই অস্মিতা বা অহঙ্কার দূর হয়।

কাহারও প্রতি বা কোনও বিষয়ের প্রতি অনুরাগের নামই রাগ এবং বিরাগের নামই দ্বেষ। এই রাগ ও দ্বেষ ক্লেশস্বরূপ। ইহা আর পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই ; চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

শেষ ক্লেশ অভিনিবেশ অর্থাৎ মৃত্যুভয় ; সকল জীবেরই এই মৃত্যুভয় দেখিয়াই সহজে অনুভব করা যায় যে, প্রত্যেক জীবই বহুবার মৃত্যু-

যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে ; সেই জন্তই মৃত্যুভয় সর্ব্বজীবের সহজ সংস্কার। এই মৃত্যুভয়জনিত সহজ-সংস্কারকেই অভিনিবেশ বলে। ভগবানে একান্ত ভক্তি-পরায়ণ হইলে সহজে এই মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়। যম-নিয়ম-সাধক ধার্ম্মিকেরা সহাস্যবদনে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকেন। ফলতঃ মৃত্যুকে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন না এবং মৃত্যু-কালে তাঁহাদের কোনও যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয় না। মৃত্যুর সময়ই ধর্ম্মাত্মা ও পাপাত্মাকে সহজে চিনিতে পারা যায়। পাপাচার ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় বহুক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যে যতই নাম খ্যাতি প্রতি-পত্তি বা সম্পত্তি লাভ করুক্ না কেন, মৃত্যুর সময় যদি তাহাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখ, তবেই তাহাকে পাপাত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে। যাহা হউক্, ক্লেশমুক্তির জন্য সর্ব্বদা বিচার-পরায়ণ হইবে। নিত্য কি ? অনিত্য কি ? শুচি কি ? অশুচিই বা কি ? আত্মা কিরূপ ? অনাত্মাই বা কিরূপ ? এইরূপ নিত্যানিত্য বা আত্মানাত্ম বিচারের নামই বিবেক। বিবেক অবলম্বন করিয়াই অবিদ্যারূপ ক্লেশ এবং রাগদ্বেষরূপ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আর ভক্তিসাধন দ্বারাই অস্মিতারূপ ক্লেশ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাই ক্লেশমুক্তির শেষ সিদ্ধান্ত বলিলাম। এই তত্ত্বকথা বিস্মৃত হইও না।

সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয় মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ কার্য্যসাধনের উপযোগী সারভূত যে জ্ঞান, তাহারই উপাসনা করিবে। বহুবিষয়ক জ্ঞান যোগবিঘ্নকর বা কার্য্যবিঘ্নকর। ইহা জানিব, তাহা জানিব, বলিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ করে, তাহারা শত শত জন্মেও জ্ঞানতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব এখন ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিসাধন করিতে আরম্ভ কর। তোমার ভক্তিসাধনের ঠিক্ উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। তোমার যখন তৃণাদপি তৃণের ন্যায় বিনীত

হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ভক্তিসাধন তোমার সুগম হইয়াছে। তুমি একণে ভগবান্ চৈতন্য দেবের এই উপদেশ বাক্যটী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যথা,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

গ। আহা! কি মনোহর কি মনোহর উপদেশ! হায়! ভক্তচূড়ামণি ভগবান্ চৈতন্যদেবের মহিমা আমি এতদিন বুঝিতে পারি নাই! আজ আমার ভ্রম বিদূরিত হইল। আজ হইতে আমি ভগবানের উক্ত উপদেশকে জপমালার মন্ত্র করিয়া নিয়ত জপ করিব।

জ্ঞ। দেখ, যমনিয়ম-সাধন সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছি; কিন্তু তন্মধ্যে সন্তোষসাধন সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই; অতএব তাহাও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যদিও ব্রহ্মচর্য্য ও শৌচসাধন দ্বারা সৌমনস্য অর্থাৎ মনের পরম প্রীতি বা প্রফুল্লতা জন্মে, তথাপি হয় ত লৌকিক ব্যবহারে অনেক সময় অনেকবিধ কারণে মন শোকাচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ হইবার সম্ভাবনা; অতএব মনের শান্তিবিধানজন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

গ। হাঁ ভাই, ঠিক্ কথাই বলিয়াছ; সংসারে থাকিতে হইলেই আত্মীয়স্বজনগণের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইতেই হইবে; তাহাদের পীড়া বা ক্লেশ দেখিলেই নিজের মনেও সহানুভূতিজ পীড়া ও ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। বহু ব্যক্তির পাপাচরণ দেখিয়াও মনে ব্যথিত হইতে হইবে; সুতরাং সংসারে মনঃক্লেশ অতিক্রম করা যেন অসম্ভব। যাহা হউক্, সংসারে

থাকিয়া সেই সমস্ত ক্লেশ কথঞ্চিৎ নিবারণেরও যদি উপায় থাকে, তাহা জানা আবশ্যক বটে ; অতএব তুমি সেই উপায়গুলির উল্লেখ কর।

উ। সংসারে থাকিয়া যদি রাগ ত্যাগ করা যায় অর্থাৎ যদি অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে আর মনঃক্লেশ ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, রাগদ্বেষ ক্লেশসংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা-প্রসূত, তাহাও বলিয়াছি। আর জ্ঞানই যে অবিদ্যারূপ ক্লেশের বিনাশক, তাহা বলাই বাহুল্য। পুনঃ, সেই জ্ঞান স্বাধ্যায়-সাপেক্ষ অর্থাৎ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র বা সেই সকল শাস্ত্রমূলক অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ত পাঠ বা শ্রবণ ও মনন দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, স্বাধ্যায় দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া অগ্রে অবিদ্যা ও তজ্জনিত রাগদ্বেষ পরিহার করিতে হইবে। রাগদ্বেষ পরিহার করিলেই স্বতঃই অনির্ব্বচনীয় "আত্মপ্রসাদ" বা সন্তোষের উদয় হইবে।

সন্তোষসাধন জন্য মহাত্মা যোগীরা বলেন,—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং

সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।"

অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া যখনই কাহাকেও সুখী দেখিবে, তখন তাহার সুখকে নিজের সুখ মনে করিয়া চিত্তকে প্রসন্ন করিবে। যখন কাহাকেও দুঃখী দেখিবে, তখন করুণার্দ্র হইয়া চিত্তমল বিধৌত করিবে। যখন কাহাকেও পুণ্যকর্ম্ম করিতে দেখিবে, তখন হর্ষ বা আনন্দ প্রকাশ করিয়া চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে এবং যখন কাহাকেও পাপ করিতে দেখিবে, তখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে অর্থাৎ পাপকারীর পাপ কার্য্যাদির বিষয় দেখিবে না বা চিন্তাও করিবে না ; ফলতঃ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াই চিত্তের শান্তি রক্ষা করিবে।

পাপীরা করুণার্হ বটে, কিন্তু ঘৃণার্হ নহে; কারণ মনে করিতে হইবে যে, "আমিও যদি উহাদের মত অবস্থাপন্ন হইতাম, তাহা হইলে আমিও ঠিক্ উহাদেরই মত পাপাচরণ করিতাম।" অথবা "আমিও কোন সময় উহাদেরই মত পাপাত্মা ছিলাম; বহু জন্মান্তরে বহু ক্লেশ ভোগ করিবার পরেই এখন আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, তাই আমার এখন উহাদের মত পাপাচারে প্রবৃত্তি নাই। কালে ঐ পাপীরাও হয় ত আমার অপেক্ষাও উন্নতি লাভ করিবে।" এবংবিধ চিন্তা দ্বারাই বিদ্বেষ বা ঘৃণা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এই জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই পরমাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই বেদান্ত-বাক্য নিয়ত স্মরণ রাখিয়া কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকেই ঘৃণা করিবে না। মানসিক উপাদানের অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণের প্রভেদই জগতে ব্যক্তিগত স্বভাবের বিভিন্নতার কারণ। তজ্জন্যই সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা ধার্ম্মিক হয়; আর রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিরা অধার্ম্মিক হয়। স্বরূপতঃ আত্মার পাপপুণ্য নাই।

"উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥"

অর্থাৎ হে বিশ্বব্যাপিন্ দেব! তুমিই উপাধিভেদে নানারূপ হইয়া নানাবিধ কার্য্য করিতেছ। যেমন উৎকৃষ্ট নির্ম্মল মণি যে বর্ণের সন্নিহিত হয়, সেই বর্ণই যেন গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও যখন যেরূপ বুদ্ধির সন্নিহিত হও, তখন যেন তদ্রূপ বুদ্ধিই গ্রহণ করিয়া কখন বা ধীরতা এবং কখন বা চঞ্চলতা প্রকাশ কর; কিন্তু স্বরূপতঃ তুমি

অচঞ্চল। যেমন চঞ্চল জলে চন্দ্রবিম্ব চঞ্চল হয় এবং স্থির জলে চন্দ্রবিম্ব স্থির হয়; কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রবিম্বের চঞ্চলতা নাই।

মন যখনই কাহারও প্রতি বিরক্ত হইবে, তখনই এইরূপ পরমাত্ম-চিন্তা দ্বারা সেই মনকে প্রশান্ত করিবে।

ওঁ শান্তিঃ।

বীরাচারবিধি

সফলকাণ্ড।

[নিশিকান্ত ও শরৎ-শশীর কথোপকথন।]

শ্রীঅবলাকান্ত সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

CALCUTTA

PRINTED BY BENIMADHAB CHAKRABARTI, AT
THE SCHOL-BOOK PRESS, 66 BEADON STREET.

1898.

বিজ্ঞাপন।

যোগসাধন প্রথমভাগ বা স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন।

যে পরমগুহ্য রাজযোগ রাজর্ষি জনক প্রভৃতিকে জগৎপ্রণম্য করিয়াছে, যে রাজযোগ প্রভাবে মনুষ্য এই সংসার-কারাগৃহে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্গীয় আনন্দে কালহরণ করিতে পারে, যে রাজযোগ গৃহস্থকেও জীবন্মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকের অধিকার প্রদান করে, যাহার মহিমায় মানব বিবিধ ঐশ্বর্য্য বা ঐশীশক্তি সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, যাহা শোকদুঃখমায়াময় সংসারকে পরমশান্তির এবং পরম নির্বৃতির নিকেতন করে, সেই পরমগুহ্য রাজযোগের প্রথম ভাগ অতি সহজ সরল ভাষায় বিবৃত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই যোগসাধন প্রথম ভাগ পাঠ করিলে পাঠক প্রথমেই একটী মহৎ ফল লাভ করিতে পারিবেন ; সেই ফল স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ কিরূপে স্বীয় স্মরণশক্তিকে বর্দ্ধিত করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় অবগত হইতে পারিবেন। সাংসারিক প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই স্মরণশক্তি অত্যন্ত উপকারী। অতএব কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি ডাক্তার, কি উকীল, কি হাকিম সকলেরই পক্ষে এই পুস্তকখানি অশেষ কল্যাণকর।

এই যোগসাধন পাঠে আরও একটী ফল লাভ করিতে পারিবেন। সেই ফল 'চিত্তপ্রসাদন' ; অর্থাৎ মনকে ইচ্ছামাত্রে স্থির করা। এই সংসারে অনেক সময়ই মন অতিশয় চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হইয়া মহাক্লেশ প্রদান করে। মনের উদ্বেগের জন্যই অনেকের রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না ; আর সুনিদ্রা না হওয়াতেই অনেকে বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য ও দুঃখপ্রদ রোগে ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ চিত্তচাঞ্চল্য বা মনের উদ্বেগই সুনিদ্রার ব্যাঘাতক। আর সুনিদ্রার ব্যাঘাতই সর্ব্ব রোগের নিদান। অনেকে হয় ত এ কথায় বিস্মিত হইবেন, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদের চরকসংহিত হইতে একটী বচন উদ্ধৃত হইল, এতদ্দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন, নিদ্রার সহিত জীবনের কি সম্বন্ধ, যথা ;—

"নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥"

অর্থাৎ সুখ (আরোগ্য), দুঃখ (পীড়া), পুষ্টি, কৃশতা, বল, দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব (বীর্য্য), ক্লীবতা (নির্ব্বীর্য্যতা), জ্ঞান, অজ্ঞান ও মরণ, সমস্তই নিদ্রায়ত্ত। অর্থাৎ সুনিদ্রাই সুখপুষ্টিবলবীর্য্যজ্ঞান ও জীবনবর্দ্ধক; আর সুনিদ্রার অভাবই দুঃখদৌর্ব্বল্যাদির হেতু।

যোগসাধন পাঠ করিলে সেই নিদ্রার ব্যাঘাতকৃৎ উদ্বেগকে ক্ষণমাত্রেই দূর করিবার উপায় অবগত হওয়া যায়। অতএব 'যোগসাধন' নাম শুনিয়াই যেন কেহ ভীত হইবেন না। ফলতঃ ইহা সাংসারিক জনসাধারণেরই পরম হিতকর।

সম্প্রতি ইহার মূল্য ২৲ দুই টাকা হইতে কমাইয়া ১৲ এক টাকা করা হইয়াছে।

যোগসাধন দ্বিতীয় ভাগ বা ব্রহ্মচর্য্যসাধন।

যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। এই পুস্তকখানি ৮পেজী ফর্ম্মার ৪২৪ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত; এখানি পাঠ করিলে জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। যিনি রোগ, শোক বা দারিদ্র্য বশতঃ আপনাকে নিতান্ত পীড়িত ও হতভাগ্য বোধ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন তিনিও এই পুস্তকখানি পড়িয়া নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহিত হইবেন, এবং আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে পারিবেন। ফলতঃ কি সাংসারিক, কি পারলৌকিক, উভয়বিধ মঙ্গল লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা রোগী রোগমুক্ত হইবার উপায়, শোকী শোকমুক্ত হইবার উপায় এবং দরিদ্র দৈন্যমুক্ত হইবার অতি সহজ সরল উপায় সমস্ত জানিয়া আপনাকে কৃতার্থ বা সফলমনোরথ করিতে পারিবেন। ফলতঃ এখানি সাংসারিক প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই বাঞ্ছাকল্পতরু স্বরূপ। আর অধিক কি লিখিব।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা হইতে কমাইয়া ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে।

প্রকাশক শ্রীঅবলাকান্ত সেন।
৬৬ নং বীডনষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বীরাচারবিধি।

সফলকাণ্ড।

[শ-নি-সংবাদ অর্থাৎ শরৎ-শশী ও নিশিকান্তের কথোপকথন।]

শ। বন্ধু, কেমন আছ বল। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

নি। বড় ভাল না; মন বড়ই খারাপ হয়েছে; আর যেন জগৎ-সংসারের কিছুই ভাল লাগে না। শরীর খারাপ ক'রে ফেলেছি, সেজন্য মনে সুখ নাই; আবার আরও অনেক কারণে মনের সুখ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শ। যাহা হউক্, কেন শরীর খারাপ হইল, কেনই বা মনের সুখ দূর হইল, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বল; আমার কাছে তুমি ত কোন কথাই গোপন কর না, তবে কেন আজ এমন গম্ভীরভাবে কথা বলিতেছ? যেন মনের কথা চাপিয়া রাখিতেছ, মন খুলিয়া কথা বলিতেছ না; ইহার কারণ কি? আমি ত ভাই তোমার কাছে কোন দোষ করি নাই।

নি। না—না; তুমি কেন দোষ করিবে? দোষ সমস্তই আমার অদৃষ্টের। আমি অদৃষ্টের দোষেই বড় মনঃক্লেশ ভোগ করিতেছি। মদ খেতে অভ্যাস করেই আমি শরীরের দফা নিকেশ করেছি, মনেরও সর্ব্বনাশ করেছি।

শ। এ কি কথা বলিতেছ! সে দিন যে তুমি আমাকে কত প্রকারে বুঝাইয়া—মদের কত প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিলে, আমি কখনও মদ স্পর্শ করিব না বলিয়া আমার সঙ্কল্প থাকিলেও তুমি যে আমাকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া—নিতান্ত উপরোধ-অনুরোধ করিয়া—মাথার দিব্বি দিয়া আমাকে যে মদ খাইতে বলিলে, আমিও তোমার অনুরোধবশে মদ খাইতে শিখিলাম, মদ খাইতে শিখিয়া দেখিতেছি আমার অনেক উপকার হইয়াছে; আমার শরীরটী ঠিক্ আমার ব্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়াছে; রং ফুটিয়াছে; গলার আওয়াজ গম্ভীর হইয়াছে; বেদীতে বসিয়া কথকতা করিবার সময় আমার আগে যেরূপ সঙ্কোচ ও লজ্জা হইত, এখন আর সেরূপ সঙ্কোচ বা লজ্জা হয় না; ফলতঃ তুমি আমাকে মদ খাইতে শিখাইয়া আমার অত্যন্ত উপকার করিয়াছ বলিয়াই আমার বোধ জন্মিয়াছে; তুমি ঠিক্ বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি; আজ তুমি এরূপ বিপরীত কথা বলিতেছ কেন?

নি। মদ খাইতে শিখিবার সময় প্রথমে কতকগুলি উপকার বোধ হয় বটে; কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া মদ খাইতে খাইতেই মদের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়; প্রথমে মদ খাইতে আরম্ভ করিলে শরীরটা ফাঁপিয়া উঠে, রং ফুটিয়া উজ্জল হয়, এবং মন বড়ই প্রফুল্ল হয়; সেই জন্যই তখন মদ্যকে বাস্তবিক স্বর্গীয় সুধা বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু শেষে যখন অভ্যাস পাকিয়া দাঁড়ায়, তখন আমাদের আর মদ খাইতে হয় না,

মদই আমাদের মাথা খাইতে থাকে! তখন মদ আমাদের রক্তমাংস-মজ্জাশুক্র ও মস্তিষ্ক সকলই খাইতে আরম্ভ করে, এবং তখন আমাদের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকে না। একথা পরে জানিতে পারিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক কথা যে সত্য, তাহা নিজের শরীরেই প্রত্যক্ষ বুঝিতেছি। এখন মদের কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আর সুফলের প্রত্যাশা নাই; কিন্তু মদের দোষ এখন জানিতে পারিয়াও আমার পক্ষে মদ ছাড়া নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এখন আমি মদ ছাড়িতে চাহিলেও মদ আমাকে ছাড়িতে চাহে না। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে শুন,—

এক সময় কোন পার্ব্বতীয় নদীর স্রোতে পড়িয়া একটা ভালুক ভাসিয়া যাইতেছিল। দুইজন বন্ধুর মধ্যে একজন তাহা দেখিয়া অন্যকে বলিল, ভাই, ঐ দেখ, নদীতে একখান উত্তম কম্বল ভাসিয়া যাইতেছে, তুমি শীঘ্র সাঁতার দিয়া গিয়া ঐ কম্বলখানি আন। বন্ধুর কথায় উক্ত ব্যক্তি সত্বর নদীতে পড়িয়া সাঁতার দিয়া গিয়া কম্বলবোধে ভালুককে ধরিল; ভালুকও তখন উক্ত ব্যক্তিকে ধরিল। সুতরাং লোকটাও ভালুকের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তীরস্থ ব্যক্তি তখন বন্ধুর দুর্গতি দেখিয়া বলিলেন, ভাই, কম্বল ছাড়িয়া দিয়া তুমি ফিরিয়া আইস, কম্বলে কাজ নাই। তখন ভাসমান ব্যক্তি বলিল, "ভাই, আমি ত কম্বল ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কম্বল যে আমাকে ছাড়ে না!" আমারও ঠিক্ সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমি এখন মদ ছাড়িবার জন্য কত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই মদ ছাড়িতে পারিতেছি না। অতএব ভাই, আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তুমি শিক্ষা কর; তুমি শীঘ্র মদ খাওয়া ত্যাগ কর।

শ। কেন ভাই, তোমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে? তুমি ত বেশ সুখসচ্ছন্দে আছ; তোমার ত মদের পয়সারও অভাব নাই; তুমি ত কাহারও অধীন নও; তুমি ত শ্রীরামপুরের শ্রীমতীকে লইয়া বেশ সুখসচ্ছন্দে

দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেছ ; প্রত্যহ টম্ টম্ চড়িয়া গড়ের মাঠের খোলা বাতাস খাইতেছ ; তোমার মনও ত গড়ের মাঠের মত খোলা ; তবে তোমার অসুখ ও দুর্দ্দশা কিরূপ তাহা ত অনুমান করিতেও পারিতেছি না।

নি। তুমি আর আমার কাটা-ঘায়ে লুনের ছিটে দিও না। তুমি ভালভাবে সরল অন্তঃকরণে যে কথাগুলি বলিলে তাহাও এখন আমার প্রাণে যেন শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। অন্তঃকরণ যখন জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হয়, তখন আর ভাল কথাও ভাল লাগে না ; তখন বন্ধুর কথাও যেন বিষ হইয়া পড়ে। আমি তোমাকে আর অধিক কথা কি বলিব, আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের ছবি আর তোমাকে কেমন করিয়া দেখাইব ; আমি সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি, মদে আমার হৃদয় জীর্ণশীর্ণ করিয়াছে ; মদেই আমার মস্তিষ্ক শুষ্কশীর্ণ করিয়াছে ; আমার মনে আর সুখের লেশমাত্র নাই। অশেষবিধ অনুতাপে আমার হৃদয় এখন দগ্ধ হইতেছে ; সে পোড়া হৃদয় তোমাকে আমি কেমন করিয়া দেখাইব। আমি এখন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মনে করিতেছি, মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিব, টম্‌টম চড়া ছাড়িয়া দিব, শ্রীরামপুরের শ্রীমতীকেও ছাড়িয়া দিব, কিন্তু মদ আমাকে ছাড়িবে না, টম্‌টম্ আমাকে ছাড়িবে না, শ্রীমতীও আমাকে ছাড়িবে না। সুতরাং আমি পূর্ব্বে যেমন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন ছিলাম, এখন বিধি-বিড়ম্বনায় তেমনই অসুখী ও পরাধীন হইয়া পড়িআছি। আমি মা, বাপ, ভাই, ভগ্নী, প্রভৃতি কাহারও নিকট কখনও বাধ্য হই নাই, কাহাকেও কখনও গ্রাহ্যও করি নাই ; তাহাতে মনে করিতাম, আমার মত "স্বাধীন পুরুষ" জগতে আর কেহই নাই ; কিন্তু এখন মদের, রাঁড়ের ও গাড়ীর অধীন হইয়া আমাকে নিতান্তই জ্বালাতন হইতে হইয়াছে। যে দাদা আমাকে সুখী করিবার জন্য এতদিন অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাছে আমি মনঃক্লেশ পাই বলিয়া যিনি আমার স্বেচ্ছাচারিতা ও আমার দুশ্চরিত্রতা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, সেই দাদা আমার মদ খাওয়ার কথা শুনিয়া

একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; তিনিও এখন যেন আমায় দগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন!! আমি মায়ের নিকট হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমার প্রতি তাঁহার একটু স্বাভাবিক স্নেহ আছে; কিন্তু আমি নিকটে থাকিলে বোধকরি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে স্নেহ দূর হইতে পারে। দিদি আমাকে স্নেহ করিলেও আমার দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন। আমি আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে যেমন চক্ষুর শূল মনে করি, সেও আমাকে তদ্রূপ মনে করে! অতএব বুঝিয়া দেখ, ত্রিসংসারে আমার আত্মীয় কে আছে? যতদিন যৌবন ও যতদিন অর্থ আছে, ততদিনই বেশ্যার আদর পাইব, কিন্তু তার পর আমার দুর্দ্দশা কি হইবে?! এই সকল চিন্তা নিয়ত আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে। আমার কি ভাই, এক তিলমাত্র সুখ আছে? তোমরা আমার অন্তরের খবর জাননা বলিয়াই আমাকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ বলিয়া বোধ করিতেছ; ফলতঃ আমার মত দুঃখী, আমার মত হতভাগা এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি বাল্যাবধি সুখের অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু বাল্যাবধি এ পর্য্যন্ত সুখের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া ত আমার স্মরণ হয় না। অতীতের কথা দূর হউক্, বর্ত্তমান ত এইরূপ ক্লেশকর, না জানি আমার ভবিষ্যৎ কতই নরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে!

শ। বন্ধু, তুমি বৃথা আশঙ্কা করিয়া মন খারাপ করিতেছ কেন? মা, ভগিনী, স্ত্রী, কখনও কি পর হয়? তোমার দাদা অবশ্য সৃষ্টি-ছাড়া-রকমের লোক বটে, তাহা আমি জানি। তাঁহার মায়া-দয়া আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। সেদিন আমার একটা মেয়ে মারা গেল, তোমার দাদা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, "আহা! মেয়েটী যে কোনরূপ যন্ত্রণা না পাইয়া সুখে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে, ইহাতে শোক করিবার কিছুই

নাই। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, জীবনে অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে, অতএব যাহারা সে ক্লেশ ভোগ না করিয়া সুখে মরিতে পারে, তাহাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তোমার মেয়েটীর পূর্ব্বজন্মে সুকৃতি ছিল বলিয়াই এমন সুখের মরণ মরিয়াছে ; তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বুঝাইলেন! এমন অদ্ভুত সৃষ্টি-ছাড়া কথাও আমি কখনও শুনি নাই। অতএব তোমার দাদার যে মায়াদয়া শিষ্টাচার প্রভৃতি কিছুই নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। যাহা হউক্, তুমি ত আর দাদার অধীন নও ; তুমি স্বয়ং জলের খেলাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতিয়াই ত গাড়ী-ঘোড়া কিনিয়াছ, দোকান করিয়াছ, মেয়ে-মানুষ রাখিয়াছ, ইহা ত তোমার সকলই নিজের পৌরুষের কাজ। যাহার গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, মেয়ে মানুষ নাই, সে কি আবার মানুষের মত মানুষ ? যাহারা সুকৃতিশালী মহাপুরুষ, তাহারাই তোমার মত ভাগ্য পায়। "যাহারা মদ না খায় তাহারা ত পশু" তুমিই আমাকে এই উপদেশ দিয়া আজ আবার মদের প্রতি এত দোষারোপ করিতেছ কেন ? তুমি কোনও ভাবনা ভাবিও না। মদ, রাঁড়, গাড়ী, ছাড়িবে কেন ? যতদিন সুখসচ্ছন্দে কাটাইতে পার, ততদিন সেইরূপেই কাটাও, সুখের এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? তোমার দাদার কথা শুনিবার দরকার কি ? তিনি থাকিতে হয় থাকুন,

মরিতে হয় মরুন, তাহাতেই বা তোমার হানি কি? তুমি এখনই মনে কর, যেন তিনি মরিয়াছেন।

নি। না ভাই শরৎ, তুমি ভাল কথা বলিতেছ না। তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমার দাদার দয়া-মায়া-ভদ্রতা কিছুই নাই বটে কিন্তু আমার ত দয়া-মায়া-ভদ্রতা আছে। দাদার এখন যদিও দয়া-মায়া কিছুই নাই, তথাপি দাদা মরিলে আমি দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিব। যদিও জানি, আমি নিজের উপার্জ্জিত টাকাই খরচ করিয়া থাকি, যদিও আমি এখনও তাঁহার অধীন নহি, তাঁহার কোনও তোয়াক্কা রাখি না, যদিও জানি, তিনি মরিলেও আমার অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না, তথাপি তিনি মরিয়া গেলে আমাকে শোকে আচ্ছন্ন হইয়া কাঁদিতে হইবে।

শ। তুমি যে কথা বলিতে বলিতেই শোকাচ্ছন্ন হইতেছ! তোমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল এবং তুমি নিতান্ত ভদ্রলোক বলিয়াই দাদার প্রতি তোমার এত ভক্তি। কিন্তু আমাদের যদি এমন দাদা থাকিত, তাহা হইলে দাদার মুখদর্শন করিতাম না; তাহার মৃত্যু হইলেও একবিন্দু চক্ষুর জল ফেলিতাম না।

নি। তোমার মেয়েটীর মৃত্যু হইলে দাদা কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই তুমি তাঁহার প্রতি চটিয়া গিয়াছ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ইদানীং যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে তুমি অবাক্ হইবে! তাঁহার প্রতি আর তোমার রাগ করিতে ইচ্ছা হইবে না। তবে সব বলি শুন; তিনি বিস্তর ক্লেশ পাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তিনি প্রথমে তজ্জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি মনে মনে আমারই উপর আশা স্থাপন করিয়াছিলেন। বড় বউ ঠাকুরাণীর সন্তান হইবার বয়স উত্তীর্ণ হওয়াতে মাতাঠাকুরাণী দাদাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য

অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দাদা মাতার কথায় বলিতেন, "ভাইপো হইলেই বংশ-রক্ষা হইবে, পিতৃপুরুষের পিণ্ডরক্ষা হইবে, আমার সন্তানের প্রয়োজন নাই।" তৎপরে তিনি যখন আমার চরিত্র-দোষের কথা শুনিলেন, যখন জানিতে পারিলেন আমি বেশ্যা পুষিয়াছি, যখন জানিতে পারিলেন আমি স্ত্রীকে চক্ষুর শূলস্বরূপ দেখি, তখন আমার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ হইলেন ; কারণ যে বেশ্যাসক্ত এবং স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত, সে নিশ্চয়ই নির্ব্বংশ হয়, এবং তাহার পাপে পিতৃ-পুরুষগণও নরকস্থ হন। তখন দাদা যেন এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন ; এবং তখন নিজেই মাতাকে বলিলেন "আমি আবার বিবাহ করিব।" মাতা তখন হৃষ্টচিত্তে দাদার বিবাহের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, অনেক সম্বন্ধ স্থির হইল ; কিন্তু দাদার মতি-স্থিরতা কোনও কালেই নাই। তিনি কোন গণকের কাছে গিয়াছিলেন ; গণক তাঁহাকে বলিয়াছিল, "তোমার অদৃষ্টে দুই বিবাহ আছে ; কিন্তু তোমার সন্তানের ঘরে শনি রহিয়াছে।" গণকের এই কথা শুনিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন, "আমি আর বিবাহ করিব না। অমার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যদি সন্তানের ঘরে শনিই থাকে, তবে বিবাহের প্রয়োজন কি?" সুতরাং দাদা বিবাহ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। তার পর যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি জান, গত ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবারে দাদার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। এত অধিক বয়সে সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই আহ্লাদ হইয়াছিল ; কতজন কত আশা করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল ; মাতাঠাকুরাণীর ত আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না ; ফলতঃ আমাদের সকলেরই আহ্লাদ হইয়াছিল। কেবল দাদার কিছুমাত্র আহ্লাদ হয় নাই। অত্যন্ত সুরূপ একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, একথা শুনিয়াও দাদার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শোকের উচ্ছ্বাস হয় নাই ; বরং যেন আনন্দের বা আমোদের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল! আমাদের সকলেরই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে "পুত্রশোক শেলস্বরূপে হৃদয় আহত করে ; পুত্রশোক বজ্রাঘাত অপেক্ষাও ক্লেশপ্রদ।" কিন্তু দাদার

আশ্চর্য্য ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের সে সংস্কার দূর হইয়াছে!! দাদাকে পূর্ব্বে কিছু বিষণ্ণ ও ম্লান দেখিতাম ; তজ্জন্য তাঁহার শরীরও রুগ্ন ও কৃশ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার নিজের সন্তানের মৃত্যুতে যখন সকলকেই শোকাচ্ছন্ন দেখিলেন, বিশেষতঃ যখন বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে শোকে নিতান্ত আচ্ছন্ন ও বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে দেখিলেন, তখন দাদার যেন হৃদয়ে আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল! সেই দিন হইতে তাঁহাকে বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত, রোগমুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখিতেছি! দাদার স্বভাবের এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার প্রতি কি ক্রোধ করিতে ইচ্ছা হয়? আমি জানি, তিনি ক্ষিপ্ত বা পাগল হন নাই। তুমিও অবশ্য তাঁহাকে পাগল বলিয়া জান না। অতএব যিনি নিজের একমাত্র বংশধর সুন্দর পুত্রসন্তানের মৃত্যুতে এরূপ আনন্দ অনুভব করেন, তিনি তোমার মেয়েটীর মৃত্যু হইলে যে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ না করিয়া স্বীয় মনের যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পার কি?

শ। তাই ত; এমন সৃষ্টি-ছাড়া লোক ত কখনও দেখি নাই! তাঁহাকে অবশ্য পাগল বলিতে পারি না; তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন; অথচ তাঁহার আচরণ পাগলের মত বলিলেও হয়, উদাসীন সন্ন্যাসীর মত বলিলেও হয়। ফলতঃ তাঁহার আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে এক কিম্ভূতকিমাকার মনুষ্য বলিয়া বোধ হয়; তিনি পাগলের অপেক্ষাও অধিক পাগল, সন্ন্যাসীর অপেক্ষাও অধিক সন্ন্যাসী। যাহা হউক্, তুমি কি তাঁহার এইরূপ বিচিত্র চরিত্রের বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার? সর্ব্বদা কাছে থাকিলে অবশ্য সকলেরই মনের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

নি। কারণ নির্দ্দেশ আর কি করিব? তবে তাঁহার দুই একটী

কথা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাবগতিক কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বাল্যাবধি এযাবৎ কখনও দাদার কাছে দশ মিনিটের জন্যও বসিয়া কথাবার্ত্তা বলি নাই। নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই তাঁহার সঙ্গে দুই-চারিটী কথা কহিতে হয়; নতুবা তিনিও আমার সঙ্গে কথা কন না, আমিও তাঁহার সঙ্গে কথা কই না। আমি তাঁহাকে ঘৃণাও করি না, ভয়ও করি না, অথচ তাঁহার সমক্ষে যেন দশমিনিট কাল থাকিলেও আমার প্রাণ অস্থির হয়, যেন "পলাইতে পারিলেই বাঁচি" বলিয়া বোধ হয়। তাই আমি বাড়ীতে অধিকক্ষণ না থাকিয়া বেশ্যাবাড়ীতেই থাকি। বাড়ীতে কেবল বেলা ৯টার সময় গিয়া স্নানাহার করিয়া ১০টার সময় আবার পুনরাগমন করি। বাড়ীর সহিত আমার এই একঘণ্টার সম্পর্ক। সুতরাং এই এক ঘণ্টার মধ্যে কোন কোন দিন দাদার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কোন কোন দিন এই এক ঘণ্টার জন্যও আমার বাড়ী যাওয়া হয় না, কেননা যেদিন রাত্রিতে কিছু অতিরিক্তমাত্রায় মদ খাই, তৎপরদিন বেলা ৯টার সময়ও নেশা ছুটে না; সুতরাং বাড়ী যাওয়াও হয় না। আমি যে বেশ্যাবাড়ীতে দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করি, দাদা তাহা বহুদিন হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তজ্জন্য তিনি মনের কষ্ট মনেই লুকাইয়া রাখিয়া আমাকে কখনও কিছু বলেন নাই। পরিশেষে ঘটনাক্রমে একদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আমি বেশ্যালয়ে মদ খাইয়া বিহ্বল হইয়া থাকি বা মাতলামি করি এবং সেইজন্য কোন কোন দিন এক ঘণ্টার জন্যও বাড়ীতে আহার করিতে যাই না। যে দিন এই কথা শুনিলেন, সেই দিন হইতেই বোধকরি তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে; তাঁহার মনের ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত ১লা মার্চ্চ বা ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, সেই ভীষণ দিন; সেই দিন আমি বাড়ীতে আহার করিতে যাই নাই। সেই দিনই তিনি আমার মদ খাওয়ার কথা প্রথমে জানিয়াছিলেন। তৎপরদিন আমি বাড়ীতে গেলেই দাদা আমাকে উপরের ঘরে ডাকিয়া বলিলেন; "নিশিকান্ত, তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার গুরু; আমি তোমার কাছে যথেষ্ট শিক্ষা

ও যথেষ্ট উপকার লাভ করিলাম। কিন্তু আমি তোমার পরম শত্রু! আমিই তোমাকে নরকে ফেলিয়াছি। হায়! কি মোহ! এখনও আমি প্রাণপণযত্নে টাকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত রহিয়াছি! এখনও তোমাকে নরকের নিম্নতম তলে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছি! আমি তোমাকে সুখী করিবার জন্য যতই প্রাণপণ যত্নে টাকা উপার্জ্জন করিতেছি, তুমি ততই নরকে নিমগ্ন হইতেছ! হায় হায়! আমি তোমার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! কিন্তু তোমা দ্বারা আমি বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিলাম। আমার সন্তান হইবে বলিয়া মা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়াছেন, কত আমোদ-উৎসব ও দান করিবেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না যে, সেই আশার মাণিক হয় ত শেষে নিশিকান্তেরই মত হইবে! সে চব্বিশ ঘণ্টাই রাঁড়ের বাড়ী থাকিয়া মদ খাইবে!! যাহা হউক্‌, তোমা দ্বারা আমার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। সংসার যে কিরূপ বস্তু তাহা আমি তোমার নিকটই ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম। ফলতঃ এতদিন এত শাস্ত্রপাঠ করিয়াও আমার চৈতন্য জন্মে নাই, কিন্তু তোমাদ্বারাই আমার চৈতন্য লাভ হইল।”

এই মর্ম্মভেদী বাক্যগুলি বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাদা যেন মনের চিরসঞ্চিত বিষাদ, ক্ষোভ, দুঃখ সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ; এবং সংসারের আশা-ভরসা মায়া মমতা সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া উদাসীন সন্ন্যাসীর অপেক্ষাও উদাসীন হইলেন। আমি দাদার কথা শুনিয়া আর কি বলিব ? একটু কপট কান্না কাঁদিলাম। তখনও আমার ভালরূপে নেশা ছুটে নাই।

যাহা হউক, আমার এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমারই রীতি-চরিত্রের জন্য—বিশেষতঃ আমি মদ্যপায়ী হইয়াছি তাহা জানিতে পারিয়াই—সংসারের প্রতি দাদার অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিয়াছে। ফলতঃ আমারই জন্য তিনি দয়া-মায়া-স্নেহ-শোক সকলই ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সেই জন্যই তিনি আমাকে “শিক্ষক” ও “গুরু” বলিয়াছেন। আমি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার অবাধ্য

হইয়া—তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া—তাঁহার অন্তঃকরণে চিরদিন ধরিয়া নিয়ত আঘাত করিয়া আসিয়াছি; একদিনের জন্যও আমি সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করি নাই; তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, আমাকে শিক্ষিত ও সভ্য করিবার জন্য কত যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আমি প্রতিনিয়তই স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া আসিয়াছি; ক্রমাগত আঘাতে এখন যেন তাঁহার হৃদয়ে "কাল-শিরা" পড়িয়া গিয়াছে! যেন প্রতিনিয়ত আঘাত সহ্য করিয়া শেষে সেই হৃদয় "পাষাণ" হইয়া পড়িয়াছে! সেইজন্যই বোধকরি এখন দাদার হৃদয় এত কঠোর ও এত নিষ্ঠুর হইয়াছে। তিনি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতেও যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এখন দেখি, যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদেই তদ্রূপ আহ্লাদিত হন! "সে মরেছে! আহা, বেশ বেশ! বড় ভালই হয়েছে!" আবার কেবল আহ্লাদ নহে; পুত্রের মৃত্যুর পরে যেন তাঁহার হাস্য-পরিহাস-প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে! তাঁহার এই পরিহাস-প্রবৃত্তির একটু পরিচয় দিতেছি শুন;—

আমাদের বাটীর একটী বিড়ালের বাচ্চা ছাদের উপর হইতে পড়িয়া যাওয়াতে তাহার নাক কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু মরে নাই। দাদার পুত্রটীর মৃত্যুর কয়েক দিবস পরে, শোকাচ্ছন্ন বড়বউ ও মাতার সাক্ষাতেই দাদা সেই বিড়ালটীকে কোলে লইয়া "ওরে আমার খাঁদা পুত পদ্মলোচন!" এই বলিয়া সোহাগ করিতে লাগিলেন! মা তাহা শুনিয়া দাদাকে তিরস্কার করিলে দাদা হীহী করিয়া হাঁসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হায় হায়! আমার খাঁদা পদ্মলোচন কখনও মদখেতে শিখিবে না! এ দুঃখ কি আমার সহ্য হয়!" মা তখন চুপ্ করিয়া রহিলেন।

অতএব ভাই, বুঝিয়া দেখ, আমার মদ খাওয়ার কথা শ্রবণাবধি দাদার অন্তরের কি বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! পূর্ব্বে তাঁহার দয়া মায়া-স্নেহ সকলই ছিল; সংসারেও বেশ আসক্তি ছিল; ধনোপার্জ্জনেও প্রাণপণ যত্ন ছিল; কিন্তু এখন সকলই গিয়াছে! এখন তাঁহার দয়া-মায়া-স্নেহ নাই, সংসারে আসক্তি নাই, ধনোপার্জ্জনেও বিশেষ চেষ্টা

নাই। চারিদিকে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহাতে যেন তাঁহার দৃষ্টিপাত করিবারও প্রবৃত্তি নাই।

শ। কিন্তু তোমার দাদার যে এখন দয়া-মায়া-স্নেহ একেবারেই নাই, তাও ঠিক্ বলিতে পারি না; কেননা দেখি, তিনি পাড়ার অন্যের ছেলে-মেয়েগুলিকে বড়ই ভালবাসেন; ছেলে-মেয়ে-গুলিও তাঁহাকে ভালবাসে। যাহা হউক্, তোমার দাদাকে চিনিয়া উঠা ভার; তিনি যথার্থ সৃষ্টিছাড়া রকমের লোক।

নি। দাদা পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলি কেন, পৃথিবীর সমস্ত ছেলে-মেয়েকেই ভালবাসেন। তাহার নিজের ছেলেটী হইয়া মরিলে পর, তাঁহার সেই ভালবাসার মাত্রা যেন একটু বাড়িয়াছে! মাতার মুখে তাঁহার এই ভালবাসার হেতু শুনিয়াছি। নিজের ছেলের মৃত্যুতে কিছু-মাত্র শোক-দুঃখ না করিয়া বরং আমোদ-আহ্লাদ করাতে এবং তৎপরে অন্যের ছেলে-পিলে লইয়া আদর করাতে মা দাদার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যখন তিরস্কার করেন, তখন দাদা বলেন, "যেমন ছেলে-বেলায় সকলে চক্‌চকে জোপুতুল লইয়া ছেলে-মেয়ে সাজাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, সেইরূপ অন্যের চক্‌চকে ছেলে-পিলে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করাই ভাল। নিজের ছেলেকে সর্ব্বদা যত্ন করিয়াও চক্‌চকে রাখা যায় না। কেননা নিজের ছেলের রোগ-ভোগই দেখিতে হয়, তজ্জন্য নিয়ত রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, ডাক্তার-কবিরাজ ডাকিয়া সর্ব্বদাই চিকিৎসা করাইতে হয়, আর ছেলের শত-সহস্র লক্ষ বিপদ্-আপদের আশঙ্কায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। কিন্তু অন্যের ছেলে-পিলে গুলি যখন চক্‌চকে থাকে, তখনই তাহাদিগকে আদর করা যায়, কিন্তু তাহারা পীড়িত হইলে বা বিপদে পড়িলে বা মরিয়া গেলেও কোন উদ্বেগ বা অশান্তি ভোগ করিবার যেন অবকাশও পাওয়া যায় না; অতএব অন্য... যে সন্তান-স্নেহ স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, অন্যের

সন্তানগুলির প্রতি স্নেহ করিয়াই সেই স্নেহবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করাই ভাল। ফলতঃ নিজের ছেলের অপেক্ষা সর্ব্বসুখের নিহন্তা—ঘোর শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। বিশেষতঃ সেই ছেলে যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া মদ খাইতে শিখে, এবং তজ্জন্য সর্ব্ববিধ পাপাচরণ করে, তাহা হইলে পিতামাতার হৃদয়ে যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না।* মা যদি বলেন "এইরূপেই ত চারিযুগ সংসার চলিয়া আসিতেছে; সকলেই কি একরূপ হয়?" তখন দাদা বলেন "আমি নির্ব্বংশ হইলেও সংসার উৎসন্ন হইবে না; সৃষ্টিধ্বংসও হইবে না; চারিযুগ যেমন চলিয়া আসিয়াছে, সংসার তেমনই চলিবে। মাতাল বদমায়েস সন্তানে আমার প্রয়োজন নাই। মাতাল বদমায়েস সন্তান দ্বারা উর্দ্ধতন পুরুষেরাও নরকস্থ হন; অতএব বংশলোপ বরং ভাল, তথাপি নরকস্থ হওয়া ভাল নহে।"

শ। আচ্ছা, মদের প্রতি তোমার দাদার এত বিদ্বেষ হইল কেন? তুমি ত বহুদিন হইতেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিবিধ দুষ্কার্য্য করিতেছ, তাহাতে ত তোমার দাদা এত আন্তরিক বেদনা পান নাই, কিন্তু তোমার মদ খাওয়ার কথা শুনিয়াই তিনি এমন হইলেন কেন?

নি। আমি বেশ্যা পুষিলেও দাদার একটু আশা ছিল যে, আমি কালে সংসারী হইয়া সুখী হইতে পারিব। যেহেতু যৌবনকালে অনেকেই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় বেশ্যাসক্ত হয়; কিন্তু শেষে নানাবিধ রোগভোগ করিয়া কিংবা যৌবনের অন্তে রক্তের তেজ কমিলেই স্বতঃই বেশ্যাসক্তিও দূর হয়। অনেকেই যৌবনকালে বেশ্যালয়ে কালযাপন করিয়া শেষে স্ত্রী লইয়া ঘর করিয়াছে এবং সুখে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। দাদার মনে এই আশাটুকু ছিল বলিয়াই তিনি আমার বেশ্যাসক্তির জন্যও মনঃক্লেশে অধীর হন নাই; মনকে কোনওরূপে প্রবোধ দিয়া ধীরতা অবলম্বন করিয়াই ছিলেন।

কিন্তু যে দিন জানিলেন, আমি মদ খাইতেও সুপটু হইয়াছি, সেই দিন হইতেই তাঁহার ক্ষীণ আশাটুকুও ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে! কারণ তিনি জানেন, আমিও এখন বুঝিতেছি,—"মাতালের অধঃপতন অনিবার্য্য! মাতাল কখনও শেষ জীবনে সুখী হইতে পারে নাই, কখনও পারিবেও না। মাতালকে নিশ্চয়ই দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিতেই হইবে!" ফলতঃ যৌবনগতে আমাকে অবশ্যই বেশ্যাত্যাগ করিতে হইবে, অথবা বেশ্যাই আমাকে রুগ্ন ও মাতাল দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সে সময় স্ত্রীও আমাকে রুগ্ন ও মাতাল বলিয়া পরিত্যাগ করিবে! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করিবে! সে সময় আমাকে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমার এইরূপ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কথা মনে করিয়াই দাদা অস্থির বা অধীর হইয়াছেন। যিনি বাল্যাবধি সস্নেহে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কি সহজে দয়া-মায়া-স্নেহ ত্যাগ করিতে পারে? সে হৃদয় নিতান্ত দারুণ আঘাত পাইয়াই পাষাণ হইয়া থাকে।

ভাই, তুমি ত জান, আমরা পিতার শেষপক্ষের সন্তান; তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের সন্তানগুলি সমস্তই মাতাল, গাঁজাখোর ও বদমায়েস হইয়া সকলেই অশেষ দুরবস্থাপন্ন হইয়া মরিয়াছিল। ইহার কারণ কি, তাহাও বলিতেছি শুন,—ক্যারালকাতার সুপ্রসিদ্ধ * * * সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন পরমতান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অনাবৃষ্টি-কালেও, বৃষ্টি করিতে পারিতেন এবং হাতে হোম করিতেন। সেই মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ আমার পিতার গুরু ছিলেন। গুরুর আজ্ঞাক্রমেই তিনি তন্ত্রমতানুসারে অতি সংগোপনে মদ্যপান করিয়া ইষ্টদেবের সাধনা করিতেন। কিন্তু মদ্যপানের অভ্যাস কেহই অধিক দিন গোপন রাখিতে পারে না; বিশেষতঃ বাড়ীর পরিবারবর্গের মধ্যে তাহা কখনই গোপন থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের পিতার দৃষ্টান্তেই আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সকলেই একে একে মাতাল ও গাঁজাখোর হইয়া কেহ বা অকালে মরিয়া গেল, কেহ বা পাগল হইয়া পড়িল এবং শেষে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া মরিল। পিতা গুরুর অনুজ্ঞাক্রমেই

পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন ; নতুবা তিনি নির্ব্বংশ হইতেন। আমাদের পিতাও জীবনের শেষাবস্থায় বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন ; শুনিয়াছি, যেদিন আমার জন্ম হয়, সেদিন গৃহে তণ্ডুল ছিল না, অথচ ধাই একটাকা না পাইলে আমার নাড়ী কাটিবে না বলিয়া কায়দা করিয়া বসিয়া রহিল। বাবা চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়া একটী ভদ্রলোকের নিকট দুইটি টাকা পাইয়াছিলেন ; তাহারই একটী টাকা ধাইকে দিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট একটাকার তণ্ডুল আনিয়াছিলেন। ভিক্ষার্থে বাহির হইয়া তিনি সহজেই দুইটী টাকা এক ব্যক্তির নিকট পাওয়াতে, আমার নাম রাখিলেন "লক্ষ্মীকান্ত।" কিন্তু শেষাবস্থায় আমাদের পিতা মদ্যপান করা দূরে থাক্, মদের প্রতি তিনি অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। মদ্যকে সর্ব্বদা অভিশাপ দিতেন, আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের যত্নে যখন গ্রামে মদ্যপাননিবারিণী সভা হইয়াছিল, তখন আমাদের পিতাই সেই সভায় প্রধান বক্তা হইয়া নিজের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়া সকলকেই মদ্যপান করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি তামাক খাইতে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু আমরা পাছে তামাক খাইতে শিখি, সেইজন্য তিনি তামাক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; বাঁধা হুকাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই জন্যই দাদা ছেলেবেলা হইতেই মদের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া আছেন। আমি কিন্তু সম্প্রতি এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছি ; কারণ পিতার মৃত্যুকালে আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম। দাদাই পিতার ন্যায় আমাকে যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু আমিও আমাদের পূর্ব্বতন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মত কুপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়াতে দাদা জীবিত থাকিয়াও যেন মরিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ আমি মদ খাইতেও আরম্ভ করিয়াছি শুনিয়া তিনি যে কি হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের যে কিরূপ বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। মদের প্রতি তাঁহার যে এত বিদ্বেষ কেন, তাহার সমস্ত কারণগুলি এখন বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। একটা চলিত কথা আছে "যার মারে কুমীরে নিয়ে যায়, তার ঢেঁকি দেখিলেও ভয়

হয়।” সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুসারেও মদ্যপান করিয়া আমাদের পিতা সবংশে উৎসন্ন হইয়াছিলেন। দাদা পিতার মুখে শুনিয়া এবং পিতার দুরবস্থা দেখিয়া মদ্যপানের ফল বাল্যাবধিই বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। আমার পিতামহ গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন; আমার পিতাও যৌবনকালে তদ্রূপই ছিলেন; কিন্তু শেষাবস্থায় আমাদের পিতা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞাভাজন হইয়া অশেষ মনস্তাপ সহ্য করিয়াছিলেন। নিয়তিক্রমে বাল্যকালে দাদাকেও সেই মনস্তাপের ভাগী হইতে হইয়াছিল। দাদার অসাধারণ পিতৃভক্তি ছিল; পিতার অবস্থার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল; বাবাও দাদাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। পিতার পূর্ব্বপক্ষের অনেক সন্তান মরিয়াছিল, শুনিয়াছি তাহাদের অনেকের মৃত্যুতেও পিতার একবিন্দুও অশ্রুপাত হয় নাই; কিন্তু দাদা বাল্যকালে একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাবাকে পত্র দেন নাই, তাহাতে বাবা উন্মত্তের মত বিভ্রান্তচিত্তে কয়েকদিন অবিরত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন! পরে দাদা বাড়ী আসিলে বাবা বলিলেন, “তুমি পত্র দাও নাই কেন?” দাদা বলিলেন, “টিকিট কিনিতে পাই নাই।” বাবা তখন বলিলেন, “বেয়ারিং পত্র পাঠাইলে না কেন?” দাদা বলিলেন, “বেয়ারিং পত্রের মাসুল চারিটী পয়সা দিলে হয় ত তোমার একদিনের বাজার করাই হইবে না; হয় ত উপবাস করিয়াই থাকিতে হইবে, এই মনে করিয়াই বেয়ারিং পত্র দেই নাই।”

দাদার এই কথা শুনিয়া বাবার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; তিনি নীরব হইয়াই রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বাবার সেই অশ্রুপাত, সেই ক্ষোভ, সেই দীর্ঘনিশ্বাস, সেই প্রাণবিদারক স্নেহ স্মরণ করিয়া দাদা অদ্যাপি অস্থির হৃদয়ে অজস্র অশ্রুপাত করেন।

বাবা পরম শাক্ত ও পরম সাধক ছিলেন। তিনি যৌবনকালে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সহবাসে ছিলেন। তিনি গভীর

নিশীথে শ্মশানে বসিয়া জপ করিতেন। শেষজীবনে তিনি ভৈরবী রাগিণীতে কেবল গান করিতেন,—

"কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে,
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে।"

এই গান করিতে করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতে থাকিত। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তিরসের যেন অক্ষয় প্রস্রবণ ছিল। তিনি সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন "আমার পিতামাতাভগ্নী প্রভৃতি যেমন সুখে মরিয়াছিলেন, আমারও যেন তেমনই সুখে মৃত্যু হয়; আর আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই।" ফলতঃ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মৃত্যুবৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। অনেকেই যেন ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন! হায়! এমন পবিত্রবংশেও আমার মত হতভাগা কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়াছে! যাহা হউক্ ভাই শুন,—

বাবা দীর্ঘজীবী হইয়া প্রার্থিত পরম শান্তির সহিত মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা বা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি সজ্ঞানে কথা কহিতে কহিতে যেন সচ্ছন্দে আরামের সহিত প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি পিতৃশোক দাদার হৃদয়কে অদ্যাপি আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। "আমি যে এত কষ্ট পাইয়া এত অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, আমার স্নেহময় পিতা তাহা দেখিতে পাইলেন না, আমার উপার্জ্জিত অর্থে আমি পিতার একদিনের ক্লেশও নিবারণ করিতে পারিলাম না!" এইরূপ মনে করিয়াই দাদার শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি তজ্জন্য অনেক সময় বিহ্বল হইয়া অশ্রুপাত করেন! আবার বোধকরি যখন তিনি মনে করেন, "আমার প্রাণপণে উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার করিয়া আমার দুরাত্মা ভ্রাতা বেশ্যা-পোষণ করিতেছে! মদ খাইতেছে! তখনও হয় ত অন্তরের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বিরলে—নিবিড় অন্ধকারময় নিশীথ রাত্রিতেও অশ্রুপাত করিয়া থাকেন; কিন্তু সে অশ্রু আমি দেখিতে পাই না।

যাহা হউক্, আমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, মদ খাইতে

অভ্যাস করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। আমার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির জন্যই আমি দাদার অবাধ্য হইয়া নিয়ত কুসঙ্গে মিশিয়া মদ খাইতে শিখিয়াছি; এখন তাহার ফল কতক শুনিতেছি এবং কতক ভুগিয়াও দেখিতেছি। আগে যদি সব জানিতে ও শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে বোধকরি মদ স্পর্শ করিতেও আমার ইচ্ছা হইত না।

আমাদের বাড়ীতে হুঁকো-কল্‌কে-তামাক ছিল না; সুতরাং কোন আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসিলে প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে উহা আনা হইত। শিশুকালেই আমি একদিন দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটনাক্রমে তামাকের ধূমপান করিয়াছিলাম এবং তাহাতে আমার বমি হইলে সেই অবস্থাতেই দাদা আমাকে দুইটী চড় মারিয়াছিলেন; আমি সেই প্রহারে কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে মা দাদাকে অনেক তিরস্কার করেন। ফলতঃ তামাক খাওয়া অভ্যাস করিবার সময়ও কষ্ট পাইতে হয়; তামাকের ধূম পান করিলেই প্রথমে বমি হয়। মদ ত অতি তীব্র কটু ও দুর্গন্ধ; তাহাও খাইতে অভ্যাস করিবার সময় বড়ই কষ্ট হয়; কিন্তু শেষে এই তামাক ও মদ বড়ই শান্তিপ্রদ ও উপাদেয় বলিয়া বোধ জন্মে। অতএব যাহারা কষ্ট করিয়া তামাক মদ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস করে, তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুর্ভাগ্যই প্রবল বলিতে হইবে। লোকের পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপই যেন বলপূর্ব্বক পাপেই নিয়োজিত করে। যাহা হউক্, ভাই, আর অধিক কি বলিব, যদি পার, তবে মদ খাওয়া ত্যাগ কর।

শ। ভাই, তুমি প্রথমে কিরূপে মদ খাইতে শিখিলে ?

নি। মদ বেশ্যারই যেন সহচর। যাহারা বেশ্যাসক্ত হয়, তাহারাই প্রায় মদ খাইতে অভ্যাস করে। বেশ্যাবাড়ীই অনেক বদ্‌মায়েস চোরের সঙ্গে বন্ধুতা জন্মে। সেই সকল চোর বদ্‌মায়েসেরা সহজে আপনাদের মতলব হাসিল করিবে বলিয়া আমার মত "কাপ্তেন বাবুদিগকে" সর্ব্বদাই মদ খাইতে অনুরোধ করে; নানা প্রকারে মদের সুখ্যাতি

করে ; "মদ খাইলে রোগ থাকে না, মদ খাইলে বড়লোক হওয়া যায়, মদ খাইলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, মদ খাইলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।" ইত্যাদি প্রকারে তাহারা ক্রমাগত মন্ত্রণা দিয়া মদ খাওয়ায়। নিতান্ত না খাইলে শেষে জোর করিয়াও খাওয়াইয়া দেয়। গাঁট-কাটা চোর বদ্‌মায়েসেরা প্রথমে আপনারাই টাকা-পয়সা খরচ করিয়া মদ খাওয়াইয়া থাকে; শেষে মাতাল করিয়া—বেহুঁস করিয়া—পকেট-লুট করে! আমার প্রথমে মদ খাওয়ার এইরূপ বিস্তর কারণই জুটিয়াছিল। আমি প্রথমে বেশ্যালয়ে যাতায়াত করাতে প্রমেহ উপদংশ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম; তাহাতে নানাপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধ ও নানা-প্রকার সাল্‌সা প্রভৃতি খাইয়াছিলাম। আমার শরীরে ঔষধের সঙ্গে পারাও ঢুকিয়াছে; সেই জন্য সমস্ত দাঁতের গোড়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দাঁতের যন্ত্রণাতেও অনেক সময় ছট্‌ফট্‌ করি। কখন কখন গলা বেদনা হয়, তাহাতেও ছট্‌ফট্‌ করি এবং যেন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করি। ফলতঃ আমার শরীর ব্যাধি-মন্দির হওয়াতে অনেকে আমাকে নির্দ্দিষ্ট বেশ্যা পোষণ করিতে এবং নিয়মিতরূপে বা পরিমিত পরিমাণে মদ্যপান করিবার পরামর্শ দিয়াছিল; কিন্তু মদ খাইতে অভ্যাস করিতে করিতেই "পরিমিত" কথা সহজেই ভুলিয়া যাইতে হয় এবং সহজেই মাতাল হইয়া নিজের মাথা নিজেই খাইতে হয়। এইরূপেই আমি আমার মাথা খাইয়াছি; আর ভাই, কি পরিচয় দিব; এখন তুমি আর নিজের মাথা খাইও না; তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি। আমার যে সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়াছে। আমি এখন শেষ অনির্ব্বার্য্য ভীষণ নরকের প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ। আমি ত ভাই নিজের পয়সা খরচ করিয়া মদ খাই না, তোমরাই পয়সা খরচ করিয়া আমাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিয়া থাক, তাই মদ খাই, নতুবা আমার মদ খাওয়ার প্রয়োজন কি? তোমাদের মত বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই আমি মদ

খাই, নতুবা আমার কোন পুরুষেও কখনও মদ খায় নাই; বিশেষতঃ আমি জানি ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ খাওয়া বড়ই নিষেধ; তথাপি তোমার মত পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিশিতে হইলেই মদ খাওয়া দরকার হইয়া পড়ে। তুমি কি তবে আমাকে তোমার কাছে আসিতে নিষেধ করিতেছ?

নি। হাঁ ভাই, তুমি আমার এই বেশ্যার বাড়ীতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও না। আমিই মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব। কিন্তু তুমি এই নরকে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিও না।

শ। বেশ্যার প্রতিও তোমার এত বিদ্বেষ হইয়াছে? তোমার বেশ্যা ত ভদ্র-ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে, সে ত তোমাতেই একান্ত অনুরক্ত, তবে তাহার প্রতি তোমার এত দ্বেষ হইল কেন?

নি। আমি বেশ্যার প্রতি বিরক্ত হই নাই; কিন্তু বেশ্যালয় যে নরক, তাহা বুঝিয়াছি; কারণ যেখানে বেশ্যা, সেই খানেই মদ, আর যেখানে মদ সেই খানেই নরক। মদ বেশ্যার আনুষঙ্গিক বস্তু। বেশ্যালয়ে আসিলেই পাঁচজন বদমায়েসের সঙ্গে বন্ধুতা হয়, তাহারাই প্রথমে নিজের পয়সা খরচ করিয়া মদ খাইতে অনুরোধ করিয়া থাকে; কিন্তু শেষে সর্ব্বস্ব অপহরণেরই চেষ্টা করিয়া থাকে। এখন তুমি মনে করিতেছ বটে, যে পরে পয়সা খরচ করিয়া আমাকে মদ খাওয়াইতেছে, আমি কখনও নিজের পয়সা খরচ করিয়া মদ খাইব না। কিন্তু ক্রমে যখন তোমার মদ খাওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িবে, তখন নিজের পয়সা ব্যয় করিয়াই মদ খাইতে বাধ্য হইবে। তখন আর ছেলে মেয়ে স্ত্রী মা ভগ্নী খাইতে পাইল কি না, তৎপ্রতিও তোমার দৃষ্টি থাকিবে না; ক্রমে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে, সবই মদ খাইয়া উড়া-

ইবে এবং বদমায়েসদিগের সঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বস্ব হারাইবে। আমিও প্রথমে নিজের পয়সা খরচ করিয়া মদ খাইতাম না; আমি একটী পয়সাও অতি সাবধানে ব্যয় করিয়া থাকি; কিন্তু মদ খাইবার পরে নেশা ছুটিয়া গেলেই দেখি, আমার পকেটের টাকা-পয়সা-নোট হারাইয়া গিয়াছে! চুরি গিয়াছে, একথা কেমন করিয়া বলিব? বলিলে আমার বেশ্যাই আমাকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিবে! সেদিন আমার পকেট হইতে তেরটী টাকা এবং চারিশত টাকার তিন খানা হ্যাণ্ডনোট হারাইয়া গিয়াছে! টাকা কয়টী অবশ্য ভদ্রসন্তানগণের উপকারে লাগিবে, কিন্তু হ্যাণ্ডনোট কয়খানি কোনও উপকারেই লাগিবে না; তথাপি পাছে চোর বদনাম দেই বলিয়া ভদ্রসন্তানেরা সে কয়খানি হ্যাণ্ডনোটও বোধ করি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ত ভাই মদ খাওয়ার পরিণাম দেখিতেছি, শুনিতেছি এবং ভুগিতেছি; তাই বলিতেছি, তুমি ভাই এই নরকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও না। আমি আঁটকুড়ো নির্ব্বংশ, আমার অদৃষ্টের ফল আমি একাই ভোগ করিব; কিন্তু ভাই, তোমাকে ভালবাসি বলিয়া—তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে ভালবাসি বলিয়া—তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি মদ খাইয়া নিজে নরকে ডুবিও না এবং ছেলেপিলেগুলিকেও পথের কাঙাল করিয়া দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া মারিয়া ফেলিও না। তুমি এখন মদের দোষ ভাল বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু যখন তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তখনই তুমি বুঝিতে আরম্ভ করিবে।

শ। তোমার পিতার এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল বলিয়াই কি তুমি মনে কর জগৎ-শুদ্ধ সকল লোকেরই মদ খাইলে সর্ব্বনাশ হইবে? ভাই, মদ খায় না কে বল দেখি। যত বড় বড় লোক সকলেই ত মদ খায়। তাহাদের সকলেরই কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

নি। আমরা নিজে মাতাল ও বদমায়েস বলিয়া—আমরা বেশ্যা-

পায়ের কুকুর বলিয়া জগৎশুদ্ধ সকল লোককেই আমরা আমাদেরই মত মাতাল ও স্বেচ্ছাচারী ব্যভিচারী মনে করি; যেহেতু আমরা যাহা-দিগকেই দেখি, সকলেই প্রায় আমাদেরই তুল্য পাপাত্মা। ফলতঃ পাপাত্মাদিগের মধ্যেই আমাদের গতিবিধি ও আলাপ-পরিচয়; কিন্তু ভাই, জগতে অবশ্যই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও বিস্তর আছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা যে সকল মাতাল বদ্‌মায়েসকে বড়লোক বলিয়া জানি, বাস্তবিক তাহারা বড়লোক নহে, তাহারা আমাদেরই মত অন্ত্যজ বা ছোটলোক। ফলতঃ নিশ্চয় জানিও, মদ খাইয়া কেহ কখনও বড়লোক হয় না; বরং মদ খাইয়া অনেক বড়লোকই ছোটলোক হইয়া পড়িয়াছে।

শ। সে কি নিশি! তুমি কেমন কথা বলিতেছ! যত বড় বড় হাকিম, যত বড় বড় উকীল-ব্যারিষ্টার, যত বড় বড় ডাক্তার, যত বড় বড় কবি, সকলেই ত মদ খাইয়াই বড়লোক হইয়াছে; মদ খাইয়া কে কোথায় ছোটলোক হইয়াছে তাহা ত শুনি নাই।

নি। আধুনিক বড় বড় কবি আর বড় বড় কপি একই কথা বটে; এলোমেলো কতকগুলা লিখিলেই এখন "মহাকবি" "স্বর্গীয় কবি" বলিয়া একটা ধী ধী শব্দ পড়ে বটে; মাতাল না হইয়াও কেহ এলো-মেলো যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিতে পারে না; সুতরাং কবিও মাতাল, গুলিখোর, গাঁজাখোর প্রভৃতির সমপদস্থ বটে; অর্থাৎ আধুনিক বড় বড় কপিরা বড় বড় মাতাল ও ব্যভিচারী বটে; কিন্তু সমস্ত হাকিম, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারই যে মাতাল ও বদ্‌মায়েস, তাহা বলিতে পার না। হাইকোর্টের জজ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কি মাতাল বদ্‌মায়েস্? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি মাতাল বদ্‌মায়েস্? ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু কি মাতাল বদ্‌মায়েস্? আর অধিক নাম করিবার প্রয়োজন নাই; ফলতঃ জানিও, বড় লোক মাত্রেই মদ খায় না। তবে একথা যথার্থ বটে যে, অনেক বড়লোক মদ খাইয়াই

ছোট লোক হইয়া গিয়াছে এবং অসহ্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছে। আমরা বেশ্যালয়ে কেবল দিব্যকান্তি-কলেবর নব্য যুবক মাতালদিগকেই দেখি, কিন্তু যে সকল মাতাল রোগে পড়িয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া অসহ্য নরকানলে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, নিয়ত রক্তবমন ও বিষ্ঠাবমন করিতেছে, ভীষণ বিকট চীৎকারে নিশীথকালের নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে ত আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে যাইও না। সেই জন্যই এই সকল নব্য দিব্যকান্তি যুবা মাতালদিগকে দেখিলেই মনে করি, মদ খাইলেই এইরূপ দিব্যকান্তি হয়! কিন্তু মদ খাইলে পরিণামে যে কি ঘোর দুর্গতি ও নরকভোগ হইয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিও না, 'দেখিবার চেষ্টাও করি না।' ভাই, সে দিন আমাদের সুবলচন্দ্রের মুখে শুনিলাম, হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল মদ খাইতে আরম্ভ করিলেই ক্রমাগত দিন কতক এত মদ খাইয়া থাকেন যে, ক্রমাগত ছয় মাস শয্যাগত হইয়া রোগযন্ত্রণা ভোগ ও বিষ্ঠাবমন করিয়া থাকেন! পরে বহু চিকিৎসা করাইয়া—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এবং সহস্রবার বাপান্ত দিব্বি করিয়া মদ পরিত্যাগের শপথ করিয়া কোনরূপে আরোগ্যলাভ করেন, এবং আবার ছয় মাস হাইকোর্টে ও পুলিশকোর্টে ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন; কিন্তু ছয় মাস পরেই পূর্ব্বকথা সব ভুলিয়া গিয়া আবার মদ খাইতে আরম্ভ করেন এবং আবার পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দশা ভোগ করেন! এইরূপে উক্ত উকীল বাবু সুরা রাক্ষসীর অধীনে ছয় মাস মরিয়া থাকেন এবং ছয় মাস জিয়ন্ত হন। ছেলেবেলা যে রাক্ষসীদের মরণকাটী জিওনকাটীর গল্প শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত্যক্ষ সুরা-রাক্ষসীর প্রত্যক্ষ মরণকাটী জিওন-কাটীর প্রমাণ পাইতেছি। শুনিয়াছি, পৃথিবীর মেরুদেশে ক্রমাগত ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন হয়; তাহা যত প্রত্যয়যোগ্য হউক্ বা না হউক্, আমাদের কলিকাতার বারণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে উক্ত উকীল বাবুর গৃহে যে ক্রমাগত ছয়মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি! প্রবীণগণের মুখে বিষ্ঠা ও কৃমিময় নরকের বর্ণনা শুনিতাম, কিন্তু তাহাতে প্রত্যয় করিতাম না, কিন্তু মাতালের

মুখে বিষ্ঠাবমন ও রক্তবমন দেখিয়া সেই নরক প্রত্যক্ষ বুঝিতেছি। মদ্যপায়ী ব্যভিচারী পাপাত্মারা যে নিয়ত অশেষ নরকের অগ্নিতে পুড়িয়া থাকে, তাহাতে আর এখন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার পুস্তকপাঠের প্রবৃত্তি না থাকিলেও একটা লাইব্রারি আছে বলিয়া আমি কথন কথন দুই একখানা পুস্তক পড়িয়া থাকি। হঠাৎ একদিন হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনচরিতখানি আমার হাতে পড়াতে আমি সেখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, এত বড় একটা দিগ্গজ লোকও মদ খাইয়া শেষে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছিল! মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতখানিও হঠাৎ হাতে আসাতে পড়িয়া দেখিলাম, এই "মহাকবি" বা "স্বর্গীয় কবিও" মদ খাইয়া শেষে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নরকে গমন করিয়াছেন! যদি মদ্যপায়ী সমস্ত বড় বড় কপি, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, প্রভৃতির জীবনচরিত প্রকাশিত হয়, যদি তাহাদের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা যথার্থরূপে লিখিত হয়, তাহা হইলেই সকলে মদ খাওয়ার পরিণাম ভালরূপে বুঝিতে পারে। অতএব ভাই, তুমি যাহাদিগকে বড় বড় লোক বলিয়া জান, তাহাদের মধ্যে যাহারা মদ্যপায়ী, তাহাদিগকে বিষ্ঠাভোজী বড় বড় শূয়ার অপেক্ষাও অধিক ঘৃণার্হ বলিয়া জানিও।

শ। জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু যে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী নহেন, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? জজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আমি বিশেষ জানি না, ডাক্তার সরকারের কথাও ভাল জানি না, কিন্তু ব্যারিষ্টার-প্রবর আনন্দমোহন যে চিরকাল বিলাতে থাকিয়া কখনও মদমাংসের শ্রাদ্ধ করেন নাই, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ম্লেচ্ছদেশে যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন, কেননা

তথায় গেলেই মদমাংস প্রভৃতি খাইতে হয়। সাহেবদের দেশে গিয়া যে মদমাংস না খায়, তাহাকে সাহেবেরা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার এদেশীয় পণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছদেশগামী মহাপণ্ডিতকেও মহামূর্খ পাষণ্ড বর্ব্বর বলিয়াই বোধ করেন; সাহেবদের দেশে গিয়া আনন্দমোহন কত শত সভা ও ডিনারপার্টিতে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই সকল সভাতে বা পার্টিতে প্রথমেই মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই মহারাণীর হেল্‌থ্ পান করিবার জন্য মদ্যপান করিতে হয়, তৎপরে আরও দশ পনরটা নামের উল্লেখ করিয়া হেল্‌থ পান করা আবশ্যক। অনন্তর বাছুরের মাংস, গোরুর মাথা, শূকরের ঠ্যাং, আস্ত মুরগি, ষাঁড়ের জিভ, প্রভৃতি খাদ্যে উদরপূর্ত্তি করিতে হয়; তদনন্তর বক্তৃতা করিবার জন্য ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিতে হয় এবং তজ্জন্য গলা শুকাইলেই মদ্যপান করিতে হয়। এই ত বিলাতী সভ্যতার রীতিনীতি। শুনিয়াছি ইহারই নাম বিলাতী রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি! অতএব ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু যে নিরামিষভোজী ভাট্‌পাড়ার ভট্টাচার্য্য, তা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

নি। সত্যবাদী ভাল ভাল ব্রাহ্মেরা বলেন, আনন্দমোহন নিরামিষভোজী। তিনি বিলাতে জলপান করিয়াই হেল্‌থ্ পান করেন। যাহা হউক্, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তোমাকে বলিতে পারি না, যে আনন্দমোহন মদমাংস খান না। অথবা তিনি যথার্থ বড়লোক কি না, তাহাও আমি ঠিক্ বলিতে পারি না; কে যে সভ্য এবং কে যে বর্ব্বর,

তাহাও আমি ঠিক্ জানি না; তবে যেরূপ বাজার-গুজব, সাধারণতঃ বহুলোকের যেরূপ মত, আমি তদনুসারেই জানি, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি এক একটী সুসভ্য বড়লোক। যাহা হউক্, রোগশয্যায় পড়িলে বা মৃত্যুর সময় মৃত্যুশয্যায় পড়িলে তবে লোকের পাপপুণ্যের বিষয় ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় এবং কে যে যথার্থ সভ্য ও কে বা যথার্থ অসভ্য, তাহাও ঠিক্ জানা যায়; অতএব তোমার শুনিবার প্রয়োজন কি? কিছুদিন পরে দেখিতেই পাইবে।

শ। হাঁ, তোমার একথা ঠিক্ বটে; "জপ কর আর তপ কর ভাই, মর্‌তে জান্‌লে হয়।" একথা ঠিক্ কথা। যিনি সুখে মরিতে জানেন, যিনি জীবনে কখনও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ না করেন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানী; আর যাহারা মরিবার সময় বিস্তর ক্লেশ পায়, যাহারা জীবনে শতসহস্রবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারা প্রকৃতই পাপাত্মা ও যথার্থ বর্ব্বর। যাহা হউক্, তুমি অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুবৃত্তান্ত কিরূপ পড়িয়াছ, শুনিতে ইচ্ছা করি।

নি। আমি দ্বারকানাথের জীবন-চরিত পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনাইতেছি; *

"পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায়, দ্বারকানাথের সৌভাগ্য এক্ষণে দীপ্তিদান করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যে দ্বারকানাথকে কালের কুটিল গতিতে, "কি করিব কি হইবে" ভাবিয়া অস্থির হইতে হইয়াছিল, একদিন যে দ্বারকানাথকে কয়েক টাকা

---

* শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী হইতে পঠিত।

বেতনের দাসত্বের অনুসন্ধানে যাইয়া একজন সামান্য দারোয়ানের নিকট অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, কালের বিচিত্র গতিতে আজ ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি—ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, লর্ড মেয়ো এবং নর্থব্রুক আবার সেই দ্বারকানাথকে, বন্ধুভাবে সসম্মানে হস্ত ধারণ করিয়া পার্শ্বে বসাইতেছেন। আবার, কালের অনন্ত লীলায়, দেখিতে দেখিতে সেই দ্বারকানাথ, কালসাগরে কোথায় লুকাইবেন, কেহ বলিতে পারে না। প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব যেরূপ অল্পে আলোক দানের পর, মধ্যাহ্নে যেরূপ উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক প্রদীপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে একেবারে অন্তর্হিত হন, দ্বারকানাথও সেইরূপ বাল্যকাল হইতে অল্পে অল্পে বিকাশিত হইয়া, এক্ষণে নিজ প্রভায় বঙ্গভূমিকে সমুজ্জ্বল করিয়া পুনরায় অস্তগামী হইবার সীমায় আসিয়া পড়িয়াছেন। দ্বারকানাথ সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক সুখে বঙ্গবাসীর দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া পরম আনন্দে আছেন—কিন্তু দিন ফুরাইয়া আসিল। সকলের অগোচরে কাল অলক্ষিতভাবে আসিয়া দ্বারকানাথকে সকল সুখ হইতে ছিন্ন করিয়া হরণ করিতে উদ্যত হইল।

১৮৭৩ সালের শারদীয় পূজার অবকাশ ফুরাইয়াছে। শীতাগমে সকলে সবল সুস্থ শরীরে পুনরায় নিজ নিজ কার্য্যে প্রফুল্ল মনে মনোনিবেশ করিল। হাইকোর্টের ছুটি শেষ হওয়ায়, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলে, পুনরায় একত্রে সম্মিলিত হইয়া বন্ধুগণ পরস্পর পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করিয়া নব উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বারকানাথ এবার পূজাবকাশে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিয়া সহযোগী বিচারপতির সহিত পুনরায় বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। আজ সকলের প্রফুল্ল মুখ। কাহার ভাগ্যে কবে কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। দ্বারকানাথ জানিতেন না যে, তিনি জন্মের মত এই শেষ বিচারাসনে বসিলেন, আর একদিন পরে এ জগতে তাঁহাকে আর এ আসনে বসিতে হইবে না; তাহা হইলে আজ তাঁহার মুখ কখন প্রফুল্ল দেখা যাইত না। * * * * হঠাৎ কাসিতে কাসিতে মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইল; দ্বারকানাথ

বুঝিলেন, তিনি বিষম সঙ্কটাপন্ন পীড়ার হস্তে পড়িয়াছেন। যাহার আক্রমণে মানুষকে একেবারে জীবনাশা পরিত্যাগ করিতে হয়, তিনি সেই দারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। সভয়ে পর দিবস তিন মাসের ছুটি লইলেন।

পূজার বন্ধের কিছুপূর্ব্বে, প্রথমে ইহাঁর গলদেশে স্ফোটকের ন্যায় এক প্রকার পীড়া হইতে আরম্ভ হয়, ইহাই রোগের সূত্রপাত। প্রথমে নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় সলোমন্স নামক একজন কাফ্রি ডাক্তরকে এলেন সাহেবের অনুরোধে চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি জগ্ স্যুপ এবং পাতি লেবুর রসের ব্যবস্থা করিয়া রোগকে আরও বাড়াইয়া তোলায় দ্বারকানাথ অবশেষে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। পরে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, এই সাংঘাতিক কান্সার পীড়ায় আক্রান্ত হন।

দ্বারকানাথের ন্যায় সবল, সুস্থকায়, সচ্চরিত্র ও সুবিবেকী যুবা পুরুষ, কেন এতাদৃশ কঠিন পীড়ায় অকালে প্রাণ হারাইলেন, তাহার কারণ অবধারণ করা বিশেষ আবশ্যক। মনুষ্য যত কেন সুবিবেকী ও বুদ্ধিমান হউক না, কোন না কোন বিষয়ে তাহার দুর্ব্বলতা থাকিবে। দুর্ব্বলতা মনুষ্যের অন্যতম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানুষ কখন পূর্ণ মাত্রায় বিবেকী ও সতর্ক হইয়া চলিতে পারে না। আহার সম্বন্ধে দ্বারকানাথ বড় অসাবধান ছিলেন, আর অধিক বলিব না। * দ্বারকানাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আমরা আর একটি গুরুতর কলঙ্ক রেখা দেখিতে পাই; উল্লেখ-যোগ্য না হইলেও এক্ষণকার নব্য যুবকদিগের উপকারার্থে তাহা বলিতে হইল,—দ্বারকানাথ সুরাপান করিতেন। কিন্তু বিচারপতি হইবার পর এই অভ্যাস এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

* দ্বারকানাথের কোন সম্পর্কীয় লোক বলেন, আহারাদি সম্বন্ধে দ্বারকানাথের প্রথমে কোন দোষ ছিল না, পরে তাঁহার কোন আত্মীয় ও জনৈক ব্রাহ্মণ পারিষদ্ আপনাদিগের স্বার্থ সাধনোদ্দেশে ইহাঁর প্রবৃত্তি ঐ দিকে উত্তেজিত করেন।

দ্বারকানাথ একক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, আহারাদি সম্বন্ধে হিন্দু মতানুযায়ী না চলিয়া বড় অকাজ করিয়াছেন; কিন্তু যে ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা সংশোধনের আর উপায় নাই। তবে রুগ্নাবস্থায় যতদূর সতর্ক হইয়া চলিতে পারা যায়, দ্বারকানাথ চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ইঁহার আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হিন্দুর ন্যায় হইল। এই সময়, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, গৃহে ধুপ ধুনার ধূমদান করিতেন।

দ্বারকানাথ এত দিনে বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুদিগের যাহা কিছু আচার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী, এতদিন এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এই জন্য ইহাঁর পজিটিভিষ্ট বন্ধু গেডিস্ সাহেবের নিকট এই কথা উত্থাপন করিয়া একদিন অনুতাপ করেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, "মনু আমাদিগের (হিন্দুদিগের) নিমিত্ত যে সকল বিধান করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মানুযায়ী চলিতে পারিলে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সকল প্রকার উন্নতি একসঙ্গে সাধিত হয়; তাঁহার আদেশ সকল বিজ্ঞান-সম্মত। এই সকল নিয়ম না মানিয়া চলায় এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। এ যাত্রা বাঁচিতে পারিলে জীবনকে নূতন পথে চালাইতে আরম্ভ করিব।" গেডিস্, এ সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, দ্বারকানাথ, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, বাবু রামদাস সেনকে নব্য হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলেন।

বড় দুঃখ দ্বারকানাথের এ আশা পূরিল না,—দ্বারকানাথ এ যাত্রা আর পরিত্রাণ পাইলেন না। যদি ইনি এই সঙ্কটাপন্ন রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশুদ্ধ হিন্দু আচারে চলিতে পাইতেন, তাহা হইলে ইহাঁর ন্যায় ক্ষমতাবান, সুশিক্ষিত বড় লোকের সদৃষ্টান্তে, অনেক আচারভ্রষ্ট ইংরাজীনবীশ হিন্দুসন্তানের বিলাতী-চাকচিক্য বিঘূর্ণিত মস্তক প্রকৃতিস্থ হইত। যে সকল হিন্দুসন্তান যথেচ্ছ পানাহারকে বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, দ্বারকানাথের এই অনুতাপ ও পরিণাম দৃষ্টেও যদি তাঁহাদের চৈতন্য না হয়, এই জন্য, এই সঙ্গে সেই বৃদ্ধ, বিজ্ঞ,

বহুদর্শী, ভারত-হিতৈষী পণ্ডিত ইংলণ্ডের বক্ষে বসিয়া ভারতবাসী ইংরাজী আচার ব্যবহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে অক্ষয় অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন, অনুবাদ না করিয়া অবিকল সেইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Take all what is good from Europe, only do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshipper of the same unknown God, whom all men ignorantly worship, and whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

আমরাও মোক্ষমূলরের সঙ্গে একবাক্যে বলি, বাপু! সাহেবদের যাহা কিছু ভাল আছে, স্বচ্ছন্দে তাহার অনুকরণ কর, কিন্তু সাহেব হইও না।

এই সঙ্গে আমরা অপর একজন সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞানহীন ভারতবাসী ইংরাজ, এদেশে ইংরাজী সভ্যতা বিস্তারের ফলাফল এবং আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে, দ্বারকানাথকে যে পত্র লিখেন, তাহারও কিয়দংশের উল্লেখ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, উভয় পত্রলেখকেরই মনের ভাব প্রায় একরূপ।

MR. LOBB'S LETTER ON HINDUISM.

"* * The old Brahminical ceremonials must have had a very salutary hygienic effect, and must have predisposed the subject in many ways. In loosening the old bonds, we are producing a general laxative effect, which although primarily intellectual and moral, re-acts with considerable force upon the physical organism. It is very strange that rise of cholera exactly Synchronizes with the establishment of European influences in this country; I believe there epidemics (cholera and epidemic ferver) too are quite common. You find very little disease among

tribes whose mental unity has not been disturbed. I sadly fear that the longer we (Europeans) govern this country, the worse the state of things will become. Hinduism ought not to be broken up prematurely,"

"দ্বারকানাথের রোগ-যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন দিন নিদ্রার অভাব হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ তাঁহার নিজ স্বভাব-সিদ্ধ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাপ্রভাবে রোগ-যন্ত্রণাকে যত অগ্রাহ্য করিয়া বাহ্য ও মানসিক সুস্থিরতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যন্ত্রণাও তত প্রবল বেগে ইহাঁর সহিষ্ণুতাকে পরাস্ত করিয়া ইহাঁকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। এই স্থলে বলা উচিত, দ্বারকানাথের চিকিৎসা কার্য্য আগাগোড়া বড় বিশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সে সকল আনুপূর্ব্বিক বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, অথচ সে সকল বিস্তৃত বিবরণ পাঠে কাহারও কোন উপকার নাই, এজন্য তাহা লিখিতে নিরস্ত হওয়া গেল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, একবার ডাক্তারি, একবার হোমিওপ্যাথিক, একবার কবিরাজী চিকিৎসায় রোগ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল।

এইরূপে, দুইমাস মধ্যে দ্বারকানাথের অবস্থা এতদূর মন্দ হইয়া দাঁড়াইল যে, ইহাঁর জীবনের আশা সকলকেই এক প্রকার বিসর্জ্জন দিতে হইল। দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, রোগও তত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় মুহুর্মুহু অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষ, মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে, রোগ-যন্ত্রণা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে, ইনি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার মাতাকে কতদূর ভাল বাসিতেন, এই অবস্থায় তাহার আর একটি পরিচয় দিব। একদিন দ্বারকানাথ এই প্রকার মৃতবৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, ইহার জননী ব্যস্তভাবে দেখিতে আসিতে কোমরে দারুণ আঘাত পান। দ্বারকানাথ চেতনা লাভের পর এই কথা শুনিতে পাইয়া মনের দুঃখাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে সস্নেহ কাতর কণ্ঠে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

"মা! আমাকে তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে আস্‌তে তোমার আঘাত লেগেছে," এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারকানাথের কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইল, তখন সেই সজল লোচনে, শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে দ্বারকানাথ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার দোয়ারিকে বাঁচাতে এসেচ, আমাকে একবার জন্মের মত আশীর্ব্বাদ কর।"

"পুত্রকে এইরূপ আকুল ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া স্নেহময়ী জননী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া পুত্রের পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই পাপভরা পৃথিবীতে যদি আজ পর্য্যন্ত কিছু পবিত্র থাকে, তবে সে এই স্নেহপূর্ণ অশ্রুজল; আর এ দৃশ্য হৃদয়বিদারক হইলেও মাতৃভক্তি ও সন্তানবাৎসল্যের উজ্জ্বল ছবি তাহার সন্দেহ নাই।

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। দ্বারকানাথের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে অধিকতর মন্দে দাঁড়াইতে লাগিল, কোনও প্রকার চিকিৎসায় ফল দর্শিল না। তাহার উপর, প্রথমেই বলা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মতের চিকিৎসায় আরো গোল বাঁধিয়া গেল। দ্বারকানাথ এত দিন বহু কষ্টে, আশায় ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন, এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ যাত্রা আর তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ বার জন্মভূমি দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকানাথের প্রাণ ব্যাকুল হইল, - ভবানীপুরের সুশোভিত রাজ অট্টালিকায় আর মায়া রহিল না, জন্মভূমির মায়ায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দ্বারকানাথ সকরুণভাবে, তাঁহার পরিজনবর্গকে, তাঁহাকে আগুন্সীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। "আর আমি বাঁচিবনা," "আর একবার আমাকে আমার সেই আগুনসীতে নিয়ে চল," "যেখানে আমি জন্মিয়াছি, সেই খানে আমি মরিব, অন্যত্র আমি সুখে মরিব বলিয়া বোধ হয় না।" দ্বারকানাথের এই সকল সকরুণ অনুরোধ কেহ এড়াইতে পারিল না। যদিও দ্বারকানাথের অবস্থা এখন খুব মন্দ, স্থান পরিবর্ত্তনের অনুপযোগী, তথাপি যাহার আর আশা নাই, তাহার আশা পূর্ণ না করা অপেক্ষা নিষ্ঠুরের কাজ আর কি হইতে পারে? ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা এগারটার

সময় দ্বারকানাথ জন্মের মত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন, কলিকাতার সহিত এ জন্মের মত দ্বারকানাথের সম্পর্ক ঘুচিল।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আবার অনেক দিনের পর, দ্বারকানাথ জন্মভূমিতে আসিয়া দেখা দিলেন। ইহাঁর দারুণ পীড়ার বার্ত্তা পূর্ব্বেই গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল; ইঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রামবাসিগণ ছুটিয়া আসিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে, আজ আবার তাহাকেই দেখিয়া তাহাদের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতের কি বিচিত্র গতি! যুবতীগণ গৃহের অন্তরাল হইতে দ্বারকানাথকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, বৃদ্ধাগণ দ্বারকানাথের অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, আর গ্রামের ভদ্রলোকগণ, যাঁহারা একদিন দ্বারকানাথকে দেখিয়া উৎসাহ, আনন্দ প্রকাশ ও ইহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন, আজ তাঁহারা দ্বারকানাথের অবস্থা দেখিয়া জগতের অনিত্যতার প্রতি অভিসম্পাত করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে গমন করিলেন।

দ্বারকানাথ পুনরায় জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া চতুর্দ্দিকে চিরপরিচিতদের দেখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক একবার ম্লান মৃদুহাসি হাসিলেন —এ হাসি আনন্দের নয়—হতাশের। বড় দুঃখে, মানুষ যখন বড় আশায় হতাশ হয়, যখন আর কোন দিকে কিছুমাত্র আলোক দেখিতে পায় না, তখনও মানুষ হাসিয়া থাকে, দ্বারকানাথ আজ জন্মের মত সেই হাসি হাসিলেন। দ্বারকানাথের শিরায় শিরায় বেগে রক্তপ্রবাহ ছুটিল; পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ করিয়া দ্বারকানাথ একে একে গ্রামস্থ প্রতিবাসী, মাঠ, ঘাট, বৃক্ষাদি জন্মের মত সাধ মিটাইয়া দেখিতে দেখিতে গৃহে গমন করিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গে সেই বাল্যকাল, সেই খেলা ধূলা, পিতার মৃত্যু, কষ্ট প্রভৃতি পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতি সকল মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল; হয়ত আর দুই দিন পরে এ সকল কিছুই দেখিতে পাইবেন না, দেখা দূরে থাকুক, আর ইহাদের বিষয় ভাবিবারও অবকাশ পাইবেন না, পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিবে।

দ্বারকানাথ আগুনসাতে পঁহুছিয়া পীড়ার অনেক উপশম বোধ করিলেন, কিন্তু শরীর দিন দিন দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। পাছে মায়ের মনে কষ্ট হয়, এই জন্য দ্বারকানাথ অন্তরের অবস্থা গোপন রাখিয়া, বাহিরে স্বচ্ছন্দ ভাব দেখাইতে লাগিলেন ; অনেক কষ্টে, ধৈর্য্য সহকারে দ্বারকানাথ এই নীরোগিতার ভাণ করিতেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে দ্বারকানাথের সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে বাসনা হইল ; দুই ঘণ্টা ধরিয়া, এক মনে ও ভক্তি সহকারে সঙ্কীর্ত্তন শুনিলেন। দ্বারকানাথের পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মে বড় আস্থা ছিল না, বোধ হয় অন্তিমে সে অনাস্থা দূর হইয়াছিল। দ্বারকানাথ পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভাল আছেন।

আজ দ্বারকানাথের শেষ দিন। আজ দ্বারকানাথ বেশ ভাল আছেন বলিয়া মৃদু মন্দ গতিতে পাদচারণ করিয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে প্রভাত সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী আত্মীয় স্বজন ও পরিজনবর্গ, স্থান পরিবর্ত্তনের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তনে কিছু আশ্বস্ত হইয়াছিল, আজ প্রাতে দ্বারকানাথকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া তাহারা আরো আনন্দ লাভ করিল। সর্ব্বাপেক্ষা দ্বারকানাথের স্নেহময়ী জননী ইহাতে যার পর নাই হর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে। প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে,—রোগী মৃত্যুর পূর্ব্বে সুস্থতা বোধ করিয়া থাকে ; দ্বারকানাথের আজ সেই ভাব দাঁড়াইয়াছিল। বিশেষতঃ স্থান পরিবর্ত্তনে ও মনোমত স্থানে আগমন করায়, মনে সহসা যে একটু আনন্দ উৎসাহ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই এই কয়েক দিন দ্বারকানাথকে কথঞ্চিৎ সুস্থের ন্যায় দেখাইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব আর কয় দিন থাকিবে ? দ্বারকানাথ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৈকালে, দিবা চারি ঘটিকার সময়, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া বঙ্গভূমিকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া বঙ্গের অমূল্য রত্ন—বঙ্গবাসীর গৌরবের ধন, মহাত্মা জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক হইতে পলায়ন করিলেন ; আর কি লিখিব ;—সব ফুরাইল !

* * * * * *

১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১৪ই ফাল্গুন বুধবার, দ্বারকানাথ বৃদ্ধা জননী, সপ্তদশ বর্ষীয়া পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া উনচল্লিশ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। কয়েক মাস ধরিয়া দ্বারকানাথ যেরূপ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে কেহই মনে করে নাই যে, ইনি এরূপ শান্তিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারিবেন।”

শুনিলে ভাই, মদ্যমাংসাদি অখাদ্যভোজী ধর্ম্মভ্রষ্ট কুলাঙ্গারের মৃত্যু-যন্ত্রণার বিবরণ শুনিলে! তথাপি গোঁড়া জীবন-চরিতলেখক শেষে লিখিয়াছেন “কয়েক মাস ধরিয়া দ্বারকানাথ যেরূপ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে কেহই মনে করে নাই যে, ইনি এরূপ শান্তিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারিবেন।”

ফলতঃ খাবি খাইবার সময়ও তিনি যে “মাগো! বাবাগো! গেলাম গো!” করিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই, চিতায় উঠিয়াও তিনি যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া পলায়ন করেন নাই, ইহাতেই জীবনচরিত-লেখক মনে করিয়াছেন, তিনি শান্তিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

দ্বারকানাথ একটা ইংরাজের মত ইংরাজীবিদ্যায় দক্ষ হইয়াছিলেন; একটা ইংরাজ ব্যারিষ্টারের মত অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; একটা ইংরাজ হাকিমের মত ইংরাজীতে রায় লিখিয়াছিলেন; এই ত দ্বারকানাথের বিদ্যা-ব্রহ্মাণ্ড বা গুণসর্ব্বস্ব! আর ত তাঁহার কোনও বিশেষ গুণ বা কীর্ত্তি দেখি না; কিন্তু অধুনা আর্য্যভূমির এতই অধোগতি ঘটিয়াছে, যে এই ম্লেচ্ছাচার, ম্লেচ্ছধর্ম্মী দ্বারকানাথই “বঙ্গের অমূল্য রত্ন! বঙ্গবাসীর গৌরবের ধন! মহাত্মা জষ্টিস্‌ দ্বারকানাথ মিত্র!” একটা দিগ্‌গজ বলিয়া—খুব একটা বড়লোক বলিয়া গণ্য! ধিক্‌ রে ভারত! ধিক্‌ রে বঙ্গভূমি! তুমি শীঘ্র রসাতলে যাও!!

অধুনা জজ মাজিষ্ট্রেট হইলেই সাধারণ লোকে বড়লোক মনে করে। বড়লোক হইবার ইচ্ছা অনেকের আছে; সুতরাং কে কেমন করিয়া বড়লোক হইল, ইহাও অনেকে জানিতে চায়; সেই জন্যই বড়লোকের জীবনচরিত প্রচার করিলে গ্রন্থকারের লাভ আছে। কিন্তু বড়লোককে

বড়লোক বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহই কেবল লাভের জন্যই জীবনচরিত লিখিয়া প্রচার করে না। অতএব জীবনচরিত প্রচারকেরা যে নায়কের নিতান্ত গোঁড়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবন-চরিত-লেখক সাধ্যানুসারে নায়ককে দেবতা করিতেই চেষ্টা পান। সেই জন্য নায়কের যৎসামান্য গুণকেও বাড়াইয়া অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত করেন এবং অনেক দোষকেও গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু নায়কের সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা সাধারণতঃ অনেকেই জানে এবং অনে-কেই শুনিয়াছে, তাহা অবশ্য গ্রন্থকার গোপন রাখিতে পারেন না; কিন্তু সেই দোষের কথা লিখিবার সময় যে গ্রন্থকারের মনে আন্তরিক ক্লেশ হয়, তাহাও কোনরূপে ব্যক্ত না করিয়া গোপন রাখিতে পারেন না; তাহাতেই গ্রন্থকারকে নায়কের নিতান্ত গোঁড়া বলিয়াই অবধারণ করা যায়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবন-চরিত-লেখক লিখিয়াছেন যে, একদিন জগন্নাথ গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় দুইজন গোরার পরস্পর বিবাদ ও গালি-গালাজ সমস্ত শুনিয়াছিলেন এবং আদালতে সাক্ষী হইয়া গিয়া সেই সমস্ত গালি-গালাজ ঠিক্ অবিকল পর্য্যায়ক্রমে বলিয়া-ছিলেন! দ্বারকানাথের জীবন-চরিত-লেখকও লিখিয়াছেন, দ্বারকানাথ শিশুকালে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পুরোহিতকে চণ্ডীপাঠ করিতে শুনিয়া সমগ্র চণ্ডী আদ্যোপান্ত অবিকল অন্তঃপুরে গিয়া মুখস্থ বলিয়াছিলেন! যাহারা এইরূপে নায়কের অস্বাভাবিক অসম্ভব গুণ বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহারা যে নায়কসম্বন্ধে অবশ্যই বিবেচনাবিহীন অন্ধ বা "গোঁড়া" তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ অন্ধ গোঁড়া জীবনীলেখকদিগেরও লেখনীনিঃসৃত শব্দাবলি হইতে আমরা দ্বারকানাথ, মধুসূদন দত্ত, প্রভৃতি পাপাচারপরায়ণ বড়লোকদিগের মৃত্যুযন্ত্রণা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। মদ্যমাংসমৈথুনরত পাপাত্মাদের মৃত্যুশয্যার প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও যথাযথ বর্ণনা করিয়া লোকশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই লোকের যথার্থ হিতসাধন করা হয়, নতুবা "নায়ক আমার সাতটা মহিষ একেবারে

গিলিয়াছিলেন!!" এরূপ শত সহস্র কথা লিখিলেও জীবনচরিত দ্বারা জগতের কিছুমাত্র উপকার হয় না।

পূর্ব্বকালে রূপক বর্ণনার প্রথা ছিল, সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ রূপকচ্ছলেই পাপাত্মাদের মৃত্যুশয্যার যন্ত্রণাগুলিই নানাবিধ নরক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন রূপকের কাল গত হইয়াছে, সুতরাং জীবন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াই নরক-যন্ত্রণা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাহা হউক্, তুমি এখন যথাসাধ্য অনুমান করিয়া দেখ, দ্বারকানাথ ক্রমাগত তিন মাস অন্তিম-শয্যায় পড়িয়া কিরূপ ভীষণ রৌরবানলে দগ্ধ হইয়া গোমাংস ও মুরগীর মাংস ভোজনের এবং মদ্যপানের পরিণাম ফল ভোগ করিয়াছিলেন! আর কি বলিব?

শ। ভাই, এখন মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত হইতে তাঁহার চরিত্রের শিক্ষাপ্রদ সারাংশ টুকু পড়িয়া শুনাও।

নি। হাঁ ভাই, আমিও তাহা তোমাকে শুনাইব মনে করিতেছিলাম; তবে শুন, উক্ত জীবনচরিতের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অংশ পড়িতেছি শুন; *—

"মধুসূদনের সাহিত্যগত জীবনের আলোচনায় আমরা অনেক কাল অবধি তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোনও প্রসঙ্গ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত হইতে পারে, তাহাতে এমন কোন নূতন ঘটনাও ছিল না। পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তিনি পুলিস আদালতে কার্য্য করিতে ছিলেন। রাজকার্য্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয়, এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইত। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর

---

* শ্রী যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এ প্রণীত কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত হইতে পঠিত।

গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালা ভাষায় একজন অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া তাঁহার নাম সকলেরই পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণত যে সকল সামগ্রী লইয়া মনুষ্য পারিবারিক জীবনে সুখী হয়, তাহার কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না; অথচ তিনি একদিনের জন্যও সুখী ছিলেন না। সুখ সাংসারিক কোনও সামগ্রীর উপর নির্ভর করে না, সুখ মনুষ্যের নিজের মনে ও আত্মসংযমে। কিন্তু মনকে কেমন করিয়া সংযত ও সুখী রাখিতে হয়, মধুসূদন তাহা জানিতেন না; সুতরাং ধন, যশ, পরিবারবর্গের স্নেহ, কিছুই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। বাহিরে লোকে দেখিত, তিনি বিলাসী, আমোদনিরত এবং উদ্বেগশূন্য; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিষম যন্ত্রণায়, ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইত। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি এই সময়কার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় * "আত্মবিলাপ" নামক যে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন; তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ অতৃপ্তি এবং অশান্তির মধ্যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। শান্তিদাতার উপর নির্ভর না করিয়া তিনি যে সাংসারিক সামগ্রীতে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। পার্থিব-প্রেম, যশ, অর্থ, কিছুই তাঁহাকে পরিতৃপ্তি দান করিতে পারিল না। প্রেমের কুসুমহার, নিগড়ের ন্যায় তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ করিল, মণি আহরণ করিতে যাইয়া বিষম বিষে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইল এবং যশোরূপ সুগন্ধ কুসুম আহরণ করিবার সময়, মাৎসর্য্যরূপ কীট, বিষদশন দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিল। নিজের জীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতা মধুসূদন তাঁহার আত্মবিলাপ কবিতায় অতি সুন্দররূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর শ্যামাপক্ষী নামক একটী কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন যে, বিহগের আর্ত্তনাদ, মনুষ্য অনেক সময় সঙ্গীত বলিয়া মনে করে। তাঁহার এই মর্ম্মভেদী বিলাপও আমরা সুমধুর কবিতা বলিয়া উপভোগ করি। আত্মবিলাপ কবিতাটী নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

* ১৮৬১ খৃঃ অঃ আশ্বিন মাস।

আত্মবিলাপ।

(১)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে ?
জীবনপ্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—একি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার ? জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে ;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে যে পরাণ কাঁদে।

(৫)

বাকি কি রাখিলি তুই, বৃথা অর্থ অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে !
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি ফল অনাহারে, অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু' জলতলে ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন ?
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে !"

কি গভীর যাতনায় মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইত, এই কবিতাই তাহার প্রমাণ।

"ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাল্যাবধি যে সকল কু-অভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে তাহা সংশোধিত না হইয়া, বরং আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল্ ; এক্ষণে তাহার বিষময় পরিণাম তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল : মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ নিমগ্ন করিবার জন্য, তিনি হয় কবিতার, না হয় মদিরার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এইরূপ ;—কিন্তু তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন, যে একদিন এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলে তাঁহার উত্তমর্ণ ও তাহাদিগের অনুচরগণ কোলাহল ও তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতেছে, আর উপরিতলে বসিয়া, মধুসূদন অব্যাহতচিত্তে দান্তের কবিতার অনুকরণ করিতেছেন ; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ! কিন্তু মধুসূদন এখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে আত্মবিস্মৃতির জন্য কবিতার অপেক্ষা আরও উত্তেজক সামগ্রীর আবশ্যক হইয়াছিল। কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের অবসাদ দূরীভূত হইত না ; তিনি মদিরায় তাহা

প্রশমিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। ঋণ-জনিত যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইত, তখন তিনি অবিশ্রান্ত মদিরা পান করিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এরূপে আত্মঘাতী হইতে দেখিলে, হৃদয়ে যে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মধুসূদন নিতান্ত জানিতেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন; কিন্তু আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় এবং মানসিক যন্ত্রণা হইতে আর নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই ভাবিয়াই তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুরাচ্ছলে বিষ পান করিতেন। য়ুরোপ-প্রবাসকাল হইতে বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মনোমোহন বাবু মধুসূদনকে এ অবস্থায় যথাসাধ্য সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, একদিন এই সময়ে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া অতি উগ্র অবিমিশ্র সুরা পান করিতেছেন! আমি নিকটে যাইয়া বলিলাম, "এ কি! আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন, তোমার কি তবে ইচ্ছা যে আমি নিজের কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করি?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "সে কি, আমি তাহা বলিব কেন?" মধুসূদন বলিলেন, "এই দ্বিপ্রহরের সময়, এরূপভাবে সুরাপানের পরিণাম যে কি তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু আমার আর উপায় নাই। কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহা, এরূপ সুরাপানের পরিণামও তাহাই ঘটিবে। তবে অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ইহাতে আপাততঃ ক্লেশ অল্প বলিয়া আমি অস্ত্রের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি।"

হতভাগ্য কবির শেষ জীবন কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, এই একটী মাত্র ঘটনা হইতে, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এরূপ অত্যাচার এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণাম, যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেইরূপ ঘটিল। অল্পদিনের মধ্যে নানাবিধ রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। রোগ এক প্রকারের নহে। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম

প্রভৃতি, নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিধাতা তাঁহাকে যে অনবদ্য স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন, নিজের অত্যাচারের ফলে, তিনি তাহা এইরূপে বিসর্জ্জন করিলেন। যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। একে অর্থাভাব, তাহার উপর পীড়ার যন্ত্রণা, মধুসূদন ধীরতার সহিত এ সকল যদিও সহ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার ঋণদাতাগণ, যে প্রতিপদে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ভীতি প্রদর্শন করিত, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর বোধ হইত। ঋণদায়ে কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষা, আত্মহত্যা করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। কবি-জীবন দুঃখময়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন শোচনীয় পরিণাম, বুঝি পৃথিবীর অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পীড়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল; এই সময় তিনিও অতি কঠিনরূপ পীড়িতা হইলেন। পতি-পত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুইটী অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং তাহার উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের উপর সংসার নির্ব্বাহ হইতেছিল, ক্রমশঃ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে, কয় জন ঋণ দান করিতে পারেন? অন্যের প্রদত্ত সাহায্যের উপরই বা কতদিন নির্ভর করা সম্ভব? গৃহসজ্জার সামগ্রী, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মধুসূদন দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমশ তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই অন্নাভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে মধ্যে মধ্যে অনাহারে দিনপাত করিতে হইত। সুস্থ থাকিলে, যে কোনরূপে হউক্, তিনি কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? সে অবস্থায় যাহা সম্ভব, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, তিনি তাহার ত্রুটী করেন নাই। বঙ্গরঙ্গ-

ভূমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষগণ এই সময় তাঁহাকে তাঁহাদিগের রঙ্গ-শালার জন্য, একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহা-দিগের প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায়, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও, তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন এক্ষণে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাঁর পক্ষে ধীর-তার সহিত গ্রন্থ রচনা আর সম্ভবপর ছিল না ; নিজের বিষাদময় জীব-নের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি রচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবনের ন্যায় মায়াকাননও মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে।

মধুসূদনের শেষ জীবনের বিবরণ সবিস্তর প্রদান করিতে আমা-দিগের ইচ্ছা হয় না! সে বিবরণ লেখক এবং পাঠক উভয়েরই পক্ষে ক্লেশকর। এক এক দিনের এক একটী ঘটনা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শান্তিতে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া থাকে। যে অবস্থায় তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল, তাহার এক দিনের একটী দৃশ্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। মধুসূদনের উত্তর পাড়ায় অবস্থান কালে গৌরদাস বাবু সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে যাই-তেন। একদিন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটী মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা, নিম্নে গৃহতলে পতিত হইয়া, রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাস বাবু হেনরিয়েটাকে মূর্চ্ছিতাপ্রায় দেখিয়া, তৎকালোচিত সাহায্য দানের জন্য, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

গৃহের এক দিকে এই দৃশ্য! অপর দিকে একটী পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটী কিয়ৎ-ক্ষণ পূর্ব্বে সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল, এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! এই কি মেঘনাদ বধের কবির উপযুক্ত অবস্থা! যিনি কল্পনা নয়নে লঙ্কা পুরীর ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা-

গুণে তাহা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে অবতারিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন সমাপন করিতে হইয়াছিল। আত্মকৃত কার্য্যের পরিপাক অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? মধুস্থদন স্বহস্তে বিষতরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইল।

উত্তর পাড়ায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া মধুস্থদন মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এখন আর সেরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়াছিলেন; কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দ্দকও আয়ের প্রত্যাশা ছিল না; তাঁহার পত্নীও কতক্ষণে পরলোক গমন করিবেন, এইরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবেন? সুতরাং মধুস্থদনের বন্ধুগণ, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া, তাঁহাকে আলিপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়. বঙ্গের নব্যকবিশিরোমণির ভাগ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ছিল। মধুস্থদনের বন্ধুগণ, বিশেষত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং মনোমোহন বাবু তাঁহার রোগ-শয্যায় সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি কোনরূপে মধুস্থদনকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন হইতে নিবারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশকেই একটা গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিতেন। বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যে রাজপথের ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচিত হইবে না। যাহা হউক উপায়ান্তরের অভাবে মধুস্থদন বাধ্য হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করিতে স্বীকার করিলেন। এতদিন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাহা চরম সীমায় উপনীত হইল।

নিজের সুখের জন্য তিনি যে জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণদ্বারা এতদিন পরে তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মনুষ্য যতই যন্ত্রণা ভোগ করুক, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলেও তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। কিন্তু আত্মীয় বন্ধুগণের মুখ দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার হতভাগিনী পত্নী যে মৃত্যুশয্যায় কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, মধুসূদনের পক্ষে তাহাও দর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন, আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এরূপ মানসিক যন্ত্রণা জীবনে তিনি আর কখনও ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগের মধ্যে যখন এক এক বার তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নী ও শিশু দুইটীর কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত। কখনও কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় অধীরভাবে ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার পত্নীর ও তাঁহার উভয়েরই পীড়া শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতিপত্নীর মধ্যে কে অগ্রে পরলোক গমন করিবেন, ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি বুঝি তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ;—তাই বিধাতা, তাঁহার শিক্ষার জন্য, শেষ দণ্ড বিধান করিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে, তাঁহার শেষ জীবনের সুখ দুঃখ-ভাগিনী, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরলোক গমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সম্বাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

তিনি কেবল কাতরস্বরে বলিলেন, "জগদীশ, আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমারও অধিক বিলম্ব নাই, আমিও সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।"

মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারও দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে; অধিক দিন এ অবস্থায় তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় এই বিপৎপাতে একেবারে নিষ্পেষিত হইল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান তাঁহার ছিলনা; বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হইল। হতভাগিনী পত্নীর সমাধির উপর শেষ অশ্রুপাত করিয়া যে তিনি শান্তিলাভ করিবেন, বিধাতা সে সৌভাগ্য হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

মন্মোহন বাবুর সঙ্গে বিদায়ের পর মধুসূদন তিন দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই যে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদার্ণ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসদাচারের পরিণাম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য,—নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি, তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন। "আমি সেই দয়াময়ের উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি; তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

সংসার কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নয়, মানবাত্মার শিক্ষাক্ষেত্র। কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ সম্পদে, কেহ বা বিপদে, শিক্ষা লাভ করেন। রোগ, শোক এবং দরিদ্রতার কশাঘাত প্রাপ্ত না হইলে, দুরন্ত মানব-সন্তানের চেতনা হয় না। যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত, বিশ্ব-বিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে উদ্বোধিত করেন। ভগবানের অবাধ্য সন্তান মধুসূদন, এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; তাই সেই ন্যায়বান প্রভু, স্বীয়

দয়াগুণে, মধুস্থদনের প্রতি অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, এই শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিলেন। আত্মকৃত কার্য্যের অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিয়া এবং যিনি ইহপরকালের প্রভু তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, মধুস্থদন যে পৃথিবীর শিক্ষাকার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের দুর্নীতির কথা আমাদিগের আর স্মরণ থাকে না।

যে দিন তিনি পরলোক গমন করেন, সেই প্রাতেই তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুস্থদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়া-ছিল, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন, জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলা হইল না; প্রাণের বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দান করিলেন না। সেই দিন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ সে জুন রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীগণ ব্যগ্র থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যার ত্রুটী হয়, এই চিন্তায় যাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিবার জন্য, কোন আত্মীয় নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্ষুক এবং অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এইরূপে পরলোক গমন করিলেন।"

শুনিলে ভাই শরৎ, মহাকবি মাইকেল কিরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া— কিরূপ ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছিলেন তাহা কি মনো-যোগ দিয়া শুনিলে? নব্য মহাকবির ভাগ্যে এমন দুর্দ্দশা ঘটিল কেন তাহা কি বুঝিলে? এ সংসারে কামপ্রবৃত্তি বা পশুপ্রবৃত্তিই মানুষকে পশু করিয়া নরকে নিক্ষেপ করে। মধুস্থদন যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখনই বিবি বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার মনে

প্রবল অভিলাষ জন্মে। নিজে কাফ্রির মত কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কিন্তু ইংরাজী পড়িয়া শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিবেন, এই তাঁহার কামনার চূড়ান্ত ছিল। তাঁহার মাতা-পিতা এক জমীদার-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলে তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা এ কাজ কেন করিলে? আমি ত বিবাহ করিব না।"* মাতা পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া জমীদার-কন্যার রূপগুণের অনেক ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু মধু বলিলেন, "মা' তুমি যতই বল, বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হইতে পারে না।"*

এখন বুঝিয়া দেখ, মধুসূদনের সাধনার লক্ষ্য কি ছিল? তিনি "অশিক্ষিতা, হীনচেতা হিন্দুমহিলার পরিবর্ত্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন-বিহারিণী, উন্নতমনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন।" * সেই জন্যই তিনি প্রাণপণ যত্নে ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি মদ-মাংস খাইতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কেবল শ্বেতাঙ্গিনীর সহবাস-বাসনাই তাঁহার সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে সুখলাভের আশা করিয়াছিলেন, সে আশা - সেই পাপ আশা—তাঁহাকে সুখদান করিতে পারে নাই! তাই মধুসূদন শেষে হতাশ হইয়া বিলাপ করিয়াছেন,—

"প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে; কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়!
না দেখিলি না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।"

শ্বেতাঙ্গিনীর সহবাস-বাসনায় অন্ধ হইয়া মধু-পতঙ্গ শেষে নরকানলে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন! ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। "মেয়ে-মানুষ"

---

* এই উদ্ধৃত বাক্যগুলি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মানকুমারীর লিখিত পত্র হইতে ...

যাহাদের সুখসাধনের লক্ষ্য হয়, তাহারাই পরিণামে এইরূপে নরকানলে দগ্ধ হইয়া থাকে।

ভাই শরৎ, মধুসূদনের ন্যায় আমিও মনে করিয়াছিলাম, "স্বাধীন-বিহারিণী" বেশ্যা লইয়া জগতের সমস্ত সুখটুকু লুটিব; সেই জন্যই বিবাহিত পত্নীর প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। দাদা এবং মা যাহাকে পছন্দ করিয়া আমার সহিত বিবাহ দিলেন, আমি তাহাকে পছন্দ করি নাই। সেই জন্যই আমি মধুকরের ন্যায় মধু লুটিতে নানা ফুলে বিহরণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রমেহ, মধুমেহ, উপদংশ প্রভৃতি রোগভোগ করিয়া মধুতে যে কত মজা আছে, তাহা বিলক্ষণরূপেই বুঝিয়াছি। এখন আমার শ্রীরামপুরের শ্রীমতী "হেন্‌রিয়েটার" এবং আমার যে পরিণাম ঘটিবে, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু ভাই, উপায় নাই! মদ খাইতে অভ্যাস করিয়া আর আমি "আমাতে আমি নাই!" এ কষ্টের কথা আর কাহাকে বলিব? এমন বিষম ফাঁদ পূর্ব্বে দেখি নাই; এখন ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল!

ভাই শরৎ, আর অধিক কি বলিব, তুমি আর মদ খাইও না, মদ খাইও না, মদ খাইও না; আর বেশ্যালয়ে আসিও না, আর বেশ্যালয়ে আসিও না, আর বেশ্যালয়ে আসিও না। সাবধান হও, সাবধান হও, সাবধান হও। পাপের পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ।

শ। বন্ধু, তুমি অত চীৎকার করিতেছ কেন? যাহা বলিতে হয়, চুপে চুপে বল; শরৎ শরৎ করিয়া চেঁচাইতেছ, মদ মদ করিয়া চীৎকার করিতেছ, বেশ্যা বেশ্যা করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছ কেন? রাস্তার লোক-গুলা শুনিলে কি মনে করিবে? ছি ছি, চুপ্ কর, চুপ্ কর। অনেকেই আমাদিগকে চেনে; তোমার গলার আওয়াজ শুনিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবে। তুমি ভাই আস্তে আস্তে কথা বল।

নি। শরৎ, যে মদ খায়, তার কি আবার লজ্জা সরম থাকে ? যে বেশ্যাবাড়ী যায়, তারে কি আবার কেউ ভদ্রলোক বলিয়া মানে ? আমি প্রথমে মনে করিতাম বটে যে, "রাঁড়ী আর গাড়ী" এই দুইটীই জগতে সম্মানলাভের উপায়। আমি আগে মনে করিতাম বটে যে, "মদ আর মেয়ে-মানুষ" এই দুইটীই সুখের চূড়ান্ত উপায়। কিন্তু এখন আমার সব ভ্রম ঘুচিয়াছে। যাহারা আমাকে দেখিয়া আমার সম্মুখে "ছোট বাবু ছোট বাবু" বলিয়া কতই আদর অভ্যর্থনা করে, কতই সেলাম-নমস্কার করে, তাহারাই আমার অগোচরে বলিয়া থাকে, "যার বাপ ভিক্ষা করিত, তার নবাবী দেখিলে গা জ্ব'লে যায় ; লক্ষীছাড়া পাজি কাপ্তেন হয়ে রাঁড়ী পুষেছে, আর গাড়ী হাঁকাতে শিখেছে ! তাতেই ধরাখানাকে শরাজ্ঞান করিতেছে ; হতভাগা মুর্খ মনে করে আমি একটা কত বড় লোকই হয়েছি !"

শ। চুপ্ কর ভাই চুপ্ কর, চেঁচাইও না। যত বেটা বড়লোক আছে, তাদের সকলেরই বাপ-চৌদ্দ-পুরুষের মধ্যে কেহ না কেহ ভিক্ষুক ছিলই ছিল ; অনেক শালা বড়মানুষের—অনেক শালা রাজা-রাজাড়া-জমীদারেরও চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ না কেহ ঘুঁটে-কুড়ানির বেটা ছিল, অথবা বাঁদীর বাচ্চা ছিল ; কাহারও সাতান্ন-সাত-পুরুষ বড় লোক থাকে না জানিও। অতএব কে তোমাকে অমন কথা বলিয়া ঘৃণা করে ?

নি। এইবার ভাই তুমিও যে আমার অপেক্ষাও চীৎকারধ্বনি করিতেছ ? কোনও শালারই সাতান্ন-সাতপুরুষ যে ক্রমাগত বড়মানুষ ছিল না, ও থাকিবে না, তা আমি জানি। কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য তুমি না বুঝিয়াই চীৎকার করিয়া রাগ প্রকাশ করিতেছ কেন ? আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, রাঁড়ী রাখিয়া ও গাড়ী চড়িয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান-লাভের প্রত্যাশা করে, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত মূঢ় পামর।

ভিক্ষুকের ছেলে যদি ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনী হয়, তবে অবশ্য সে ধনিসন্তান অপেক্ষাও অধিক সম্মানের ভাজন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি কি সেই সম্মানের পাত্র? আমি কি নিজে কখনও টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি? আমি কি যথার্থই জলের খেলাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতিয়াছি? জলের খেলাতে কেহ কি কখনও টাকা জিতিয়া আনিতে পারিয়াছে? তবে ও কথাটা আমিই কোন কারণে জারি করিয়াছিলাম বটে; যাহা হউক্, সে সব কথা চুলোয় যাক্। এখন তুমি আর মানের ভয় করিতেছ কেন? তুমি যে মদ খাও, তা কি তোমার বাড়ীর লোক জানে না? আর তোমার বাড়ীর ছেলে-পিলে-বুড়ো সকলেই কি তোমার মানটুকু লোহার সিন্দুকে পুরিয়া রাখিবে? কেহই কি সে বহুমূল্য মানটুকু কাহাকেও দেখাইবে না? তোমার এ ভ্রম তুমি পরিত্যাগ কর। তুমি নিজেই হয় ত কিছুদিনের পরে বেদীতে বসিয়াই মাতলামি করিয়া ঢলাঢলি করিবে। ফলতঃ মদ খাইলেই দেশশুদ্ধ লোকে জানিতে পারে। মদ খাওয়ার কথা কেহ কখনও গোপন রাখিতে পারে না। আর বদ্মায়েসের সঙ্গে যার বন্ধুত্ব, তাকেও লোকে বদ্মায়েস্ বলিয়াই সন্দেহ করে। তাই বলিতেছি, তুমি রাঁড়ের বাড়ী আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিও না। আমি যে এখনই কেবল চীৎকার করিতেছি তাহা নহে; আমি মনে করিয়াছি, অদ্যাবধি চিরকালই চীৎকার করিব; চীৎকার করিয়াই আমার পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব।

শ। সে কি ভাই! তোমার শেষ কয়টী কথার তাৎপর্য্য কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে ভাল করিয়া খুলিয়া বল। চীৎকার করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমন করিয়া তাহা ত বুঝিতেছি না। স্মৃতিশাস্ত্রেও ত এমন কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনি নাই!

নি। দেখ শরৎ, যখনই আমি স্বীয় পাপ বা পাপের ফল স্মরণ করিয়া এইরূপ চীৎকার করি, তখনই আমার মনে একটু শান্তি পাই। স্মৃতিশাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এরূপ চীৎকারের ব্যবস্থা আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুতাপজনিত চীৎকারে যে একটু শান্তি আছে, তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। লোকে অন্যের নিকট নিজের যাতনার পরিচয় দিয়াও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে। শোকের সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াই লোকে শোক নিবৃত্তি করে। অতএব আমাদের মান যাউক্, তাহাতে হানি নাই; আর আমাদের লজ্জাসরমেরও প্রয়োজন নাই; আমি এখন পাড়ায় পাড়ায়—গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে দেশে দেশে ঘুরিয়াও পাপের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করিব—চীৎকারধ্বনি করিয়াও নিজের দুরবস্থার কথা লোককে জানাইব।

শ। তুমি কি তবে মদ-মেয়েমানুষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, দেশে-দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইবে না কি?

নি। না; আমি যে কখনও মদ-মেয়েমানুষ ত্যাগ করিতে পারিব, সে আশা আমার নাই; সে শক্তি বা পুরুষকারও আমার নাই। যে একবার মদ-মেয়েমানুষ উভয়েরই বশীভূত হইয়াছে, সে যে আবার সহজে তাহা ত্যাগ করিতে পারে, সে বিশ্বাসও আমার নাই। তবে আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে, যদি আমি লেখাপড়া শিখিয়া সৎ-পুস্তক পাঠ করিতাম, যদি আমি মদ-মেয়েমানুষের বশীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের দোষ ও পরিণাম ফল জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি কখনই মদ-মেয়েমানুষের বশীভূত হইয়া এরূপ নারকীয় জীবনের পথে এতদূর অগ্রসর হইতাম না। যাহা হউক্, দুরদৃষ্টক্রমে এজন্মে আমার যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু পরজন্মের জন্য এই জন্মে কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। শুনেছি পরোপকার করিতে গেলেই ইহজন্মে নিজের ক্ষতি করিতে হয়, কিন্তু পরজন্মে তজ্জন্য উপকার লাভ করা

যায়। সেই জন্যই মনে করিয়াছি, একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া পাপের ফল প্রকাশ করিব। ইহাতে আমার "রথ-দেখা ও কলা-বেচা" উভয়ই হইবে।

শ। সে কি! "রথ-দেখা ও কলা-বেচা" উভয়ই হইবে কিরূপে? আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কিরূপ পুস্তক প্রচার করিবে? পুস্তকের ত অভাব নাই; অনেকেই ত অনেক রকম পুস্তক প্রচার করিয়াছে; তুমি আবার নূতন কি পুস্তক প্রচার করিবে?

নি। আমি পুস্তক-ব্যবসায়ী, তা অবশ্য তুমি জান। আমার পুস্তকের দোকান আছে, তাহাও অবশ্য জান। অন্যের পুস্তক বেচিয়া আমি যৎসামান্য অর্থ লাভ করি, এবার নিজেই একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই লাভ করিব। ইহারই নাম "রথ দেখা এবং কলা-বেচা" এখন বুঝিলে কি?

অনেক প্রকার পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষায় কোনও পাপীই নিজের পাপ প্রকাশ করে নাই; আমি তাহাই করিব। অতএব আমার পুস্তকখানি বঙ্গভাষার এক নূতন সম্পত্তি হইবে। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অতি অল্প হইলেও আমি বোধকরি আমার পুস্তক পড়িয়া অনেকে যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যাহারা মদ খাইতে শিখে নাই, যাহারা মেয়ে-মানুষের মোহিনী শক্তির অধীন হয় নাই, তাহারা যদি পূর্ব্বজন্মের কিঞ্চিৎ সুকৃতির ফলে আমার পুস্তকখানি কোনওরূপে পায় এবং মনোযোগ দিয়া সেখানি পাঠ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা মানব জন্ম সফল করিতে পারিবে। ফলতঃ যাহারা পাপাত্মা, যাহারা পাপাভ্যস্ত দুরাত্মা, তাহাদের জন্য আমি পুস্তক প্রচার করিব না; যাহারা পাপপথে আসে নাই, তাহাদিগকেই আমি দূর হইতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইব "ভাই, আমি যে পথে আসিয়াছি, এ পথে এস না; ইহা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরকের পথ! এ পথে যদিও অনেক "বড় বড়" লোকও আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারাও শেষে

অসহ্য নরক-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মরিয়াছে! দ্বারকানাথ, নব্য মহাকবি মধুসূদন, অধিক আর কি বলিব, প্রাচীন মহাকবি কালিদাসও এই ভীষণ নরকের পথে আসিয়া অতি উৎকট নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছেন!! এমন কত শত দ্বারকানাথ, মধুসূদন, কালিদাস নরকানলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই! মধুসূদন মৃত্যুশয্যায় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আত্মদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কতকগুলি উপদেশ দিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহাও দিতে পারেন নাই; তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই মরিয়াছিলেন! অতএব আমি তদ্রূপ যন্ত্রণায় পতিত হইবার পূর্ব্বেই ভাই-সকল তোমাদিগকে সাবধান হইতে বলিতেছি, তোমরা জীবনে যেন কখনও মদ-মেয়েমানুষের বশীভূত হইও না।”

ভাই শরৎ, আমি পুস্তকে এইরূপ চীৎকার করিয়াই স্বীয় পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব।

ইহাতে অবশ্য নিজের কলঙ্ক প্রচারিত হইবে, তাহা জানি, কিন্তু যখন অনেক বড় বড় বীরও আমারই মত কলঙ্কী হইয়া মরিয়াছেন, তখন আমার আর কলঙ্কের ভয় কি? বরং আমার এই কলঙ্ক প্রচারে আমি নিজের গৌরবই মনে করিব। আমি যদি অন্ততঃ একটীমাত্র বালককেও নরকের পথ হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সমস্ত কলঙ্ক দূর হইবে। যদি আমার পরিচয়ে অন্ততঃ একটী আত্মাও পুণ্যপথের পথিক হইয়া শেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরজন্মে আমিও পুণ্যপথের পথিক হইতে পারিব।

শ। তুমি এইমাত্র যে কথাগুলি বলিলে, কেবল সেইগুলিই কি পুস্তকে লিখিবে? এই কয়েকটী কথাতে ত একখান পুস্তক হইবে না।

নি। তোমার সঙ্গে আমার যে সকল কথোপকথন হইল, আমি তৎসমস্তই পুস্তকে প্রচার করিব। দুইচারিটী কথায় কি একখান পুস্তক

হয়? সব কথা স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইয়া দিলে লোকে কি দুইচারিটী কথায় বুঝিতে পারে?

শ। বন্ধু, আমার নামটী যেন তোমার পুস্তকে প্রকাশ করিও না। আমার সামান্য একটু পসার জমিতেছে, যেন সে পসারটুকু মাটি করিয়া আমার মাথা খাইও না।

নি। তোমার নাম প্রচার করিলে তোমার মাথা খাওয়া হইবে না। তোমার মাথা রক্ষা করিব বলিয়াই তোমার নামটীও প্রচার করিব। তুমি আমার বন্ধু বলিয়াই আমি তোমার মাথা রক্ষা করিব। তোমাকে "মদ ছাড়াইতে পারিলেই তোমার মাথা রক্ষা করা হইবে। যদি মদ না ছাড়, তবে তোমার মাথা তুমি নিজেই খাইবে।

শ। ভাই, আমি আজ তোমার সাক্ষাতে শপথ করিয়া উৎকট দিব্বি করিয়া বলিতেছি, আমি আর কখনও মদ খাইব না। যদি রোগে ভুগিয়াও মরি, তথাপি জ্ঞাতসারে মদ স্পর্শও করিব না। আজ হইতে মদকে মুচি-মুদ্দফরাসের বিষ্ঠামূত্র বলিয়া ঘৃণা করিব। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমার নামটী প্রচার করিও না।

নি। আমি দেশের সকল লোকের কাছেই তোমার এই শপথ বাক্য প্রচার করিব; যেহেতু তাহা হইলেই তুমি আর প্রলোভনে পড়িয়াও মদ খাইতে পারিবে না। কেননা এরূপ শপথ করিবার পরেও যদি তোমাকে কেহ মদ খাইতে দেখে বা জানিতে পারে, তাহা হইলে তোমার আর লোকালয়ে মুখ দেখানও ভার হইবে। অতএব বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই তোমার নামটী প্রচার করিব।

শ। তবে আর ভাই তোমাকে কি বলিব; আজ বিদায় লই।

নি। আরও গুটিকত কথা শুনিয়া যাও ;—ধরণীধর মদ খাইয়া বড় কথক হইয়াছিলেন, তোমার হয় ত এরূপ ধারণা আছে। সেই জন্যই হয় ত তুমি মদ ছাড়িবে না। কিন্তু ধরণীধরের মৃত্যুশয্যার বিবরণ শুনিলেই তোমার চৈতন্য হইবে। সে বিবরণ বলিবার অবকাশ নাই। ধরণীধর বেদীতে বসিলেই লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত বটে, কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই তাহাকে ঘোরতর দস্যু-পিশাচ-পাষণ্ড বলিয়া দূরে পলায়ন করিত!! অতএব তদ্রূপ "বড় কথক" হইবার প্রয়াস পাইও না।

ভাই "বড়" হইতে গিয়া অনেকেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের দেশের জমীদার ** বাবু, প্রথমে অত্যন্ত সচ্চরিত্র সাধু ছিলেন:: আহা! তাঁহার সৌজন্য, মিষ্টভাবিতা, চক্ষুলজ্জা প্রভৃতির যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা মনে হইলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু জানিনা তিনি, কি কুক্ষণেই দিনবন্ধু মিত্র, জগদীশ রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি "বড় লোকের" সঙ্গে মিশিয়া "বড় রোগে" আক্রান্ত হইয়াছিলেন!! হায়! শেষে যকৃৎ পাকিয়া তিনি কত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন!!

অতএব ভাই, দূরের কথা দূরে থাক্, আমাদের গ্রামেরই আশে-পাশে—তিন ছটাক জমির মধ্যেই—যে সকল জীবন্ত জলন্ত উদাহরণ রহিয়াছে, তাহাই নিয়ত স্মরণ রাখিয়া সাবধান থাকিও। নিশ্চয় জানিও, "মদ-মেয়েমানুষ" সুখের উপাদান নহে; প্রত্যুত তাহা ভীষণ নরকেরই নিদান।

শ। ভাই, সব ত শুনিলাম; কিন্তু তুমি নিজের উদ্ধারের কি কিছু চেষ্টা করিবে না? কেবল পুস্তক প্রচার করিলেই কি হইবে? অন্যের উদ্ধারের চেষ্টাই করিবে? পুস্তক প্রচার করিয়া তুমি যে প্রচুর অর্থ

পাইবে, তাহাতে তোমাকে যে নরকের আরও নিম্নতম স্থানে লইয়া যাইবে ?

নি। হাঁ, তা বটে ; যতই টাকা হাতে আসিবে, ততই আমাকে নরকের নিম্নতমতলে যাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অভ্যস্ত মদ্যপায়ী কখনও মদ্য পরিত্যাগ করিতে পারে না; পাপাভ্যস্ত দুরাত্মা ইহজন্মে পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে না। একথা আর কতবার বলিব ?

শ। কেন ? তোমার পিতা ত মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এমন কি তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন ; তবে তুমি কেন মদ খাওয়া ত্যাগ করিতে পারিবে না ?

নি। ভাই, আমার পিতার সহিত আমার তুলনা করিও না ; তিনি ধর্ম্মসাধনের জন্যই পরম জ্ঞানী তান্ত্রিক গুরুর পরামর্শক্রমে মদ্য-পান করিতেন। তন্ত্রমতে গৃহে "কুলচক্রে" মদ্যপান করা আর ষাঁড়ের বাড়ী ও শুড়ীর দোকানে মদ্যপান করায় বিস্তর প্রভেদ আছে। যখন আমাদের পিতার অবস্থা ভাল ছিল, যখন তিনি ধনবান্ ছিলেন, তখনই তিনি গুরুর সাক্ষাতে, গুরুকে "চক্রেশ্বর" করিয়া, ষোড়শোপচারে ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা করিয়া, নানাবিধ মন্ত্রতন্ত্রে মদ্য শোধন করিয়া, পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করিতেন। তিনি কখনও মাতাল হন নাই ; কখনও বেশ্যাবাড়ীতে বা শুঁড়ির দোকানেও মদ্যপান করেন নাই। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়াও সদ্‌গুরুর কৃপায় পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাপাত্মা আমি পাপাচরণের জন্যই মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়াছি। সুতরাং আমার পিতার পক্ষে মদ্য পরিত্যাগ করা অনায়াস-সাধ্য ছিল ; বিশেষতঃ তিনি দরিদ্র হইয়া পড়াতে মদ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কন্তু আমার পক্ষে মদ্য পরিত্যাগ অত্যন্ত দুঃসাধ্য জানিবে। বাস্তবিকই

"গৌরসেনের" টাকাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! দাদা আমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন!! তিনি যে আমার ঘোরতর শত্রু, তদ্বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই!!

শ। তবে কি তুমি এই বেশ্যালয়েই মদ্যপান করিতে করিতে মরিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ? দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেও কি বাস্তবিক মদ্য পরিত্যাগ করা যায় না? তোমার একথা গ্রাহ্য নহে। ফলতঃ যদি তুমিও মদ্য পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি আর তোমার মুখদর্শনও করিব না। কেননা পাপীর মুখদর্শন করিলেও পাপস্পর্শ হয়। অতএব তুমিও এখনই মদ্য পরি-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কর।

নি। ভাই, আজ তুমি যাও; তোমার সঙ্গে ক্রমাগত "মদ মদ মদ" করিতে করিতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তোমার সাক্ষাতে মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াই এতক্ষণ আমি মদ না খাইয়াও সজোরে—চীৎকার করিয়া কথা কহিতেছিলাম। কিন্তু তোমার যাওয়ার সময় হইয়াছে দেখিয়াই আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে।

শ। তা বুঝিয়াছি; আমি গেলেই তুমি সচ্ছন্দে মদ খাইতে আরম্ভ করিবে।

নি। তা না খাইয়া আর কি করিব? এখন মদ না খেলে যে শরীর অবসন্ন হয়; কেবল চব্বিশ ঘণ্টাই বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়, অথচ ঘুমও হয় না; কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। কোনও কাজ করিতেও ইচ্ছা হয় না, কাজ করিবার শক্তিও পাই না; সুতরাং এ অবস্থায় মদ না খাইয়া কি করিব?

শ। তোমার এ বৃথা ছল; আফিমের নেশা ছাড়া

দুরূহ বটে ; কিন্তু মদের নেশা ছাড়া দুরূহ নহে। যদিও মদ ছাড়িলে একটু কষ্ট হয়, তাহাতে মরিবার সম্ভাবনা নাই। কষ্ট সহ্য করিয়া কোনও একটা কাজে নিযুক্ত থাকিলে বা পরিশ্রমের অভ্যাস করিলেই আলস্য ও অবসাদ দূর হইতে পারে। যাহা হউক, এখন আমি বুঝিতেছি, মদ খাইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মরাও ভাল। অতএব তুমি বৃথা ছল ছাড়।

নি। বন্ধু, সকলই বুঝি, কিন্তু অভ্যাসের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা তুমি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। আমার শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া আমি প্রতিক্ষণই কম্পিত হই ; সে দিন রাত্রিতে যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয় ; কিন্তু কি করিব ? "আমাতে ভাই, আমি-নাই।" মদ যে কিরূপ ভীষণ শত্রু, ইহাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

শ। তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ?

নি। একদিন আমি আমার পরিণাম-চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া নিশীথ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, মাতার মৃত্যু হইয়াছে। দাদা উদাসীনের মত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। দিদি কাশীবাস করিয়াছেন। আমি বেশ্যালয়ে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া আছি। অনবরত বমি ও বাহ্যে করিতেছি। আমার বেশ্যা প্রথমে একটু যত্ন করিয়া ক্রমেই বিরক্ত হইয়াছে। ক্রমে সে কয়জন বদমায়েসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে এবং আমাকে কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা আমাকে কত আদর-অভ্যর্থনা করিত, কত যত্ন ও সমাদর করিত, তাহারাই আমাকে শীঘ্র মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! আমাকে মদ খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা বিহ্বল অবস্থায় আমার নিকট হ্যাণ্ডনোট, উইল

প্রভৃতি লিখাইয়া লইতেছে! আমি অস্বীকৃত হইলে ছোরা বাহির করিয়া আমাকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে! আমাকে অভিভূত করিবার জন্য মদের সঙ্গে ধুতুরার বীজ ও চুরুটের ছাই মিশাইয়া তাই আমাকে খাওয়াইতেছে। আমি তাহা খাইয়া অচেতন ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। বদমায়েসেরা তখন আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সদর রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। আমি যেন শেষে পুলিশের হাজতে নীত হইয়াছি। পরে একটু চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, যেন পুলিশের কনষ্টেবল ও ইন্‌স্পেক্টর আমাকে ক্রমাগত প্রহার করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আদালতে লইয়া যাইতেছে! আমি কপর্দ্দকশূন্য ও সহায়শূন্য হইয়া জামিন দিতে না পারাতে যেন হাকিম আমাকে জেলে দিয়াছেন। আমি জেলে গিয়া সেই পীড়িত অবস্থায় কাজ করিতে পারিতেছি না বলিয়া জেলের পাহারাওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে প্রহার করিতেছে! আমি সেই প্রহারের চোটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি!!

এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি বাস্তবিকই মূর্চ্ছা গিয়াছিলুম। এমন সময় আমার ঘোড়ার সহিস আসিয়া সজোরে দোরে ধাক্কা মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "বাবু ঘোড়ার ঘাস নাই।" তখন আমি ধড়মড় করিয়া উঠিলাম এবং দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

যাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে, আমার অদৃষ্টে এইরূপ শোচনীয় পরিণামই আছে।

শ। যদি তাই মনে করিতেছ, তবে কেন এখনই সাবধান হও না। আজই রাঁড় পরিত্যাগ কর; বরং তাহাকে কিছু টাকা দিতে হয় বা মাসহারা দিতে হয় তাও দিয়া তাহার মুখদর্শন পরিত্যাগ কর। তুমি রাঁড় পরিত্যাগ করিলেই তোমার সমস্ত আপদ্‌বালাই দূর হইবে। রাঁড় পরিত্যাগ করিলেই সহজে মদও পরি-

ত্যাগ করিতে পারিবে এবং বদ্‌মায়েসদের সঙ্গও পরি-
ত্যাগ করিতে পারিবে। যদি তোমার বিবাহিতা পত্নী
মনোনীত না হয়, তুমি ভাল পছন্দ করিয়া আর একটী
মেয়েকে বিবাহ কর। তুমি রাঁড় ও মদ পরিত্যাগ
করিলেই তোমাকে কত জন সাধিয়া মেয়ে দিতে অগ্র-
সর হইবে; বোধকরি তোমার দাদা ও মাতাও তোমার
আবার বিবাহ দিতে সম্মত হইতে পারেন। অতএব
তুমি সত্বর বেশ্যাকে ত্যাগ কর। নিজের ব্যবসায় আছে
—লাইব্রারি আছে, তাহারই উন্নতির জন্য সর্ব্বতো-
ভাবে চেষ্টা কর। নিজে দশটাকা উপার্জ্জন করিবার
চেষ্টা কর। টাকা বৃথা ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের
জন্য কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা কর। গাড়ি-ঘোড়া বেচিয়া
ফেল। সেই টাকাতে লাইব্রারির উন্নতি কর। দেখ
দেখি, তোমাদের সুবল কেমন সামান্য সম্বল লইয়া উন্নতি
করিতেছে! সে একজন মানুষের মত মানুষ হইয়া বৃদ্ধ
পিতা-মাতাকে ও ছোট ছোট ভাইগুলিকে কেমন প্রতি-
পালন করিতেছে! সে কিছুদিন পরেই বেশ সঙ্গতিপন্ন
হইতে পারিবে; তুমিও তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিজের
উন্নতি কর। কেন মিছে আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া
এরূপ কাপুরুষের মত হইয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া
দিতেছ? কেন, নরকে যাইতেই হইবে কেন? যাহা
স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহাই সফল করিবে কেন? স্বপ্ন
সত্যও হয়; মিথ্যাও হয়। একটু পুরুষকার অবলম্বন

করিলে—আলস্য ত্যাগ করিয়া একটু চেষ্টা করিলেই স্বপ্নকে মিথ্যা করা যায়। অতএব যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবন সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পার, যাহাতে মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, বান্ধববর্গ ও প্রতি-বেশীদিগের প্রীতিভাজন হইতে পার, প্রাণপণ যত্নে তদ্রূপ চেষ্টাই কর। ফলতঃ কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ সুবোধ হও। ধর্ম্মাত্মার সন্তান হইয়া ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা কর।

নি। এস ভাই, আমিও আর তোমাকে অধিক কি বলিব; এইমাত্র বলি, আমার নিজের শক্তি আমি হারাইয়াছি; এখন যদি আমাকে সেই দুর্ব্বলের বল, নিরুপায়ের উপায় হরি আমার হাত ধরিয়া উদ্ধার করেন, তবেই আমি উদ্ধার পাইব।

শ। তুমি মৌখিক ভণ্ডামি পরিত্যাগ কর; যে নিজের উদ্ধার-সাধনে যত্নবান্ হয়, ভগবানও তাহার সহায় হইয়া থাকেন; কিন্তু যে নিজে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন না।

যাহা হউক্, তুমি যখন পুস্তক প্রচার করিয়া আমার নামটী প্রকাশ করিবে, তখন তোমাকে আরও গুটিকত হিতকর উপদেশ দিয়া যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-জন্মের সম্পর্কসূত্রেই আমি ইহ জন্মে তোমার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি; অতএব তোমাকে প্রকৃত বন্ধুর উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

এখন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, লোকসমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে কেন? স্ত্রীপুত্রাদি

অসময়ে উপকার করিবে অর্থাৎ রোগশয্যায় ও মৃত্যু-শয্যায় সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই লোকে বিবাহ করে। শরীর ব্যাধিমন্দির; সুতরাং জীবনে বহুবারই পীড়িত হইতে হয়; আর মৃত্যু অনিবার্য; এক দিন মারতেই হইবে; সুতরাং মৃত্যুকালের পূর্ব্বেও শয্যা-শায়া হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিবাহিতা ভার্য্যা অত্যন্ত কুৎসিত ও দুর্ম্মুখ হইলেও যদি সে অসচ্চরিত্র না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই সে রোগের সময় অবশ্যই স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকে।

কিন্তু বেশ্যা যদিও অত্যন্ত রূপসী ও মিষ্টভাষিণী হয়, তথাপি অসময়ে অর্থাৎ রোগশয্যায় সে সেবা-শুশ্রূষা করে না। কতকগুলি বাছা বাছা মনোরঞ্জন বাক্য মুখস্থ করাই বেশ্যাদের বিদ্যা। বেশ্যারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে এইরূপ ভাবভঙ্গী ও বাক্য প্রকাশ করে, যেন তাহারা তোমার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলতঃ ব্যাধেরা যেমন বনে গিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়া মৃগকে মুগ্ধ করে এবং শেষে বাণবিদ্ধ করিয়া সেই মৃগের প্রাণ বধ করে, বেশ্যারাও ঠিক্ তদ্রূপ সুমধুর বাক্যে মুগ্ধ করিয়া শেষে প্রাণ হরণ করে। যেমন সাপুড়েরা বাঁশী বাজাইয়া এবং কাঁদুনি-সুরে গান করিয়া সাপগুলিকে মুগ্ধ করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন-মতে তাহাদের ল্যাজ ধরিয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করে,

বেশ্যারাও ঠিক্ সেইরূপ কাঁদুনি-সুরে মিষ্টবাক্য বলিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। ফলতঃ বেশ্যার মুখস্থ মিষ্টকথায় যে মূঢ় তাহার বশীভূত হইয়া থাকে, সে নিতান্তই হত-ভাগা মূর্খ; পরিণামে তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকে না।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রূপসী বেশ্যা স্বর্ণবাই অনেক রাজপুত্র ও জমীদার-পুত্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। সে যেমন রূপবতী তেমনই মিষ্টভাষিণী ছিল। সুতরাং সহজেই লোকে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িত। অল্প দিনের কথা সেই বৃদ্ধবেশ্যা স্বর্ণবাই একটা খুনী মকদ্দমায় আসামী হইয়া পুলিশ-কোর্টে হাজির হইয়াছিল এবং বহু রাজা-রাজাড়ার সহায়তায় উদ্ধারলাভ করিয়াছিল। যৌবনকালে একদিন এই স্বর্ণবাই আদালতে সাক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হাকিম একজন বাবু আসামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যখন স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাবু কি তোমার উপপতি?" তখন স্বর্ণ বলিল, "হুজুর, উনি আমাকে কিছুদিন দাসী-স্বরূপে রাখিয়াছিলেন।" স্বর্ণবাইয়ের এইরূপ বিনয় ও সভ্যতা দেখিয়া হাকিমের সহিত সমস্ত আদালতের লোক মোহিত হইয়াছিল। ফলতঃ কতকগুলা বাছা বাছা কথা মুখস্থ করিয়া রাখাই বেশ্যাদের বিদ্যা। যেমন থিয়েটারের অভিনেত্রীরা সহজেই কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী সাজিয়া থাকে, তেমনই প্রত্যেক বেশ্যাই কতকগুলি বাঁধিকথা মুখস্থ

করিয়া নিয়ত সেই কথাগুলি বলে এবং পরম আত্মীয়তার ভাণ করে। তাহাতেই মূর্খেরা মোহিত হইয়া বেশ্যার দাস হইয়া পড়ে এবং শেষে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত হয়। তোমারও বেশ্যা রীতিমত বেশ্যা-বিদ্যায় সুপটু। সেও বেশ বাছা বাছা কতকগুলি কথা বলিয়া তোমাকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার আর একটী বশীকরণের বিদ্যা আছে। সে হস্তিনী-জাতীয়া, সুতরাং স্থূলকায় এবং অত্যন্ত মদ্যপ্রিয়; সে তোমাকে মদ্যপান করাইতে শিখাইয়া তোমাকে ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কামরূপ-কামাখ্যায় যে মন্ত্রে স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে ভেড়া করে, সেই মন্ত্র আর কিছুই নহে, মিষ্ট-কথা এবং মদ্য; ফলতঃ মদ এবং মুখস্থ মিষ্টকথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বশীকরণমন্ত্র আর জগতে কিছুই নাই। যদি বল, "আমার শ্রীমতী ভূতী প্রকৃত বেশ্যা নহে, গৃহস্থের ঘরের মেয়ে" সে কথা আর আমার সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা আমি তাহার আদ্য-নাড়ার খবর লইয়াছি। তাহার ভগিনী বেশ্যা, তাহার পিসী বেশ্যা, এবং তাহার মাতাও বেশ্যা ছিল; তাহাদিগকে শ্রীরামপুরের সকলেই প্রসিদ্ধ বেশ্যা বলিয়া জানে; বেশ্যাবৃত্তিই তাহাদের ব্যবসায়; তাহাদের কোনও জাতিই নাই।

যাহা হউক্, তোমার বহু আদরের ভূতী প্রকৃতই ভূত; তোমাকে ভূতেই পাইয়াছে। এই মদ্যপায়নী হস্তিনী পিশাচী তোমার রক্তমাংসমজ্জা ভক্ষণ করিবে; ফলতঃ

তুমি শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ না করিলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। তুমি কত টাকা খরচ করিয়া ইহার অলঙ্কারাদি দিয়াছ, কিন্তু তথাপি এ প্রত্যহ অলঙ্কারাদির জন্য তোমার কাছে আব্‌দার করে। তুমি নবাবী দেখাইয়া ইহাকে প্রলোভিত করিয়া থাক। কিন্তু দেখিও, সময় বুঝিয়া এ তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। তুমি এখন মোহান্ধ, সুতরাং সে কথা কেমন করিয়া বুঝিবে? এই পিশাচীরা সুশ্রী নহে, কেবল মিষ্টকথামাত্রই ইহাদের যাদুবিদ্যা; এই যাদুবিদ্যার বশীভূত হইয়াই তুমি এবং নিমাই উভয়েই ভেড়া এবং মেড়া হইয়া পড়িয়াছ। ফলতঃ ভেড়া এবং মেড়াদেরও যে একটু তেজঃ আছে, সে তেজও তোমাদের নাই। তোমরা এই পিশাচীদের যাদুবিদ্যায় তাহাদের কুকুর হইয়া পড়িয়াছ! হায় হায়! তোমার স্ত্রী যেন দুর্ম্মুখ ও বজ্জাত, কিন্তু ঘোষালের পত্নী ত তদ্রূপ নহে; তথাপি ঘোষাল ভূতার ভগ্নী প্রেতিনীর প্রেমে মজিয়া তাহারই কুকুর হইয়া পড়িয়াছে; সেই প্রেতিনীর পূর্ব্বজারজ কুমারকে ঘোষাল স্বীয় পুত্র বলিয়া প্রতিপালন করিতেছে! সেই বেশ্যাপুত্র ঘোষালের পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করিবে! সেদিন তুমি নিজে টাকা খরচ করিয়া ঘোষালের শ্রীরামপুরের পৈতৃক বাড়ীতে রথ তুলিলে এবং আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলে, তাই আমি স্বচক্ষে ঘোষালের বৃদ্ধা মাতা ও সুন্দরী

যুবতী ভার্য্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি। হায়!
তোমরা দুই ভায়রা-ভাই তোমাদের বেশ্যাদিগকে লইয়া
ঘোষালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী—
ঘোষালের জননী তোমাদের বেশ্যাদের জন্য অন্নব্যঞ্জন
রসুই করিলেন! না করিয়াই বা কি করিবেন? তোমরা
ইচ্ছা করিলেই বৃদ্ধাকে উপবাসী রাখিয়া মারিয়া ফেলিতে
পার; সুতরাং বৃদ্ধা তোমাদের বেশ্যাদেরই কৃপার পাত্রী!
যেহেতু তোমরা বেশ্যাদেরই গোলাম—বেশ্যাদেরই
কুকুর। ধিক্ তোমাকে আর ধিক্ তোমার ঘোষালকে!!
যদি তোমার দাদা আজ মরিয়া যান, তাহা হইলে তুমিও
ঘোষালের মত তোমার বৃদ্ধা মাতাকে ও ভগ্নী প্রভৃতিকে
বেশ্যার বাঁদা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না! ফলতঃ আমার
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার দাদার মৃত্যু হইলেই
তুমি বেশ্যাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া গৃহকর্ত্রী করিবে
এবং তোমার মাতা ভগ্নী প্রভৃতিরা তাহাদের বাঁদী হইয়া
থাকিবে! এই ত তোমার পুরুষকার।

কিন্তু তোমার দাদার মৃত্যু হইলেও তুমি অধিক
দিন সুখভোগ করিতে পারিবে না। গোবরডাঙ্গার
হারাণকুণ্ডু অতিকষ্টে স্বোপার্জ্জিত তিন লক্ষ নগদ
টাকা এবং কলিকাতায় বড় বড় তিনখান বাড়ী আর
বড়বাজার চিনিপটীতে বৃহৎ দোকান রাখিয়া পরলোক-
গত হইলে তদীয় পুত্র গিরিশচন্দ্র ঠিক্ তোমার মত
নবাব হইয়া তিন বৎসরের মধ্যেই সেই সমস্ত সম্পত্তি

নষ্ট করিয়াছিলেন এবং শেষে স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছিলেন। একথা তুমি কি শুন নাই ? তিনি তিন বৎসর নবাবী করিয়া শেষে যে ত্রিশ বৎসর ভিখারী হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি জান না ? এমন কত শত সহস্র গিরিশচন্দ্র যে মদ ও বেশ্যার বশে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহার কি সংখ্যা আছে ?

যাহা হউক্, তোমার দাদাকেও আমি একটু পরামর্শ দিয়া যাইতেছি, তুমি একথা পুস্তকে অবশ্য প্রকাশ করিবে। তিনি যে তোমাকে কাজের লোক করিবার জন্য একটা লাইব্রারি করিয়া দিলেন, তুমি তাহাতেই বিলক্ষণ "কাজের লোক হইয়া পড়িয়াছ !" তোমার আর লাইব্রারিতে গিয়াও মনি-অর্ডার সহি করিবার অবসর নাই। তুমি বেশ্যালয়ে থাকিয়াই মনি-অর্ডার সহি করিয়া টাকা লইয়া থাক। আর মদ খাও, মাতলামি কর, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাক, ঘুমাও, ঘুঁড়ি উড়াও, আর গাড়ি চড়িয়া বেড়াও। এই ত তোমার দৈনিক কাজ। সুতরাং তুমি বিলক্ষণই কাজের লোক হইয়াছ, তাহাতে সন্দেহ কি ? যাহা হউক্, তোমার মনি-অর্ডার সহি করা কাজটী তোমার দাদা যদি নিজের হাতে লইতে পারেন, তাহা হইলে তোমারও অনেক কাজ কমিতে পারে বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব তিনি যেন সেই কাজটী নিজে গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে

তাঁহাকে পরামর্শ-টুকু দিতেছি। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, সুতরাং অবশ্য জানেন যে, যে দুষ্ক্রিয়ার সহায়তা করে, সেও নিরয়গামী হয়। সুতরাং তিনি যেন ভ্রাতার মদ ও বেশ্যার খরচ যোগাইয়া নিজেও নিরয়গামী না হন। তাঁহাকে আরও একটী পরামর্শ দিতেছি যে, যদি মনি-অর্ডার সহি করা কাজটী তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া দেখেন, এক বৎসরের মধ্যে তুমি বেশ্যা ও মদ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা হইলে যেন তিনি তোমার সহিত আর একটী ভাল ঘরের ভাল মেয়ের বিবাহ দিয়া তোমাকে পরিণামে সুখভাগী করেন এবং স্বীয় পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষা করেন। আর যদি তুমি এক বৎসরের মধ্যে বেশ্যা ও মদ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং গয়ায় গিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদান করিয়া এবং মাতা ভগ্নী স্ত্রী প্রভৃতির গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া পরে সাধারণ হিতকার্য্যে অবশিষ্ট সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক কোন তীর্থস্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন এবং ইহজন্মে আর যেন তোমার মুখদর্শন না করেন। বেশ্যার কুকুর মদ্যপায়ী পাপাত্মারা পিতামাতার পিণ্ডদানের অধিকারী হয় না। তাহার স্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠার সমান এবং জল মূত্রের তুল্য। এরূপ পাপীর মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়। আর অধিক কি বলিব, এখন ভাই তুমি বেশ্যালয়ে সুখে মদ্যপান কর, আমি চলিলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন ভবিষ্যতে সামাজিক লোকের মত সুখসচ্ছন্দে জীবন যাপন কর।

ইতি বীরাচারবিধি সকলকাণ্ড সমাপ্ত।